ফাযায়েলে আখলাক

মাওলানা ইরশাদ কাসেমী ভাগলপুরী

ফাযায়েলে আখলাক

['শামায়েলে কুবরা' ৩য় খণ্ডের অনুবাদ]

মূল
মাওলানা ইরশাদ কাসেমী ভাগলপুরী
মুহাদ্দিস, মাদরাসা রিয়াজুল উলূম
জৌনপুর, ভারত

অনুবাদ
মাওলানা মুজাহিদুর রহমান শিবলী

আল ইরফান পাবলিকেশন্স
১২/ধ, বাসা-৮৯, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
✆- ০১৫৫২-৩৫৬৪২১

www.pathagar.com

প্রকাশকাল

রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ

নাজমুল হায়দার, সাজ ক্রিয়েশন

অক্ষর বিন্যাস

আর রাশাদ কম্পিউটার্স

মুদ্রণ

মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস, লালবাগ, ঢাকা

বিনিময়

তিনশত দশ টাকা মাত্র

পরিবেশক

আর রাশাদ পাবলিকেশন্স, ১২/ডি-ই, পল্লবী, ঢাকা

আল কাউসার প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।

(Fajael-e-Akhlak) by Muhammad Irshad Kasemi Bhagolpuri, Translated by Mawlana Mujahidur Rahman Shibli. Published by Al Irfan Publications, Dhaka, Price- Tk 310.

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আল্লাহ পাকের অপার করুণায় 'শামায়েলে কুবরা'র তৃতীয় খণ্ড আপনাদের খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরে গর্ববোধ করছি। কিতাবটির তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড ফাযায়েলে আখলাক সম্বলিত হাদীস দ্বারা সজ্জিত। এ খণ্ডটির মধ্যে ইসলামের সুমহান শ্রেষ্ঠ চরিত্রের হাদীসগুলোকে অত্যন্ত বিশদ এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ খণ্ডে নবীয়ে করীম সা. -এর চারিত্রিক গুণাবলী, দৈহিক আকৃতি এবং তাঁর সোনালী আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। কুরআনে কারীমের ভাষায় যাকে 'খুলুকে আজীম' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।

অসংখ্য হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে এগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। সূত্র হিসেবে এ বিষয় সংশ্লিষ্ট ন্যূনতম পঞ্চাশটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব সামনে রাখা হয়েছে, যা পাঠকমহল খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য বুনিয়াদী কিতাবের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কিতাবটি যেন পূর্ণাঙ্গ হয় এবং অত্র বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ববহ ভাণ্ডারের রূপ পরিগ্রহ করে এজন্য বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যাতে অভীষ্ট বিষয় সম্বলিত সমস্ত হাদীসের ভাণ্ডার বিক্ষিপ্ত সমস্ত কিতাব থেকে পুঞ্জিভূত হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি যেন কোন তৃষ্ণা বাকী না থাকে। সংকলক এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছেন যেন কিতাবটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথার্থ এবং পূর্ণাঙ্গ হয়, কোন একটি উত্তম আখলাকও যেন ছুটে না যায়।

আখলাক অধ্যায়ের বিক্ষিপ্ত হাদীস ভাণ্ডারে যেগুলো গ্রহণযোগ্য, সেগুলোই গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে জাতির সামনে সেগুলো তুলে ধরা যায়। কারণ বর্তমান দুনিয়ায় মানব জাতির জন্য ইবাদতের পরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পবিত্র আখলাক আর নির্মল চরিত্র। এটা এত বড় একটা শুভ আমল যার প্রতিদান শুধু পরকালে নয় পার্থিব জীবনেও উপভোগ করতে থাকে। ইসলামের সর্বোচ্চ পবিত্র আখলাক এবং শ্রেষ্ঠ চরিত্র সম্বলিত এই কিতাবখানা

www.pathagar.com

আপনাদের খেদমতে পেশ করা হচ্ছে। এ কিতাবটি মসজিদে, মাদরাসায়, বাড়িতে পড়ে শোনানোর উপযুক্ত। এতে যে সমস্ত উত্তম চরিত্র থেকে আমরা দূরে সরে গিয়েছি এবং যেগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণাও নেই, সেগুলো বাড়ির মধ্যে এবং অন্যান্য পরিবেশেও চালু হয়ে যাবে, যার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ইহকাল ও পরকালের অসংখ্য সৌন্দর্য।

এর দ্বারাই আপনারা অনুমান করতে পারবেন যে, ইসলাম ধর্ম কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ। কেবল ইবাদত ও আকাইদের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইহকাল ও পরকালের সে সমস্ত বিষয়ও এতে সন্নিবেশিত রয়েছে, যেগুলো দুনিয়ার বড় বড় জ্ঞানী, পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত অভিজাত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতেও উত্তম ও কল্যাণকর। এর একটি উত্তম ফলাফল মানব জাতির উপরও প্রতিফলিত হয় যে, মানুষ সহজেই বুঝে নেয় পার্থিব জীবনের এ সমস্ত উৎকৃষ্ট বিষয় কখনই দীন-ধর্ম থেকে পৃথক হতে পারে না। দীন-ধর্মতো সমস্ত সৌন্দর্য এবং যাবতীয় কল্যাণকর বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে রাখে। তাছাড়া পরকালের ভাল ফলাফল ইহকালের ভাল কাজকর্মের উপরই নির্ভর করে এবং পারলৌকিক জীবনে শান্তি-সুখের প্রাসাদ নির্মাণের জন্য ইহলৌকিক জীবনের উত্তম কার্যাবলি হচ্ছে ভিত্তি এবং বুনিয়াদ।

মনে রাখবেন, আমাদের ধর্মের এই পূর্ণাঙ্গ দিকটি সাম্প্রতিককালের আধুনিক বিশ্বের মানুষের নিকট অস্পষ্ট বা তারা এ বিষয়ে উদাসীন। তারা দীন-ধর্মকে শুধু যিকির-আযকার আর ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করেন এবং একেই কেবল পরকালের মুক্তির উপকরণ ও আখেরাতের আমল মনে করেন। এ সমস্ত লোক নেহায়েত ভুলের মধ্যে ডুবে আছেন। এ কারণেই তারা পবিত্র আখলাককে দীন মনে করেন না।

আফসোস! তারা যদি ইসলাম ধর্ম যথার্থভাবে অধ্যয়ন করতেন বা কোন আল্লাহর ওলীর সঙ্গ লাভ করতেন, কোন ধর্মপরায়ণ, ধর্ম বিশেষজ্ঞের সংশ্রব অর্জন করতেন, তাহলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্ম সম্পর্কে এতটা সংকীর্ণ হতো না। এ ব্যাপারে এতটা অচেতন এবং উদাসীন হতেন না বরং শ্রেষ্ঠ আখলাকের অধিকারী হয়ে গোটা বিশ্বকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলতেন।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দীনের যথার্থ দিকনির্দেশ এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং সমস্ত বাধা-বিপত্তির প্রাচীর চুরমার করে গোটা বিশ্বে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করে দিন।

www.pathagar.com

সংকলনের ক্ষেত্রে সিহাহ সিত্তাহ এবং প্রসিদ্ধ কিতাবাদি ছাড়াও এমন কিছু দুর্লভ-দুষ্প্রাপ্য কিতাবাদি থেকে তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ করা হয়েছে যেগুলো হস্তগত করা সহজসাধ্য নয়। পাঠকমহল উদ্ধৃতি এবং সূত্র দ্বারাই বিষয়টি সহজে অনুমান করতে পারবেন।

বিষয়সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীস ও বাণী এবং আলোচনা ও বর্ণনা যথার্থ উদ্ধৃতি সহকারে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন প্রয়োজন হলে সূত্র খুঁজে বের করতে সহজ হয়।

কিতাবের শুরুতে একটি দীর্ঘ ভূমিকা রাখা হয়েছে যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আখলাক। সেখানে অত্যন্ত বিশদভাবে ঐ সমস্ত হাদীস একত্রিত করা হয়েছে, যার মধ্যে উত্তম চরিত্রের প্রতি তাকীদ এবং এর বিভিন্ন প্রকারের ফযীলত ও উৎসাহ বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর উত্তম আখলাকের অধ্যায়গুলো স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ্ চতুর্থ খণ্ডও পেশ করা হবে।

একক সত্তা আল্লাহ পাকের নিকট আকুল প্রার্থনা- আমার এ কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে কবুল করে নিন। এই বিশাল মহৎ কার্যক্রম, যা সুন্নতের একটি বিশাল ভাণ্ডার, একে যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার তাওফীক দান করুন। উম্মতের সাধারণ ও বিশিষ্ট সকল পর্যায়ের লোকদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ তাআলা একে অধমের জন্য তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ এবং পরকালের মুক্তির মাধ্যম ও উপকরণ বানিয়ে দিন। আমীন।

বিনয়াবনত

মুহাম্মাদ ইরশাদ কাসেমী ভাগলপুরী

www.pathagar.com

অনুবাদকের আরজ

কালামে পাকে এবং হাদীসে রাসূল সা. এর মধ্যে উত্তম আখলাকের উপর বহু ফযীলত এসেছে। ইরশাদে নববী হচ্ছে- দীন হচ্ছে উত্তম চরিত্রের নাম। আবুল আলা ইবনে শাখীর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. এর দরবারে জনৈক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল এবং জিজ্ঞাসা করল- দীন কী জিনিস? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, উত্তম চরিত্র। এরপর লোকটি ডান দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল, দীন কী জিনিস? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, উত্তম চরিত্র। লোকটি আবার বাম দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল, দীন কী জিনিস? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, উত্তম চরিত্র। লোকটি আবার পিছনের দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল। নবী করীম সা. এবার বললেন, তুমি বুঝ না, কী জিনিস? (অর্থাৎ আমি কয়েকবার বললাম যে, দীন হুসনে আখলাক তথা উত্তম চরিত্রের নাম। এরপরও আবার কেন জিজ্ঞাসা কর? হুযুর সা. রাগ করেননি বা উক্ত ভাষ্যটি রাগের স্বরে উচ্চারণ করেননি।)

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪০৫, ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩১৭)

উত্তম আখলাকের উপর রচিত 'শামায়েলে কুবরা'র তৃতীয় খণ্ডের বিশেষ গুরুত্ব ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল উপলব্ধি করে আমার দীনী মুরব্বী মাওলানা মুহাম্মাদ সালমান সাহেব দা. বা. কিতাবখানা অধমের হাতে তুলে দেন ভাষান্তরের জন্য। আল্লাহ পাকের অপার করুণায় আমার ভাঙ্গা কলম দিয়ে এলোমেলো ভাষায় কোন রকম কিনারায় উঠতে পেরে আল্লাহর শোকর আদায় করছি।

সর্বশেষে আল্লাহ পাকের নিকট আকুল আবেদন, আমাদের সবাইকে উক্ত কিতাবখানার ওপর আমল করে, রাসূল সা. -এর আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

০৯.০৮.০৮
বাসাবাড়ি
মোল্লাহাট, বাগের হাট

মুজাহিদুর রহমান

www.pathagar.com

বিশিষ্ট আলেমেদীন, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের সাবেক পরিচালক, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী সাহেবের

অভিমত

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময় যেসব নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই উন্নত চরিত্র ও মহোত্তম আচার-আচরণের পরিপূর্ণ আদর্শ ছিলেন। ফলে বিপথগামী মানবগুলি এঁদের মাধ্যমে উন্নত চরিত্র ও মহোত্তম আচার-আচরণের সন্ধান পেয়েছে। এসব নবী-রাসূলের উন্নত চরিত্র ও মহোত্তম আচার-আচরণ অনুসরণ করে তাঁদের স্ব- স্ব জাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় যেন নিজেরাও উন্নত জাতি ও সম্প্রদায়রূপে পরিচিত হতে পারে সেজন্য তাদের কাছে প্রেরিত নবী রাসূলের অনুসরণের জন্য তাঁদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কেবল তাই নয় সর্বোত্তম আদর্শের ধারক ও বাহক এবং মহোত্তম আখলাক ও চরিত্রের অধিকারী মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও তাঁর পূর্ববর্তী এসব নবী-রাসূলকে অনুসরণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

উত্তম স্বভাব ও মহোত্তম চরিত্র কী- যেগুলো রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে সর্বোত্তমভাবে বিকশিত ও প্রতিফলিত হয়েছিল? এ সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রা.কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'তোমরা কি কুরআন পড় না? কুরআন পাকই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র। অর্থাৎ কুরআন কারীমে বিধৃত চারিত্রিক ও ব্যবহারিক নীতিমালাই বাস্তবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্মের মাঝ দিয়ে মূর্ত ও প্রতিফলিত হয়েছিল। আর এ সবের সফল অনুকরণ ও অনুসরণের ওপর আমাদের ইহজীবনের সামগ্রিক কামিয়াবী ও পরজীবনের সার্বিক মুক্তি নির্ভরশীল। আর এজন্যই কুরআন ও হাদীস পাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে এবং এজন্য অব্যাহতভাবে তাকীদ প্রদান করা হয়েছে।

আখলাক তথা সর্বোত্তম আচার-আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে হাদীস পাকের বিশাল ভাণ্ডারে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত বাণী ও শিক্ষামালা এবং এতদ সম্পর্কে তাঁর অনুসৃত নীতিমালা এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় আমরা সে সম্পর্কে খুব কমই জানি। ইবাদত-বন্দেগী ও এতদসম্পর্কিত মাসয়ালা-মাসায়েল সম্পর্কে জানতে আমরা যতটুকু যত্নবান ও আগ্রহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক ও আচার-আচরণ সম্পর্কে জানতে আমরা ততটুকু যত্নবান কি? আবার যতটুকু জানি সেটুকু নিজেদের জীবনে কার্যকর প্রতিফলন ঘটাতে ততটুকু আগ্রহী ও যত্নবান কি? মুসলিম ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আজকে যে অন্ধকার ও বিশৃঙ্খল চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার মূলে কি এটাই অন্যতম কারণ নয়? এজন্য এ বিষয়ে আমাদের অনেক জানতে হবে, অতঃপর তা আমাদের সামগ্রিক জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি একটি মাইলফলক হিসাবে কাজ করবে।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইরশাদ কাসেমী রচিত 'শামায়েলে কুবরা' এ বিষয়ক একটি বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থ। কলেবরের দিক দিয়েই কেবল নয় উপাদেয়তার দিক দিয়ে এটি একটি অনবদ্য ও অতুলনীয় গ্রন্থ। এ ধরনের একটি অমূল্য গ্রন্থ অনুবাদ করে স্নেহভাজন তরুণ আলেম মাওলানা মুজাহিদুর রহমান শিবলী নজীরবিহীন খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। দুআ করি, আল্লাহ পাক তাঁর এই খেদমতটুকু কবুল করুন এবং ভবিষ্যতে তাকে এ ময়দানে অধিকতর যোগ্য ও ইখলাসপূর্ণ ভূমিকা পালনের তাওফীক দিন। সেই সাথে গ্রন্থটির প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করেছেন- আল্লাহ পাক তাদেরকেও কবুল করুন। আমীন।

০১.০৪.০৮ **আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী**

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামে পাকে মহানবী সা. সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' বস্তুত উত্তম চরিত্রই মানুষকে পরিপূর্ণতা দিতে পারে। মানবতার চরম উৎকর্ষতা সাধনে খুলুকে হাসানার কোন বিকল্প নেই। আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী মানুষকে সব কিছু দিয়েছে।

কিন্তু হায়! এ শতাব্দীর মানুষ দিন দিন এমন সব মানবতাবিরোধী কাজ করে চলেছে, যা পশুরা করতেও লজ্জা বোধ করে। হযরত মুহাম্মাদ সা. তাই তৎকালীন জাহেলী সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য দীন ইসলামের মহান আহকামের সাথে খুলুকে হাসানাকে একটি নমুনা হিসেবে পেশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই সমাজে তিনি আওয়াজ উঠিয়েছিলেন, 'ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি, যার স্বভাব-চরিত্র সবচাইতে ভাল।'

এই স্বভাব বা চরিত্র মানব জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদের গর্বিত মালিক হয়েই মুসলমানরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এমনকি হযরত রাসূলে আকরাম সা. তাঁর আখলাকের যাদু বলে মক্কার কাফির এবং মুশরিকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। নবীজীর চরিত্রের হাতছানিতে দলে দলে মুসলমান হয়ে অমুসলিমরা ফিরে পেয়েছিল পথের দিশা।

নবীজী সা., সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, মুসলিম সিপাহসালার, রাজনীতিবিদরা নিজেদের চারিত্রিক এবং উদার নৈতিকতার মাধুর্যের বদৌলতে পৃথিবীর মানুষদের সামনে ইসলামের মহীয়ান ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

শত আফসোস! আজ মুসলমানরা শুধু কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। চরিত্র, লেনদেন, সামাজিকতা, রাজনীতি, পারিবারিক শৃঙ্খলা ইত্যাদি মুসলমানরা ভুলতে বসেছে বহু বছর হতে। ফলে আজ মুসলমানদের অবস্থান কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা আমরা সবাই দেখছি চোখের সামনে।

www.pathagar.com

২০০৪ সালের জুন জুলাইয়ের দিকে লন্ডনের তাবলীগী মারকায মসজিদের বিক্রয়স্টলের কিতাবপত্র নেড়েচেড়ে দেখছিলাম। হঠাৎ নজরে আসে শামায়েলে কুবরা কিতাবখানি। জনাব ইরশাদ কাসেমী এ গ্রন্থখানি কয়েক খণ্ডে রচনা করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড রচিত হয়েছে চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর। সূচীপত্রের ওপর নজর বুলিয়ে ফিরে যাই নবী এবং সাহাবা যুগের মুসলিম মনীষীদের মনকাড়া চারিত্রিক মাধুর্য্যের সরোবরে। বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনদের খেদমতে এ নেয়ামতকে পেশ করার লক্ষ্যে শামায়েলে কুবরার তৃতীয় খণ্ড অনুবাদ করিয়ে 'ফাযায়েলে আখলাক' নামে আল ইরফান পাবলিকেশন্সের মাধ্যমে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করছি।

এ গ্রন্থখানি মসজিদে, মাদরাসায়, বাড়িতে, অফিসে, দোকানে সর্বত্র শুনানোর ব্যবস্থা করলে আখলাকের আলোতে মুসলিম পুনর্জাগরণের পথ প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি এ গ্রন্থের প্রকাশের সাথে জড়িত সকল সঙ্গী-সাথীদের শুকরিয়া আদায় করছি।

বিনীত

তারিখ : ০১.০২.০৯

মুহাম্মাদ সালমান
মাদরাসা দারুর রাশাদ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

হাদীসের আলোকে উত্তম আখলাক ১৫
বদস্বভাবের অপকারিতা ৩৯
ইসলামের সুমহান পবিত্র আখলাক ইখলাস ৪৩
সততা ৫০
পরস্পর মহব্বত ও হৃদ্যতা ৫৫
মহব্বত, সম্পর্কচ্ছেদ সবই আল্লাহর জন্য ৬০
আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত ৬৬
মুমিনকে সন্তুষ্ট রাখা উত্তম আমল ৬৭
মুসলিমদের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি ৭১
পেরেশান অবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতা ৮০
মজলুমের প্রতি সাহায্য ৮৫
ইয়াতীম, মিসকীন ও বিধবাদের খেদমত ৮৭
বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ৯৩
নেককার বান্দাগণের সাক্ষাৎ ও সংশ্রব ৯৮
মাফ ও ক্ষমা ১০১
মহান ব্যক্তিত্বদের ত্রুটি ক্ষমা করা প্রসঙ্গে ১০৬
সর্বসাধারণ এবং জাহেলদের প্রতি ক্ষমা ১০৯
ভিক্ষুকের প্রতি অনুগ্রহ ১১১
ইকরামুল মুসলিমীন ১১৭
বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন ১১৮
আহলে ইলম ও ফজলদের সম্মান ১২৬
মুমিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে ১৩০
মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা ১৩২
আদর-আপ্যায়ন ১৩৩
মেহমানদারী ১৩৪
আমানত ও দিয়ানতদারী ১৪৭
ধৈর্য ও সহনশীলতা ১৫৬
মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য ১৫৯

www.pathagar.com

ধীরস্থিরতা ও শান্তভাব ১৬৪
নম্র ও শান্ত মেজাজ ১৬৭
দোষ গোপন করা প্রসঙ্গে ১৭১
ক্রোধ দমন বা হজম করা ১৭৬
তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) ১৮০
অল্পে তুষ্টি ১৮৪
স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বিতা ১৮৮
সবর ও ধৈর্য ১৯১
শোকর বা কৃতজ্ঞতা ১৯৮
সরলতা ২০৫
বিনয় ও নম্রতা ২০৮
লজ্জা-শরম ২১২
বদান্যতা ২১৮
ইস্তেকামাত বা দৃঢ়তা ২২৭
নেক কাজে আনন্দ, দুঃখ ও কষ্ট ২৩১
অতিরিক্ত জিনিসে অন্যকে প্রাধান্য দিবে ২৩২
অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে ২৩৪
সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাথে সম্পর্ক রাখা ২৩৬
হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকা ২৩৯
হৃদয়ের পবিত্রতা ২৪১
মিষ্ট আলাপ ২৪৪
হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ২৪৭
নীরবতা ও কম কথা ২৪৯
বেহুদা ও অনর্থক বিষয়াদি ২৫৬
করুণা ও দয়া ২৫৮
ত্যাগ তিতিক্ষা ২৬২
সুপারিশ ২৬৫
সুধারণা ২৭০
মাশওয়ারা বা পরামর্শ ২৭৪
ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা ২৮০

www.pathagar.com

সংঘবদ্ধতা ও ঐক্য ২৮৫
মানুষের মাঝে মীমাংসা ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি ২৮৮
নেককার ব্যক্তিদের সাহচর্য ও সংশ্রব ২৯৩
ফাসেক এবং বিদআতীদের থেকে সাবধান ২৯৫
সন্দেহযুক্ত জিনিস হতে বিরত থাকা ৩০১
কল্যাণ সাধন এবং মঙ্গল কামনা করা ৩০৫
পারস্পরিক সহযোগিতা ৩০৭
খানা খাওয়ানো ৩০৮
বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করা ৩১৩
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ৩১৫
পরিচিত লোকদের আগমনে আনন্দ প্রকাশ ৩১৮
সালাম ৩১৯
মুসাফাহা (করমর্দন) ৩৪৩
মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার ৩৪৮
সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার ৩৭৫
আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ ৩৮০
প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার ৩৮৮
প্রতিবেশীর প্রতি ইকরাম ৩৯০
সমস্ত মাখলুকের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ ৩৯৯
জীবজন্তুর সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ ৪০৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হাদীসের আলোকে উত্তম আখলাক

নবী করীম সা. -এর আগমন উৎকৃষ্ট চরিত্র বিস্তারের জন্য

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, 'আমি উৎকৃষ্ট চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।'

(বায়হাকী শরীফ- পৃ: ২৩১, মুস্তাদরাকে হাকিম- খ: ২, পৃ: ২১৩)

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, 'আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উৎকৃষ্ট চরিত্র এবং সুঅভ্যাসগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যে পরিণত করার জন্য।' (ইত্তেহাফুচ্ছাদাহ খ: ৭, পৃ:৩৩১)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলে পাক সা. -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন একজন ব্যক্তি, প্রশংসা যার ভাল লাগে। (লোকটি ভেতরে ভেতরে শঙ্কিত এজন্য যে, আমার এই প্রকৃতির জন্য আবার আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যাই কিনা।)

নবী করীম সা. উত্তরে বললেন, 'তুমি উত্তমরূপে জীবন যাপন কর, সৌভাগ্যের সাথে মৃত্যুবরণ কর। এ ব্যাপারে কি কেউ তোমাকে নিষেধ করে? আমি প্রেরিত হয়েছি সমস্ত উত্তম আখলাককে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য।' অর্থাৎ মানুষের মাঝে পরিপূর্ণভাবে তার প্রচলন এবং বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ খ: ৮, পৃ: ২৬)

ইমাম মালেক র. মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, 'উত্তম আখলাককে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।' (সীরাতুশ শামী- পৃ: ৬)

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ পাক আমাকে উৎকৃষ্ট আখলাক এবং উত্তম আচরণের জন্য প্রেরণ করেছেন।' (বায়হাকী খ: ৬, পৃ: ২৩১)

হযরত ইবনে আজালান রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, 'আমি সৎ চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।'

(বায়হাকী খ: ৬, পৃ: ২৩০)

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ আখলাকের স্বরূপ কী?

হযরত উকবা ইবনে আমের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী করীম সা. এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল, তখন আমি দ্রুত অগ্রসর হলাম এবং তাঁর হাত মোবারক ধরলাম। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সা. আমার হাত ধরলেন। তাঁর হাতের মধ্যে আমার হাত রেখে বললেন, হে উকবা! তোমাকে কি বলব দুনিয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠ আখলাক কী? (অতঃপর বললেন) যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে। যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তুমি তাকে দান করবে এবং যে তোমাকে কষ্ট দিবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ খঃ ৮, পৃঃ ১৮৮)

উকবা ইবনে আমের রা. এর আরো একটি বর্ণনা রয়েছে যে, নবী করীম সা. -এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তখন আমি তাঁর হাত ধরলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তম আমল কী আমাকে বলে দিন। তখন নবী করীম সা. বললেন, 'হে উকবা! যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর। যে তোমাকে জুলুম করে তার থেকে তুমি এড়িয়ে থাক।' (অর্থাৎ প্রতিশোধ নিও না।) (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৪২, মাজমাউয যাওয়ায়েদ খঃ ৮, পৃঃ ১৮৯)

হযরত মুয়ায ইবনে আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, 'শ্রেষ্ঠতম স্বভাব হচ্ছে, তোমরা সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে। যারা তোমাদেরকে বঞ্চিত রাখবে, তাদেরকে তোমরা দান করবে। যারা তোমাদের নিন্দাবাদ করবে, তাদেরকে তোমরা ক্ষমা করে দিবে।' (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৪২)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যাদের মধ্যে তিনটি শ্রেষ্ঠ আখলাক বিদ্যমান থাকবে আল্লাহ তাআলা তাদের হিসাব নিকাশ সহজ করে দিবেন এবং নিজ করুণায় তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দিবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মাতাপিতা আপনার ওপর কুরবান হোক, সে তিনটি আখলাক কী? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, 'তাদেরকে দান কর, যারা তোমাদের বঞ্চিত রাখে। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর, যারা তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদেরকে ক্ষমা করে দাও যারা তোমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করে। যদি এ আখলাকগুলো তোমরা অবলম্বন করতে পার, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দিবেন।' (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৪২)

www.pathagar.com

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. আমাকে বলেন, 'হে আলী! তোমাকে দীন ও দুনিয়ার সর্বোচ্চ আখলাক বলে দিব কি? তুমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখ, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং তোমাকে দূরে রাখবে। যে তোমাকে বঞ্চিত করবে তাকে তুমি দান করবে, যে তোমাকে কষ্ট দিবে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে।' (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৪২)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, 'আমি তোমাদের দীন ও দুনিয়ার উৎকৃষ্ট আখলাকের কথা বলে দিব কি? যে অত্যাচার করবে তাকে ক্ষমা করে দিবে। যে বঞ্চিত করবে তাকে দিবে।

এ জাতীয় অসংখ্য হাদীসে নবী করীম সা. এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, তোমাদের জন্য উত্তম আখলাক হচ্ছে তাদের সাথে সম্পর্ক অটুট রেখ, যারা তোমাদেরকে হীন মনে করে। সমাজে অসহায়, দুর্বল মনে করে বা কোন খারাপ ধারণা ও বদ আকীদার ওপর ভিত্তি করে অথবা আত্মীয়তার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। বিবাহ-শাদী, সুখ-দুঃখে তোমাদের কথা মনে করে না। এহেন পরিস্থিতিতে তোমরাও যদি তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও এবং ফাটল সৃষ্টি কর, তাহলে পরস্পর নানাবিধ হক নষ্ট হয়ে যাবে এবং ঐ ছিন্ন সম্পর্কের খারাপ ফলাফল প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে উক্ত দুঃসম্পর্কের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। অনেক কল্যাণকর বিষয় বরবাদ হয়ে যাবে। পরস্পরে ঘৃণা সৃষ্টি হবে। এজন্য তোমাদের সচ্চরিত্রের দাবী হল, জোড় এবং সম্পর্ক সৃষ্টি কর। তারা যদি সম্পর্কচ্ছেদের ওপর দৃঢ় থাকে তাহলে তোমরা মিলে থাকার ওপর দৃঢ় থাক। তারা যদি কোন বিষয়ে তোমাদের খোঁজ খবর না নেয় বা কিছু না দেয়, তাহলে তোমরা এমন করো না। তোমরা বরং তাদেরকে হাদিয়া তোহফা দিতে থাক। একদিন তারা লজ্জিত হয়ে তোমাদের নিকট বাধিত হয়ে যাবে এবং তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হ্যাঁ, তবে যদি চূড়ান্ত পর্যায়ের অহংকারী এবং হিংসুটে স্বভাবের হয়, তাহলে তোমরা পরকালের প্রতিদান তো নিশ্চয়ই পাবে।

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, উত্তম চরিত্র হল যে কষ্ট দিবে তাকে ক্ষমা করে দিবে, যে তোমাদের দূরে রাখবে তুমি তাকে কাছে রাখবে। যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তাকে তুমি দান করবে। অতঃপর নবী করীম সা. নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

(ইত্তেহাফুচ্ছাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩১৮)

www.pathagar.com

হযরত মুআবিয়া রা. হতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে, আখলাকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আখলাক হল যে দ্বন্দ্ব রাখে, তার সাথে সম্পর্ক রাখবে, বঞ্চিতকারীকে দান করবে, যে গালি দেয়, তাকে ক্ষমা করে দিবে।

(ইত্তেহাফুচ্ছাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩১৮)

আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রা. হতে বর্ণিত আছে, মানুষের সাথে উদারতার সঙ্গে মিলিত হবে। উত্তম আচরণ করবে। কষ্টদায়ক বিষয়াদি হতে দূরে থাকবে। (তিরমিযী- খঃ ২ পৃঃ ২১)

হাফেয ইবনে হাজার র. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ক্ষমা, বদান্যতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, করুণা, দয়া, মানুষের জরূরত পূর্ণ করা, মানুষের সাথে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বসূলভ আচরণ, নম্র ব্যবহার এগুলো সবই উত্তম আখলাকের আমল। (পৃঃ ৪৫৮)

এহইয়াউল উলূমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বর্ণিত আছে মানুষের সাথে হাসিমুখে মিলিত হওয়া, নম্র ব্যবহার করা, মানসিক পার্থক্য এবং মেজাজের ধরন বিবেচনা করে তাদের সাথে সন্তুষ্টিমূলক আচরণ করা উত্তম আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

(খঃ ৭, পৃঃ ৩১৯)

সর্বোত্তম আমল

হযরত ইবনে আম্বছা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার অনুসরণ করেছেন কোন শ্রেণীর লোকেরা? রাসূল সা. উত্তর দিলেন, স্বাধীন এবং ক্রীতদাস উভয় শ্রেণী। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী জিনিস? রাসূল সা. উত্তর দিলেন, মানুষের সাথে উত্তমরূপে আলাপ করা এবং মানুষকে খানা খাওয়ানো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কী জিনিস? রাসূল সা. বললেন, ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষমা করে দেয়া। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইসলামের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আমল কী? নবী করীম সা. বললেন, উত্তম আখলাক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, নামাযের মধ্যে উত্তম কী? রাসূল সা. উত্তরে বললেন, দীর্ঘ কিয়াম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হিযরতের মধ্যে কোনটি উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, মন্দ কাজগুলো বর্জন করা।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ খঃ ১, পৃঃ ৬৬)

জান্নাতে উত্তম স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তির মর্তবা

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মিথ্যাকে বর্জন করল এই হিসাবে যে সেটা ভুল, তার জন্য একটি প্রাসাদ থাকবে। জান্নাতের প্রথম স্তরে। আর যে ব্যক্তি নিজে হক্বের

www.pathagar.com

ওপর থাকা সত্ত্বেও বিবাদ বর্জন করবে তার জন্য প্রাসাদ তৈরী করা হবে জান্নাতের মধ্যম স্তরে। আর যে ব্যক্তি উত্তম স্বভাব অর্জন করবে তার জন্য প্রাসাদ তৈরী করা হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ খঃ ৮, পৃঃ ২৬)

কে সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটতম?

আমর ইবনে শুআইব রা. স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার স্বীয় সত্তা থেকেও অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত করব? উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই নীরব। রাসূল সা. কথাটিকে আরো দুই তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন সকলেই বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন নবী করীম সা. বললেন, তোমাদের মধ্যে স্বভাবের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ২৩৩)

হযরত আবু ছা'লাবা খাশানী হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক নিকটতম হবে ঐ ব্যক্তি যে স্বভাবের দিক দিয়ে হবে সবচেয়ে উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক অপ্রিয় এবং কিয়ামতের দিনে আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে ঐ ব্যক্তি, যার স্বভাব হবে সবচেয়ে মন্দ।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ খঃ ৮, পৃঃ ২১)

আখলাকও রিযিকের মত খোদাপ্রদত্ত জিনিস

হযরত আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা আখলাককে তোমাদের মধ্যে এমনভাবে বন্টন করেছেন যেমনটি বণ্টন করেছেন রিযিককে। (আদাবুল মুফরাদ পৃঃ ৯১)

ফায়দা : হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, এই মহান দৌলতও খোদাপ্রদত্ত বিশেষ একটি নিয়ামত। আল্লাহ তাআলা যাকে এর উপযুক্ত মনে করেন তাকে দান করেন।

ঈমানকে পূর্ণাঙ্গকরণের আমল কী?

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার আখলাক (স্বভাব, আচার-আচরণ) ভাল এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি দয়ার্দ্র। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ২৩২)

ফায়দা : অনেক লোককে দেখা যায়, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার এবং অশোভনীয় আচরণ করে। তাদের প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

বিষয়াদির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। পক্ষান্তরে অন্যদের প্রতি দেখায় অত্যন্ত মনভুলানো আচরণ। এমন বৃত্তি নিশ্চয় নিন্দনীয়। এদেরও হক আছে। এদের সাথে স্নেহপূর্ণ, ভালবাসাসূলভ আচরণ প্রদর্শন করা আল্লাহওয়ালাদের গুণ।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট এবং যে তার স্ত্রীদের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ২৩২)

ফায়দা : স্মরণ রাখতে হবে, স্ত্রীদের অনেক হক রয়েছে। সাধারণত পুরুষদের এ বিষয়ে খুবই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ পুরুষই এক্ষেত্রে বদমেজাজী ও অত্যাচারীর পরিচয় দিয়ে থাকে। তুচ্ছ বিষয়ে হুমকি ধমকি, ধিক্কার, তিরস্কার ও গালমন্দ করতে থাকে। আর এদিকে বেচারী মজলুম এবং অধীনস্থ হওয়ার দরুণ মাড়ি কামড়ে নীরবে সহ্য করে নেয়। যাই হোক, মহিলাদের প্রতি উত্তম আচরণ তাদের ভুলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ওলী এবং নবীগণের বৈশিষ্ট্য।

উত্তম আচরণ ও ইবাদতের প্রতিদানের মধ্যে ব্যবধান

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিনে এমন দুই ব্যক্তি উপস্থিত হবে, যাদের উভয়ের নামায, রোযা, হজ্জ, জিহাদ এবং সর্বপ্রকার নেকী সমান হবে। তবে এদের একজন উত্তম স্বভাবের অধিকারী হওয়ায় উভয়ের মর্তবার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান হবে। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ২৩২)

ফায়দা : বর্ণনাটির মর্মার্থ হচ্ছে, উত্তম আখলাকের কারণে সে তার সাথীর তুলনায় অনেক অগ্রসর হয়ে যাবে।

উভয় জগতের কল্যাণ কার জন্য?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. উম্মে হাবীবাকে বলেন, হে উম্মে হাবীবা! উত্তম স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করবে।

ফায়দা : দুনিয়াতে ঐ ব্যক্তি মানুষের নিকট প্রিয়, স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং পরকালেও আল্লাহর প্রিয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

উত্তম আচরণ জান্নাত লাভের শ্রেষ্ঠতম আমল

হযরত হাসান ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, উত্তম আচরণ জান্নাত লাভের আমল। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৭৩)

ফায়দা : হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে, উত্তম আচরণ বা উৎকৃষ্ট স্বভাব জান্নাত লাভের মাধ্যম এবং উৎকৃষ্ট স্বভাবের অধিকারীরা জান্নাতী।

www.pathagar.com

আমল সহজ কিন্তু মিজানের পাল্লায় ভারী

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম সা. -এর সাথে আবু যর রা. -এর সাক্ষাৎ হলে নবী করীম সা. বললেন, হে আবু যর! আমি তোমাকে এমন দু'টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে দিব কি, যা করতে সহজ এবং মিজানের পাল্লায় অন্য আমলের তুলনায় অনেক ভারী? হযরত আবু যর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই। নবী করীম সা. বলেন, উত্তম আচরণ এবং মৌনতা অবলম্বন কর। এ দুয়ের তুলনায় উত্তম গুণ আর কিছুই নেই, যদ্বারা মানুষ অলংকৃত হতে পারে।

(বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ২৩৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ২২, তারগীব- পৃঃ ৪০৮)

ফায়দা : মূলত এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গুণ। বর্তমান যুগে যে নীরবতা অবলম্বন করে তাকে বোঝা মনে করা হয়, অথচ এমন ব্যক্তি জবানের অনেক অনিষ্টতা ও পাপ থেকে রক্ষা পায়। যিকির ও ফিকিরের অধিক সুযোগ পায়।

সহজ হিসাব এবং জান্নাতে প্রবেশ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণ থাকবে আল্লাহ তাআলা তার হিসাব সহজ করবেন এবং স্বীয় রহমত দ্বারা তাকে জান্নাতেও দাখিল করবেন। হযরত সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, সে গুণগুলো কি বলুন। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে তোমাকে বঞ্চিত করবে তুমি তার সাথে বদান্যতার আচরণ করবে। যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তার সাথে তুমি সম্পর্ক অটুট রাখবে। যে তোমার সাথে বাড়াবাড়ি করবে, তাকে তুমি ক্ষমা করে দিবে। যখন তুমি উক্ত কাজগুলো করতে পারবে, আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাতে দাখিল করে দিবেন।

(তারগীব, মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১৮৯)

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর কার জন্য?

উবাদাহ বিন সাবেত রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা, ইরশাদ করেন, তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিব কি যদ্বারা জান্নাতের মধ্যে তোমাদের দরজা বুলন্দ হবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। নবী করীম সা. বললেন, যে তোমাদের প্রতি বর্বর আচরণ করবে, (অর্থাৎ তোমাদের মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে না, কষ্টদায়ক কথা বলে) তোমরা তাকে ক্ষমা করে দিবে। যে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে, তোমরা তাকে দান করবে। (তারগীব- পৃঃ ৩৪২)

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন আল্লাহর নিকট বুলন্দ মর্তবা অর্জন করা। জিজ্ঞাসা করা হল, সেটা কীভাবে সম্ভব? রাসূলে করীম সা. উত্তর করলেন, যে তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তার সাথে তোমরা সম্পর্ক অটুট রাখবে। যে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে, তাকে তোমরা দিবে। যে বর্বর আচরণ করবে, তার প্রতি ধৈর্য ধারণ করবে।

(মাকামাতে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃঃ ৩১)

ফায়দা : হাদীসে সম্পর্ক ঠিক রাখা এবং সবর করার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। দুঃসম্পর্ক এবং বিতর্কমূলক কার্যক্রমের দরুণ পরস্পর বৈরিতা এবং শত্রুতার ধারাবাহিকতা অটুট থেকে যায়। উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ আখলাকগুলো যদি আমলে পরিণত করা যায় তাহলে শত্রু এবং বিরোধীরাও বন্ধু হয়ে যায়।

শত্রুরা উক্ত আখলাকের অধিকারী ব্যক্তির সাথে শত্রুতা এবং বিরোধিতা না করে বরং মহব্বত এবং সম্পর্ক গড়ে তুলবে। আর ভদ্র ব্যক্তিরা লজ্জিত হয়ে মহব্বত করতে বাধ্য হবে।

দুঃসম্পর্কের বিপরীতে সুসম্পর্ক গড়া, জুলুমের প্রতি ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহওয়ালাদের গুণ।

ইবাদতে দুর্বল কিন্তু মর্তবায় অনেক উঁচু

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ তার উন্নত আখলাক দ্বারা পরকালে সুউচ্চ মর্তবা এবং সুমহান মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। যদিও সে ইবাদতে দুর্বল হয়। (তাবরানী- পৃঃ৭৬, ইত্তেহাফ- খঃ ৭, পৃঃ ৩২৪)

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, মানুষ তার অধিকাংশ সময় ইবাদতের মাধ্যমে কাটানো সত্ত্বেও জান্নাতের উঁচু স্তর লাভ করে উন্নত আখলাকের মাধ্যমে।

অনুরূপ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে চলে যাবে খারাপ স্বভাবের কারণে।

(মাকারেমে আখলাকে খারায়েতী, ইত্তেহাফ- খঃ ৭, পৃঃ ৩২৪)

ফায়দা : আবুল কাসেম জুনায়েদ বাগদাদী র. বর্ণনা করেন চারটি গুণ মানুষকে অনেক উঁচুস্তরে পৌঁছে দেয়, তার আমলনামায় ইবাদত কিছু কম থাকলেও। এগুলো হল- ১. গাম্ভীর্য, ২. বদান্যতা, ৩. বিনয় ও ৪. উৎকৃষ্ট চরিত্র।

আবুল আব্বাস র. বলেন, উৎকৃষ্ট আখলাক ব্যতীত উঁচু মর্তবা লাভ করা যায় না। (ইত্তেহাফ খঃ ৭, পৃঃ ৪২৫)

হযরত ওমর ফারুক রা. এর মোবারক বাণী

হযরত ওমর ফারুক রা. বলেন, মানুষের সাথে উত্তম আচরণের সঙ্গে উঠাবসা কর। তিক্ত আচরণের বিপরীত আচরণ কর। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৪২৫)

www.pathagar.com

ফায়দা : মর্মার্থ হল কারো কার্যক্রম তোমার বিপরীত হলেও তার সাথে উত্তম আচরণ কর।

উৎকৃষ্ট আখলাকের কারণে জান্নাতবাসী হল

জনৈক সাহাবী রা. বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সা. এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তখন হুযুর সা. ইরশাদ করেন, গতরাত্রে আমি বিস্ময়কর এক স্বপ্ন দেখেছি, আমার উম্মতের এক ব্যক্তি হাঁটুতে ভর করে এগিয়ে আসছিল। তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর মাঝে এবং তার মাঝে দূরত্ব থাকার দরুণ তাকে জান্নাত হতে দূরে দেখা যাচ্ছিল। এরপর উত্তম আখলাক (যা সে দুনিয়াতে করত) এসে তাকে জান্নাতে দাখিল করে দিল। (খারায়েতী ফিল মাকারেম, ইত্তেহাফ- খঃ ৭, পৃঃ ২৪)

জান্নাতে কোন স্বামীর সাথে থাকবে?

হযরত উম্মে হাবীবা রা. বলেন, নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করা হল, যার দু'জন স্বামী ছিল, সে ইন্তেকাল করল, তার উভয় স্বামীও ইন্তেকাল করল। অতঃপর সকলেই জান্নাতে গেল। তখন উক্ত স্ত্রী কোন স্বামী পাবে? নবী করীম সা. বলেন, যার আখলাক উত্তম হবে, মহিলা তার কাছে থাকবে। হে উম্মে হাবীবা! উত্তম আখলাকবিশিষ্ট ব্যক্তি উভয় জগতের কল্যাণ লুফে নিয়েছে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪১০, মাজমা'- খঃ ৮, পৃঃ২৪, ইত্তেহাফ- পৃঃ ৪২৩)

ফায়দা : কতইনা শ্রেষ্ঠত্বের কথা। উত্তম আখলাকের দরুণ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে সম্মানিত হয়ে থাকবে এবং এর অসীলায় স্ত্রীরও অধিকারী হবে।

উত্তম আখলাকের মধ্যেই বরকত

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, উত্তম আখলাকের মধ্যেই প্রকৃত বরকত। (মাকারেমে খারায়েতী- খঃ ১, পৃঃ ৫৫)

উত্তম আখলাকের দরুণ পরকালে উঁচু মর্তবা লাভ

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বান্দা তার উত্তম আখলাক দ্বারা পরকালের উঁচু মর্তবা এবং সম্মানিত স্থান লাভ করেন। অথচ সে ইবাদতের ক্ষেত্রে দুর্বল। অপরদিকে মানুষ বদ আখলাকের দরুণ জাহান্নামের নিম্ন স্তরে পৌঁছে যাবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪০৪)

ফায়দা : উত্তম আখলাক কতইনা ফযীলত লাভের মাধ্যম। ব্যস্ততম ব্যক্তিবর্গ, যাদের ইবাদত এবং তিলাওয়াতের অবকাশ হয় না, তারা লেনদেন এবং

www.pathagar.com

উঠাবসার ক্ষেত্রে উত্তম আচরণ দ্বারা জান্নাতের সুমহান মর্যাদা লাভ করে ধন্য হতে পারেন। এটা কতইনা সহজ সরল পন্থা।

উৎকৃষ্ট আখলাকের চেয়ে উত্তম আর কিছুই নেই

হযরত আবু যর রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম ইরশাদ করেন, চেষ্টার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমত্তা আর কিছুই নেই। আত্মসংযমের চেয়ে অধিক তাকওয়া আর কিছুই নেই। উৎকৃষ্ট আখলাকের চেয়ে অধিক সম্মানের বস্তু আর কিছুই নেই। (ইবনে মাজা পৃঃ ৩১১)

ইসলাম হচ্ছে উন্নত আখলাকের নাম

কাআব ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, বনি সালামার জনৈক ব্যক্তি হুযুর সা. কে জিজ্ঞাসা করল, ইসলাম কী? নবী করীম সা. উত্তরে বললেন, উৎকৃষ্ট আখলাক। লোকটি একই প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করতে থাকল এবং হুযুর সা. একই উত্তর দিতে থাকলেন। এমনিভাবে লোকটি পাঁচবার প্রশ্ন করল, হুযুর সা. তাকে প্রত্যেকবার একই উত্তর দিলেন, ইসলাম হচ্ছে উৎকৃষ্ট আখলাক।

জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকওয়া এবং উৎকৃষ্ট আখলাকের কারণে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা.কে জিজ্ঞাসা করা হল, জান্নাতে অধিকাংশ প্রবেশ কোন আমলের দ্বারা হবে? নবী করীম সা. উত্তরে বললেন, তাকওয়া এবং উৎকৃষ্ট আখলাকের কারণে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, অধিকাংশ লোক জাহান্নামে যাবে কিসের কারণে? নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যবান এবং লজ্জাস্থানের কারণে। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ২১)

ফায়দা : লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অধিকাংশ লোকই তাকওয়া এবং উৎকৃষ্ট আখলাক হতে বঞ্চিত। অনুরূপ জবানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোক অসতর্ক। তাকওয়া এবং আখলাক এমন দু'টি আমল, যা জান্নাতকে ওয়াজিব করে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজকাল আমরা এগুলো থেকে একেবারেই বঞ্চিত।

উত্তম আখলাক আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন

হযরত সাহল ইবনে সায়াদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক সুমহান উত্তম আখলাককে পছন্দ করেন এবং মন্দ বা বদ আখলাককে অপছন্দ করেন। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৫)

মুসতাদরাকে হাকেম গ্রন্থে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক মহান, তিনি মহৎ ও ভদ্রতাসূলভ কর্মকাণ্ড এবং উত্তম আখলাককে পছন্দ করেন আর মন্দ আখলাককে অপছন্দ করেন। (জামে ছগীর- খঃ ১, পৃঃ১১১)

www.pathagar.com

ফায়দা : আল্লাহ্ পাক সুন্দর গুণাবলি এবং উৎকৃষ্ট আওছাফের অধিকারী। এজন্য তিনি উত্তম গুণাবলী পছন্দ করেন। আল্লাহ্ পাক যাকে উত্তম বলে মনোনীত করেন, আল্লাহর ভাষ্য অনুযায়ী সে সৌভাগ্যবান এবং জান্নাতী।

উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভাল আর কোন বস্তু নেই

হযরত উসামা বিন শরীক বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মানুষকে সর্বোত্তম কোন বস্তুটি দান করা হয়েছে? নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষকে উত্তম চরিত্রের চেয়ে আর ভাল কোন বস্তু দান করা হয়নি। অর্থাৎ খোদা প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে উত্তম চরিত্র সর্বোত্তম নিয়ামত। (হাকেম- খঃ ১, পৃঃ ১২১, ইবনে মাজা- পৃঃ ২৩৫)

মযনিয়া গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষকে সবচেয়ে উত্তম কোন বস্তুটি দান করা হয়েছে? নবী করীম সা. উত্তর দিলেন সুন্দর চরিত্র। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪১১)

জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলিম জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ কোন জিনিস দান করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ্ সা. উত্তর করলেন, সুমহান চরিত্র। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, সবচেয়ে নিকৃষ্ট কোন বস্তুটি দান করা হয়েছে। রাসূলে করীম সা. বললেন, তোমার হৃদয় কালো এবং গঠন-আকৃতি সুন্দর, নিজের আকৃতির দিকে তাকিয়েই তুমি তুষ্ট (এটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট)। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ২৩৫)

উত্তম চরিত্র পাপকে বিনাশ করে দেয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, উত্তম চরিত্র পাপরাশিকে এমনভাবে বিনাশ করে দেয়, যেমন সূর্য বিনাশ করে বরফকে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪১১, ইত্তেহাফ- খঃ ৭, পৃঃ ৩২৩, মাকারেম- পৃঃ ৩১৬)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, উৎকৃষ্ট চরিত্র গোনাহসমূহকে এভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমনটি ধ্বংস করে দেয় সূর্য বরফকে। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ২৪৭)

দরিদ্র ব্যক্তিগণ ধনীদের থেকে এগিয়ে যাবেন কিভাবে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমরা যদি ধনীদের থেকে (দানের দিক থেকে) এগিয়ে না যেতে পার, তাহলে হাস্যমুখ এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র দ্বারা এগিয়ে যেতে পার।

(মাজমা' খঃ৮, পৃঃ ২২, মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩১৮)

www.pathagar.com

ফায়দা : হাদীসটির মর্মার্থ হল ধনী ব্যক্তি যখন তার সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে নেকী অর্জন করতে থাকে, অথচ তোমাদের জন্য এর কোন অবকাশ নেই, তখন তোমরা মানুষের নিকট হাস্যমুখ এবং উত্তম চরিত্র নিয়ে এগিয়ে এসো। এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে তোমরা তাদের থেকে এগিয়ে যাবে।

আমলের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী বস্তু কী হবে?

হযরত আবুদ্দারদা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, মীযানে যে বস্তুটি সবচেয়ে ভারী হবে তা হচ্ছে উত্তম চরিত্র।

(বায়হাকী- পৃঃ ২৩৮, তিরমিযী- খঃ ২, পৃ:২১)

সফলকাম কোন ব্যক্তি?

হযরত আবু যর রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেছে, যার হৃদয়টাকে ঈমানের জন্য খালি করে দিয়েছে। ক্বলবকে পাপের কালিমা হতে নিরাপদ রেখেছে। যবানকে সত্যবাদী বানিয়েছে। নফসকে মুতমাঈন করে নিয়েছে এবং চরিত্রের দিক দিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানিয়েছে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪০৫)

ফায়দা : হাদীসটি অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। নফসকে মুতমাঈন করার অর্থ হচ্ছে, তাকে ইবাদতে অভ্যস্ত বানানো, কেননা নফসে মুতমাঈন্নাহ্ কেবল ইবাদত দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করে থাকে এবং মানসিকতাকে উত্তম চরিত্রের প্রতি অভ্যস্ত করে তোলে।

দীন হচ্ছে উত্তম চরিত্রের নাম

আবুল আলা ইবনে শাখীর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সা. এর দরবারে জনৈক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল এবং জিজ্ঞাসা করল- দীন কী জিনিস? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, উত্তম চরিত্র। এরপর লোকটি ডান দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল, দীন কী জিনিস? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, উত্তম চরিত্র। লোকটি আবার বাম দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল, দীন কী জিনিস? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, উত্তম চরিত্র। লোকটি আবার পিছনের দিক থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল। নবী করীম সা. এবার বললেন, তুমি বুঝ না, কী জিনিস? (অর্থাৎ আমি কয়েকবার বললাম যে, দীন হুসনে আখলাক তথা উত্তম চরিত্রের নাম। এরপরও আবার কেন জিজ্ঞাসা কর? হুযুর সা. রাগ করেননি বা উক্ত ভাষ্যটি রাগের স্বরে উচ্চারণ করেননি।)

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪০৫, ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩১৭)

ফায়দা : দেখুন! প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যেকবারই নবী করীম রা. বলেছেন, দীন হলো উত্তম চরিত্রের নাম। এর দ্বারা বুঝা গেল যে এটাই দীন।

www.pathagar.com

উত্তম চরিত্র অধিক কল্যাণ লাভের মাধ্যম

হযরত আমর ইবনে উৎবা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করেছি, শ্রেষ্ঠতম ঈমান কী? নবী করীম সা. উত্তরে বললেন, উত্তম চরিত্র।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ১, পৃ:৬৬)

হযরত রাফে ইবনে সাকীছ রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, উত্তম চরিত্র কল্যাণের কারণ এবং বদচরিত্র অনিষ্টের কারণ। সৌজন্যমূলক আচরণ বয়স বৃদ্ধি করে। সদকা অপমৃত্যু হতে রক্ষা করে। (তারগীব- খ: ২, পৃ: ৪১২)

ফায়দা : উল্লিখিত হাদীসখানার মধ্যে বিশেষ আমলের বিশেষ ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বস্তুর যেমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, তদরূপ কতিপয় আমলেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন উত্তম চরিত্র দ্বারা কল্যাণ বৃদ্ধি পায় এবং সদকার দ্বারা অপমৃত্যু হতে রক্ষা পায়।

উত্তম চরিত্রের নাম ঈমান

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি, যার আখলাক চরিত্র সুন্দর এবং সুন্দর চরিত্রের নাম ঈমান। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৭, পৃ: ২৪)

ফায়দা : হাদীসখানার মর্মার্থ হচ্ছে, ঈমানের যে সমস্ত উঁচু স্তরের আমল রয়েছে সেগুলোর মধ্যে উত্তম চরিত্র অন্যতম এবং উত্তম চরিত্র এমন একটি উঁচুমানের নেক আমল, যেটাকে ঈমানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা যায়।

আখলাকই মানুষের আভিজাত্যের বাহন

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের সম্মান তার দীনের মধ্যে নিহিত এবং মানুষের আভিজাত ও মর্যাদা তার আখলাকের মধ্যে নিহিত। (বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ২৪০)

ফায়দা : হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে যেই আভিজাত্যের ওপর মানুষ গর্ব করে থাকে তা মূলত আখলাকের দ্বারাই অর্জিত হয়। সুতরাং আখলাক নিয়ে যদি কেউ গর্ব করে সেটা তার জন্য যথার্থ হবে। কারণ উত্তম আখলাকের চেয়ে আভিজাত্যের বাহন আর কিছুই নেই।

হযরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হে আবু যর! অধ্যবসায়ের চেয়ে বিজ্ঞতা আর কিছুই নেই। সাবধানতার চেয়ে অধিক পরহেজগারী আর কিছুই নেই। উত্তম আখলাকের চেয়ে আভিজাত্য আর কিছুই নেই। (বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ২৪২)

ফায়দা : বিরাট একটি সারগর্ভ হাদীস। অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে থাকে। যে কোন সংশয়পূর্ণ অসমীচীন বিষয়াদি হতে দূরে

www.pathagar.com

থাকাই পরহেজগারী। উত্তম স্বভাবের কারণেই মানুষকে সমাজে অভিজাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত করা হয় এবং বদ স্বভাবের মানুষকে সমাজে হীন মনে করা হয়।

জান্নাতে প্রবেশের অধিকারও পাবে না

হযরত আবু বুরদাহ রা. বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক কি সুমহান চরিত্র এবং উন্নত আখলাক পছন্দ করেন? উত্তরে নবী করীম সা. বলেন, আল্লাহর শপথ, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, উত্তম চরিত্র ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (বায়হাকী- খ: ১, পৃ: ২৪২)

ফায়দা : উক্ত হাদীসখানার মধ্যে আখলাকের প্রতি এতটাই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, তা ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশই সম্ভব নয়।

উত্তম কে?

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে উত্তম কোন ব্যক্তি, তোমাদের জানিয়ে দেব কি? উপস্থিত ব্যক্তিগণ বললেন, জি হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নবী করীম সা. বললেন, তোমাদের মধ্যে যে আখলাকের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি, যার স্বভাব চরিত্র সবার চেয়ে ভাল।

(মুসনাদে আহমদ- খ: ৫, পৃ: ৮৯, ফতহুল বারী- খ: ১০, পৃ: ৪৫৮)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তা বলে দিব কি? তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে আখলাকের দিক দিয়ে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। (মাকারেমে খারায়েতী- খ: ১, পৃ: ৮৬১)

কামেল ঈমানদার কে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কামেল ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে উত্তম আখলাকের অধিকারী।

(বায়হাকী- খ: ২, পৃ: ২৩০, দারেমী, মুসনাদে আহমদ- খ: ২, পৃ: ২৫০)

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, ঈমানের পূর্ণতার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে তার আখলাক সুন্দর হবে এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি হবে দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল। (জামে ছগীর- পৃ: ২৪৭৩)

হযরত কাতাদাহ রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করল, পরিপূর্ণ ঈমানদার কোন ব্যক্তি? নবী করীম সা. উত্তরে বললেন, যার আখলাক সবচেয়ে ভাল। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪০৯)

www.pathagar.com

কিয়ামত দিবসে নবী করীম সা. -এর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কে হবে?

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা, ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ঐ ব্যক্তি হবে, যার আখলাক সবচেয়ে সুন্দর। (ফতহুল বারী- খঃ ১, পৃঃ ৪৫৮, তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ২২)

আবু ছা'লাবা খাশানী হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিনে আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যার আখলাক হবে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

(মাজমা'- খঃ ৮, পৃঃ ২১, বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ২৩৪)

মুমিনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঈমানদানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তি যার আখলাক সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। (ইবনে মাজা)

আল্লাহর প্রিয় বান্দা কে?

হযরত উসামা বিন শরীক রা. বলেন, এক দল লোক নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করল, বান্দাদের মধ্য হতে আল্লাহ পাকের সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা কে? নবী করীম সা. বলেন, যার আখলাক হবে সবচেয়ে সুন্দর।

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪০৮)

ফায়দা : যেহেতু বান্দাদের সাথে আল্লাহ্ পাকের মহব্বত রয়েছে, সুতরাং যে সমস্ত বান্দা আল্লাহর সাথে আখলাক ও মহব্বতের কাজ করবে, সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যাবে।

রাসূল সা. -এর প্রিয় উম্মত কে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয় উম্মত ঐ ব্যক্তি, যার আখলাক সবচেয়ে ভাল। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩২২, ফতহুল বারী- খঃ ১০, পৃঃ ৪৫৮)

ফায়দা : এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পাক যে জিনিস ভালবাসেন, রাসূল সা.ও সেই জিনিস ভালবাসেন এবং রাসূল সা. এর নিকট মাকবুল হওয়া উভয় জগতে মাকবুলিয়াতের নিদর্শন।

হযরত জারীর রা. কে উত্তম আখলাকের প্রতি গুরুত্বারোপ

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. কে নবী করীম সা. বলেন, তুমি আকৃতির দিক দিয়ে অনেক সুন্দর, আখলাকের দিক দিয়েও সুন্দর হয়ে যাও।

(ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩২১)

www.pathagar.com

ফায়দা : হযরত জারীর রা. সুশ্রী যুবক ছিলেন। তাকে এই উম্মতের ইউসুফ বলা হয়েছে। নবী করীম সা. তাঁকে বলেছেন, আল্লাহ পাক তোমাকে বাহ্যিক সৌন্দর্য দান করেছেন, এখন তুমি আখলাকের দিক দিয়ে সুন্দর হয়ে যাও।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. কে উত্তম আখলাকের উপদেশ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত আছে, যখন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. সফরের ইচ্ছা করলেন তখন নবী করীম সা. -এর দরবারে এসে কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলেন। নবী করীম সা. বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্য আরো কিছু বিষয়ে নসীহত করুন। নবী করীম সা. বললেন, দীনের ওপর দৃঢ়ভাবে অটল থেক, উত্তম আখলাক অবলম্বন কর।

(মুসতাদরেকে হাকিম- খ:১, পৃ: ৫৪)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, (নবী করীম সা. তাকে উপদেশ দিলেন) মানুষ যখন তোমার সাথে অশোভনীয় আচরণ করে, তখন তুমি তাকে শোভনীয় আচরণ দ্বারা মুগ্ধ করবে। তিনি বললেন, আরো কিছু উপদেশ দান করুন। তখন নবী করীম সা. বললেন, দীনের ওপর দৃঢ় থেকো এবং উৎকৃষ্ট আখলাক অবলম্বন করো। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ২৩)

হযরত মুয়ায রা. বলেন, সর্বশেষ যে উপদেশটি আমাকে মহানবী সা. দান করেছিলেন, তখন আমি সওয়ারীর সোপানে পা রেখেছিলাম, বলেন, হে মুয়ায! মানুষের প্রতি সর্বদা উৎকৃষ্ট ব্যবহার করবে। (বায়হাকী- খ:৬, পৃ:২৪৬)

হযরত মুয়ায রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. তাকে কোন এক জাতির কাছে পাঠাচ্ছিলেন। তখন তিনি রাসূলে পাক সা. -এর নিকট আবেদন করলেন, আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। রাসূল সা. বললেন, সালামের প্রচলন করবে। মানুষকে অন্ন দান করবে। মানুষকে যে রূপ লজ্জা করে থাক আল্লাহকেও তদ্রুপ লজ্জা করবে। যে তোমার সাথে অশোভনীয় আচরণ করবে তার সাথে তুমি উৎকৃষ্ট আচরণ করবে এবং যতদূর সম্ভব মানুষের সাথে উত্তম আখলাক প্রদর্শন করবে। (মাজমা' খ: ৮, পৃ:২৩)

ফায়দা : হযরত মুয়ায রা. কে নবী করীম সা. ইয়ামানের বিচারক নির্ধারিত করেছিলেন। সম্ভবতঃ ইয়ামানের দিকে যাত্রাকালে তিনি উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন। নবী করীম সা. তখন গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয়ের উপদেশ দিলেন। এক. দীনের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকা, কারণ অনেক সময়ে মানুষ দুনিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দীনের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় দিতে থাকে। দুই. নবী করীম সা. উত্তম আখলাকের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ ছোটবড়

www.pathagar.com

সকল কর্মকর্তাদের জন্য তা খুবই জরুরী বিষয়। পদমর্যাদার বশবর্তী হয়ে প্রায়ই মানুষ উত্তম আচরণের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ে। তাছাড়া পর্যটক এবং প্রবাসীদের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট আখলাক (ব্যবহার-আচরণ) খুবই প্রয়োজনীয় উপকরণ। উৎকৃষ্ট আচরণ প্রদর্শনে মানুষ বাধিত হয়ে থাকে। মানুষের সহযোগিতা লাভ করা যায়। যদ্বারা সফরের কষ্ট কিছুটা হলেও হালকা হয়।

আবু নাঈম মুয়ায রা. হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. তাকে বলেন, হে মুয়ায! যাও। তোমার যানবাহন নিয়ে এসো আমি তোমাকে ইয়ামানে পাঠাবো। নির্দেশানুসারে তিনি গেলেন এবং যানবাহন নিয়ে ফিরে এসে মসজিদের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন নবী করীম সা. -এর অনুমতির অপেক্ষায়। (হযরত মুয়ায রা. বলেন, নবীজী আমার হাত ধরলেন এবং আমার সাথে চলতে থাকলেন আর আমাকে অসীয়ত করলেন- আল্লাহকে ভয় করবে, সত্য কথা বলবে, অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আমানত আদায় করবে, খিয়ানত ত্যাগ করবে, ইয়াতীমকে স্নেহ করবে, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করবে, ক্রোধ প্রশমন করবে, বিনয়ী হয়ে থাকবে, বেশি বেশি সালাম করবে,নম্র ভাষায় কথা বলবে, ঈমানের উপর অটল থাকবে, কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে, পরকালকে মহব্বত করবে, হিসাবকে ভয় করবে, আশা কম করবে ভাল কাজ করবে। আর কয়েকটি বিষয়ে নিষেধ করছি। তাহলো কোন মুসলমানের নিন্দা করবে না, সত্যকে মিথ্যা বানাবে না বা মিথ্যাকে সত্য বানাবে না, কোন ন্যায়পরায়ণ বিচারক বা সরকারের বিরোধিতা করবে না। হে মুয়ায! পর্বতে-বৃক্ষে যেখানেই তুমি কালাতিপাত করো না কেন সেখানেই তুমি আল্লাহর যিকির করবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে। প্রত্যেকটি গোনাহের তওবা করবে। অপ্রকাশ্য গোনাহের প্রতি গোপনে তওবা করবে এবং প্রকাশ্য গোনাহের প্রতি প্রকাশ্যে তওবা করবে। **(ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৯৫)**

ফায়দা : এর চেয়ে পূর্ণাঙ্গ এবং যথার্থ উপদেশ আর কী হতে পারে।

মানুষের সাথে উৎকৃষ্ট আচরণের নির্দেশ

হযরত আবু যর গিফারী রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. মানুষের সাথে উৎকৃষ্ট আচরণ প্রদর্শনের নির্দেশ দিতেন। (বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৮৯৮)

মানুষের সৌভাগ্য কিসের মধ্যে নিহিত?

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, মানুষের সৌভাগ্য উত্তম আখলাকের মধ্যে নিহিত। (ইত্তেহাফ- খঃ ৭ পৃঃ ৩২৩)

www.pathagar.com

হযরত আবুদ্দারদা রা. হতে বর্ণিত রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, মিজানে কিয়ামতের দিবসে সর্বপ্রথম যে আমলটি ওজন করা হবে তাহলো সুন্দর আখলাক এবং বদান্যতা। (ইত্তেহাফ- পৃঃ৩১৯)

ফায়দা : উত্তম আখলাক সমস্ত আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উঁচুমানের আমল হওয়ার দরুণ সম্ভবতঃ প্রথমে ওজন করা হবে কিংবা এটাও হতে পারে যে, মুয়ামালাতের মধ্যে সর্বপ্রথম আখলাকের এবং হুদুদের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের হিসাব হবে।

আল্লাহ্ পাক যার কল্যাণের ইচ্ছা করেন

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, আমি বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আমি তাদের ব্যাপারে অবগত, সুতরাং যার ব্যাপারে আমি কল্যাণের ইচ্ছা করি, তাকে উত্তম আখলাক দান করি, আর যার ব্যাপারে অমঙ্গলের ইচ্ছা করি তাকে বদ আখলাক দান করি। (মাজমা'- খঃ ৮, পৃঃ ২০)

উৎকৃষ্ট আখলাক রাতভর নামায ও দিনভর রোযা রাখার সমান

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম ইরশাদ করেন, কোন মুমিন উত্তম আখলাকের দ্বারা ঐ ব্যক্তির সমমর্যাদা লাভ করতে পারে, যে দিনভর রোযা রাখে রাতভর নামায পড়ে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪০৪)

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ উত্তম আখলাক এবং সুন্দর ব্যবহার দ্বারা ঐ ব্যক্তির মর্যাদায় পৌঁছে যায়, যে দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর নামায পড়ে। (মাকামে আখলাক- পৃঃ ৩১৩)

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, মানুষ উত্তম আখলাকের দরুণ রাত্র জাগরণ করে ইবাদত এবং কঠিন দুপুরের প্রচণ্ড গরমে তীব্র পিপাসায় কাতর হয়ে রোযা রাখার সমতুল্য সওয়াব লাভ করে থাকে। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ৩৩৭)

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মিজানে উৎকৃষ্ট আখলাকের চেয়ে ভারী বস্তু আর কিছুই নেই। আর উৎকৃষ্ট আখলাক দ্বারা আরেফ এবং রোযাদারের মর্যাদা লাভ করা যায়। (তিরমিযী- খঃ২, পৃঃ২১)

উৎকৃষ্ট আখলাক আল্লাহ্ পাকের দান

হযরত আবুল মিনহাল রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে পাক সা. এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যে উট, গরু, ছাগলের পাল চরাচ্ছিল। হুযুর সা. তার মেহমান হলেন। কিন্তু সে মেহমানদারী করল না। এরপর নবী করীম সা. অতিক্রম করছিলেন একটি মহিলার পাশ দিয়ে। তার

www.pathagar.com

নিকট ছিল কয়েকটি বকরির বাচ্চা মাত্র। মহিলাটি নবী করীম সা. এর মেহমানদারী করলেন। তিনি একটি বকরী জবাই করে আপ্যায়ন করালেন। নবী করীম সা. বললেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ, আমি সর্বপ্রথম অতিক্রম করছিলাম এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যার ছিল উট, গরু, ছাগলের পাল। আমি তাঁর আতিথ্য কামনা করেছি। কিন্তু সে অতিথি সৎকার করেনি। এরপর আমার যাত্রা ছিল এক মহিলার নিকট দিয়ে, যার নিকট ছিল কয়েকটি পুঁচকে ছাগল। সে তা নির্দ্বিধায় জবাই করেছে এবং আমার মেহমানদারী করেছে।

এই মহান আখলাক আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে এই সুমহান আখলাক দান করেন।

ইবনে তাউছ স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন, এই উত্তম আখলাক আল্লাহ পাকের দান যাকে ইচ্ছা করেন তাকে এর দ্বারা সম্মানিত করেন।

ইবনে ফুদাইক কয়েকজন শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন এই উত্তম আখলাক আল্লাহ পাকের ধনভাণ্ডার। কোন বান্দাকে আল্লাহ পাক যখন ভালবাসেন, তখন তার ভাণ্ডার থেকে কিছু উত্তম আখলাক দান করে তাকে সম্মানিত করেন। (মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃঃ ৩৮/৩৯)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছির রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে উত্তম আখলাক দান করেন। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- পৃঃ ৩২০)

উত্তম আখলাকের অধিকারী কে?

হযরত সাঈদ ইবনুল আস রা. বলেন, হে আমার বৎস! এই উত্তম আখলাক যদি সহজ ও সহজসাধ্য হত তাহলে এ সমস্ত দুনিয়াদার এবং অবশিষ্ট শ্রেণী এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যেত।

ফায়দা : যেহেতু এ সমস্ত লোক নফসের অনুসরণ করেন, আর উন্নত আখলাক নফসের জন্য অনেক কঠিন ও কষ্টসাধ্য। এক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে এর অধিকারী হতে পারে, যে ব্যক্তি এর শ্রেষ্ঠত্বের ফলাফল সম্পর্কে অবগত, এটি অর্জন করতে আগ্রহী এবং সাথে সাথে নফসের বিরোধিতা করতে সক্ষম।

ফায়দা : প্রকাশ থাকে যে, এ সমস্ত উন্নত আখলাক যেমন- যে দূরে থাকে তাকে জুড়ে রাখা, গালমন্দ, বিরোধিতা, বৈরিতা, জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করা নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদার অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত মানুষ চিন্তা করে, অন্যে যখন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে, বিদ্বেষ পোষণ করে, আমি কেন তার ভালবাসা এবং সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মরিয়া হব? আমি কি নির্বোধ? আমি কি

---

www.pathagar.com

এত নিম্নশ্রেণীর মানুষ? কেন আমি এত জুলুম নির্যাতন, গালি-গালাজ বরদাস্ত করতে যাব? আমি কি দুর্বল? আমার শক্তি-সামর্থ্য কি কম? আমার হাত-পা নেই? আমার কি ক্ষমতা নেই?

অনুরূপভাবে যে আমাকে কিছু দেবে না, আমার কথা জিজ্ঞাসা করে না, কেন আমি তার কথা জিজ্ঞাসা করতে যাব? কেন আমি তাকে দিতে যাব, আমি কি তার গোলাম না চাকর? একথা ধ্রুব সত্য যে, আজকাল আমাদের পরিবেশ এবং ধ্যান-ধারণা এভাবেই গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে মহিলা সমাজে।

সুতরাং যে ব্যক্তি নফস এবং এর চাহিদার বিরুদ্ধে উপরোক্ত আখলাক অবলম্বন করবে, সে জান্নাতের সুমহান মর্যাদা এবং সুরম্য প্রাসাদের অধিকারী হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আখলাকে হাসানায় ভূষিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

যার মধ্যে চারটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে ....

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম রা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে, সে যদি জগতের সব কিছুই হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায় তাতেও কোন সমস্যা নেই। (কারণ সে জগতের সমস্ত কিছুর চেয়েও উত্তম বস্তু লাভ করে নিয়েছে) ১. সত্য কথা ২. আমানতের হেফাযত ৩. উত্তম আখলাক ৪. হালাল খাদ্য। (হাকেম- খঃ ৪, পৃ ২১৪)

যার মধ্যে তিনটি বস্তু অনুপস্থিত থাকবে

হযরত উম্মে সালমা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার মধ্যে তিনটি বস্তু অনুপস্থিত থাকবে সে যেন তার আমল দ্বারা ভাল ফলাফলের প্রত্যাশা না করে। ১. এমন খোদাভীতি, যা তাকে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। ২. এমন সহনশীলতা, যা তাকে বিপথে গমন থেকে রক্ষা করতে পারে না। (যেমন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মানুষ বিপদকে সাথী করে নেয়)। ৩. উত্তম আখলাক, যার অভাবে মানুষ মানুষের সাথে মিলে জীবন যাপন করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩২২)

দীনের মধ্যে দু'টি বস্তু মূখ্য

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. হযরত জিবরাঈল আ. -এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত বাণীটি বর্ণনা করেছেন। এই ধর্মটি সেই ধর্ম, যা আমি নির্বাচিত করে নিয়েছি এবং পছন্দ করে নিয়েছি আর এই ধর্ম বদান্যতা এবং উত্তম আখলাক বাদ দিয়ে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪০৬)

www.pathagar.com

ফায়দা : ১. বদান্যতা ২. উত্তম আখলাক- এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সুঅভ্যাস, সুস্বভাব এবং সদাচরণ আল্লাহ্ পাকের নিকট কতটা মূল্যবান। বড়ই সৌভাগ্যবান সে সব লোক, যারা এক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে গিয়েছে।

উত্তম আচরণ জান্নাত লাভের মাধ্যম

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম আ. কে অহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, হে আমার বন্ধু! উৎকৃষ্ট আচরণ প্রদর্শন করবে। চাই কাফিরের সাথেই হোক না কেন। তাহলে নেককার লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আর সিদ্ধান্তপূর্ণ বিষয়গুলো, যে ব্যক্তি উত্তম আখলাকের অধিকারী হবে, তাকে আমি আমার আরশের ছায়ার নিচে স্থান দেব। তাকে জহীরায়ে কুদসের পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করব এবং আমার নিকটে তাকে স্থান দিব। (তারগীব- পৃঃ ৪০৭)

ফায়দা : উক্ত হাদীসটির দ্বারা উত্তম আখলাকের বিরাট ফযীলত ও গুরুত্বের কথা বুঝা যায়। আল্লাহ্ পাকের নিকট এর মর্যাদা এত বেশি এবং তা এত প্রিয় যে, ইসলামের দুশমন কাফির সম্প্রদায়ের প্রতিও যদি উত্তম আচরণ প্রদর্শন করা হয় তথাপি আরশের নিকটবর্তী অবস্থান এবং নেককার লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ নসীব হবে।

আরশে পাকের নিকটবর্তী স্থান পাওয়া এটা বান্দার ধন্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তথাপি জহীরায়ে কুদস যেটা সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বান্দা ফেরেশতাদের স্থান। সেখানকার পানি দিয়ে পরিতৃপ্তি করা হবে। কতইনা নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ বিষয়ে উক্ত হাদীসখানার চেয়ে অধিক ফযীলত এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণী আর কি হতে পারে?

স্মরণ রাখবেন, উত্তম আখলাকের অধিকারী কেবল আল্লাহ্ পাকের নির্বাচিত বান্দাগণই হয়ে থাকেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি দুনিয়াতে বড় কোন সম্মানজনক পদে বা বড় কোন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে সাধারণতঃ উদার ব্যবহার মিষ্ট আচরণ খুব কমই দেখা যায়। এ সমস্ত ভদ্রলোক নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ, সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতার দাপটে অধীনস্থদের সাথে উত্তম আখলাক প্রদর্শনের বিষয়টি ভেবে দেখারও সুযোগ পায় না।

উপরোক্ত ফযীলত মাহাত্ম্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রত্যেক মুমিনের জন্য উচিত লেনদেন, আচার-আচরণের ক্ষেত্রে উত্তম আখলাকের মহৎ গুণটি আঁকড়ে ধরে রাখা এবং গোস্বা ও নারাজীর মুহূর্তে উক্ত ফযীলতের কথা স্মরণ করা।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধবাদী এবং দুর্বলদের সাথে উত্তম আচরণের বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখবে। কারণ অধিকাংশ সময়ে মানুষ এদের ক্ষেত্রে রাগ-গোস্বার বশবর্তী হয়ে অসদাচরণ করে বসে। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে আখলাকে হাসানার ওপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। বিশেষ করে অধীনস্থ দুর্বল এবং গরীবদের সাথে উৎকৃষ্ট আচরণ প্রদর্শনের তাওফীক দান করুন।

উত্তম আখলাক সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের বাণী

হযরত ওমর ফারুক রা. বর্ণনা করেন, মানুষের মর্যাদা নির্ণীত হয় আখলাক দ্বারা।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাজী র. বলেন, উদার আখলাক হচ্ছে রিযিকের ভাণ্ডার। অর্থাৎ এর দ্বারা রিযিকের মধ্যে বরকত সৃষ্টি হয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী র. বলেন, নিম্নোক্ত চারটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র এবং সুঅভ্যাস বান্দাকে সুউচ্চ মর্তবা ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী করে তোলে, চাই সেই ইলম ও আমলে যত কমই হোক না কেন। যেমন- ১. সহনশীলতা, ২. বিনয়, ৩. বদান্যতা, ৪. উত্তম চরিত্র। উক্ত গুণগুলো দ্বারা ঈমানে পূর্ণতা সৃষ্টি হয়। (ইত্তেহাফ- খ: ৭, পৃ: ৩২৫)

বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক জিনিসের বুনিয়াদ এবং ভিত্তি থাকে। আর ঈমানের ভিত্তি হল শ্রেষ্ঠ আখলাক।

আবুল আব্বাস ইবনে আহমাদ বলেন, যে কোন ব্যক্তিই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে সে উত্তম আখলাকের মাধ্যমেই তা লাভ করেছে। হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ পাকের তাওফীক হচ্ছে সর্বোত্তম উপকরণ এবং উৎকৃষ্ট আখলাক হলো সর্বোত্তম সাথী। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খ: ৭, পৃ: ৩২৫)

আবু বকর কাত্তানী র. বলেন, তাসাউফ উত্তম আখলাকের নাম। অতএব যার উত্তম আখলাকের সমৃদ্ধি আসবে তার তাসাউফেও সমৃদ্ধি আসবে।

হযরত হাসান বসরী র. হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ অনুপস্থিত থাকবে, সে ব্যক্তি কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। ১. এমন তাকওয়া (খোদাভীতি), যা আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ বস্তু হতে রক্ষা করতে পারে। ২. এমন সহনশীলতা, যা মূর্খদের বর্বরতা থেকে রক্ষা করতে পারে। ৩. এমন আখলাক, যদ্বারা মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা যায়।

(ইত্তেহাফুস সাদাহ- খ: ৭, পৃ: ৩২৩)

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রা. হতে বর্ণিত আছে, উত্তম আখলাক আল্লাহর রহমতের লাগাম। এ লাগামটি আল্লাহ্ পাকের কুদরতী হাতের মধ্যে, যদ্বারা

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক আখলাকওয়ালা বান্দাকে মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করেন আর মঙ্গল বান্দাকে জান্নাতের দিকে আকর্ষণ করে। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩২৫)

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, উত্তম আখলাক তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম। ১. নিষিদ্ধ বিষয়াদি হতে দূরে থাকা। ২. আদিষ্ট বিষয়াদি প্রতিফলিত করা। ৩. পরিবার-পরিজনের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক র. বলেন, উত্তম আখলাক হল মানুষের সাথে উদারভাবে মিলিত হবে, উত্তম চরিত্রসুলভ আচরণ করবে এবং মানুষকে কষ্টদায়ক বিষয়াদি হতে রক্ষা করবে।

হযরত হাসান বসরী হতে আখলাকের তাফসীর অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে।

আবু সাঈদ আল করশী র. বর্ণনা করেন যে, উত্তম আখলাক নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর নাম। ১. বদান্যতা, ২. অনুগ্রহ করা. ৩. ক্ষমা করা। ৪. উপকার করা। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩২৬)

উত্তম আখলাকের বুনিয়াদ দশটি জিনিস

হযরত আয়েশা রা. বলেন, মাকারেমে আখলাক তথা উন্নত চরিত্র দশটি জিনিসের নাম। ১. সর্বদা সত্য কথা বলা। ২. আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে সত্যিকারের খোদাভীতি। ৩. ভিক্ষুককে দান করা। ৪. উপকারের বদলায় উপকার করা। ৫. আত্মীয়তা সম্পর্ক অটুট রাখা। ৬. আমানত যথাযথভাবে আদায় করা। ৭. প্রতিবেশীর অসদাচরণে ধৈর্যধারণ করা। ৮. স্বীয় সাথী-সঙ্গীদের অশোভনীয় আচরণে সহনশীল হওয়া। ৯. মেহমানের কদর করা। ১০. আর এগুলোর মূল হচ্ছে লজ্জা। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ১৩৮)

হযরত ওমর রা. বর্ণনা করেন, উৎকৃষ্ট আখলাক হচ্ছে, আল্লাহ্র জন্য একে অপরের সাথে সাক্ষাত করা। আগন্তুক ব্যক্তিকে সামর্থ অনুযায়ী আপ্যায়ন করা। যদি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে পানি দিয়ে হলেও (মেহমানদারী করা)। (কানযুল উম্মাল- খঃ৮, পৃঃ৩৯)

হযরত হাসান বসরী রা. এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, উত্তম আখলাক কী জিনিস? উত্তরে তিনি বলেছেন, উদার দৃষ্টি, মানুষের জন্য ব্যয় করা, মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করা। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩২৬)

উত্তম আখলাক অর্জনের জন্য দুআ

হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. এভাবে দুআ করতেন, اللهم حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

www.pathagar.com

'হে আল্লাহ! আমার সৃষ্টিকে তুমি সুন্দর করেছ, সুতরাং আমার আখলাককেও সুন্দর করে দাও।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সা. অধিকাংশ সময়ে এ দুআটি করতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعَافِيَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدَرِ

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সুস্থতা, পবিত্রতা, উত্তম আখলাক প্রার্থনা করি এবং তকদীরের উপর যেন সন্তুষ্ট থাকতে পারি এই কামনা করি।'

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন নবী করীম সা. নফল নামাযের শুরুতেই নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّىْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ

'হে আল্লাহ আমাকে উত্তম আখলাকের প্রতি দিক নির্দেশনা দান কর। তুমি ছাড়া উত্তম আখলাকের প্রতি দিক নির্দেশনা আর কেউ দিতে পারে না এবং বদ আখলাক আমার থেকে দূর করে দাও। তুমি ছাড়া বদ আখলাক আর কেউ দূর করতে পারে না।' (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খ: ৭, পৃ: ৩২৩)

www.pathagar.com

বদস্বভাবের অপকারিতা

বদস্বভাব ঈমানকে নষ্ট করে দেয়

হযরত আনাস বিন মালিক রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বদস্বভাব ঈমানকে এমনভাবে নষ্ট করে দেয় যেমন মাকাল ফল খাবারকে নষ্ট করে দেয়। (বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ২৪৭)

আল্লাহ্ পাক যার অমঙ্গল চান

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম ইরশাদ করেন, স্বভাব আল্লাহ প্রদত্ত জিনিস। আল্লাহ্ পাক যার মঙ্গল চান, তাকে সুস্বভাব দান করে সুশোভিত করেন। আর যার অমঙ্গল চান, তাকে কুস্বভাব দিয়ে কলুষিত করেন। (তারগীব- খ: ২, পৃ: ৪১১)

দুর্ভাগ্য বদস্বভাবের মধ্যে নিহিত

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের দুর্ভাগ্য তার বদস্বভাবের মধ্যে নিহিত। (বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ২৪৯)

ফায়েদা : দুর্ভাগ্যের কারণ হল, এমন ব্যক্তি দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।

বদস্বভাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ

(আবু দাউদ, তারগীব- পৃ: ৪১৩)

ফায়দা : যে জিনিস থেকে নবী করীম সা. আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, সেটি কত বড় জঘন্য তা সহজেই, অনুমান করা যায়।

কে হবে অভিশপ্ত?

আবু ছা'লাবা খাশানী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিশপ্ত এবং কিয়ামতের দিনে আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে ঐ ব্যক্তি যার স্বভাব চরিত্র সবচেয়ে খারাপ।

(মাজমা'- পৃ: ২১, বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ২৩৪)

www.pathagar.com

ফায়দা : যেহেতু এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন না, এই জন্য আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে সে বঞ্চিত থাকবে।

মুমিনের চরিত্র কখনো খারাপ হতে পারে না

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে দু'টি স্বভাব কখনো প্রবেশ করতে পারে না। ১. বদ আখলাক এবং ২. কৃপণতা। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ২৪৩)

ফায়দাঃ এটা তো স্পষ্ট কথা যে, মুমিন তো সর্বদা শ্রেষ্ঠ গুণেরই অধিকারী হয়ে থাকে এবং মন আখলাক থেকে পবিত্র থাকে।

বদ আখলাক অশুভ বস্তু

আবু রাফে রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন বদ আখলাক অশুভ বস্তু। উত্তম আখলাক বরকতের কারণ এবং সদকা অশুভ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ২৪৩)

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অশুভ (বা বেবরকতির কারণ) কী জিনিস? উত্তরে নবী করীম সা. বলেন, বদ আখলাক বা মন্দ স্বভাব।

ফায়দা : বদস্বভাবের লোকেরা যেহেতু মানুষের বদদুআ কুড়িয়ে বেড়ায় এজন্য নবী করীম সা. তাদেরকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘোষণা করেছেন।

(ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৩১৯)

বদ আখলাকের জন্য কোন তওবা নেই

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক গোনাহের জন্য তওবা রয়েছে। কিন্তু বদ আখলাক তথা বদস্বভাবের জন্য কোন তওবা নেই।

ফায়দা : উপরোক্ত বাণীটি নবী করীম সা. ধমক হিসাবে উচ্চারণ করেছেন। নচেৎ প্রত্যেক কবীরা গোনাহের জন্যই তো তওবা রয়েছে। অথবা হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে বদ আখলাকের কারণে যেহেতু আল্লাহর মাখলুক এবং তার বান্দাগণ কষ্ট পান, তাই এর সম্পর্ক হক্কুল ইবাদের সাথে। আর হক্কুল ইবাদ কখনো তওবার দ্বারা ক্ষমা হয় না বরং বান্দার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়।

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ্ কোনটি?

হযরত মাইমুন ইবনে মিহরান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন, আল্লাহ তাআলার নিকট বদ আখলাকের চেয়ে বড় গোনাহ্ আর কিছুই নেই। কারণ এই ব্যক্তি একটি গোনাহ থেকে উঠে এসে আরেকটি গোনাহে প্রবেশ করে।

(তারগীব- পৃঃ ৪১৩)

www.pathagar.com

ফায়দা : হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে- ঐ ব্যক্তির বদস্বভাবের দ্বারা মানুষ কষ্ট পেতে থাকে। আর আল্লাহ পাকের নিকট বান্দাকে কষ্ট দেওয়া সবচেয়ে বড় গোনাহ্। তাছাড়া ঐ ব্যক্তি কারো নিকট ক্ষমা চেয়ে মুয়ামালা যদি পরিষ্কার করেও নেয়, তথাপি তার বদস্বভাবের কারণে সেই ব্যক্তি কিংবা অন্য আরেকজনের সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করে বসবে। এভাবেই সে এক গোনাহ্ থেকে বের হয়ে আরেক গোনাহে প্রবেশ করে।

আখলাকের কারণে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বদ আখলাকের কারণে মানুষ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যাবে।

ফায়দা : আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। বদ আখলাক কতইনা জঘন্য বস্তু। যার কারণে মানুষ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। এ কারণেই তো নবী করীম সা. বদ আখলাক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

দিনভর রোযা রেখে রাতভর ইবাদত করেও ঠিকানা জাহান্নাম

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. এর সামনে জনৈক মহিলার কথা আলোচনা করা হল যে, অমুক মহিলা দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর ইবাদত করে। কিন্তু প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়। (অন্য এক বর্ণনায় এসেছে কিন্তু আখলাক ভাল না, প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়) এ কথার পর নবী করীম সা. বললেন, সে জাহান্নামী। (মুসনাদে আহমদ, হাকেম, ইত্তেহাফ- পৃ: ৩১৯)

ফায়দা : অর্থাৎ বদ আখলাক এত জঘন্য জিনিস যে দিনভর রোযা রেখে এবং রাতভর অধিক পরিমাণে ইবাদত করেও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেল না। কারণ হল বদ আখলাক বা মন্দ স্বভাব মাখলুকের কষ্টের কারণ হয়ে থাকে আর আল্লাহর বান্দারা যেহেতু আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টজীব তাই আল্লাহ পাক তাদের কষ্ট সহ্য করতে পারেন না।

যার আখলাক ভাল নয় সে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট

হাসান বসরী সা. বর্ণনা করেন, যার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত তিনটি গুণের একটিও বিদ্যমান থাকবে না, সে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। ১. এমন তাকওয়া বা খোদাভীতি, যা আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে রাখতে পারে। ২. এমন সহনশীলতা, যা তাকে জাহেলের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে। ৩. এমন উত্তম আখলাক, যদ্বারা সে মানুষের সাথে মিলে জীবন যাপন করতে পারে।

(বায়হাকী, ইত্তেহাফুস সাদাহ- খ: ৬, পৃ: ৪২৩)

www.pathagar.com

ফায়দা : বাস্তবেই যার মধ্যে আখলাক নেই তার জীবন জানোয়ার থেকেও অধম। কারণ পশুর চেয়ে মানুষের মর্যাদা বেশি হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে উত্তম আখলাক এবং সুস্বভাব। এ কারণে এদের নেকীও কোন উপকারে আসবে না।

ইয়াহইয়া রাজীর বাণী

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাজী র. বলেন, আখলাক খারাপ হলে অধিক নেকীও কোন উপকারে আসে না। পক্ষান্তরে উত্তম আখলাক এমন জিনিস যে, এর বর্তমানে অধিক গোনাহও ক্ষতি সাধন করতে পারে না। (বরং ক্ষমার উপকরণ মিলে যায়, যদ্বারা গোনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়) এবং অন্যদিকে উত্তম আখলাকের কারণে সওয়াব এবং নেকী বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাথে সাথে অন্যদের আন্তরিক খুশি এবং দুআ পেতে থাকে। (ইত্তেহাফুস সাদাহ)

www.pathagar.com

ইসলামের সুমহান পবিত্র আখলাক ইখলাস

নেক আমল এবং সৎকর্ম একমাত্র আল্লাহর জন্য করা

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ. وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ. (سورة شورة)

'যে ব্যক্তি পরকালের ফসল (সওয়াব) ফলানোর ইচ্ছা করে, আমি তার ফসল অনেক গুণে বৃদ্ধি করে দেই। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল (সৎকর্ম দ্বারা দুনিয়াতেই প্রতিদান) লাভের ইচ্ছা করে, তাকে আমি (তার সৎকর্মের প্রতিদান) দুনিয়াতেই দিয়ে দেই। পরকালে সে এর কোন অংশ পাবে না।'

কুরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা প্রত্যেকটা নেক আমল ও সৎকর্মে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালের সওয়াব লাভকে একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়।

যে কোন ধরনের আমলই হোক না কেন চাই সেটা ইবাদত হোক বা মুয়ামালাত হোক কিংবা পরোপকার হোক- এর প্রতিদান দুনিয়াতে চাইবে না এবং তার আশাও করবে না। বরং একমাত্র আল্লাহর জন্যই করবে। যদি এর প্রতিদান চাওয়া ছাড়াই মিলে যায়, তাহলে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করবে। কখনো অভিযোগ, হা-হুতাশ, আফসোস মুখেও আনবে না। যার প্রতিদান মানুষ দুনিয়াতে কামনা করে, পরকালে সে কোন প্রতিদান বা সওয়াব পাবে না। আখেরাতের ফলাফল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে পার্থিব বদলার আকাঙ্ক্ষা করা নিতান্তই বোকামী এবং মূর্খতা।

এজন্য নেক আমল এবং সৎকর্মে ইখলাস হচ্ছে ভিত্তি এবং মাথা। ভিত্তিহীন বিল্ডিং যেমন মূল্যহীন, মাথাবিহীন দেহ যেমন অনর্থক, অনুরূপভাবে নেক আমল ও সৎকর্মও নিয়তের শুদ্ধতা ব্যতীত অনর্থক এবং মূল্যহীন। পরকালে এমন আমলের কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না এবং দুনিয়াতে এর যথাযথ ও আশানুরূপ কোন ফায়দা পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, যদি নিছক আল্লাহর জন্য করা হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ হতেই তার উপকারিতা পাওয়া যায় এবং তখন এতে বরকতও হয়।

www.pathagar.com

ইখলাসের মর্মার্থ

'ইখলাস' বলা হয় অন্য কিছুর সংমিশ্রণ হতে বিশুদ্ধকরণের প্রক্রিয়াকে। যেমন 'খালেছ দুধ' ঐ দুধকে বলা হয় যার মধ্যে পানি মিশানো হয়নি।

(ওসিয়্যাতুল ইখলাস- পৃঃ ৩১)

নেক আমল যথার্থ ইখলাসের নাম। ইখলাসের মর্মার্থ হচ্ছে আমলটি নিছক আল্লাহর জন্য হবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য বা চাহিদা সংশ্লিষ্ট থাকবে না। এ মর্মে আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন-

الاخلاص من عمل القلب وهو الذى يراد وجه الله لا عنده

ইখলাসের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। যার উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। এছাড়া আর কিছুই নয়।

রূহুল মাআনীর মধ্যে এসেছে -

لايريدون بطاعتهم الا وجهه ورضاه لاريوا والناس ورقع الضرر

(সারমর্ম হল) দীন যেন কোন নফসানী উদ্দেশ্য, অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা বা কোন স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে গ্রহণ না করা হয়।

এমনটি করলে দীন (নেক আমল) হবে পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহর দীন (নেক আমল) একমাত্র আল্লাহর জন্যই গ্রহণ করা উচিত।

(ওসিয়্যাতুল ইখলাস- পৃঃ ৩৩)

নবীদের দাওয়াতে ইখলাস

হুজ্জাতুল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ র. 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে লিখেছেন হযরতে আম্বিয়া আ. যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি অটল থাকার দাওয়াত দিয়েছেন তার মধ্য প্রধান হচ্ছে তিনটি। প্রথমটি হচ্ছে ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি সংক্রান্ত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্রে আমলকে বিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করা (অর্থাৎ আমলের তরীকা যেন শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী হয়)। তৃতীয়টি হচ্ছে ইখলাস ও ইহসানকে বিশুদ্ধ করা (অর্থাৎ প্রত্যেকটি আমলকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা। (ওসিয়্যাতুল ইখলাস- পৃঃ ৩৩)

ইখলাসের সাথে অল্প আমলই যথেষ্ট

মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি ইয়ামেনে প্রেরিত হচ্ছিলেন, তখন তিনি নবী করীম সা. এর নিকট আবেদন করেছিলেন, হে

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। নবী করীম সা. বললেন, দীনের মধ্যে অর্থাৎ আমলের মধ্যে ইখলাস সৃষ্টি কর। অল্প আমলই যথেষ্ট হয়ে যাবে। (তারগীব- খ: ১, পৃ: ৫৪)

ফায়দা : এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম, তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ওলামায়ে রব্বানী এবং আওলিয়ায়ে কেরামের সামান্য আমলের ক্রিয়া-ফলাফল অনেক বেশি।

জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

আমর ইবনে উতবা বর্ণনা করেন কিয়ামতের দিনে পৃথিবীকে (অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষকে) উপস্থিত করা হবে। যারা আল্লাহর জন্য হবে (অর্থাৎ যাদের আমল নিছক আল্লাহর জন্য হবে) তাদেরকে বাছাই করে নেয়া হবে। আর যাদের আমল হবে গায়রুল্লাহর জন্য (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে) তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (তারগীব- খ: ১, পৃ: ৫৫)

ফায়দা : কি ভয়ঙ্কর কথা! যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে নেক কাজ করবে তার পরিণতি কত ভয়ানক!

সব অভিশপ্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা, ইরশাদ করেন, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত। কিন্তু একমাত্র সে জিনিসটিই এর থেকে মুক্ত, যদ্বারা কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিই কামনা করা হয়। (তারগীব- খ: ১, পৃ: ৫৫)

ফায়দা : মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং পরকালের পূণ্য লাভ ব্যতীত যে কোন আমল ও সৎকর্মই হোক না কেন সবই বরবাদ এবং অনর্থক হয়ে যাবে।

ইখলাসের দিকে তাকাবে, পরিমাণের দিকে নয়

হযরত আলী রা. বলেন, আমলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি দিও না। বরং তার গ্রহণযোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখ। কারণ নবী করীম সা. মুয়ায ইবনে জাবাল রা. কে বলেছিলেন, তোমার আমলে ইখলাস পয়দা কর, অল্প আমলই যথেষ্ট হবে। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খ: ১০, পৃ: ৪৫)

উম্মতের প্রতি সদয় হবার কারণ

হযরত মুসয়াব ইবনে সায়াদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, এই উম্মত সাহায্যপ্রাপ্ত হয় দুর্বল অসহায়দের প্রার্থনা, তাদের নামায এবং তাদের ইখলাসের দরুণ। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খ: ১০, পৃ: ৪৫)

www.pathagar.com

ফায়দা : যেহেতু আল্লাহ্ পাকের নিকট ইখলাসেরই মূল্য আছে তথাপি এটিই ফলাফল ও প্রতিদানের উপকরণ আর তা বিত্তশালী ও অভিজাতদের তুলনায় দুর্বল অসহায় লোকদের মধ্যেই অধিক থাকে। কারণ তাদের সৎকর্ম ও আমলসমূহ লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানোর উদ্দেশ্য হতে মুক্ত থাকে।

ইখলাসের সম্পদ আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে

হযরত হাসান বসরী রা. হতে নবী করীম সা. বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, ইখলাস আমার কারিশমাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি কারিশমা (বিশেষ অনুদানসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম অনুদান)। আমার বান্দাদের মধ্যে সেই বান্দার দিলের মধ্যে তা স্থাপন করে দেই, যাকে আমি মহব্বত করি। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খ: ১০, পৃ: ৪৩)

ফায়দা : বাস্তব ক্ষেত্রে নেক আমল, সৎকর্মকারী এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জানমাল কুরবানী করার মত লোকের অভাব নেই, কিন্তু ইখলাসওয়ালা মুখলিস লোকের খুবই অভাব। কোন কাজ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য করা এবং কাউকে উপকার করে ভুলে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদনের অশুভ পরিণতি

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার নেক আমল ও সৎকর্ম পরকালের পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে হবে, আল্লাহ্ পাক তার মানসিকতাকে পরাধীনতার জিঞ্জির থেকে মুক্ত রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জাগতিক উদ্দেশ্যে কোন কর্ম সম্পাদন করবে, আল্লাহ্ পাক তার কপালে সঙ্কট ও মুখাপেক্ষিতার সীল মেরে দিবেন এবং তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও কাজকর্মকে হ-য-ব-র-ল করে দিবেন। আর পার্থিব উদ্দেশ্য তার ততটুকু সাধিত হবে, যতটুকু তার তকদীরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (মেশকাত- ৪৫৪)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, শেষ যুগে এমন কিছু লোক পাওয়া যাবে, যারা দীন দ্বারা দুনিয়া অর্জনে আত্মনিয়োগ করবে (অর্থাৎ পরকালের পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে করবে না বরং এর প্রতিদান দুনিয়াতেই কামনা করবে)। (মেশকাত- ৪৫৪)

দুনিয়াতে প্রতিদান চাইলে পরকালে তার কোন অংশ নেই

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. হতে বর্ণিত. নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, এই উম্মতকে সাহায্য, স্বচ্ছলতা, প্রশান্তির সুসংবাদ প্রদান কর। তাদের মধ্য যারা আখিরাতের কাজ (নেককাজ) জাগতিক উদ্দেশ্যে করবে পরকালে সে কোন অংশ পাবে না। (হাকেম- খ: ৪ পৃ: ৩১১)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক অন্তরের দিকে তাকান

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক তোমাদের আকৃতি ও গঠনের দিকে তাকান না। তিনি বরং তোমাদের আমল ও অন্তরের দিকে তাকান। (মুসলিম- খ: ২, পৃ: ৩১৭)

ফায়দা : হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে তোমাদের গঠন কেমন, বংশীয় আভিজাত্য কেমন, কোন গোত্রে, কোন বংশে জন্ম, রং কেমন, রূপ কেমন এবং পদমর্যাদা কেমন এগুলো আল্লাহ পাক কিছুই দেখেন না। বরং আল্লাহ অন্তরের দিকে তাকান যে, এ আমলগুলো কী নিয়তে সম্পাদন করেছে। নিছক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নাকি পার্থিব উদ্দেশ্যে। যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে তাহলে গ্রহণযোগ্য এবং প্রতিদানের উপযুক্ত। অন্যথায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য, পরকালে কোন প্রকার প্রতিদান পাবে না এবং দুনিয়াতেও এর ভাল কোন ফলাফলের আশা করা যায় না।

ইখলাস না থাকায় কিয়ামতের দিনে ভয়ানক পরিণতি

সুফিয়ান আছবাহী বর্ণনা করেন, আমি মদীনায় উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম কোন এক ব্যক্তিকে ঘিরে অনেক লোক বসে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করালাম, ঐ ব্যক্তি কে? তখন জানতে পেলাম, তিনি ছিলেন সাইয়িদুনা হযরত আবু হুরায়রা রা.। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম এবং একেবারে সামনে গিয়ে বসলাম। তখন তিনি মানুষের সামনে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। যখন তিনি নীরব হলেন এবং একাকী হলেন তখন আমি তাকে হকের দোহাই দিয়ে বললাম, তুমি আমাকে এমন একটি হাদীস শোনাও যেটা নিজ কাজে নবী করীম সা. থেকে শুনেছ, যথার্থভাবে স্মরণ রেখেছ এবং বুঝেছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি নবী করীম সা. এর নিকট থেকে সরাসরি শুনেছি এবং যথার্থভাবে সংরক্ষণ করেছি। একথা বলে আবু হুরায়রা রা. অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি হাদীস শোনাব, যা নবী করীম সা. আমার নিকট এই ঘরখানার মধ্যে বসেই বর্ণনা করেছিলেন। সেখানে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এরপর তিনি বেহুশ হয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। আমি তাকে আমার শরীরের উপর ভর করে রাখলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর হুশ ফিরল। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক বান্দার হিসাব নিকাশের জন্য অবতরণ করবেন। প্রত্যেক উম্মত উপুড় হয়ে থাকবে। সর্বপ্রথম সেই সমস্ত লোকদেরকে ডাকা হবে যারা কুরআন শিখেছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা সম্পদ জমা করেছে।

www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহ পাক আলেম শ্রেণীকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি স্বীয় রাসূলের প্রতি যা নাযিল করেছি, তার ইলম কি তোমাদেরকে দেইনি? তারা বলবে, হ্যাঁ। (আল্লাহ পাক বলবেন) যে ইলম তোমরা লাভ করেছ, তার প্রতি কতটুকু আমল করেছ? তারা বলবে, আমি দিবানিশি এর মধ্যে লিপ্ত থাকতাম। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি মিথ্যুক। ফিরিশতাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যুক। আল্লাহ পাক বলবেন, বরং তুমি চেয়েছিলে মানুষ তোমাকে আলেম বলবে, তা বলা হয়েছে। (তোমাদের প্রতিদান যা তোমরা চেয়েছিলে তা পেয়ে গেছ)।

অতঃপর বিত্তশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ পাক তাকে বলবেন, আমি তোমাকে অনেক সম্পদ দেইনি, যদ্দরুণ তুমি কারো মুখাপেক্ষী হওনি? তুমি সেগুলো কোন কোন পথে ব্যয় করেছ? সে বলবে, আমি এগুলো দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রেখেছি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান সদকা করেছি। আল্লাহ পাক বলবেন, এগুলো করেছ তুমি এ জন্য যে, তোমাকে মানুষ দানবীর বলবে। তা তোমাকে বলা হয়েছে।

অতঃপর শহীদকে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কেন শহীদ হয়েছিলে? সে বলবে, হে প্রভু! তুমি আদেশ করেছিলে তোমার পথে যুদ্ধ করার জন্য, তাই আমি যুদ্ধ করেছি এবং শহীদ হয়ে গিয়েছি। আল্লাহ পাক বলবেন, তোমার তো উদ্দেশ্য ছিল মানুষ তোমাকে বীর বলবে, তোমাকে তা বলা হয়েছে।

অতঃপর নবী করীম সা. আমার হাঁটুর উপর হাত মারলেন এবং বললেন, হে আবু হুরায়রা! এরাই প্রথম শ্রেণীর লোক যারা কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ৬৩)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, প্রত্যেককে বলা হবে যে, তুমি মিথ্যাবাদী (তুমি যা কামনা করেছে, তা তোমাকে বলা হয়েছে) এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, ওদেরকে উপুড় করে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যাও। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(মুসলিম- খঃ ১, পৃঃ ১৪০)

ফায়দাঃ সর্বপ্রকারের নেক আমল চাই সেটা নিছক ইবাদত হোক বা শরীয়তের অন্য কোন বিধান হোক যেমন দান খয়রাত করা, কারো সাথে উত্তম আচরণ করা। মোটকথা, সর্বপ্রকারের নেক আমলের ক্ষেত্রে পরকালের প্রতিদান এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া চাই।

বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, কারো সাথে উত্তম আচরণ করে এবং কারো উপকার করে তার পরিবর্তে ভাল ব্যবহার এবং উপকার পাওয়ার আশা করা ইখলাসের পরিপন্থী।

www.pathagar.com

প্রায় সময়েই মানুষ একে অপরের ব্যাপারে বলে থাকে যে, আমি অমুককে এসব উপকারগুলো করেছি, অমুকের সাথে এমন ভাল আচরণ করেছি কিন্তু তার পক্ষ হতে তো আমার এক কাপ চা তো দূরের কথা, একটা পানও জোটেনি। আমি তার এ সমস্ত খেদমত করেছি। সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্বসূলভ আচরণ প্রদর্শন করেছি। কিন্তু সে আমার কী করেছে?

প্রয়োজনের সময়ে আমার দ্বারা তার অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু তার দ্বারা আমার কখনও কোন কাজ হয় না।

এ জাতীয় বাক্য এবং অভিযোগসমূহ ইখলাস এবং লিল্লাহিয়াতের পরিপন্থী। এ কথা নিয়ত করবে যে, আমি পরোপকার, সদ্ব্যবহার আল্লাহর ওয়াস্তে করেছি। এর প্রতিদান পরকালে পাব। এর দ্বারা আমার পার্থিব কোন স্বার্থ নেই। চাই সে আমার উপকার করুক আর না করুক আমার সাথে সদাচরণ করুক বা নাই করুক।

ইখলাসের সাথে সৎকাজ করলে এবং পরোপকার করলে মানুষের প্রতি এ সমস্ত অভিযোগ সৃষ্টি হবে না এবং এতে সৎকাজ ও পরোপকারের ধারাবাহিকতা চালু থাকবে। আর এতে খারাপ ধারণা এবং দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হবে না।

সাধারণত মানুষ সদ্ব্যবহার এবং পরোপকারের প্রতিদান যদি কোনভাবে না পায় তাহলে এ ধরনের কাজ আগামীর জন্য বর্জন করে দেয়। এ ধরনের বৃত্তি মারাত্মক ভুল এবং ইখলাসের পরিপন্থী বটে। আল্লাহর ওয়াস্তেই যদি করা হয়ে থাকে, তাহলে বান্দার থেকে বদলা না পেলে অসন্তুষ্ট হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?

সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে ইখলাসের সাথে কাজ করলে এ সমস্ত কথা আসবে না। হ্যাঁ, তবে উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তব্য এবং আখলাকের দাবী হল উপকারকারীর উপকারের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা, সাধ্যানুযায়ী নিজের পক্ষ থেকেও সদাচরণ এবং উপকারের ধারাবাহিকতা চালু রাখা। এতে ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের বরকত ও কল্যাণ লাভের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

www.pathagar.com

সততা

সততার মধ্যেই মুক্তি

মানছুর বিন মু'তামার রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সততা অবলম্বন কর, এরই মধ্যে মূলত মুক্তি এবং শান্তি, যদিও তোমরা আপাতঃ দৃষ্টিতে বিনাশ ও অনিষ্ট দেখতে পাও। (তারগীব- খ:৩, পৃ: ৫৯০)

সততা জান্নাতের দিশা

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমরা সততাকে আঁকড়ে ধর। কারণ সততা কল্যাণের দিকে ধাবিত করে। আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে ধাবিত করে এবং সদা সর্বদা সত্য কথা বলার দরুণ সিদ্দীকীন (সত্যবাদীগণ) এর তালিকায় নাম লিখে দেয়া হয়। (বুখারী- খ: ২, পৃ: ৯০০)

সততা জান্নাতের মুক্ত দ্বার

হযরত আবু বকর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সততা জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। (কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৩৪৬)

সততার মধ্যে রয়েছে জান্নাতের গ্যারান্টি

উবাদাহ ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের গ্যারান্টি দাও। আমি তোমাদেরকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিব। ছয়টির মধ্যে একটি হল সত্য কথা। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৫৮৭)

সততাকে প্রাধান্য দিতে না পারলে সে মুমিন নয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সততাকে প্রাধান্য না দিবে এবং মিথ্যাকে বর্জন না করবে। এমনকি হাসি-ঠাট্টা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রেও। যদি সে সত্যিকারের সত্যবাদী হয়ে থাকে।

(মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃ: ১১২)

পরিপূর্ণ ঈমানের নিদর্শন

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যকে

www.pathagar.com

প্রাধান্য না দিবে এবং মিথ্যাকে বর্জন না করবে। এমনকি হাসি-ঠাট্টা এবং ঝগড়ার ক্ষেত্রেও। যদি সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়।

(মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃঃ ১১২)

ফায়দা : অনেক সময় হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেয়ার জন্য অবাস্তব কথা বলে ফেলে; এমনও যেন না হয়। তবেই সে সত্য এবং সত্যবাদীদের ফযীলত অর্জন করতে পারবে।

লেনদেনের ক্ষেত্রে সততায় বরকত

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ক্রেতা বিক্রেতার জন্য মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা রয়েছে। যদি উভয়ে সততার সাথে লেনদেন করে, তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বরকত নাযিল করা হয়। আর যদি বাস্তবতাকে গোপন রেখে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে বরকত তুলে নেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

সততা জান্নাত লাভের অন্যতম আমল

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, সততা জান্নাত লাভের আমলসমূহের মধ্যে অন্যতম। (কানযুল উম্মাল- খঃ ২, পৃঃ ৩৪৪)

জগৎ হারিয়ে গেলেও কোন চিন্তা নেই

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যদি নিম্নোক্ত চারটি গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে জগৎও (সম্পদ ও সম্মান) যদি হারিয়ে যায়, তথাপি চিন্তার কোন কারণ নেই। ১. আমানতের হেফাযত, ২. সত্য কথা, ৩. উত্তম আখলাক, ৪. স্বচ্ছ জীবিকা অর্জন (অর্থাৎ সৎ পথে আয়)। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৫৮৯)

সততার মধ্যে প্রশান্তি

হযরত হাসান ইবনে আলী রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে পাক সা. থেকে একটি বাণী স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছি। (তিনি বলেন) সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত বিষয় অবলম্বন করবে। সততার মধ্যে প্রশান্তি এবং মিথ্যা সংশয়পূর্ণ।

ফায়দা : হযরত হাসান রা. অল্প বয়সেই উক্ত হাদীসখানা শুনে স্মৃতিতে ধারণ করে রেখেছিলেন। যেহেতু নবী করীম সা. এর ইন্তেকালের সময়ে হাসান রা. নিতান্তই ছোট ছিলেন, তখন বয়স হয়ত সাত কিংবা আট বছর ছিল।

যে জিনিস হারাম, মাকরুহ বা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হবে সে জিনিস পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত জিনিস গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

যেমন সন্দেহ হচ্ছে যে, এই জিনিসটি চুরি করা মাল হতে পারে বা এর মধ্যে কিছুটা অবৈধ জিনিসের সংমিশ্রণ থাকতে পারে, তাহলে এমন জিনিস পরিত্যাগ করবে। এটাই ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা। এটাই তাকওয়া এবং এটাই পরহেজগারীর মাপকাঠি।

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যার মহব্বত

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হারেস রা. বর্ণনা করেন নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট প্রিয় হয়ে থাকতে চাও, তাহলে আমানতের হক আদায় করবে। সর্বদা সত্য কথা বলবে। প্রতিবেশির সাথে সদাচরণ করবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৫৮৯)

সততার মর্মার্থ ও উপকারিতা

মানুষের প্রত্যেকটি কথা এবং কাজের বিশুদ্ধতার ভিত্তি হচ্ছে, তার অন্তর ও যবান এক এবং সমান্তরাল থাকবে। এটা ছিদক্ব বা সততা। যার মধ্যে সততা নেই, তার হৃদয়টা যাবতীয় আবর্জনার আস্তাকুড়। পক্ষান্তরে সত্যবাদী ব্যক্তির জন্য সর্বপ্রকার সৎকর্মের পথ সুগম হয়ে থাকে। সততার অভ্যাস মানুষকে অনেক অপকৃর্তি থেকে রক্ষা করে। যে সত্যবাদী হবে, সে সমস্ত অপকৃর্তি থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে এবং সেই হবে একজন খাঁটি ব্যক্তি। আর একজন খাঁটি ব্যক্তিই হতে পারে একজন খাঁটি ঈমানদার। এমন ব্যক্তিই পূর্ণ করবে মানুষের ওয়াদা, ভঙ্গ করবে না কোন অঙ্গীকার এবং সে হবে একজন সৎসাহসী, দিল হবে তার পরিষ্কার। লোক দেখানোর জন্য সে কিছুই করবে না। দিলের মধ্যে থাকবে না কোন মোনাফেকী। পিছনে এক রকম সামনে আরেক রকম- এমন হবে না তার চরিত্র, তোষামোদকারী হবে না। সকলের আস্থাভাজন হবে, মানুষের নিকট তার সকল কথা ও কাজ নির্ভরযোগ্য হবে। যেই কথা সেই কাজ। মোটকথা, যেদিক থেকেই দেখা হবে সততাকে দেখা যাবে সর্বপ্রকার চারিত্রিক অলঙ্কারের ভিত্তি হিসাবে।

সততার ব্যাপক অর্থ

সততার অর্থ সাধারণভাবে সত্য কথা বলাকে বোঝায়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এর অর্থ অনেক ব্যাপক।

সততার প্রকারভেদ : ইমাম গাযালী র. এর ছয়টি প্রকার বর্ণনা করেছেন এবং কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন। তার মধ্যে তিনটি হচ্ছে মৌলিক।

১. জবানের সততা

জবানে যা বলবে, সত্য বলবে, এটাই হচ্ছে সততার ব্যাপক এবং প্রসিদ্ধ জিনিস। ওয়াদা এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা এরই অন্তর্ভুক্ত। এটাই ঈমান ও

www.pathagar.com

ইসলামের বুনিয়াদ। এর বিপরীতে প্রত্যেকটি মিথ্যাই মোনাফেকীর নামান্তর। কারণ মোনাফেকের নিদর্শন হল সে যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে।

২. হৃদয়ের সততা

সততার এই প্রকারটি দিল, মন ও বাতেনের সাথে সম্পৃক্ত। অন্যভাবে একে ইখলাস নামেও পরিচয় দেয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে মুখে মুখে সত্য কথা বলাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এ কারণে যে, তা দিন থেকে ইখলাসের সাথে বের হয় না। রাসূল সা. -এর প্রতি সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে মোনাফেকদেরকে (তাদের কথা বাস্তবে সত্য হলে) কুরআনে মিথ্যুক বলা হয়েছে। কারণ যারা তাদের কথাটি শুধু মুখে মুখেই বলেছিল। তাদের অন্তরের সাথে মুখের কোন মিল ছিল না।

৩. আমলের সততা

আমলের সততা হচ্ছে যে নেক আমলটি সম্পাদিত হবে, তা হবে ইখলাসের সাথে। অর্থাৎ জাহেরী আমল বাতেনী প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

যেমন কোন এক ব্যক্তি নামায আদায় করল, তার উদ্দেশ্য ছিল লোক দেখানো, তাহলে এটা হল আমলের সততার বিপরীত। আমলী সততার কয়েকটি স্তর রয়েছে, তন্মধ্যে একটি স্তর হচ্ছে আমলের যে নিয়তটি করবে সে নিয়তের মধ্যে কোন প্রকার দুর্বলতা এবং সংশয় সৃষ্টি হতে পারবে না। যেমন অনেকে আল্লাহর বিধান পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু যখন তার পরীক্ষার সময় এসে যায় তখন তার ইচ্ছার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এজন্য এমন ব্যক্তিকে সত্যিকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অর্থাৎ পাকা নিয়তকারী বলা যায় না।

আমলী সততার সবচেয়ে উঁচু স্তর হচ্ছে, মানুষের জাহের ও বাতেন অর্থাৎ মুখের প্রত্যেকটি শব্দে অন্তরের প্রত্যেকটি ইচ্ছার এবং আমলের প্রত্যেকটি স্পন্দনে সত্য ও সততার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। এমন লোকদেরকেই কুরআন মজীদে সিদ্দীক বলা হয়েছে। এদের বৈশিষ্ট্য হল, এরা অন্তরে যেটাকে মেনে নেন, সেটাকে আমলে পরিণত করেন ও মৌখিকভাবেও সেটার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দান করেন এবং বিশ্বাসের দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। কুরআনে পাকে যাদেরকে সিদ্দীক বলা হয়েছে, তাদের তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। ১. পূর্ণাঙ্গ ঈমান ২. যথাযথ নেক আমল ৩. সার্বিক পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হওয়া। আর যারা ইলম ও আমলের ঐ সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বের পূর্ণাঙ্গ মর্তবায় পৌঁছে যায়, তাদেরকেই শরীয়তের ভাষায় সিদ্দীক বলা হয়। যেটা মানুষের জন্য নবুওয়াতের পর সর্বপ্রথম স্তর। (সিরাতুন্নবী)

www.pathagar.com

'সিদ্দীকীন' এর পরিচয় দিতে গিয়ে মা'আরিফুল কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, তারা হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা মারেফাতের দিক দিয়ে আম্বিয়া আ. এর নিকটবর্তী। (মা'আরিফুল কুরআন খ: ৬, পৃ: ১২৩)

তাফসীরে মাজেদী এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, সিদ্দীকীন অর্থাৎ যাদের কথায় রয়েছে স্বচ্ছতা এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে রয়েছে সততা। এরা হচ্ছেন এমন ব্যক্তিবর্গ যাদের স্বভাবের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে গেছে সততা ও সত্যপ্রিয়তা এবং তা এখন তাদের মানসিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্থান করে নিয়ে আছে। (তাফসীরে মাজেদী- খ: ১, পৃ: ৭৫৮)

www.pathagar.com

পরস্পর মহব্বত ও হৃদ্যতা

জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর শপথ, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করবে। আর ইসলাম ততক্ষণ পর্যন্ত আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর মিল মহব্বতের সাথে না থাকবে। সালামের প্রচলন ঘটাও। এতে পরস্পর মহব্বত সৃষ্টি হবে। সাবধান! সম্পর্কচ্ছেদ এবং মনোমালিন্যতা থেকে দূরে থাকবে। এটি তোমাদেরকে ন্যাড়া (ধ্বংস) করে দিবে। একথা বলি না যে, তোমাদের চুলকে ন্যাড়া করে দিবে বরং তোমাদের দীন ধর্মকে ন্যাড়া করে দিবে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ২৬০)

ফায়দা : লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক মিল মহব্বতের কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এর বিপরীতে পারস্পরিক মনোমালিন্য ও দ্বন্দ্ব কলহের কী অশুভ পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে। এতে পার্থিব জীবনও ধ্বংস এবং পারলৌকিক জীবন তো একেবারেই শেষ। এমন ব্যক্তি মানুষের অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধনের ধান্ধায় জানমাল বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সর্বদা তার ঐ ধ্যান, ঐ চিন্তার সময়টা মানসিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটতে থাকে। সে ঐ ধ্যানে মগ্ন থেকে আখিরাতের আমলকেও বরবাদ করে দেয়। পার্থিব জীবনে তার অপমানী ও পেরেশানী ছাড়া আর কিছুই কপালে জোটে না। এ কারণেই শরীয়ত এর থেকে দূরে থাকার জন্য কঠিনভাবে গুরুত্ব দিয়েছে এবং সাথে সাথে পারস্পরিক মিল মহব্বত প্রতিষ্ঠা করার প্রতি উৎসাহিত করেছে।

পরস্পর মহব্বত রাখলে এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অপর ভাইয়ের সাথে নিছক আল্লাহর জন্য মহব্বত রাখবে এবং তাকে বলে দিবে যে, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করি। তারা উভয়ে একই সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করেছে সে স্বীয় সাথীর চেয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

www.pathagar.com

ফায়দা : লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, নিছক আল্লাহর জন্য মহব্বত ঐ সম্পর্ককে বলা হয়, যার মধ্যে পার্থিব স্বার্থ তথা দুনিয়াবী লাভ-ক্ষতি সম্পৃক্ত থাকে না। এ ধরনের মহব্বত বা সম্পর্কের অনেক ফযীলত রয়েছে।

এ যুগে তো নিছক আল্লাহর জন্য মহব্বত উঠে গেছে বললেই চলে। এ গুণটি বর্তমানে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যেই কেবল পাওয়া যাচ্ছে। অন্যথায় প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ থেকেই এ বৈশিষ্ট্য বিদায় নিচ্ছে।

সর্বপ্রথম কোন জিনিসটি তুলে নেয়া হবে?

আমর ইবনে ইসহাক বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা করতাম, সর্বপ্রথম যে জিনিসটি তুলে নেয়া হবে, তা হলো পারস্পরিক মিল মহব্বত।

(আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ২৬৩)

ফায়দা : বর্তমান যুগে বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে থাকবেন, একই মাতাপিতার সন্তান, একই গোষ্ঠী একই বংশ হতে উদ্ভূত, একই মাসলাক, একই পথের পথিক একই জায়গায় বসবাস করে অথচ এরা পরস্পর ঘৃণা, শত্রুতা ও বিরোধিতায়। একে অপরের জানের শত্রু, সুযোগ পেলে কবরে পাঠিয়ে দেয়। অনেকের বৈরিতার ধরন আবার ভিন্ন রকম। উপরে উপরে অনেক ঘনিষ্ঠতা দেখায়. কিন্তু পরোক্ষভাবে তাদের মাঝে অনেক দূরত্ব লক্ষ্য করা যায়। শারীরিকভাবে মিলে থাকে। কিন্তু মানসিকভাবে মিল নেই। ভাই ভাই, ছাত্র-শিক্ষক যারা বছর বছর ধরে পরস্পর সম্পৃক্ত, একই পরিবেশে একই স্থানে লালিত-পালিত হয়েছে, এদের মাঝে মানসিক পর্দা পড়ে যায়, পরস্পরের কোন তাল-মিল নেই। আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় চাই।

প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক লক্ষ্য করা গেলেও মানসিকভাবে কোন মিল মহব্বত নেই। এটা মায়া মহব্বত উঠে যাওয়ার নিদর্শন নয় কি? যে মায়া মহব্বতকে আল্লাহ পাক স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহ বলে ঘোষণা করেছেন, বর্তমানে আমাদের পরিবেশ, সর্বশ্রেণীর লোকই এ থেকে বঞ্চিত এবং মুক্ত দেখা যাচ্ছে।

কারো প্রতি মহব্বত ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হলে তার নিকট ব্যক্ত করবে

হযরত মা'দী কারাব রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমরা যদি কারো সাথে মহব্বত বা বন্ধুত্ব কর, তাহলে তার নিকট সে কথা ব্যক্ত করবে। (মুসনাদে আহমদ, আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৫৪২)

মুজাহিদ র. বলেন, রাসূল সা. এর কোন একজন সাহাবীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি পিছন দিক থেকে আমার কাঁধে হাত রাখলেন এবং বললেন, আমি তোমার প্রতি মহব্বত ও আন্তরিকতা রাখি। সাহাবী রা. বলেন আল্লাহ যেন তোমাকেও মহব্বত করেন। তাই তুমি আমাকে মহব্বত করতে থাক।

www.pathagar.com

সাহাবী রা. আরো বলেন, আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি যদি কোন ব্যক্তি কারো প্রতি মহব্বত বা আন্তরিকতা রাখে তাহলে তাকে যেন সে অবগত করে যে, সে তাকে মহব্বত করে। এ কথা যদি আমি রাসূল সা. কে বলতে না শুনতাম, তাহলে আমিও অবগত করতাম না। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৫৪৩)

ফায়দা : হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে কারো প্রতি যদি বিশেষ মহব্বত ও হৃদ্যতা বা ভক্তি ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় তাহলে তার নিকট সেটা ব্যক্ত করবে, যাতে সেও বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং সেও যেন ভালবাসার হক আদায় করতে পারে। আর এ ভালবাসা ও মহব্বত যেন স্থায়ী হয়।

স্মরণ রাখতে হবে! উক্ত ভালবাসা ও মহব্বত যদি শরীয়তের সীমারেখা ও গণ্ডির মধ্যে থাকে, তাহলে সেটা যথার্থ এবং প্রশংসনীয়। পক্ষান্তরে ভালবাসা যদি হয় শরীয়তবিরোধী, তাহলে সেটা প্রকাশ তো করবেই না বরং সাথে সাথে ইতি টেনে দেবে এবং এ ধরনের ভালবাসাকে বৈধ ও প্রযোজ্য মনে করবে না। যেমন কমবয়সী দাঁড়িবিহীন ছেলেদের সাথে সম্পর্ক উপরোক্ত হাদীস থেকে বহির্ভূত। কারণ এ জাতীয় ভালবাসা গোনাহ এবং জঘন্যতম অপরাধ।

মহব্বত ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে কার মর্যাদা উপরে?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে দুই ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত ও সম্পর্ক রাখে। তাদের মাঝে যার সম্পর্কটা বেশি গভীর তার মর্যাদা উপরে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৫৪৩)

ফায়দা : হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, যে বেশি গভীর সম্পর্ক রাখে সেই ব্যক্তিই বেশি ফযীলতের অধিকারী। কারণ এটি অন্তরের পরিচ্ছন্নতার একটি নিদর্শন। তাছাড়া মহব্বত একটি প্রশংসনীয় গুণ, যেটাকে আল্লাহ্ পাক স্বীয় নিয়ামত বলে ঘোষণা করেছেন সুতরাং অত্র গুণটি যার মধ্যে বেশি প্রবল থাকবে সে নিশ্চয় উঁচু মর্যাদা লাভ করবে। এর দ্বারা বোঝা যায়, যাকে ভালবাসা হয়, তার থেকে যে ভালবাসে তার মর্যাদা বেশি। কারণ ভালবাসা গুণটি বিনয় এবং অন্তরের পরিচ্ছন্নতার পরিচয় বহন করে।

মানুষের সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক অর্ধেক আকল

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন অর্ধ জীবিকা বা অর্ধেক আয়। মানুষের সাথে মহব্বত ও ভালবাসাসূলভ আচরণ অর্ধেক আকল এবং উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা অর্ধ বিদ্যা।

ফায়দা : উক্ত হাদীসখানার মধ্যে তিনটি উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। খরচের ক্ষেত্রে অপব্যয়ের দরুণ মানুষ ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

www.pathagar.com

হয়ে পড়ে। মহব্বত ও ভালবাসাসূলভ আচরণ দ্বারা মানুষ তার অপর ভাইয়ের কাছ থেকে উপকার লাভ করতে পারে। যেটা আকলের চাহিদা।

ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঈমানের পর সর্বোত্তম আমল হল মানুষের মহব্বত ও হৃদ্যতা। (মাকারেমে তাবরানী- পৃ: ১৪১)

কল্যাণ কীসের মধ্যে?

সাহল ইবনে সায়াদ রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুমিন সেই ব্যক্তি যার মধ্যে মহব্বত ও হৃদ্যতা আছে। সেই ব্যক্তির কোন কল্যাণ নেই, যে নিজেও মানুষকে মহব্বত করে না এবং মানুষও তাকে মহব্বত করে না। (বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ২৭১)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মহব্বত ও ভালবাসা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি কেবল মুমিনই হতে পারে। সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই যে নিজেও মানুষকে ভালবাসে না, মানুষও তাকে ভালবাসে না। (অর্থাৎ যার মধ্যে হৃদ্যতা ও ভালবাসাসূলভ মানসিকতা নেই।) (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃ: ৮৭, বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ২৭০)

ফায়দা : ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য মহব্বত ও ভালবাসার বিরাট ফযীলতের কথা বর্ণনায় এসেছে এবং এর প্রতি খুব উৎসাহিত করা হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা পরস্পর আন্তরিক ও নম্র চিত্ত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ পাকের ইরশাদ- رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

বর্তমান যুগে পরস্পর মহব্বত ও হৃদ্যতা একেবারেই দুর্লভ। পরস্পর বিরোধিতা-বৈরিতার যুগ। মনে মনে মিল নেই। পরস্পর মিল মহব্বত দীন ও দুনিয়ার কল্যাণের মাপকাঠি।

আল্লাহ পাক তাকে স্বীয় প্রদত্ত নিয়ামতের মধ্যে গণ্য করেছেন। যেমন কুরআন পাকে এসেছে

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ -

আল্লাহ পাক তাদের হৃদয়ের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমরা যদি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও ব্যয় করে দিতে তথাপি তাদের হৃদয়ের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না, কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের মাঝে মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

বোঝা গেল, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত ও হৃদ্যতা মহান আল্লাহ্ পাকের দান এবং একথাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত, আল্লাহ্র নাফরমানীর সাথে এ দান লাভ করা যায় না, বরং এ দান লাভের জন্য তার অনুসরণ এবং সন্তুষ্টি অর্জন শর্ত। অন্য একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا-

অর্থাৎ যে সমস্ত লোক ঈমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ্ পাক তাদের পরস্পরের মধ্যে মহব্বত ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দেন।

উক্ত আয়াতটি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রকৃত মহব্বত ও হৃদ্যতা সৃষ্টির আসল পদ্ধতি হল ঈমান এবং নেক আমলের পাবন্দী করা।

(মাআরেফুল কুরআন- খঃ ৪, পৃঃ ৪৯)

www.pathagar.com

মহব্বত, সম্পর্কচ্ছেদ সবই আল্লাহর জন্য

উত্তম আমল

হযরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর জন্য মহব্বত করা এবং আল্লাহর জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করা। (আবু দাউদ, মেশকাত)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সা. এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন, উত্তম ঈমান কী? নবী করীম সা. উত্তর দিলেন আল্লাহর জন্য মানুষকে মহব্বত কর এবং আল্লাহর জন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর। (মুসনাদে আহমদ, মেশকাত- পৃঃ ১৬)

কার ঈমান পূর্ণাঙ্গ?

হযরত আবু উসামা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, আল্লাহর জন্য দান করেছে এবং আল্লাহর জন্যই বিরত থকেছে, সে ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করে নিয়েছে।

ফায়দা : অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম অনুসারে মহব্বত করেছে এবং আল্লাহর বিধানানুসারেই সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কাউকে উপকার করেছে বা দান করেছে তো সেটা আল্লাহ-রাসূলের হুকুম মোতাবেক করেছে। কাউকে বঞ্চিত করে থাকলে বা না দিয়ে থাকলে সেখানে আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখেছে। পার্থিব কোন লাভ ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি রাখেনি। (মেশকাত- পৃঃ ১৪)

তাদের জন্য নূরের মিম্বর

হযরত মুয়ায রা. একটি হাদীসে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা বলবেন, কোথায় সেই সমস্ত ব্যক্তি, যারা পরস্পর একে অপরকে মহব্বত করেছে আমার জন্য, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে নূরের মিম্বার। (তারগীব- খঃ ৪, পৃঃ ২৪)

কিয়ামতের দিন যারা ছায়া পাবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, কোথায় তারা, যারা আল্লাহর ওয়াস্তে

www.pathagar.com

মহব্বত করত? আমি তাদেরকে আমার ছায়ার নিচে স্থান দিব, যে দিন কোন ছায়া থাকবে না। (তারগীব- খ: ৪, পৃ: ২৪)

উভয়ে জান্নাতী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করবে এবং বলবে, আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করি, তাহলে উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি অধিক মহব্বত করবে আল্লাহর নিকট তার মর্তবা বেশি হবে।

ফায়দা : আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের কতই না ফযীলত যে, প্রত্যেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে অধিক সম্পর্ক রাখবে তার মর্তবা বেশি হবে। উক্ত হাদীস দ্বারা সুসম্পর্কের প্রতি গুরুত্বারোপের কথা বোঝা যায়।

সবচেয়ে প্রিয় আমল

হযরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সর্বপ্রিয় আমল হচ্ছে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পর্কচ্ছেদ। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- আল্লাহর নিকট সর্বপ্রিয় আমল হচ্ছে -

الحب فى الله والبغض فى الله (তারগীব- খ: ৪, পৃ: ২৪)

আল্লাহর মহব্বত তাদের জন্য অবধারিত

হযরত উবাদা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমার মহব্বত ঐ সমস্ত লোকদের জন্য অবধারিত, যারা আমার জন্য মহব্বত করে। আমার মহব্বত তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য মানুষের সাথে মিলিত হয়। আমার মহব্বত তাদের জন্য অবধারিত যারা আমার জন্য সাক্ষাৎ ও মুলাকাত করে। আমার মহব্বত তাদের জন্য অবধারিত, যারা আমার জন্য ব্যয় করে।

ফায়দা : হাদীসের মতলব হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিছক আল্লাহর জন্য শরীয়ত ও আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশ হিসেবে বন্ধুবান্ধবদের সাথে বা সাধারণ মানুষের সাথে মিলেমিশে চলে এবং তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে আপ্যায়নের মাধ্যমে হোক বা হাদিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে হোক। এমন লোকেরা আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং এরাই আল্লাহর মহব্বত পাওয়ার সর্বপ্রথম হকদার।

যার সাথে যার মহব্বত তার সাথে হিসাব

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষকে তার সাথে গণ্য করা হবে, যার সাথে সে মহব্বত রাখবে। (বুখারী- পৃ: ৯১১)

www.pathagar.com

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. এর কাছে জিজ্ঞাসা করল কিয়ামত কবে হবে? নবী করীম সা. বললেন, তুমি তার জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি বলল, আমি আল্লাহর রাসূল সা. কে মহব্বত করি। এছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। নবী করীম সা. বললেন, তোমরা তার সাথে থাকবে যার সাথে মহব্বত রাখবে।

হযরত আনাস রা. বলেন, আমি কোনদিন এত আনন্দিত হইনি, যতটুকু আনন্দিত হয়েছি রাসূল সা. এর উক্ত বাণীটি শুনে হয়েছি। অতঃপর হযরত আনাস রা. বলেন, আমি নবী করীম সা., হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর রা.কে মহব্বত করি। আমি আশা রাখি তাদের সাথে মহব্বত রাখার কারণে তাদের সাথে থাকতে পারবো।

ফায়দা : উক্ত হাদীসখানার দ্বারা বোঝা গেল যার সাথে যার মহব্বত ও সম্পর্ক থাকবে তার সাথে তার হাশর হবে। সুতরাং মহব্বত ও সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সাথীর ঈমান ও নেক আমলের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, যেন তার বন্ধুত্ব ও সাহচর্য কিয়ামতের দিনে এবং পরকালে উত্তম প্রতিদানের কারণ হতে পারে।

দুঃখের বিষয় হল, বর্তমান যুগে মহব্বত ও সাহচর্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টির প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। মানুষের আত্মশুদ্ধি, পরহেজগারী, নেক আমল ও সততার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না। নিঃসঙ্কোচে ফাসেক, পাপী, নাফরমান, আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন ব্যক্তিদের বন্ধুত্ব ও সাহচর্য গ্রহণ করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে সে তার মত হুবহু না হলেও তার অনেক রং এর মধ্যে চলে আসে। সাহচর্যের ক্রিয়া অনস্বীকার্য।

সম্পর্ক ও মহব্বত কার সাথে রাখবে?

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সংসর্গ অবলম্বন করো না এবং তোমার খানা পরহেজগার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ যেন না খায়। (তারগীব- খঃ ৪, পৃঃ ৩৭)

ফায়দা : পাশে বসলে এবং সাহচর্য অবলম্বন করলে অনিচ্ছাকৃতভাবে তার ক্রিয়া ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে গিয়ে মানুষ তার মতবাদ গ্রহণ করে নেয়। এজন্য লক্ষ্য করা উচিৎ, সে কি দীনদার না বদদীন? কখনো এমন যেন না ঘটে যায় যে, তার সংস্রবের কারণে দীনের মত মহামূল্যবান সম্পদটি তোমার নষ্ট হয়ে গেল। ইমাম গাযালী র. লিখেছেন, পরহেজগারদেরকে খানা খাওয়ানো নেক কাজে সাহায্য করার

www.pathagar.com

নামান্তর। ফাসেককে খানা খাওয়ানো গোনাহ ও নাফরমানীর কাজে সাহায্য করার নামান্তর। (ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃঃ ১১৬)

খালেছ মহব্বত ঈমানের অংশ

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ মানুষকে মহব্বত করবে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে; তাকে কোন সম্পদ দিয়েছে এজন্য নয়। অর্থাৎ তার সম্পর্ক হবে দীনের জন্য, পার্থিব কোন স্বার্থের জন্য নয়। (তাবরানী, তারগীব- খঃ ৪, পৃঃ ১৬)

উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পর্ক রাখার ফযীলত এবং তারগীবের কথা জানা গেল। কোন হাদীসে নূরের মিম্বারের কথা বলা হয়েছে। কোন হাদীসে ছায়ার কথা, কোন হাদীসে জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি।

এ থেকে অনুমান করা যায়, আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট নিঃস্বার্থ আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের গুরুত্ব ও মূল্য কতটা। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমাদের সম্পর্ক হয়ে থাকে পার্থিব লাভ, স্বার্থকে কেন্দ্র করে। যার কাছে পার্থিব কোন স্বার্থ নেই, সে ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যত বড় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নই হোক না কেন, তার সাথে কোন সম্পর্কই নেই অথবা থাকলেও খুবই কম। কতইনা হতভাগ্য এবং স্বার্থপূজারী!

বর্তমান যুগে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত এবং আলেম ও নেককার হিসাবে মহব্বত প্রায় বিলুপ্তির পথে। বর্তমান বিশ্বে এমন ব্যক্তি নিতান্তই দুর্লভ যিনি ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব হিসাবে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করেন।

মানুষের অবস্থা এতটা অবনতির দিকে ধাবিত হয়েছে যে, ছাত্র উস্তাদের সাথে, ভাই ভাইয়ের সাথে, আত্মীয় আত্মীয়ের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত মহব্বত ও সম্পর্ক রাখে না যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লাভ, স্বার্থ বা আশা-প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট না হয়। মুমিনের জন্য উচিত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহব্বত ছাড়া এমন মহব্বতও রাখবে, যা হবে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে এবং যা কিয়ামতের দিনে কাজে আসবে।

দূর থেকে মহব্বত ও সম্পর্ক

হযরত আবুদ্দারদা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, দুই ব্যক্তি গায়েবানাভাবে (অর্থাৎ দূর থেকে) একে অপরকে মহব্বত করবে তাহলে তারা পরস্পর একে অপরকে যতটুকু মহব্বত করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে এর চেয়ে অধিক মহব্বত করবেন।

www.pathagar.com

ফায়দা : গায়েবানা মহব্বতের অর্থ হচ্ছে তার সাথে কখনো হয়তো সাক্ষাৎ হয়েছিল তার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে এবং তার ইলম, আমল আখলাক ও অবস্থা দেখে প্রভাবিত হয়েছে। বর্তমানে সাক্ষাৎ হয়ে থাকলেও উভয়ে একে অপরের নিকটবর্তী নয়। কিন্তু সম্পর্ক যথার্থ রয়ে গেছে। উভয়ের মাঝে মহব্বত ও সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান। এর নামই গায়েবানা মহব্বত। এটাও মূখ্য এবং এরও তারগীব ও ফযীলত রয়েছে।

ঈমানের স্বাদ ভাগ্যে জুটবে না

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মহব্বত ও সম্পর্ক আল্লাহর ওয়াস্তে না হবে। (বুখারী- খ: ২, পৃ: ৮৯২)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে কোন স্বার্থকে উদ্দেশ্য না রেখে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত ও সম্পর্ক রাখবে। বর্তমান যুগে এই মহৎ স্বভাবটি মানুষের থেকে প্রায় বিদায় নিয়েছে। যে ব্যক্তিই কারো সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক রাখে সেখানে পার্থিব কোন লাভ স্বার্থকেই সামনে রাখতে দেখা যায়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে তাকওয়া, পরহেজগারী, সততা, নেক কাজ মহব্বত ও হৃদ্যতার বুনিয়াদ নয়, বরং পার্থিব স্বার্থই মহব্বতের মাপকাঠি। যার সাথে পার্থিব লাভ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে তার সাথেই সম্পর্ক গভীর। তার মধ্যে যদি দীন ধর্ম, ইলম ও আমল নাও থাকে।

স্বচ্ছ ঈমান নসীব হবে না

হযরত আমর ইবনুল হুমুক রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত স্বচ্ছ ঈমান লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর জন্য মহব্বত না করবে এবং আল্লাহর জন্য সম্পর্কচ্ছেদ না করবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ১, পৃ: ৯৪)

কে আল্লাহর ওলী হওয়ার হকদার

হযরত আমর ইবনুল জুমুহ রা. -এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছেন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত স্বচ্ছ ঈমান লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। আর বান্দা যখন আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করে এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন সে ওলী হওয়ার হকদার হয়ে যায়।

নিশ্চয়ই আমার ওলী এবং প্রিয় বান্দা হচ্ছে তারা, যারা আমাকে স্মরণ করে এবং আমিও তাদেরকে স্মরণ করি। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ১, পৃ: ৯৪)

www.pathagar.com

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল, আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করা এবং মহব্বত বর্জন করা বিলায়াত অর্জন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিদর্শন। আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাগণ কোন দুনিয়াবী স্বার্থে বা প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কারো সাথে মহব্বত অর্জন ও সম্পর্ক বর্জন করেন না। বরং শরীয়ত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে এরূপ করে থাকেন। বর্তমান যুগে খুব কম লোকই ঐ মাপের মধ্যে পড়বেন, যারা মহব্বত ও সম্পর্কচ্ছেদ নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থিব বিষয়াদি এবং দুনিয়াবী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে। মুমিনের জন্য উচিত যে কোন মহব্বত ও সম্পর্ক যেন কেবল আল্লাহর জন্যই হয়। পার্থিব কোন আশা-প্রত্যাশা পূর্ণ হোক আর না হোক। তবেই কেবল ভাগ্যে জুটতে পারে পূর্ণাঙ্গ ঈমান।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত

পরিপূর্ণ মুমিন নয়

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার মাতাপিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের থেকে অধিক প্রিয় না হতে পারে। (বুখারী, মুসলিম, মেশকাত)

ঈমানের স্বাদ পাবে না

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস বিদ্যমান সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে।

১. আল্লাহ্ ও তার রাসূল সা. দুনিয়ার সমস্ত কিছু হতে তার নিকট অধিক প্রিয় হবে।

২. আর কারো সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক রাখলে তাও আল্লাহ্র ওয়াস্তে রাখবে।

৩. কুফর থেকে মুক্তি লাভের পর কুফর থেকে এমনভাবে দূরে থাকবে যেমন আগুন থেকে দূরে থাকে। (মাজমা'- পৃঃ ৯৪, মেশকাত- পৃঃ ১২)

ফায়দা : হাদীসের মতলব হচ্ছে মুমিন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি মহব্বত হবে। স্বীয় সত্তা, আওলাদ, মাতাপিতা এবং আত্মীয় স্বজন থেকেও অধিক। মহব্বত দ্বারা উদ্দেশ্য বিবেকপ্রসূত মহব্বত, যা নির্দেশ মান্য করে চলতে উৎসাহিত করে। যেমন তোমার মন বা সন্তান-সন্ততি কিংবা মাতাপিতা এমন জিনিসের নির্দেশ দিচ্ছে বা পরামর্শ দিচ্ছে, যা আল্লাহ্র মর্জি এবং তার হুকুমের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে সেটাকে উপেক্ষা করে আল্লাহ্র মর্জি এবং তার হুকুমানুসারে আমল করল। তাহলে বলা যাবে সে আল্লাহ্র মহব্বত ও তার হুকুমকে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। এটিই আল্লাহ্র মহব্বতের নিদর্শন। এটিই হাদীসের মর্মার্থ যে, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের প্রতি এমন মহব্বত হতে হবে যেন তাদের অনুসরণ ঐ সমস্ত লোকদের মোকাবিলায় প্রাধান্য পায়।

www.pathagar.com

মুমিনকে সন্তুষ্ট রাখা উত্তম আমল

হযরত ওমর ফারুক রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কোন মুমিনকে সন্তুষ্ট করা উত্তম আমল। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৩৯৪)

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, কোন মুমিনকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহর নিকট প্রিয়তম আমলসমূহের মধ্যে একটি।

ফায়দা : হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে কোন মুমিনের মনকে খুশি করা খিদমতের দ্বারা হোক বা সাহায্যের দ্বারা বা কমপক্ষে আনন্দদায়ক কথাবার্তা দিয়ে বা মিষ্ট আচরণ দিয়ে হোক -এটা উত্তম আমল। কারণ আল্লাহর বান্দাদেরকে খুশি করলে আল্লাহ্ পাক খুশি হন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, একজন মুমিনকে কোনভাবে কোন রকম কষ্ট দেওয়া কতটা জঘন্যতম বিষয়!

ফরজের পর কিসের স্থান?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, ফরজের পর (কোন আমল যদি থাকে, তাহলে সেটা হল) কোন মুমিনকে খুশি করা।

(কিতাবুল বাবর ইবনে জুযী- পৃঃ ২৪১)

ফায়দা : কতইনা ফযীলতের বিষয় যে, ফরজের পরই এর স্থান। দুঃখজনক বিষয় হল, বর্তমান যুগে মানুষকে কিভাবে কষ্ট দেয়া যায়, কোন পথে হয়রানী করা যায়, শুধু সেই পথ অবলম্বন করা হয়। আবার এটাকেই চালাকী এবং সফলতার সোপান মনে করা হয়।

ক্ষমা লাভের মাধ্যম

হযরত হাসান ইবনে আলী রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, স্বীয় মুসলিম ভাইকে খুশি করা সেই সমস্ত আমলের মধ্যে একটি, যেগুলো ক্ষমাকে ওয়াজিব করে। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৩৪৯)

আল্লাহর দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতির মধ্যে কে অন্তর্ভুক্ত?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে খুশি করল, সে যেন আমাকে খুশি করল এবং সে আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতির সাথে সংশ্লিষ্ট হল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সাথে সংশ্লিষ্ট হল সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (কিতাবুল বার ইবনে জুযী- পৃঃ ২৪৪)

ফায়দা : সুবহানাল্লাহ! কত বড় ফযীলতের কথা, মুমিন ব্যক্তিকে যে খুশি রাখবে সে জাহান্নামে যাবে না। কতই না সহজ হিসাব! কিন্তু আফসোস! এ যুগে মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া এবং মানুষকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেওয়াকে বুদ্ধিমত্তা মনে করা হয়। বর্তমান উম্মতের মধ্যে এ সমস্ত শিক্ষাকে বিস্তার করা প্রয়োজন।

কাউকে খুশি করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করলে তার প্রতিদান

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মুসলিম ভাইকে মহব্বতের সূত্রে খুশি করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করে, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন খুশি করবেন।. (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৩৯৪)

ফায়দা : কতইনা সহজ পথ! খুশি করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাতের প্রতিদানে কিয়ামতের দিন খোশ হওয়ার পথ সুগম হবে।

দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্যার সমাধান

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইকে খুশি করবে আল্লাহ পাক এর কারণে একজন মাখলুক সৃষ্টি করবেন।

ফিরিশতা সৃষ্টি

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে খুশি করবে আল্লাহ পাক তার জন্য একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তাকে যখন কবরে রাখা হবে তখন ঐ ফেরেশতা এসে উপস্থিত হবে এবং বলবে তুমি কি আমাকে চেন? আমি তোমার সেই খুশি, যা তুমি অমুককে দুনিয়াতে দান করেছিলে। আমি এসেছি তোমার নির্জনতার ভীতি দূর করার জন্য। এসেছি তোমাকে মহব্বত করতে এবং তোমাকে দলীল প্রমাণ শিক্ষা দিতে। কিয়ামতের দিনে তোমার নিকট উপস্থিত হব, তোমার রবের নিকট সুপারিশ করব এবং তোমাকে জান্নাতের মধ্যে স্বীয় মর্যাদা প্রত্যক্ষ করাব। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৩৯৫)

ফায়েদা : সুবহানাল্লাহ! কী বিরাট ফায়দা! মুমিনকে খুশি করার প্রতিদানে কবরের জীবনে ফিরিশতার সাহায্য পাওয়া যাবে। কবর ও আখেরাতে জীবনে নেক আমল দৈহিক আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হওয়ার কথা প্রমাণিত

www.pathagar.com

আছে। যেমন- রোযা, নামায মাথার কাছে এসে দাঁড়ানোর কথা বর্ণনায় এসেছে। অনুরূপভাবে আনন্দ ও খুশি কবরের জগতে ফেরেশতার আকৃতিতে এসে উপকার করবে।

জান্নাত হালাল

হযরত জাফর রা. হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ. এর নিকট ওহী পাঠালেন যে, আমার বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দা আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে নেকী নিয়ে, যদ্দরুণ আমি তার জন্য জান্নাত হালাল করে দিয়েছি। হযরত দাউদ আ. বলেন, হে আল্লাহ! সে নেকীটি কি ছিল যা নিয়ে বান্দা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করল এবং আপনি তার কারণে তাকে জান্নাত দান করেছেন? আল্লাহ পাক বললেন, আমার মুমিন বান্দাদের খুশি করার জন্য। (কিতাবুল বির ইবনে জুযী- পৃ: ২৪৫)

ফায়দা : খুশি সম্পৃক্ত যত বর্ণনা উপরে বর্ণিত হয়েছে সবগুলোর মর্মার্থ কোন জায়েজ ও শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে মুমিনকে খুশি করবে। চাই সেটা সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে হোক বা আপ্যায়নের মাধ্যমে হোক বা হাদিয়া তোহফার মাধ্যমে হোক বা খিদমতের মাধ্যমে হোক। সকল পদ্ধতিতে উপরোক্ত প্রতিদানসমূহের অধিকারী হওয়া যাবে। আল্লাহর কতইনা প্রিয় সে সব বান্দারা, যারা মানুষকে খুশি করার জন্য জান মাল উৎসর্গ করে দেন। এ তো গেল সাধারণ মুমিনদেরকে খুশি করার প্রতিদানের কথা। আল্লাহর খাছ বান্দাদেরকে এবং ইলম ও আমলের অধিকারী বান্দাদেরকে খুশি করলে তো আরো অনেক বেশি সওয়াব লাভ করা যাবে।

রওজা শরীফে হুযুর সা. -এর খুশির কারণ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমার ইন্তেকালের পর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে খুশি করবে সে যেন আমাকে কবরের মধ্যে খুশি করল আর যে ব্যক্তি আমাকে কবরের মধ্যে খুশি করল কিয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক তাকে খুশি করবেন।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল বারর ইবনে জুযী- পৃ: ২৪৪)

জান্নাতের কমে খুশি হবেন না

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম পরিবারকে খুশি করবে আল্লাহ পাক তার প্রতিদানে জান্নাতের কমে সন্তুষ্ট হবেন না। (তারগীব- খ: ২, পৃ: ৩৯৪)

www.pathagar.com

ফায়দা : অর্থাৎ জান্নাত দান করা হবে। একটি মামুলী নেক কাজে কি বিরাট প্রতিদানের ঘোষণা! আফসোস! আজ আমাদের সমাজে খুশি করার পরিবর্তে কাঁদানো, চাপ সৃষ্টি করা এবং পেরেশান করাকে যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা মনে করা হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার! পরিবেশটা কিভাবে ইসলামী শিক্ষা ও রীতিনীতির উল্টো হয়ে গিয়েছে। জান্নাত লাভের আমল বিদায় নিয়েছে এবং জাহান্নামের কার্যকলাপ চালু হয়ে গিয়েছে। এ কারণেই আমরা পার্থিব শান্তি ও বরকতময় জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি।

খুশি করার অর্থ এবং এর পদ্ধতিসমূহ

উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে বিশেষ করে মুসলিমকে খুশি করার বিরাট ফযীলতের কথা জানা গেল। খুশি করার অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এমন কথা, কাজ ও আচরণ প্রদর্শন করা যদ্বারা সে শান্তি পায়।

খুশি করার পদ্ধতি হচ্ছে, তাকে মিষ্ট ও মার্জিত ভাষায় ভ্রাতৃসূলভ কথাবার্তা ও কার্যকলাপ দ্বারা খুশি করা। পদ্ধতি হচ্ছে কখনো তাকে দাওয়াত করতে হবে। কখনো কোন কিছু সামর্থ্য অনুযায়ী হাদিয়া দিতে হবে। পরিধানের জন্য বস্ত্র হাদিয়া দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজন না হলেও কেবল সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হাদিয়া তোহফার কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। কখনো কিছু হাতে হাতে দিয়ে দিলেন। কখনো কিছু পাঠিয়ে দিলেন। কখনো কোন আনন্দদায়ক কথা বলে খুশি করে দিলেন। মিথ্যা নয় এমন কিছু কৌতুক করলেন। কোন বিষয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হলে সেখানে আর্থিকভাবে বা দৈহিকভাবে সাহায্য করলেন। এগুলো সবই আনন্দদায়ক কার্যক্রম। এগুলোই জান্নাত লাভের আমল।

www.pathagar.com

মুসলিমদের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি

মুসলিমদের প্রয়োজনে এগিয়ে আসার প্রতিদান

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, আল্লাহ তায়ালা এক শ্রেণীর মাখলুক সৃষ্টি করেছেন যারা মানুষের প্রয়োজনের প্রতি বিদ্যুৎ গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা হচ্ছে সেই শ্রেণী, যারা কাল কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৯০)

ফায়দা : মানব জাতির একটি শ্রেণীকে আল্লাহ পাক এই স্পৃহা দান করেছেন।

পুলসিরাতে নূরের আলো

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিন ভাইয়ের পেরেশানী দূর করবে আল্লাহ পাক পুলসিরাতে তার জন্য দু'টি নূরের বাতি দান করবেন, যার জ্যোতিতে একটি জগৎ আলোকিত হয়ে যায়, যার নূর সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ পরিপূর্ণ অবগত থাকবে না। (মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃ: ৩৪২)

আল্লাহর প্রিয় বান্দা

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, গোটা সৃষ্টিকুল আল্লাহর পরিবার। আল্লাহ পাকের নিকট সে ব্যক্তি সর্বাধিক প্রিয় যে এই পরিবারের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। (মেশকাত- পৃ: ২১২)

পুলসিরাতের উপর দৃঢ়পদ

হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে যাবে তার হক উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক সেদিন তাকে দৃঢ়পদ করে দিবেন যেদিন পুলসিরাতের উপর মানুষের পদকম্পন সৃষ্টি হবে। (তারগীব- পৃ: ৩৯০)

পঁচাত্তর হাজার ফেরেশতার রহমতের দোয়া

হযরত ইবনে ওমর এবং হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের প্রয়োজনে তার কাজ সমাধা করে

www.pathagar.com

দেয়ার জন্য ছুটে যায়, আল্লাহ পাক তার জন্য পঁচাত্তর হাজার ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেন। তারা তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে। যদি ভোরে থাকে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর যদি সন্ধ্যায় করে তাহলে ভোর পর্যন্ত এবং তার প্রত্যেকটি কদমে একটি করে গোনাহ মাফ হয় এবং একটি করে মর্তবা বৃদ্ধি পেতে থাকে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৯২)

ফায়দা : সুবহানাল্লাহ! কত বড় সওয়াবের কথা। যদি কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে মানুষ দু'টি কদম অগ্রসর হয়! তাহলে ....?

কিন্তু শত আফসোস! আজকে আমাদের পরিবেশ ও সমাজ সম্পূর্ণ স্বার্থপূজারী হয়ে গেছে। কোন সাধারণ মানুষ বা দরিদ্র অথবা যার সাথে গভীর সম্পর্ক নেই তার সাহায্যে সহযোগিতা করা ও তার পাশে পাশে এক সাথে চলাকে লজ্জাজনক এবং সম্মানের হানি মনে করে।

আল্লাহর বান্দার জরুরত পূর্ণ করেন

হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের জরুরত পূর্ণ করে আল্লাহ পাক তার জরুরত পূর্ণ করেন। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৯২)

এক কদমে সত্তর নেকী

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাতে ছুটে যায় আল্লাহ পাক তার প্রত্যেকটি কদমে সত্তরটি নেকী লিখে দেন, সত্তরটি গোনাহ মাফ করে দেন তাকে ছেড়ে ফিরে আসা পর্যন্ত। আর যদি তার প্রচেষ্টায় ঐ ব্যক্তির জরুরত পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে সে সমস্ত গোনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায়, যেন সে মায়ের উদর থেকে আজই ভূমিষ্ট হয়েছে। যদি এই জরুরত পূর্ণ করতে গিয়ে সে (কোন কারণে) শহীদ হয়ে যায়। তাহলে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৯৩)

ফায়দা : যদি কোন প্রকারে ঐ পথে শহীদ হয়ে যায় তাহলে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। স্মরণ রাখার মত বিষয়। বিনা হিসাবে জান্নাত পাওয়া বিরাট বড় দৌলত।

জান্নাতের উঁচু মর্যাদা

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের জন্য কোন ভাল কাজের ব্যাপারে কোন গভর্নর বা বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হয়, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের মধ্যে উঁচু মর্যাদা দান করবেন। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ২৯৩)

www.pathagar.com

ফায়দা : হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির কাজ গভর্নর বা জজ সাহেবের হাতে; কিন্তু লোকটির সে পর্যন্ত পৌঁছার কোন লাইন নেই অথবা পৌঁছতে পারলেও তাদের থেকে সে কাজ আদায় করতে পারছে না। এদিকে আপনি গভর্নর প্রভৃতি লোকের সাথে পরিচিত, তাই আপনি সে পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন এবং আপনার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করলেন এতে কাজ সমাধান হোক বা না হোক বিরাট সওয়াবের অধিকারী হতে পারবেন।

হজ্জের চেয়ে উত্তম

হযরত হাসান বসরী র. আ'মাশ র. কে বললেন, তুমি কি জান না যে, স্বীয় ভাইয়ের প্রয়োজন মিটানো হজ্জের চেয়ে উত্তম। যখন হাসান বসরী র. এর এই কথাটি আ'মাশ র. সাবেত রা. এর নিকট বর্ণনা করলেন তখন তিনি এতেকাফ ছেড়ে অভাবী মানুষের জরুরত পূর্ণ করলেন।

(কিতাবুল বারর ইবনে জুযী- পৃঃ ২৪৭)

ফায়দা : কত ইখলাস ছিল তাদের এবং সওয়াবের প্রতি কতটা লালায়িত ছিলেন তারা। এই ধরনের ইখলাসপূর্ণ জযবা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়ে যাবে। যিকির ও ইবাদত তো সহজ, কিন্তু এ সমস্ত বিষয়গুলো কঠিন। এ কারণেই এর জন্য এই পরিমাণ সওয়াব।

একমাস এতেকাফ থেকেও উত্তম

হযরত হাসান রা. হতে বর্ণিত আছে যে, স্বীয় ভাইয়ের একদিন সাহায্য করা এক মাসের এতেকাফের চেয়ে উত্তম।

আফসোস! বর্তমান যুগে পারস্পরিক সহযোগিতার স্পৃহা সর্বসাধারণের মধ্যে তো কিছুটা হলেও আছে, কিন্তু বিশেষ লোকদের থেকে এ গুণটি বিদায় নিচ্ছে। এরা নিজেদের ব্যস্ততা নিয়েই সন্তুষ্ট এবং ওটাকে তারা যথেষ্ট মনে করে নিয়েছে, যা সওয়াবহ্রাস পাওয়ার কারণ।

আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ কে?

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর এক শ্রেণীর মাখলুক রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন মানুষের হাজত এবং জরুরত পূর্ণ করার জন্য। লোকেরা স্বীয় জরুরত পূর্ণ করার জন্য তার দিকে ছুটে যায়। এরা হচ্ছে সেই শ্রেণীর লোক যারা আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৯০)

ফায়দা : বস্তুতঃ সমস্ত মানুষের এই ধরনের মানসিকতা নেই যে, মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। পৃথিবীতে সীমিত কিছু লোকই এমন

www.pathagar.com

সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। অনেক মানুষের নিকটই ধন সম্পদের স্তুপ থাকে। কিন্তু তাদের দ্বারা মাখলুকের কোন উপকার হয় না। তা বরং আল্লাহর নিকট গ্রেফতার এবং ধরা খাওয়ার একটি মাধ্যম। তারা পৃথিবীতে মহাজন, কিন্তু আখেরাতে সর্বহারা। তারাই সৌভাগ্যবান, তারাই আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ, যারা মানুষের প্রয়োজনে খোদাপ্রদত্ত মাল খরচ করে।

আল্লাহ্ কার মঙ্গল করেন?

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন যখন আল্লাহ পাক কারো মঙ্গলের ইচ্ছা করেন, তখন মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেন। (বায়হাকী, আদ্দুররুল মানসুর- খ: ৬, পৃ: ১০৯)

ফায়দা : মানুষের হাজত এবং জরুরতের ক্ষেত্রে উপকারে আসা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, আল্লাহ্ পাক তার প্রতি মঙ্গলের ইচ্ছা করেছেন। অসংখ্য লোক রয়েছে পৃথিবীতে, যারা এই মহান দৌলত থেকে বঞ্চিত।

জীবনভর ইবাদতের সওয়াব

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের কোন জরুরত পূর্ণ করে, সে যেন গোটা জীবন আল্লাহর ইবাদত করে। (মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃ: ২৪৩)

ফায়দা : খেদমতে খালক (সৃষ্টির সেবা) এর কত বড় প্রতিদান যে, গোটা জীবন ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়। এ কারণেই আল্লাহর ওলীগণ এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকা রেখে গেছেন।

জান্নাতের মধ্যে খাদেম বিতরণ

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনের মেহমানদারী করল অথবা কোন মুমিনের প্রয়োজনে সহযোগিতা করল বা তার প্রয়োজনকে হালকা করে দিল, জান্নাতে তার জন্য একজন খাদেম নিয়োগ করে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্বে এসে যায়। (মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃ: ২৪৫)

মসজিদে নববীতে দুই মাস এতেকাফ থেকেও উত্তম

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন ভাইয়ের প্রয়োজনে ছুটে যাবে (তার সাহায্যে এগিয়ে যাবে) তা আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) দুই মাস এতেকাফ করা হতে উত্তম। হযরত ইবনে ওমর রা. এর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, মসজিদে নববীর এক মাস এতেকাফ হতে উত্তম। (মুস্তাদরেকে হাকেম- খ: ৪, পৃ: ২৭০)

www.pathagar.com

ফায়দা : আল্লাহু আকবার! কত ফযীলত! মসজিদে নববীর এতেকাফ, যেখানে যেতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হয়, তার থেকেও অধিক ফযীলতের বিষয় হল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাতে কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়া। দুঃখের বিষয় হল, বর্তমান যুগে মানুষ মহাজন ও স্বচ্ছল ব্যক্তিদের প্রয়োজনে এগিয়ে যাওয়াকে গৌরব মনে করে। কারণ আগামীর জন্য এর কিছু কাল্পনিক ফায়দা স্বপ্নে দেখতে থাকে। পক্ষান্তরে অসহায় ও দুর্বল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে খেদমতের প্রয়াসকে তারা লাঞ্ছনার বিষয় মনে করে। ঐ মহামনীষীগণের উচিৎ এ সমস্ত ফযীলত ও তারগীবের হাদীসগুলো শোনা এবং প্রতিদানের কথা স্মৃতিতে জাগ্রত করে রাখা। তাহলে ইনশাআল্লাহ খেদমতে মজা পাওয়া যাবে।

ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ধরে রাখার উপকরণ

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে স্বীয় নিয়ামত দ্বারা প্লাবিত করেছেন যার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে সর্বসাধারণ মানুষের স্বার্থ। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বান্দাদের প্রতি ব্যয় করতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাদের নিয়ামতকে অক্ষয় রাখেন আর যখন তারা বান্দাদের থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তখন আল্লাহ তাদের সম্পদকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যের হাতে তুলে দেন।

হযরত ইবনে ওমর রা. এর একটি হাদীসে এসেছে নবী করীম ইরশাদ করেন, আল্লাহর কিছু এমন শ্রেণীর লোক রয়েছে যাদেরকে অনেক নিয়ামত (ধন সম্পদ) দান করেছেন। যতক্ষণ তারা মুসলমানের জরুরত পূর্ণ করতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ পাক তাদের নিয়ামতসমূহকে অক্ষয় রাখেন। যখন ব্যয়ের দরজা বন্ধ করে দেয়, তখন আল্লাহ পাক তার মালিকানা থেকে বের করে অন্যকে দিয়ে দেন। (তাবরানী, তারগীব- পৃ:৩৯০)

ফায়দা : হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, আল্লাহ পাকের কুদরতী কারখানার একটি নেজাম রয়েছে। কিছু লোককে তিনি সম্পদের প্রাচুর্য দান করেন এবং সর্বসাধারণকে জরুরত, দান খয়রাত, হাদিয়া, তোহফা এবং মুয়ামালাতের মাধ্যমে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেন। যতদিন পর্যন্ত এই ব্যক্তি মানুষকে সাহায্য করতে থাকবে, উপকার করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক তার সম্পদকে অক্ষয় করে রাখবেন আর যেদিন এই লোকটি নিজের হাত গুটিয়ে নেয়, ব্যয়ের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয় সেদিন থেকে আল্লাহ পাক তার সম্পদ তুলে নিয়ে অন্যের হাতে অর্পণ করে দেন। সুতরাং ধন সম্পদকে যদি বংশ পরম্পরায় বাকী রাখতে চান তাহলে যথাসাধ্য মানুষকে উপকার করতে থাকবেন। অর্থনৈতিক সেবা করতে থাকবেন।

www.pathagar.com

ধন সম্পদ কখন বিদায় নেয়?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী সা. ইরশাদ করেন, এমন কোন বান্দা নেই, যাকে আল্লাহ পাক নিয়ামতের প্রাচুর্য দ্বারা প্লাবিত করেছেন (বিত্তশালী বানিয়েছেন)। অতঃপর মানুষের জরুরতসমূহ তার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। তথাপি কেন এ ব্যাপারে ত্রুটি করে (মানুষের উপকার করে না)? তাহলে আল্লাহ পাক তার নিয়ামতকে বিদায় করে দেন।

ফায়দা : বোঝা গেল যে, আল্লাহর বান্দাদেরকে উপকার করলে সম্পদ স্থায়ী হয়। এদিক দিয়ে যখন কোন বান্দা ব্যয়ের ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেয় ওদিক দিয়ে আল্লাহ পাক তার সম্পদের স্থায়িত্বের দরজাও বন্ধ করে দেন। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, যারা দানের ধারাবাহিকতা চালু রেখেছেন, তাদের সম্পদের মধ্যে বরকত হয়েছে এবং সম্পদ স্থায়ী হয়েছে। অতঃপর যখন তাদের সন্তান-সন্ততি হয়েছে এবং তারা এ কার্যক্রম যখন বন্ধ করে দিয়েছে তখন পরাক্রমশালী আল্লাহ পাক তাদেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন ফলে তারা দুরাবস্থা ও দারিদ্রের শিকারে পরিণত হয়েছে।

স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য কর, সে জালিম হোক বা মজলুম হোক

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, স্বীয় ভাইয়ের নিকট সাহায্য করবে, সে জালিম হোক বা মজলুম হোক। যদি সে জুলুম করে তাহলে তাকে জুলুম থেকে বাধা দিবে আর যদি মজলুম হয়, তাহলে তার সাহায্য করবে। (জামে ছগীর- খঃ ১, পৃঃ ১৬৩)

মজলুমের সাহায্য না করার দরুণ অভিশাপ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মজলুমকে দেখল অথচ তার সাহায্যে এগিয়ে আসল না, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৪১৪)

ফায়দা : মজলুমের সাহায্য করা এবং তাকে জুলুম থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাহায্য না করা এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়া অভিশাপের কারণ।

যে কোন মুমিনকে অপদস্ত হতে দেখেছে অথচ তাকে সাহায্য করল না

হযরত সাহাল ইবনে হানীফ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির সামনে কোন মুমিন অপদস্থ হল অথচ সে শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার সাহায্য করল না। আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনে তাকে সমস্ত মানুষের সামনে অপদস্ত করবেন। (বায়হাকী, কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৪১৫)

www.pathagar.com

ফায়দা : শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও উক্ত সাহায্য না করলে কিয়ামতের দিনে উক্ত ব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

জাহান্নাম থেকে রক্ষা

হযরত আবুদ্দারদা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইকে লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিনে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযী, কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৪১৫)

দশ বছর এতেকাফ থেকেও অধিক সওয়াব

হযরত ইবনে আব্বাস রা. মসজিদে নববীতে (রাসূল সা. এর কবরের পাশে) এতেকাফে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সালাম করে বসে পড়ল। হযরত ইবনে আব্বাস রা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক! তোমাকে দেখে বিরাট দুঃখগ্রস্ত এবং পেরেশান মনে হচ্ছে। সে বলল, হে রাসূলের চাচাত ভাই! ঠিকই বলেছেন। অমুক ব্যক্তির নিকট আমি ঋণগ্রস্ত। ঐ কবরবাসীর ইজ্জতের কসম, আমি এটি আদায় করতে সক্ষম নই। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তাহলে আমি এ বিষয়ে তার (পাওনাদারের) সাথে আলাপ করব। সে বলল, যদি আপনি ভাল মনে করেন তাহলে করবেন। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস রা. জুতা পরিধান করলেন এবং মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলেন। লোকটি বলল, আপনি কি আপনার অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছেন? (অর্থাৎ এতেকাফের কথা) তিনি বললেন, না ভুলিনি। কিন্তু আমি এই কবরবাসীর নিকট শুনেছি, এখনও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়নি- একথা বলে কেঁদে ফেললেন; নবী করীম সা. বলতেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের কোন জরুরত পূর্ণ করার জন্য বের হবে এবং সে বিষয়ে চেষ্টা করবে। উক্ত কাজটি তার জন্য দশ বছর এতেকাফের চেয়েও অধিক সওয়াবের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একদিন এতেকাফ করবে আল্লাহ্ পাক তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে এমন তিনটি খন্দক দ্বারা অন্তরায় সৃষ্টি করে দিবেন, যার প্রতিটির দূরত্বের পরিমাণ পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত।

(তাবরানী, হাকেম, তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ১৫০)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর উক্ত ঘটনা দ্বারা কোন সমস্যাগ্রস্ত পেরেশান ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া এবং তা সমাধানের জন্য চেষ্টা করার কতটা গুরুত্ব এবং ফযীলত তা সহজেই অনুমান করা যায়, এতেকাফের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরবানী করে দিলেন। মূলতঃ ঐ সমস্ত মনীষীদের সমস্ত ইবাদত ও অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য থাকে একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে তাদের নফস, প্রবৃত্তির কোন দখল ছিল না। যখন তারা কোন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির জরুরত পূর্ণ করা, তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার সওয়াব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অধিক দেখতে পেলেন, তখন তারা এ প্রক্রিয়াটিকেই অবলম্বন করে নিলেন।

বর্তমান যুগে কোন গরীব মুসলমানের জরুরত পূর্ণ করতে যাওয়া এবং তার সাহায্য করাকে দোষণীয় মনে করা হয়। কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুসাফির ব্যক্তির সাথে গিয়ে পথটা দেখিয়ে দেওয়ারই তো অবকাশ হয় না। তাহলে গরীবের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া তো অনেক দূরের কথা। এগুলো হচ্ছে এমন সব বিষয় যদ্বারা নফসকে বিচূর্ণ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হয়।

সারকথাঃ উপরোক্ত সমস্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল, খেদমতে খালক তথা সৃষ্টিসেবার মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব নিহিত। বহুবিধ ও অসাধারণ প্রতিদান প্রাপ্তির আমল হল কোন মুসলিম ভাইয়ের হাজত-জরুরত পূরণের জন্য এগিয়ে যাওয়া, সাহায্য সহযোগিতা করা এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা এর চেয়ে বেশি সওয়াব আর কিছুতে নেই। সর্বোপরি কথা হল আল্লাহর ইবাদত থেকেও এর সওয়াব অধিক। এক ব্যক্তি নফল ইবাদত ও যিকির আযকারে লিপ্ত; অন্যদিকে আরেক ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কোন বান্দার জরুরত পূরণের কাজে নিয়োজিত। দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য, স্বার্থ সেখানে সংশ্লিষ্ট নেই, তাহলে এই ব্যক্তিই অধিক সওয়াবের অধিকারী হবে। এ কারণেই সাহাবা রা. এবং তাবেয়ীদের র. থেকে নফল ইবাদত ছেড়ে বান্দার জরুরত পূর্ণ করতে যাওয়ার কথা বর্ণনায় পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুমতি দান করুন।

স্মরণ রাখবেন, উল্লেখিত সমস্ত ফযীলত সাধারণ মুমিনের খেদমতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নচেৎ আল্লাহওয়ালা, আহলে ইলম এবং দীনের খাদেমগণের সাহায্য-সহযোগিতার সওয়াব ও প্রতিদান এর চেয়ে অনেক বেশি। ইলম ও ধর্ম বিস্তারের বাড়তি সওয়াব বোনাস হিসাবে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবান সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা এ বিষয়ে খেয়াল রাখে।

বন্ধু-বান্ধবের স্বার্থে হজ্জের মত ইবাদত উৎসর্গ

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মা'মার বর্ণনা করেন, তাউছ র. (যিনি সুপ্রসিদ্ধ জলীলুল কদর তাবেয়ীদের মধ্যে অন্যতম) এর হজ্জ তরক হয়ে গিয়েছিল তার জনৈক বন্ধুর অসুস্থতার কারণে।

www.pathagar.com

অর্থাৎ নিজের একজন সাথীর সাথে হজ্জে যাচ্ছিলেন। তার সেবা শুশ্রূষার দরুণ হজ্জের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার খেদমত ছেড়ে হজ্জে চলে যাননি। অনুরূপভাবে ইমাম বায়হাকী র. আইয়ুব সখতিয়ানী হতে বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। ইতোমধ্যে সাথী অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন তিনি সাথীর সেবা শুশ্রূষা করতে লেগে গেলেন। এক পর্যায়ে হজ্জের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আর তিনিও সাথীকে ছেড়ে হজ্জে গেলেন না বরং বললেন, আমি এখন ওমরা করে নিব।

(বায়হাকী- খ: ৭, পৃ: ৮৬-৮৭)

এর দ্বারা বোঝা গেল, সাথী-সঙ্গীর অসুবিধা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার খেদমত কতটা মূল্যবান ও গুরুত্ববহ যে, তারা হজ্জের মত ইবাদতও বর্জন করলেন।

উক্ত হজ্জটি সম্ভবতঃ নফল হজ্জ ছিল। নচেৎ ফরজের ক্ষেত্রে এরূপ তরক করার অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

পেরেশান অবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতা

আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয় আমল

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক পেরেশান অবস্থায় সাহায্য করাকে পছন্দ করেন।

(কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৪১৭)

৭৩টি নেকী লাভ

আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কাউকে পেরেশান অবস্থায় সাহায্য করে, সেই ব্যক্তির ৭৩টি নেকী লাভ হয়। একটি নেকীর বরকতেই তার দুনিয়া ও আখেরাত ঠিক হয়ে যায়। অন্যগুলো দ্বারা তার মর্তবা বৃদ্ধি পায়। (কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৪১৫)

কিয়ামতের দিনে পেরেশানী হতে রক্ষা

সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের হাজত পূর্ণ করবে আল্লাহ পাক তার হাজত পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুশ্চিন্তা এবং পেরেশানী দূর করবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দিবেন। (বুখারী- খ: ১, পৃ: ৩৩)
হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে দুঃখ-পেরেশানী হতে মুক্ত করবে আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিনে দুঃখ পেরেশানী হতে মুক্তি দান করবেন। যে ব্যক্তি কারো কোন সমস্যা সমাধান করে দিবে, আল্লাহ পাক তার দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত সমস্যা সমাধান করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ করবে, আল্লাহ পাকও তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে বের হবে তার জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতের পথ আসান করে দিবেন। (মুসলিম- পৃ: ৩৪৫)

পুলসিরাতে নূরের বাড়ি

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে দুঃখ পেরেশানী হতে মুক্ত করবে আল্লাহ পাক

www.pathagar.com

পুলসিরাতের উপর তার জন্য এমন দুটো নূরের বাড়ি দান করবেন যার আলোতে সমগ্র জগৎ আলোকিত হয়ে যাবে, যার হিসাব আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত আর কারো কাছে থাকবে না। (মাকামাতে তাবরানী- পৃঃ ৩৪২)

মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত কিভাবে হবে?

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করবে যে, তার দুআ কবুল হোক এবং মুসিবত ও পেরেশানী দূর হোক, সে যেন অন্যের পেরেশানী অবস্থায় সাহায্য করে এবং মানুষের সমস্যার সমাধান করে দেয়। (মুসনাদে আহমদ- খঃ ২, পৃঃ ২৩)

দান খয়রাত না করতে পারলে ....

হযরত আবু বুরদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সদকা করা ওয়াজিব। জিজ্ঞাসা করা হল, তার যদি সম্পদ না থাকে? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, কাজ করবে অতঃপর নিজেও ভোগ করবে, অন্যকেও ভোগ করাবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, এরও যদি সামর্থ্য না থাকে, উত্তরে নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কোন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্য করবে। (বুখারী, কিতাবুল আদব- খঃ ২, পৃঃ ৮৯০)

বাড়তি জিনিসে অন্যকে শরীক করবে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলে করীম সা. -এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। ইতোমধ্যে এক লোক এসে দুর্বল উটের উপর আরোহন করে উপস্থিত হয়ে ডানে-বামে তাকাতে লাগল (অর্থাৎ ভাল প্রকৃতির সবল উট খুঁজে ফিরছিল)। নবী করীম সা. বললেন, যদি কারো নিকট বাড়তি সওয়ারী থাকে তাহলে সে যেন সওয়ারীহীন ব্যক্তিকে সাহায্য করে এবং যার নিকট বাড়তি পাথেয় রয়েছে, সে যেন পাথেয়হীন ব্যক্তিকে সাহায্য করে। অতঃপর নবী করীম সা. সমস্ত সম্পদের প্রকারগুলো উল্লেখ করলেন। এক পর্যায়ে আমরা বুঝে নিলাম যে, অতিরিক্ত এবং বাড়তি জিনিসের মধ্যে আমাদের কোন হক নেই। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৪৬)

মর্মার্থ হল জরুরত এবং পেরেশানীতে আক্রান্ত লোকদের সাহায্য খাছ করে ঐ সমস্ত জিনিস দ্বারা অবশ্যই সাহায্য করবে, যেগুলো তার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকবে। যেমন অন্য কোন ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র বা চাদর অথবা গার্হস্থ্য কোন জিনিস নিয়ে পেরেশানীতে আক্রান্ত। অথচ তার নিকট উক্ত জিনিসগুলো প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত রয়েছে, তাহলে জরুরতগ্রস্ত ব্যক্তিদের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখবে এবং তাকে সাহায্য করবে।

www.pathagar.com

একটি বিস্ময়কর ঘটনা

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ্দুনয়া র. আবু নাঈম র. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আব্দুল হামীদ হাম্মানী র. বলেন, আমি ছুফিয়ান ইবনে উয়াইনার মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তার মজলিসে কম বেশি এক হাজার লোকের সমাগম ছিল। তিনি মজলিসের প্রান্তে উপবিষ্ট এক ব্যক্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন, যে ছিল মজলিসের ডান প্রান্তে। তাকে বললেন, দাঁড়িয়ে যাও এবং সাপের ঘটনা বর্ণনা কর।

সে বলল শোন এবং লক্ষ্য করে শোন! আমার পিতা আমার নিকট দাদার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি ছিলেন, যার নাম মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়ের। তিনি ছিলেন বিরাট মুত্তাকী, পরহেজগার। দিনে রোযা রাখতেন ও রাতভর ইবাদত করতেন। তিনি ছিলেন শিকারী। একদিন শিকারে লিপ্ত ছিলেন, হঠাৎ একটি সাপ এসে উপস্থিত হল এবং ঐ লোকটিকে বলল, হে মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়ের, আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। আল্লাহ্ পাক তোমাকেও আশ্রয় দান করবেন। আমি বললাম, কার থেকে আশ্রয় দিব? সাপটি বলল, একজন শত্রু আমাকে খুঁজে ফিরছে, তার থেকে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় শত্রু? সাপটি বলল, আমার পিছু পিছু। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার উম্মত? উত্তর দিল, মুহাম্মাদ সা. এর উম্মত এবং لا اله الا الله পাঠ করেছি। (মূলতঃ এটি ছিল জিন, সাপের আকৃতি ধারণ করেছিল)।

মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়ের বললেন, আমি চাদর মেলে দিলাম এবং বললাম, এর মধ্যে ঢুকে যাও। সাপ বলল, আমার শত্রু আমাকে দেখে ফেলবে। অতঃপর আমার পরিহিত জামা ধরলাম এবং বললাম এই জামার মধ্যে ঢুকে আমার পেটের উপর অবস্থান কর। সাপ বলল, আমার শত্রু আমাকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারি? সাপ বলল, যদি তুমি আমার মঙ্গল কামনা কর, তাহলে হাঁ কর, আমি তোমার মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করি। তিনি বললেন, আরে বল কী? তাহলে তো তুমি আমাকে মেরেই ফেলবে। সে বলল, খোদার কসম, তোমাকে আমি কখনো মারব না। আমার এই কসমের উপর সাক্ষী থাকল আল্লাহর ফেরেশতাগণ এবং তার রাসূলগণ, আরশ বহনকারী ফেরেশতা ও আসমানের অধিবাসী সকলে। মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়ের বললেন, সাপের কসমের পর আমি নিশ্চিন্ত হলাম। অতএব (তার প্রাণরক্ষার তাগিদে) আমার মুখটা হাঁ করলাম। সে সোজা ঢুকে পড়ল। সামনে এগিয়ে একটি লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

তার হাতে ছিল তরবারী। সে আমাকে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি শত্রুকে দেখেছ? আমি বললাম, কে? সে বলল, সাপ। আমি বললাম, খোদার কসম দেখিনি। অতঃপর না বলার জন্য একশত বার ইস্তেগফার করলাম। এদিকে সাপটি আমার মুখ দিয়ে মাথা বের করে বলল, দেখতো শত্রু চলে গেছে কি না? আমি দেখে বললাম, হ্যাঁ, চলে গেছে। নজরে আসছে না। আমি বললাম, এখন তুমি বেরিয়ে যেতে পার। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! এখন তুমি দু'টি পন্থার একটি গ্রহণ করে নাও। হয়ত তোমার কলিজাটা টুকরা টুকরা করে দেই বা হৃদপিণ্ডটা ছিদ্র করে দেই এবং তোমাকে লাশ বানিয়ে দেই। আমি বললাম, سبحان الله তোমার অঙ্গীকার, তোমার কসম গেল কোথায়? এত শীঘ্রই কি ভুলে গেলে? সে বলল, মুহাম্মাদ! তোমার কি আদম আ. -এর মাঝে এবং আমার মাঝে শত্রুতার কথা জানা নেই যে, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম এবং জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিলাম (এক বর্ণনায় এসেছে শয়তান সাপের আকৃতি ধারণ করে পরামর্শ দিয়েছিল)? তাহলে তুমি সেই নিমকহারামের উপকার করতে কেন এগিয়ে গেলে? আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে। অনিবার্যভাবে আমাকে যদি তোমার মারতেই হয় তাহলে তুমি আমাকে একটি সুযোগ দাও। এই পাহাড়টির নিচে নেমে যাই। অতঃপর তিনি জীবনের প্রতি নৈরাশ্যজনক অবস্থা নিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে এই দুআটি পাঠ করলেন-

يَا لَطِيْفُ يَا لَطِيْفُ اَلْطِفْ بِىْ بِلُطْفِكَ الْخَفِىِّ يَا لَطِيْفُ كَفِيْتَنِى هٰذِهِ الْحَيَّةَ

অতঃপর সুগন্ধীযুক্ত মনোরম পোশাক পরিহিত একজন লোক দৃশ্যমান হলেন এবং সালাম করলেন, আমি উত্তর দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? তোমার মুখ বিবর্ণ কেন? বললাম, জালিম শত্রুর কারণে, সে আমার পেটের মধ্যেই আছে। তিনি বললেন, মুখ খোল। আমি মুখ খুললাম। তখন তিনি যয়তুনের পাতাসদৃশ এক প্রকার সবুজ পাতা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটি গিলে ফেল। আমি সেটা গিলে ফেললাম। তখন আমার পেটে একটু ব্যথা অনুভব হল। সাপটি পেটের মধ্যে নড়াচড়া করতে লাগল। অতঃপর টুকরো টুকরো হয়ে পায়ুপথ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি লোকটিকে জড়িয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই! তুমি কে বল? তিনি বললেন, চিনবে না। যখন এই সাপটি তোমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল (তোমার পিছু নিল) এবং তুমি উক্ত শব্দগুলি দ্বারা দুআ করলে তখন সপ্ত-

www.pathagar.com

আসমানের ফিরিশতারা আল্লাহ্ পাকের নিকট কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আল্লাহ্ পাক বললেন, আমার ইজ্জতের কসম! সাপটি যে আচরণ আমার বান্দার সাথে করেছে তা আমার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে।
আল্লাহ্ পাক আমাকে নির্দেশ দিলেন, (আর আমি হচ্ছি তোমার ইহ্সান। আমাকে ফেরেশতার আকৃতি দান করা হয়েছে। আমার স্থান চতুর্থ আসমানে) জান্নাতে যাও এবং সবুজ পাতা নিয়ে মুহাম্মাদ ইবনে হুমায়েরের নিকট যাও। ফিরিশতা বললেন, হে মুহাম্মাদ! ইহ্সান এবং পরোপকার তোমার উপর অবশ্য করণীয়। এটি বালা মুসিবত বিদূরিত করে। তোমার ইহ্সানপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তা বরবাদ করে দেয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা বরবাদ করেন না।

(রাসায়েলে ইবনে আবিদ্দুনয়া, কিতাবুল বারর ইবনে জুযী)

ফায়দা : দেখুন তিনি উপকার করেছেন একটি কষ্টদায়ক প্রাণীর। তাকে প্রাণে রক্ষা করেছেন। যখন সে ধোঁকা দিয়েছে, তখন আল্লাহ্ পাক তার প্রতি গায়েবী সাহায্য নাযিল করেছেন।
এর থেকে বোঝা গেল, ইহ্সান এবং পরোপকার শত্রুর প্রতিই হোক না কেন তা বৃথা যায় না। প্রয়োজনের সময় কাজে আসে। সুতরাং আমাদের উচিৎ কারো প্রতি ইহ্সান করতে যেন দ্বিধা না করি, চাই শত্রু হোক বা পশু হোক কিংবা কাফিরই হোক না কেন?

www.pathagar.com

মজলুমের প্রতি সাহায্য

মজলুমকে সাহায্য করার নির্দেশ

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমাদেরকে রাসূল সা. মজলুম (যার প্রতি অন্যায়ভাবে কেউ জুলুম করেছে) এর প্রতি সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী- পৃ: ৩৩১)

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, স্বীয় ভাইয়ের প্রতি সাহায্য কর। চাই সে জালিম হোক বা মজলুম হোক। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন যে, মজলুম হলে তো আমরা সাহায্য করব, কিন্তু জালিমের সাহায্য কিভাবে করব? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, তাকে জুলুমের থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং বাধা প্রদান কর। এটাই তার প্রতি সাহায্য। (বুখারী- পৃ: ৩৩১)

আল্লাহ পাক মজলুমকে অবশ্যই সাহায্য করবেন

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক স্বীয় ইজ্জতের কসম করে বলেছেন, আমি অবশ্যই জালিমের প্রতিশোধ গ্রহণ করব। চাই দুনিয়াতে হোক, চাই আখেরাতে হোক। তার থেকেও প্রতিশোধ গ্রহণ করব মজলুমের প্রতি যার সাহায্য করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে সাহায্য করেনি। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ১৯০)

মজলুমের জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন তিন ব্যক্তির দোয়া অগ্রাহ্য করা হয় না। ১. রোযাদারের দুআ ইফতার পর্যন্ত ২. ন্যায়বিচারক বাদশাহর দুআ, ৩. মজলুমের দুআ। যা আল্লাহ পাক মেঘমালার উপরে তুলে নেন এবং আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ পাক বলেন আমার ইজ্জতের কসম! আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করব, দেরিতে হলেও। (জামে ছগীর- পৃ: ১৬, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

মজলুম ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. হযরত মুয়ায রা. কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, মজলুমের বদদুআ থেকে বেঁচে

www.pathagar.com

থাকবে। কারণ তার ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা থাকে না। অর্থাৎ তার দুআ নির্দ্বিধায় কবুল হয়ে যায়। (বুখারী- পৃঃ ৩৩১)

ফায়দা : মজলুম তথা যাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়া হয় এবং হয়রানী করা হয় তার প্রতি সাহায্য সহানুভূতি প্রদর্শন করা শুধু ইসলামেই নয়, মানবতার দৃষ্টিতেও একটি মহান দায়িত্ব। এ কারণেই মানবিক অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করে ইসলাম জোর তাকীদ দিয়েছে যে, মজলুমের প্রতি যেন সাহায্য সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়, চাই সে অমুসলিমই হোক না কেন। আল্লাহ পাক মজলুমের ডাকে বিশেষভাবে সাড়া দেন এবং তার সাহায্য করেন। কোন হেকমত বা মুসলিহাতের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদি নাও হয়।

অধিকাংশ সময়ে সাহায্য দেরিতে আসে। কিন্তু উদাসীন মানুষ তা বুঝতে সক্ষম হয় না। অনেক সময় তো সাহায্যের প্রকৃতি এতটা সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ হয়ে থাকে যে, সাধারণ জ্ঞান দ্বারা মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

অনুরূপভাবে জালিমকেও এমনভাবে শাস্তি প্রদান করেন যে, সে উপলব্ধিও করতে পারে না, আমার এই জুলুমের কারণে এই শাস্তি হচ্ছে। যা কেবল অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গই উপলব্ধি করতে পারেন।

www.pathagar.com

ইয়াতীম, মিসকীন ও বিধবাদের খেদমত

ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধানকারী নবী করীম সা. এর সাথে থাকবে

হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমি এবং ইয়াতীমের জিম্মাদার জান্নাতে এভাবে থাকব। অতঃপর নবী করীম সা. শাহাদাত এবং মধ্যমা আঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন।

(বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৮৮৮)

ফায়দা : ইয়াতীমকে দেখাশোনা করা এবং জিম্মাদারী গ্রহণ করা মানবিক দৃষ্টিতে অভিজাত ও মহৎ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত- শরীয়তে এ ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যেন ইয়াতীম বাচ্চা সর্বস্বান্ত না হয় এবং তারা জীবিত পিতার সন্তানদের মত আশ্রয় পায়।

উত্তম ও নিকৃষ্টতম গৃহ কোনটি?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুসলমানদের উত্তম গৃহ সেই সদন, যার মধ্যে ইয়াতীমের প্রতি উত্তম আচরণ করা হয় এবং মুসলমানদের নিকৃষ্টতম গৃহ সেই নিকেতন, যার মধ্যে ইয়াতীমের প্রতি অসদাচরণ করা হয়। আমি এবং ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতের মধ্যে দুই আঙ্গুলের মত (একে অপরের) কাছাকাছি থাকব।

(মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ২৪৯)

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম ঐ গৃহ, যার মধ্যে ইয়াতীমের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। (তারগীব- পৃঃ ৪৯)

ইয়াতীমের প্রতি করুণা প্রদর্শনকারী শাস্তি হতে নিরাপদ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, শপথ ঐ সত্তার যিনি আমাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাকে শাস্তি দিবেন না, যে ইয়াতীমের প্রতি করুণা প্রদর্শন করে, তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণ করে, তাদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার প্রতি করুণা করে এবং আল্লাহ পাক তাকে যে সম্পদ দান করেছেন তার জন্য প্রতিবেশির সাথে বাড়াবাড়ি করে না। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৪৯)

www.pathagar.com

তিনটি আমল জান্নাত প্রাপ্তির কারণ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন ইয়াতীমকে লালন-পালন করে, তার খানাপিনার এন্তেজাম করে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। হ্যাঁ, তবে যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গোনাহ্ করে থাকে।

অনুরূপভাবে যার দু'টি চোখ ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সে ধৈর্যধারণ করে ও সওয়াবের আশা রাখে, তার প্রতিদান আমার নিকট এক মাত্র জান্নাত ছাড়া আর কিছুই না। আর যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন পালন করল, তাদের খরচ বহন করল, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করল এবং তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল, তাকে আল্লাহ্ পাক জান্নাতে দাখিল করবেন।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ১৭৬)

বরকতপূর্ণ দস্তরখানা

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, ঐ দস্তরখানা হতে বরকতপূর্ণ আর কোন দস্তরখানা নেই যাতে ইয়াতীম অংশগ্রহণ করে। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ১৭৭)

জরুরত পূর্ণ হবে কিভাবে?

হযরত আবুদ্দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করে, তার দিল নরম হোক, তার জরুরত পূর্ণ হোক সে যেন ইয়াতীমের উপর করুণা করে, তার মাথায় হাত বুলায় এবং তাকে নিজের মত খাওয়ায়। এতে তার দিল নরম হবে, তার জরুরত পূর্ণ হবে। (কানযুল উম্মাল- পৃঃ ১৬৯)

দিল নরম হবে এবং জরুরত পূর্ণ হবে

হযরত আবুদ্দারদা রা. এর বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. এর দরবারে এসে হৃদয়ের কঠোরতার অভিযোগ করলেন তখন নবী করীম সা. বললেন, তোমরা কি কামনা কর যে, তোমাদের দিল নরম হোক এবং তোমাদের প্রয়োজন (গায়েবীভাবে) পূর্ণ হোক? তাহলে ইয়াতীমদের প্রতি করুণা কর এবং তাদের মাথায় হাত বুলাও। তাদেরকে নিজেদের মত খানা খাওয়াও। দিল নরম হয়ে যাবে, জরুরত পূর্ণ হবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৪৯)

ফায়দা : হৃদয়ের নম্রতা বিরাট বড় দৌলত। এর দ্বারা হক এবং দীনের কথা গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। অন্যের প্রতি করুণা অনুকম্পা প্রদর্শন করে। আল্লাহর শাস্তি এবং গ্রেফতারীকে ভয় করে। গোনাহের প্রতি ধমকি এবং তার শাস্তির কথা শুনে গোনাহ থেকে বিরত থাকে। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের খবরাখবর নিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মোটকথা, হৃদয়ের নম্রতা নেকীর কারণ। আর হৃদয়ের কঠোরতা নেকী হতে বঞ্চিত হবার কারণ।

বিধবার খেদমত জিহাদের সওয়াব তুল্য

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মিসকীন ও বিধবার সেবক আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য।

(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ইয়াতীম এবং বিধবাদের সেবক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য কিংবা সেই ব্যক্তির সমতুল্য যে দিনভর রোযা রাখে, রাতভর ইবাদত করে। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৪৭, বুখারী- পৃঃ ৮৮৮)

হযরত ইবনে ওমর রা. -এর আমল

হযরত ইবনে ওমর রা. ততক্ষণ পর্যন্ত খানা খেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার দস্তরখানায় কোন ইয়াতীম অংশগ্রহণ না করত। (মাকারেমুল খারায়েতী- পৃঃ ৬৫৪)

ফায়দা : ইয়াতীমের জিম্মাদারীর পূণ্য ছাড়াও এমন দস্তরখানার উপর শয়তান উপস্থিত হতে পারে না। এ কারণেই তিনি দস্তরখানার উপর আবশ্যিকভাবে ইয়াতীম উপস্থিত রাখতেন।

হৃদয়ের কঠোরতার চিকিৎসা কী?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. এর নিকট হৃদয়ের কঠোরতার অভিযোগ পেশ করল, তখন নবী করীম সা. বললেন, যদি তুমি হৃদয়কে নরম করতে চাও, তাহলে মিসকীনদের খানা খাওয়াও, ইয়াতীমদের মাথায় হাত বুলাও। অর্থাৎ তাদের দেখাশুনা কর।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১৬০)

আবু ইমরান আল জুওয়ানী র. এর বর্ণনায় এসেছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে হৃদয়ের কঠোরতার অভিযোগ করল। নবী করীম সা. বললেন, ইয়াতীমের নিকটবর্তী হও। তার মাথায় হাত বুলাও। তাকে নিজের দস্তরখানার উপর বসাও। দিল নরম হয়ে যাবে।

(মাকারেমুল খারায়েতী- পৃঃ ৬৫৯)

ফায়দা : দিলের কঠোরতা খুবই খারাপ জিনিস। এর ফলে সত্য বাণী এবং ভাল কথা গ্রহণ করার যোগ্যতা হ্রাস পায় বা বিলুপ্ত হয়ে যায়। হুযুর সা. এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ কাফের, ফাসেক যারা জাহান্নামবাসী তাদের হৃদয় সাধারণত এমনই হয়ে থাকে। কঠোরতা অপসারণ করার চিকিৎসা হিসেবে বলা হয়েছে গরীব

www.pathagar.com

মিসকীনদের সেবা করা এবং ইয়াতীমদের লালন পালন করাকে। এর দ্বারা দিল নরম হয়। দিলের নম্রতা কল্যাণের নিদর্শন।

কোন দস্তরখানার উপর শয়তান উপস্থিত হয় না?

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে পাত্রে মানুষ ইয়াতীমের সাথে খানা খায়, সে পাত্রের নিকট শয়তান আসে না।

(কিতাবুল বারর ইবনে জুযী- পৃঃ ২৩১)

ফায়দা : যে দস্তরখানায় ইয়াতীম বসে, তাতে শয়তান বসে না। এর কারণ এটাও হতে পারে যে, শয়তান অহংকার, গৌরব ও ফখরের স্থানে উপস্থিত হয়। এখানে তো বিনয় ও নম্রতার উপকরণ বিদ্যমান আর শয়তান হচ্ছে অহংকার ও আত্মঅহমিকার মানসিকতাসম্পন্ন। এই পরিবেশটি শয়তানের রুচি বিরোধী।

প্রত্যেকটি চুলের পরিবর্তে নেকী

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইয়াতীমের মাথায় (মায়া ও করুণা করে) মহব্বতের সাথে হাত বুলাবে, আল্লাহ পাক তার প্রত্যেকটি চুলের পরিবর্তে নেকী দান করবেন।

ইবনে আবী আওফা রা. এর বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি মুসলিম ইয়াতীমের প্রতি ইহসান করবে, তার মাথার উপর হাত রাখবে, আল্লাহ পাক তার প্রত্যেকটি চুলের পরিবর্তে একটি করে মর্তবা বৃদ্ধি করে দিবেন, একটি করে নেকী দান করবেন এবং একটি করে গোনাহ ক্ষমা করবেন।

(মাকারেমুল খারায়েতী- পৃঃ ৬৫৭)

ইয়াতীম বাচ্চাদের জন্য যে মহিলা বিধবা থাকবে

হযরত আউফ ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন মলিন মুখ ও ম্লান চেহারা বিশিষ্ট মহিলা যে স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিধবা হয়েছে সন্তানদের লালন-পালনের স্বার্থে যদি ধৈর্য ধারণ করে (বিয়ে না বসে) জান্নাতের মধ্যে সে আমার এমন নিকটবর্তী মর্তবা লাভ করবে যেমন এই দু'টি অঙ্গুলী। (আবু দাউদ- পৃঃ ৭০১)

জান্নাতের দরজা সর্বপ্রথম কে খুলবে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম আমিই জান্নাতের দরজা খুলব। হ্যাঁ, তবে একটি মহিলা আমার আগে অগ্রসর হয়ে যাবে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব, তুমি কে? মহিলা উত্তর দিবে আমি (আমার) একটি ইয়াতীম সন্তানের লালন পালনের স্বার্থে ধৈর্য ধারণ করেছিলাম (বিয়ে করিনি)। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ১৬২)

www.pathagar.com

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল, সন্তানের পিতার মৃত্যুর পর বা তালাক প্রদানের পর মহিলা যদি সন্তানের লালন-পালনের প্রতি আত্মনিয়োগ করে এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ না করে তাহলে এটা বিরাট সৌন্দর্য এবং সওয়াবের বিষয়। হ্যাঁ, তবে সন্তান বড় হওয়ার পর যদি বিবাহ করে, সেটা ভিন্ন ব্যাপার। যেহেতু এ যুগে মহিলাদের বিবাহ ব্যতীত বসে থাকা ফেৎনার কারণ। তাছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ সুন্নত ও শরীয়তসম্মত হওয়া সত্ত্বেও একে খারাপ মনে করা হয়- এ কারণে দ্বিতীয় বিবাহে কুপ্রবৃত্তির চিকিৎসা এবং সুন্নতকে জিন্দাহ করার সওয়াব রয়েছে।

ইয়াতীমের দেখাশুনাকারী অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন ইয়াতীম বাচ্চার (দেখাশুনা) খানাপিনা (পোশাক পরিচ্ছদ) প্রভৃতির ব্যবস্থা করল, এমনকি সে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করল, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, তবে তার যদি এমন কোন বদ আমল থেকে থাকে, যা ক্ষমা করা হয়নি (তাহলে তার অভিযোগে সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে পারে)।

(তিরমিযী, মাকারেমুল খারায়েতী- পৃঃ ৬৫৫)

মালেক ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতা উভয়কে হারিয়েছে- এমন ইয়াতীমের লালন পালন ও দেখাশুনা করল এমনকি সে নিজেই তাদের জিম্মাদার হয়ে গেল, আল্লাহ পাক নিশ্চিতভাবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিবেন। (মাজমা' খঃ ৮, পৃঃ ১৬১)

ইবনে মালেক রা. নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি মুসলিম ইয়াতীমের খানাপিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ (অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি) এর দায়িত্ব গ্রহণ করল, এক পর্যায়ে সে স্বাবলম্বী হয়ে গেল (নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল)। তার জন্য আবশ্যিকভাবে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল।

যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতা উভয়কে কিংবা একজনকে পেল এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যে মুসলিম ব্যক্তি কোন মুসলিম গোলামকে মুক্ত করবে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৪৭)

আদী ইবনে হাতেম রা. -এর বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীম কিংবা গায়রে ইয়াতীমের প্রতিপালন ও দেখাশোনা করবে এমনকি সে আপন পায়ে দাঁড়িয়ে যায়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৪. পৃঃ ১৬৩)

ফায়দা : ইয়াতীমের যথাযথ প্রতিপালন করা, যেন সে বড় হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে যায়- তা বিরাট ফযীলতের বিষয়। এ যুগে আমরা সাধারণত এমন সব গোনাহ

www.pathagar.com

ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে যাই, যা আমাদের জাহান্নামের উপযুক্ত বানিয়ে দেয়। অথচ এমন কিছু ভাল আমল নেই যদ্বারা সামান্য নাজাতের আশা করা যেতে পারে। কারণ আমলের মধ্যে থাকে ইখলাসের অভাব এবং শরয়ী ত্রুটি বিচ্যুতিতে ভরপুর। এজন্য অন্যান্য নেক আমল এবং ফরায়েজ, ওয়াজেবাতের প্রতি আমলের পাশাপাশি কোন ইয়াতীমের লালন-পালন করা। চাই নিজের ঘরে রেখে হোক বা অন্য কোনভাবে হোক। এতে নিশ্চিতরূপে জান্নাতের আশা করা যেতে পারে। জান্নাত লাভের জন্য এটা কতইনা সহজ উপায়।

ইয়াতীম বিধবাদের সাহায্যকারী বিপদ থেকে নিরাপদ

হযরত ইমাম বুখারী র. সহীহ্ বুখারীর মধ্যে নিম্নোক্ত বর্ণনাটি নকল করেছেন যে, নবী করীম সা. সর্বপ্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হযরত খাদীজা রা. -এর নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, আমাকে কম্বল মুড়ি দিয়ে দাও। অতঃপর খাদীজা রা. এর নিকট ঘটনা-বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমার ভীতি অনুভব হচ্ছে। (অর্থাৎ অপরিচিত লোকটি আমার সাথে যে ঘটনা ঘটিয়েছে সেই ঘটনায় আমার মনে ভীতি সঞ্চার হয়েছে।)

এরপরে হযরত খাদীজা রা. বললেন, কখনো আপনার কোন পেরেশানী হবে না। আল্লাহ্ পাক আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বলদের সাহায্য করেন, দরিদ্র লোকের প্রতি ব্যয় করেন, মেহমানদের মেহমানদারী করেন, ন্যায্য প্রয়োজনে ব্যয় করেন। (বুখারী- খ: ১, পৃ: ৩)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল, যারা ইয়াতীম, বিধবা এবং মিসকীনদের সাহায্য করে এর পরিবর্তে তাদের পরকালের সওয়াব অর্জিত হয় এবং দুনিয়াবী বালা মুসিবত ও পেরেশানী দূর হয়।

যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- الصدقة تدفع البلايا সদকা বালা মুসিবত দূর করে দেয়। এমন মানুষ আল্লাহর গজব থেকেও নিরাপদ থাকে। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে, "সদকা খয়রাত আল্লাহর গজবের আগুনকে নিভিয়ে দেয়।"

আল্লামা ছুয়ুতী র. জামে ছগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন দান সদকা সত্তর প্রকার বালা থেকে রক্ষা করে, ন্যূনতম কুষ্ঠ ও বসন্ত রোগ থেকে রক্ষা করে।

(জামে ছগীর- পৃ: ৩১৭)

www.pathagar.com

বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ

বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা সাক্ষাতের সওয়াব

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের দর্শন লাভ করে, আল্লাহ পাক তাকে বলেন, সুখী হও। তোমার যাত্রা শুভ হোক। তুমি জান্নাতের মধ্যে স্বীয় ঠিকানা তৈরী করে নিয়েছ।(আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ১১০)

আল্লাহর মহব্বত কে লাভ করবে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের মুলাকাতের জন্য তার গ্রামের দিকে যাত্রা করল। আল্লাহ পাক পথিমধ্যে একজন ফিরিশতা পাঠিয়ে দিলেন। সে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? লোকটি বলল, অমুক গ্রামে আমার এক ভাই রয়েছে (সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা)। ফিরিশতা বলল, কেন? তোমার প্রতি কি তার কোন অবদান রয়েছে? লোকটি বলল, না, আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বত করি। ফিরিশতা বলল, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি। তুমি যেমন তাকে মহব্বত কর, আল্লাহও তোমাকে মহব্বত করেন। (তারগীব- পৃঃ ৩৬৪)

ফেরেশতার সাহচর্য লাভ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কারো সাথে মিলিত হয়, সত্তর হাজার ফিরিশতা তার সাহচর্যে অংশগ্রহণ করে। (অর্থাৎ তার সম্মানার্থে তার সাথে সহযাত্রা করে।)

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ৭)

আল্লাহর মহব্বত ওয়াজিব

হযরত মুয়ায রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার মহব্বত ওয়াজিব তাদের জন্য, যারা আমার জন্য (একে অপরকে) মহব্বত করে, আমার জন্য একই সাথে উপবেশন করে, আমার জন্য ব্যয় করে, আমার জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ ও দর্শন করে।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ৮)

www.pathagar.com

জান্নাতবাসী কে?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে তোমাদেরকে বলব কি? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম সা. বললেন, নবী জান্নাতী, সিদ্দীক জান্নাতী এবং সেই ব্যক্তি জান্নাতী যে শহরের প্রান্তে গমন করে নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাতের জন্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ১৭৪)

ফায়দা : মর্মার্থ হচ্ছে তার এলাকা থেকে দূর নগরের প্রান্তে গমন করে নিছক আল্লাহর জন্য পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয় এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করে ও কথাবার্তা বলে। এটা জান্নাতী হওয়ার নিদর্শন। যেহেতু এটি একমাত্র الحب فى الله

ফিরিশতাদের মুখে সুখী হওয়ার দুআ

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে কোন বান্দাই আল্লাহর ওয়াস্তে স্বীয় ভাইয়ের সাক্ষাতের জন্য গমন করে, আসমান থেকে ফিরিশতারা তার উদ্দেশ্যে ধ্বনি দেন, সুখে থাক, তোমার জন্য জান্নাত মোবারক হোক। তখন আল্লাহ তাআলা মহান আরশ থেকে ধ্বনি দেন আমার বান্দা আমার মুলাকাতে এসেছে। তার মেহমানদারী আমার দায়িত্ব। আমি তার জন্য জান্নাতের কমে সন্তুষ্ট নই। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৬৪)

জান্নাতের মধ্যে ঠিকানা তৈরী করে নিয়েছ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রোগীর শুশ্রূষা করত আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলিম ভাইয়ের দর্শন লাভের জন্য গমন করে, তাকে অদৃশ্য থেকে কেউ ডেকে বলে, সুখে থাক। তোমার যাত্রা শুভ হোক। তুমি স্বীয় ঠিকানা জান্নাতের মধ্যে তৈরী করে নিয়েছ। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ২১)

সত্তর হাজার ফিরিশতার সাহচর্য ও দুআ

হযরত আবু যর ইবনে উকবা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হে আবু রজীন! একজন মুসলিম যখন অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তার সাথী হয়ে যায়, যারা তার জন্য রহমতের দুআ করে, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যেমন সম্পর্ক রেখেছে, তুমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখ। (তারগীব- পৃঃ ৩৬৫)

ফায়দা : কত বড় ফযীলতের কথা! ফিরিশতাদের পক্ষ হতে রহমতের এবং আল্লাহর মহব্বত অর্জনের দুআ লাভ হয়।

www.pathagar.com

জান্নাতের কাঁচ নির্মিত প্রাসাদ

হযরত বুরাইদা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতের মধ্যে একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার বহিঃস্থ অংশ অভ্যন্তর থেকে পরিদৃষ্ট হয় এবং অন্তঃস্থ অংশ বহির্ভাগ থেকে পরিদৃষ্ট হয়। (অর্থাৎ তার দেয়ালটি কাঁচ নির্মিত।) এটি তৈরী করা হয়েছে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা পরস্পর মহব্বত রাখে, একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে, একে অপরের জন্য ব্যয় করে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৬৫)

আল্লাহর রহমতের মধ্যে অবগাহন

হযরত আবু যর ইবনে হুবাঈশ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মুমিন ভাইয়ের সাথে দেখা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যায়, সে আল্লাহর রহমতের মধ্যে অবগাহন করে, প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। (তারগীব- পৃঃ ৩৬৫)

ফায়দা : ঈমানদারগণের মাঝে পরস্পর মিল মহব্বত থাকবে, এটাই সমস্ত ফযীলতের মূলভিত্তি । অমিল এবং দুঃসম্পর্ক যেন না হয়, কারণ তা দীন দুনিয়া সবই ধ্বংস করে দেয়।

দেখা সাক্ষাতের ক্ষেত্রে হুযুর সা. এর তরীকা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. স্বীয় দোস্ত-আহবাবের সাথে বেশি বেশি সাক্ষাৎ করতেন। যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায় হত, তাহলে তার বাড়িতে তাশরীফ নিতেন। যদি সাধারণ লোকের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা হত তাহলে মসজিদে গমন করতেন (ওখানে সর্বসাধারণের সাথে নামাযের সময় সাক্ষাৎ হয়ে যেত)।

(মাজমা'- খঃ ৮, পৃঃ ১৭৩)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল বন্ধু-বান্ধবের নিকট সময় বের করে দেখা সাক্ষাৎ করা সুন্নত এবং ফযীলতের কারণ। মানুষই আমার নিকট আসবে- এই ধরনের নিয়ত রাখা মোটেই ভাল নয়। সাধারণ সাক্ষাৎ মসজিদের মধ্যে নামাযের সময়ে করবে এতে প্রত্যেকের জন্য সহজ হয়। ব্যস্ততম মানুষের জন্যও এটা সুবর্ণ সুযোগ।

সাক্ষাৎ কখন করবে?

হাবীব ইবনে মুসলিমা ফাহবী র. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বিরতি দিয়ে দিয়ে সাক্ষাৎ কর, মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। (মাজমা' খঃ ৭, পৃঃ ১৮৫)

ফায়দা : মতলব হল প্রতিদিন বা অধিক পরিমাণ গমনাগমনে গুরুত্ব হ্রাস পায়। বিরতি দিয়ে গেলে অপেক্ষায় থাকে। অপেক্ষার পর যে সাক্ষাৎ হয় তার মধ্যে

www.pathagar.com

হৃদ্যতা থাকে। তাছাড়া অধিক হারে সাক্ষাৎ অবজ্ঞা, অযত্নেরও কারণ হয়ে থাকে। যদ্দরুণ মতানৈক্য এবং অভিযোগ অনুযোগেরও অবকাশ এসে পড়ে।

অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে দৈনিক সাক্ষাৎ

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, আমাদের এমন কোনদিন অতিক্রান্ত হয়নি, যেদিন নবী করীম সা. প্রাতে বা অপরাহ্নে তাশরীফ রাখেননি।

(বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৮৯৮)

ফায়দা : হিজরতের পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে নবী করীম সা. প্রতিদিন সকাল বিকাল সিদ্দীকে আকবার রা. এর ঘরে তাশরীফ রাখতেন এবং সেখানে ধর্মীয় আলাপ-আলোচনা করতেন। এর দ্বারা বোঝা গেল, কারো যদি কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকে এবং সে যদি বিরক্তির পরিবর্তে আনন্দিত হয়, দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় আলাপ-আলোচনার যদি সুযোগ হয়, তাহলে অধিক হারে গমনাগমনে কোন সমস্যা নেই।

ইবনে বাত্তাল এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার র. বর্ণনা করেন, বন্ধু যদি অন্তরঙ্গ হয়, তাহলে অধিক সাক্ষাতে মহব্বত কেবল বৃদ্ধিই পাবে। এ কারণেই ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীর মধ্যে একটা অধ্যায় রেখেছেন। هل يزور صاحبه كل يوم او بكرة وعشيا যদ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট দৈনিক এবং সকাল বিকাল সাক্ষাতের জন্য গমন করা যেতে পারে। যেমন নবী করীম সা. প্রতিদিন সকাল বিকাল আবু বকর সিদ্দীকের নিকট যেতেন।

তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, বর্তমান এ যুগটা হক নষ্ট করার যুগ এবং নফসানিয়াতের যুগ। এ জন্য যাওয়া আসা কম করাই ভাল।

জান্নাতী কে?

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাকে জান্নাতীদের ব্যাপারে অবগত করব কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই। নবী করীম সা. বললেন, নবী জান্নাতী, সিদ্দীক জান্নাতী এবং ঐ ব্যক্তি জান্নাতী, যে শহরের প্রান্তে বসবাসকারী স্বীয় ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করে এবং নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মিলিত হয়।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১৭৪)

ফায়দা : দেখা সাক্ষাৎ বিষয়ক উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে জানা গেল, একজন মুসলমানের কাছে অন্য মুসলমানের গমনাগমন নিছক দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশে কত বড় ফযীলতের কারণ। মূলত এর কারণ হচ্ছে,

www.pathagar.com

ঈমানদারগণের মাঝে যেন পারস্পরিক মহব্বতের বন্ধন ও সম্পর্কের বাঁধন অটুট থাকে।

পরস্পরের মাঝে যেন মিলতাল ও ইহসানের আদান প্রদান থাকে। একে অন্যের উপকারে আসে। একজন যেন অন্যজনের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকে।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর মধ্যে একথার প্রতি উৎসাহ ও তাকীদ প্রদান করা হয়েছে যে, যে স্বীয় মুসলিম ভাইয়ের সাথে দুনিয়াবী লাভ স্বার্থ যেমন ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেন কিংবা অন্যান্য উদ্দেশ্য ছাড়াও মাঝে মাঝে নিছক মনোরঞ্জনের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে দেখা সাক্ষাৎ করতে যাবে। বিশেষ করে নিজের চেয়ে নিম্ন মর্তবা বিশিষ্ট লোকের সাথে।

স্মরণ রাখবেন, এ সমস্ত ফযীলতের মধ্যে আহলুল্লাহ, আহলে ইলম এবং সাধারণ মুমিনগণ সকলের সাক্ষাৎ অন্তর্ভূক্ত। দেখা সাক্ষাতের ক্ষেত্রে উপদেশ ও পরামর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সাক্ষাতের সওয়াব ছাড়াও যেন তার মহব্বত ও সলাপরামর্শ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

www.pathagar.com

নেককার বান্দাগণের সাক্ষাৎ ও সংশ্রব

আল্লাহর বাণী

আল্লাহ্ পাক স্বীয় কালামে পাকে ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

হে ঈমানদারগণ! তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সাদেকীন এর সংশ্রব অবলম্বন কর।

ফায়দাঃ তাকওয়ার গুণ অর্জন করার পদ্ধতি হচ্ছে সাদেকীন ও নেককার বান্দাদের সংশ্রব এবং আমলের ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ। উক্ত আয়াতখানার মধ্যে সাদেকীন অর্থাৎ মুত্তাকী-পরহেজগার বান্দাদের সংশ্রব অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ঈমান এবং নেক আমল কেবল ইলম থাকলে ও ইচ্ছা পোষণ করলেই অর্জিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন মুত্তাকী লোকের সোহবত লাভ করা। প্রকৃত ঈমান ও মারেফাত নেককার লোকদের মহব্বত এবং আন্তরিকতার বন্ধন ছাড়া আসতে পারে না। চিকিৎসা বিদ্যা শুধু বই পড়েই অর্জন করা যায় না। বাবুর্চিগিরি বই পড়েই শিক্ষা করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় উক্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত লোকের সংশ্রবে থাকা। অনুরূপভাবে দীনও সংশ্রব ব্যতীত অর্জিত হয় না।

আল্লাহ্ পাক রাসূলে কারীম সা. কে নির্দেশ দিলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ.

নিজেকে কেবল ঐ সমস্ত লোকের সাথে নিবদ্ধ রাখুন, যারা প্রাতে-অপরাহ্নে স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করে নিছক তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

ফায়দা : মতলব হচ্ছে যারা মুখলিস ইবাদত গুজার, তাদের নিকট যেন আপনার সময় কাটে। আল্লাহর নিকটতম বান্দাদের সাথে যেন আপনার সাহচর্য থাকে। উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহর নিকটতম ইলম ও আমলের অধিকারী বান্দাদের সোহবত এবং তাদের সাথে বন্ধন ও সম্পর্কের বিরাট গুরুত্ব বোঝা যায়। নবীগণকেই যখন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর নিকটতম প্রিয় বান্দাদের সাথে সময় কাটাবেন। তখন সাধারণ মুমিনদের জন্য তো এর প্রয়োজনীয়তা আরো

www.pathagar.com

বেশী। কারণ নেককার লোকের সোহবত দুনিয়ার ফেতনা হতে মুক্ত রেখে পরকালের দিকে ধাবিত করে রাখে। দুনিয়াবী অতিরিক্ত ঝামেলা হতে মুক্ত রেখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি আল্লাহ রাসূলের মারেফাত অর্জনের প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করে রাখে। এটা বিরাট বড় মহান দৌলত।

ফায়দা : ইমাম নববী র. রিয়াজুস সালেহীন গ্রন্থে নেককার লোকদের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদের নিকট গমন, তাদের মজলিসে অংশগ্রহণ এর উপর পৃথকভাবে অধ্যায় কায়েম করেছেন এবং সেখানে শায়খাঈনের উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করে এ কাজটিকে মুস্তাহাব প্রমাণিত করেছেন এভাবে যে, হযরতে শায়খাঈন যেরূপ উম্মে আইমান (যিনি ছিলেন একজন নেককার মহিলা, হুযুর সা. এর শৈশবে তিনি খেদমত করেছেন) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে মানুষের উচিৎ স্বীয় এলাকার এবং নিজের সমকালীন নেককার লোকের খেদমতে ভক্তিপূর্ণ হৃদয় নিয়ে নিছক সোহবত লাভের জন্য গমন করবে। যাতে তার নেক সোহবতের ক্রিয়া প্রতিফলিত হয়।

একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষাতের সওয়াব

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন রোগীর শুশ্রূষা করবে, তাকে একজন আহ্বানকারী (অদৃশ্য থেকে) ডেকে বলে, তুমি সুখে থাক। তোমার গমন শুভ হোক। তুমি জান্নাতের মধ্যে স্বীয় ঠিকানা তৈরী করে নিয়েছ। (ইবনে মাজা- পৃঃ ২০৪, তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ২১)

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুমিন ব্যতীত অন্য কারো সাহচর্য ও সংশ্রব অবলম্বন কর না এবং মুত্তাকী ব্যতীত তোমার খানা অন্য কাউকে খাওয়াবে না। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ৬৫, আবু দাউদ- পৃঃ ৬৬৪)

ফায়দা : সাথীর ক্রিয়া যেহেতু ব্যক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয় তাই যে কোন ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে সাহচর্য ও সংশ্রবের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

যার সাথে যার মহব্বত তার সাথে তার কিয়ামত

হযরত আবু মুছা আশআরী রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. বলেন, যার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক থাকবে মানুষকে তারই দলভুক্ত ধরা হবে। (বুখারী- পৃঃ ৯১১)

ফায়দা : যেহেতু কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রিয় নির্বাচিত আওলিয়া এবং আরেফে রব্বানী ওলামায়ে কেরামের সোহবত ও মহব্বত অর্জন করে এবং তার সোহবত যদি সত্যিকারের সোহবত হয়ে থাকে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহওয়ালা এবং মারেফতওয়ালাদের দলে শামিল হবে। এজন্য আমাদের উচিৎ নেককার, মুত্তাকী, পরহেজগার ব্যক্তিদের সংশ্রব অবলম্বন করা।

www.pathagar.com

এমন লোকের সাথে উঠাবসা করবে, যে দুনিয়ার দিক দিয়ে নিজের থেকে নিম্ন এবং দীনের দিক দিয়ে নিজের চেয়ে উঁচু। আর এ ধরনের মানুষ প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক অঞ্চলেই থাকে। এ কথা যদি কেউ বলে, আমাদের এলাকায় এমন কোন ব্যক্তি নেই তাহলে এটা শয়তানী ওয়াছওয়াছা।

সৎসঙ্গীর উদাহরণ

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সৎসঙ্গী এবং বদসঙ্গীর উদাহরণ যথাক্রমে মেশক বিক্রেতা এবং ইটের ভাটার অগ্নি প্রজ্বালকের মত। মেশক বিক্রেতার নিকট থেকে মানুষ মেশক লাভ করবে দান সূত্রে হোক কিংবা ক্রয়সূত্রে। (তা না হলে অন্ততঃ) মেশকের সুগন্ধী অবশ্যই পাবে।
আর ভাটার অগ্নি প্রজ্বালকের নিকট গেলে হয়ত তার কাপড় পুড়ে যাবে তা না হলে অন্ততঃ কমপক্ষে তার ধোঁয়া অবশ্যই পাবে। (মুসলিম- খঃ ২, পৃঃ ৩৩০)

ফায়দা : মেশকওয়ালার নিকট থেকে মেশক যদি নাও নিতে পারে, ক্রয় করতেও না পারে তথাপি তার কাছে গেলে ঘ্রাণ তো নিশ্চয়ই পাবে। অনুরূপভাবে নেককার পরহেজগার লোকের নিকট গেলে কিছু না কিছু ফায়দা অবশ্যই পাবে। উক্ত হাদীস দ্বারা আল্লামা নববী র. নেককার লোকের সোহবতকে মুস্তাহাব প্রমাণিত করেছেন। স্মরণ রাখবেন, নেককার ও বুজুর্গদের সংশ্রবে মানুষের রং পাল্টে যায়। যত বড় বদকারই হোক না কেন নেককার লোকের সংশ্রবের দ্বারা নেককার হয়ে যায়। এটা আত্মশুদ্ধির জন্য নিরব এবং ক্রিয়াশীল একটি দার্শনিক পদ্ধতি।

দিল জিন্দা থাকে

হযরত আবু উসামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হযরত লোকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে বলেছিলেন, হে আমার বৎস! ওলামায়ে কেরামের সাহচর্য অবলম্বন করবে এবং নেককার লোকের বাণী শ্রবণ করবে। আল্লাহ পাক মুর্দা দিলকে হেকমতের নূর দ্বারা এমনভাবে জিন্দা করে দেন যেমন মুর্দা ভূমিকে মুষলধারায় বৃষ্টি দ্বারা। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ১, পৃঃ ১৩০)

ফায়দা : যেহেতু নেককারদের মজলিসে আল্লাহর রাসূল ও আখেরাতের কথা আলোচনা হয়, সুতরাং তাদের কথার দ্বারা আল্লাহ রাসূল এবং আখেরাতের মারেফত হাসিল হয়, যা রূহ এবং কলবের খাদ্য। এর দ্বারা কলবের মধ্যে সজীবতা এবং সতেজতা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই যে সমস্ত লোকেরা নেককারদের সোহবত অবলম্বন করে তাদের দীন ঈমান, তাকওয়া পরহেজগারী অন্যদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। নেককারদের সোহবতে থেকে যখন তার দিল জিন্দা হবে তখন তার দীনও জিন্দা হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

মাফ ও ক্ষমা

আল্লাহর বাণী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

অর্থ : এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।

خُذِ الْعَفْوَ

অর্থ : ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন।

اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا

অর্থ : অথবা অসদাচরণ ক্ষমা করে দিন, কারণ আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল, ক্ষমতাবান।

কুরআন মজীদের মধ্যে অসংখ্য স্থানে মাফ ও ক্ষমার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্ষমা করা মানবিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এটা বিনয়ী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্য- যে ব্যাপারে নবীগণ এক বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। সুশৃঙ্খল, সুশীতল, শান্তিময় নিরাপদ পরিবেশের জন্য এ গুণটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। যদি প্রতিশোধ, প্রতিবাদের ধারা চালু হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা দাফন হয়ে যাবে।

কুরআনে পাকের মধ্যে প্রিয়, মাকবুল বান্দাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটাকে উল্লেখ করেছেন। পরকালেও এ গুণটির বিরাট ফযীলত এবং এ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির অনেক মর্যাদা হবে আর পার্থিব জগতে এর বড় বড় ফায়দাসমূহের মধ্যে অন্যতম ফায়দা হচ্ছে এর দ্বারা শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান ও প্রশংসার অধিকারী হয়ে যায়।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, ক্ষমা করে দেয়ার কারণে কোন হীনম্মন্য নিকৃষ্ট ব্যক্তি যদি দুর্বল এবং কাপুরুষ মনে করে আরো বেশি হয়রানী করার পথ অবলম্বন করে নেয় তাহলে এই শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রতিশোধই উত্তম ঔষধ।

www.pathagar.com

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হাশরের ময়দানে বান্দারা যখন হিসাব নিকাশের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, যার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহর জিম্মায় সে দাঁড়িয়ে যাক এবং জান্নাতে প্রবেশ করুক (তখন কেউ দণ্ডায়মান হবে না)। পুনরায় ঘোষণা করা হবে, যার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহর জিম্মায়, সে দাঁড়িয়ে যাক। জিজ্ঞাসা করা হবে, কার প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায়? ফিরিশতা বলবে, তারা হচ্ছে সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ, যারা মানুষকে ক্ষমা করে দিত। অতঃপর এই শ্রেণীর লোকেরা দাঁড়িয়ে যাবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃঃ ৩৩১)

ফায়দা : কত বড় ফযীলতের কথা! যেহেতু তারা মানুষকে ক্ষমা করে দিয়েছে তাই আল্লাহ পাকও তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর ক্ষমাই যখন হয়ে গেল, তাহলে আর হিসাব নিবে কীসের? এজন্যই বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জান্নাতের সর্বোচ্চ প্রাসাদ কার জন্য?

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এতটুকু কথায় সন্তুষ্ট যে, তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ প্রাসাদ মনোনীত হোক, জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ হোক, সে যেন অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেয়, যে তাকে বঞ্চিত করে তাকে যেন সে দিতে থাকে, যে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তার সাথে যেন সম্পর্ক জুড়ে রাখে।

(মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃঃ ৩৩২)

হযরত আনাস রা. এর একটি বর্ণনায় এসেছে নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমি মেরাজের রজনীতে সুউচ্চ প্রাসাদ দেখতে পেলাম, তখন হযরত জিবরাইল এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার জন্য? তিনি বললেন, ক্রোধ নিবারণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীলদের জন্য।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৩৭৫)

ক্ষমার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সদকার দ্বারা সম্মান হ্রাস পায় না। ক্ষমার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং বিনয়ের দ্বারা মর্তবা বুলন্দ হয়। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ২৫৭)

ফায়দা : সাধারণভাবে মানুষের মানসিকতা এবং বুঝ হল, ক্ষমা অপমান এবং লাঞ্ছনা বয়ে আনে। আসলে বিষয়টা কিন্তু এমন নয়। ভদ্র সমাজের নিকট এর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

ক্ষমা করার প্রতি গুরুত্বারোপ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, দায়িত্বশীল হলে সদ্ব্যবহার করবে, ক্ষমতা-আধিপত্য অর্জিত হলে ক্ষমা করে দিবে।

ফায়দা : মতলব হচ্ছে যদি মানুষের উপর বড়ত্ব অর্জন করতে পার, তাহলে অহঙ্কার এবং কঠোরতা করো না। স্বীয় অধিনস্তদেরকে ক্ষমা করে দাও, যাতে তারা ভীত সন্ত্রস্ত না হয়।

প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে

হযরত হাসান বসরী র. হতে বর্ণিত আছে, মানুষ যখন আল্লাহ পাকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে, তখন ঘোষণা করা হবে, যার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহর দায়িত্বে সে দাঁড়িয়ে যাক। অতঃপর কেউ দাঁড়াবে না। কিন্তু ঐ সমস্ত লোক দাঁড়াবে, যারা দুনিয়াতে মানুষকে ক্ষমা করে দিত।

ফায়দা : কত বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা যে, মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়ার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ পাকের জিম্মায় থাকবে। হাদীসটি ঐ শ্রেণীর লোকের জন্য শিক্ষা, যারা বলে কোনভাবেই ক্ষমা করব না।

কিয়ামত দিবসে ক্ষমা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ভুল ক্রটি ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ পাক কিয়ামত দিবসে তার ভুলক্রটিসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ৩২০)

ফায়দা : যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে নিজের জন্য ক্ষমা প্রাপ্তির আশা করবে সে যেন আজ থেকে মানুষের জুলুম-যন্ত্রণা, ভুল-ভ্রান্তিকে ক্ষমা করে দিতে আরম্ভ করে।

আল্লাহর নিকট সম্মানিত কে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মূসা আ. আল্লাহ তাআলার নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ! আপনার নিকট সম্মানিত বান্দা কে? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ নেয় না (ক্ষমা করে দেয়)। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ৩১৯)

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হযরত মূসা আ. আল্লাহ তাআলার নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন, কোন বান্দা অধিক পরহেজগার? আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন, যে আল্লাহকে

www.pathagar.com

ভোলে না; তাকে স্মরণ রাখে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এবং সম্মানিত কে? উত্তরে বললেন, যে ব্যক্তি শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।

(মাকারেমুল খারায়েতী- পৃ: ৩৭৪)

হযরত আবু উমামা রা. এর এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ্ পাক তাকে মসিবতের সময়ে ক্ষমা করে দিবেন। (কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৩৭৪)

ফায়দা : বর্তমান যুগে প্রতিশোধ গ্রহণকে সাধুবাদযোগ্য ও ক্ষমা করাটাকে দুর্বলতা এবং অপমানজনক কাজ মনে করা হয়। তাদের জন্য উপরোক্ত হাদীসটি দ্রষ্টব্য।

ক্ষমার দ্বারা বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান ঘটে

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ক্ষমা করে দাও। এর দ্বারা তোমাদের মধ্যকার শত্রুতার অবসান ঘটবে।

(কানযুল উম্মাল- পৃ: ৩৭৩)

ফায়দা : সত্যিকারের ক্ষমায় বিরোধিতা, মনোমালিন্য ও শত্রুতার অবসান ঘটে। যদি তাতে সত্যিকার ক্ষমার গুণ না থাকে, তাহলে মনের মধ্যে শত্রুতার বীজ অবশিষ্ট থেকে যায়।

ক্ষমা করে দাও, আল্লাহ্ও ক্ষমা করে দিবেন

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. এর নিকট একজন লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! অমুক আমাকে গালি দিয়েছে। যদি আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান না আনতাম, তাহলে আমার চেয়ে লম্বা হাত এবং দীর্ঘ যবানবিশিষ্ট আর কাউকে পেত না। (অর্থাৎ খুব মার দিতাম এবং গালিগালাজ করতাম।) নবী করীম সা. বললেন, তুমি কী বলেছ? সে পুনরায় ঐ কথাই বলল। নবী করীম সা. বললেন, যাকে মারা হয় এবং গালি দেয়া হয় আর সে যদি সবর করে আল্লাহ্ পাক তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। ক্ষমা করে দিও। আল্লাহ্ পাকও তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন।

(কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৭৭৭)

ফায়দা : মূলতঃ ক্ষমা করে দেয়াটাই উত্তম, কারণ সে যদি ভদ্র হয়, তাহলে দ্বিতীয়বার এমন কাজ করবে না, আর ক্ষমাকারী ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নিকট সম্মানের অধিকারী হবে এবং মানুষের নিকটও শ্রদ্ধার পাত্র হবে এই হিসাবে যে, সে অসদাচরণের প্রতিশোধ নেয়নি এবং পরকালে ক্ষমার প্রতিদান তো পৃথকভাবে পাবেই।

www.pathagar.com

স্মরণ রাখবেন, সবরের দ্বারা যদি অপরাধীর দুঃসাহস আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে প্রতিশোধ নেওয়াটাই উত্তম। যাতে এই ধারাটা পেরেশানীর কারণ না হয়। নচেৎ ক্ষমা এবং ধৈর্যধারণই তো উত্তম পন্থা। এটাই ফজীলতের কাজ।

ক্ষমা না করার প্রতি তিরস্কার

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির নিকট তার ভাই ক্ষমা প্রার্থী হয়ে আসবে, সে যদি তার প্রার্থনা গ্রহণ না করে, চাই সঠিক হোক বা ভুল হোক। যদি এমন না করে তাহলে সে যেন আমার হাউজে কাউসারের নিকট না আসে। (হাকেম, কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৩৭৮)

ফায়দা : হযরত জাওয়ান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের ক্ষমা প্রার্থনা কবুল না করবে, সে অন্যায়ভাবে শুল্ক আদায়কারী জালিমের সমতুল্য গোনাহের অধিকারী হবে।

ফায়দা : অনুনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা কবুল করাটা ঈমান এবং ভদ্রতার দাবী। কেউ যদি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করাটা অত্যন্ত জঘন্যতম ও হীন মনোবৃত্তি। যখন সে নিজেই ক্ষমা করতে পারল না, তাহলে আল্লাহ নিকট ক্ষমার আশা করে কীভাবে?

মানুষের আচরণে ক্ষমার তাকীদ

خُذِ الْعَفْوَ

এই আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা নবী করীম সা. কে নির্দেশ দিয়েছেন, মানুষের আখলাক (অর্থাৎ আচার-আচরণের ক্ষেত্রে عفو তথা ক্ষমার পথ অবলম্বন করবে।

(আবু দাউদ- পৃ: ৬৬০)

ফায়দা : অর্থাৎ মানুষের থেকে যে সমস্ত কষ্টদায়ক আচরণ এবং অবাঞ্চিত কথাবার্তা প্রকাশ পাবে, সেগুলোর প্রতিশোধ নিবে না, বরং সেগুলো গায়ে পড়ে জানার চেষ্টা না করে না জানার ভান করবে।

www.pathagar.com

মহান ব্যক্তিত্বদের ত্রুটি ক্ষমা করা প্রসঙ্গে

ক্ষমা করার নির্দেশ

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ৩২১)

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের নিঃশর্তে ক্ষমা করে দাও। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬০১)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, দানশীল ব্যক্তিদের বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। (মাকারেমুল খারায়েতী- পৃঃ ৫৯)

ফায়দা : কুরআন ও হাদীসে বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার নির্দেশ রয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা ও খেদমতের দিক থেকে অন্যান্যদের তুলনায় ব্যতিক্রম, সাধারণ ও অসাধারণ সর্বশ্রেণী তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তাকওয়া পরহেজগারীর জগতেও সে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এমন ব্যক্তি থেকে যদি মানবিক দুর্বলতা হেতু কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে তা গোপন করা, ক্ষমা করা এবং বাড়াবাড়ি না করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রসিদ্ধ একটি কথা রয়েছে, গুরুদের ভুল ধরা ভুল।

সাধারণতঃ কোন সম্মানিত সৎ ও নেককার লোকের থেকে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ পেলে মানুষ সাথে সাথে প্রচার-প্রোপাগান্ডায় উঠে পড়ে লাগে, এ ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। হাদীসে পাকের মধ্যে এর উপর নিষিদ্ধারোপ করা হয়েছে। যেমন নবী করীম সা. হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআর একটি মারাত্মক ভুলকেও ক্ষমা করে দিলেন শুধু বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে। তাকে একবার মাত্র বুঝিয়ে বললেন। এছাড়া আর কোন ধরপাকড় হয়নি।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিচ্যুতির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ঘটনা

হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতাআ রা. ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবী যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে, নবী করীম সা. মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এ সংবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন এবং

www.pathagar.com

গোপনীয়ভাবে চিঠিটা একটি মহিলার মাধ্যমে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে রাসূল সা.কে বিষয়টি অবহিত করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আলী রা. যুবায়ের রা. এবং মিক্বদাদ রা. কে পাঠিয়ে দিলেন যে, চলে যাও 'রওজায়ে খাক' নামক স্থানে গিয়ে উটের পিঠে আরোহী একটি মহিলার সাক্ষাৎ পাবে। তার নিকট মক্কার মুশরিকদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতাআর লিখিত একটি পত্র রয়েছে। পত্রটি তার কাছ থেকে নিয়ে আসবে। নির্দেশমত তারা রওজায়ে খাকে গিয়ে একটি মহিলার সাক্ষাৎ পেলেন। উটকে বসিয়ে চিঠির তল্লাশী চালানো হল, কিন্তু কোথাও চিঠি পাওয়া গেল না। তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। অতঃপর তারা মহিলাকে বললেন, আমাদের নিকট চিঠিটা হস্তান্তর করে দেয়াটাই তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে নচেৎ আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে তল্লাশী করব। এ কথা শোনার পর মহিলা চুলের খোপার মধ্য হতে চিঠিটা বের করে তাদের হাতে অর্পণ করল।

চিঠিটা নিয়ে তাঁরা রাসূল সা. এর খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাসূলে কারীম সা. হাতেব রা.কে ডাকলেন এবং বললেন, ব্যাপার কি? হাতেব রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দয়া করে তড়িঘড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। হে আল্লাহর রাসূল! শুনুন। কুরায়েশদের সাথে আমাদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। শুধু সহযোগিতামূলক চুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। আমার পরিবার-পরিজন এখনও মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করছে। যাদের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তামূলক কোন সহযোগিতাকারী নেই। পক্ষান্তরে অন্যান্য মুহাজিরগণের রয়েছে মক্কায় বহু নিকটতম আত্মীয়-স্বজন। আত্মীয়তার কারণে তাদের পরিবার-পরিজন নিরাপদে রয়েছে। এজন্য আমি চিন্তা করলাম, কুরাইশদের সাথে যেহেতু আমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই তাই তাদের যদি একটু উপকার করি তার প্রতিদানে হয়তো তারা আমার পরিবার-পরিজনকে হেফাযত করবে।

আল্লাহর কসম মুরতাদ হয়ে ইসলাম ত্যাগ করত কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কখনো এ কাজ করিনি। আমার উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল, যা আমি বর্ণনা করলাম। একথার পর হযরত ওমর রা. আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন আমি মুনাফিকের শিরচ্ছেদ করে দেই। নবী করীম সা. বললেন, হাতেব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। হে ওমর! তুমি কি জান না, আল্লাহ পাক বদরী সাহাবীদের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন, তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পার, কারণ আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

(বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৬১২)

www.pathagar.com

উক্ত হাদীসখানাকে ইমাম বুখারী র. কয়েক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। কাফিরদের পক্ষে করেছে গোয়েন্দাগিরি, এত বড় অপরাধের শাস্তি সাংঘাতিক কঠিন। নবী করীম সা. তার বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ফযীলতের দিকে তাকিয়ে এবং এই নেককার সাহাবী থেকে উক্ত ভুলটি ছাড়া আর কোন দিন কোন ভুল প্রকাশ পায়নি -বিষয়টি লক্ষ্য করে ক্ষমা করে দিলেন।

বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. যখন তার বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের মত মহান খেদমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন হযরত ওমর রা. কাঁদতে শুরু করলেন (একথা চিন্তা করে যে, আমি অন্যায়ভাবে তার প্রতি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি)।

দেখুন গোয়েন্দাগিরির মত জঘন্য অপরাধ, যার শাস্তি একমাত্র হত্যা, নবী করীম সা. তার অতীতের গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের কারণে তা ক্ষমা করে দিলেন। এই কারণে আল্লামা আঈনী র. বুখারীর শরাহ গ্রন্থে হাতেব রা. এর উক্ত ঘটনার মধ্যে হযরত আয়েশা রা. -এর হাদীস- 'শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে দাও' বর্ণনা করে হাদীসটির শক্তি প্রমাণ করেছেন। কবি সুন্দর বলেছেন,

وإذا الحبيب بذنب واحد .... جائت محاسنه مأة الف شفيع

একটি ভুলই প্রিয়ের যদি তোমার চোখে ভাসে
লাখো গুণ পক্ষে যে তার উকিল হয়ে আসে।

হাতেব রা. এর উক্ত ঘটনা দ্বারা একথাও বোঝা গেল, কখনো কোন ভ্রান্তি সংঘটিত হয়ে গেলে যথাযথ সত্য এবং বাস্তবতাকে প্রস্ফুটিত করে দিবে। আর এ কথাও বোঝা গেল, সত্য কথা বর্ণনা করে দিলে তাকে ধরপাকড় করা বা শাস্তি দেয়া যাবে না। বরং ক্ষমা করে দিতে হবে। নচেৎ মানুষ মিথ্যা এবং হারামের আশ্রয় নিয়ে অসৎ হয়ে যাবে এবং বাস্তব তথ্য পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়বে। তবে একথাটি চলবে কেবল দু'একটি ভ্রান্তির ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যদি বারংবার অপরাধের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, তাহলে সে ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। মনে করা হবে, সে এ কাজে অভ্যস্ত এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই এরূপ করছে, যা তিরস্কার ও শাস্তির যোগ্য।

www.pathagar.com

সর্বসাধারণ এবং জাহেলদের প্রতি ক্ষমা

আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ.

অর্থাৎ জুলুমের প্রতিশোধ বর্জন করে তাদের সাথে কল্যাণমূলক ও সহমর্মিতা-সূলভ আচরণ করুন এবং নম্রতার সাথে তাদের হক কথা বর্ণনা করুন।

ইমাম ইবনে কাসীর র. বর্ণনা করেন, জাহেলদের পাশ কেটে চলার অর্থ হচ্ছে, তাদের মন্দ আচরণের জবাব মন্দ আচরণ দ্বারা দিবে না। অর্থ এই নয় যে, তাদের প্রতি হেদায়াতের চেষ্টাও বর্জন করবে। (মাআরেফুল কুরআন- খঃ ৪, পৃঃ ১৫৭)

তালীম এবং তাবলীগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যখন কোন হক কথা বা শরীয়তের বাণী জাহেলদের মনোপূতঃ না হয়, তাদের মানসিকতা এবং ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে চলে যায়, তখন তারা আলেম এবং সম্মানিত ব্যক্তির কথা বিবেচনা করে না। অকথ্য ভাষা এবং ব্যাঙ্গোক্তিসহ নানাবিধ কষ্টদায়ক কথার বান ছুঁড়ে মারে। এরূপ ক্ষেত্রেই উপরোক্ত নির্দেশনামা। তাদের কষ্টদায়ক তিক্ত কথায় কোনরূপ প্রভাবিত হবে না এবং তাদের কথার প্রত্যুত্তর করবে না।

অনুরূপভাবে জাহেল এবং নিরেট মূর্খ লোকেরা যখন আহলে ইলম এবং দীনদার ব্যক্তিত্বদের মর্যাদা বিবেচনা না করবে বেয়াদবীমূলক আচরণ করবে, তখন তাদের প্রতিশোধ নিবে না, বরং সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চলে যাবে। সূরা ফুরকানে এই ধরনের নির্দেশ এসেছে।

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا.

অর্থাৎ মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হল যখন জাহেলরা তাদের সাথে জাহেলী কথাবার্তা বলে, তখন তারা শান্তির কথা বলে। আহম্মক, জাহেল কটূভাষীদের সাথে তারা কোন প্রতিশোধমূলক আচরণ করে না। বরং তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। এর দ্বারা বোঝা গেল নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা টিকিয়ে রাখার জন্য জাহেলদের বিরোধিতা এবং ব্যাঙ্গোক্তির জবাব প্রদানে আত্মনিয়োগ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য এবং উন্নত আখলাকের পরিপন্থী।

www.pathagar.com

হযরত ফারুকে আযম রা. এর একটি ঘটনা

আল্লামা কুরতুবী র. বর্ণনা করেছেন, যার সারাংশ হল উয়াইনা ইবনে হুসাইন র. একবার মদীনা আগমন করলেন এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে ক্বায়েসের ঘরে অতিথি হলেন। হযরত হুর ইবনে ক্বায়েস ছিলেন সেই সব আহলে ইলম ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একজন, যারা হযরত ফারুকে আযম রা. এর পরামর্শসভায় যোগদান করতেন। তিনি হুর ইবনে ক্বায়েসের মাধ্যমে হযরত ফারুকে আযমের সাথে কথা বলার সুযোগ চাইলেন। হযরত ফারুকে আযম অনুমতি দিলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে উয়াইনা কর্কশ ভাষা ব্যবহার করলেন এবং অশিষ্টাচার প্রদর্শন করলেন। বললেন, আমাদের প্রতি আপনি না হক আদায় করছেন, না ইনসাফ করছেন। হযরত ফারুকে আযম রা. তার এহেন অশ্রাব্য কথাবার্তায় ক্রুদ্ধ হলেন। তখন হুর ইবনে ক্বায়েস বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- خُذِ الْعَفْوَ ক্ষমার পথ অবলম্বন কর এবং জাহেলদের এড়িয়ে চলো। আর এই লোকটিও জাহেলদের মধ্যে একজন। একথার পর হযরত ফারুকে আযম রা. এর ক্রোধ শীতল হয়ে গেল তিনি আর কিছু বললেন না। (কুরতুবী- খঃ ৪, পৃঃ ৩৩০)

আল্লামা কুরতুবী র. বর্ণনা করেন, জাহেলদেরকে ক্ষমা করে দেয়া, তাদের অসভ্য কথাবার্তা ও আচার-আচরণের প্রতিশোধ না নেয়া ইসলামের সর্বোচ্চ উন্নত আখলাকের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলে করীম সা. এর ক্ষমার ঘটনা

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সা. এর সাথে চলছিলাম। নবী করীম সা. এর গায়ে ছিল মোটা পাড় বিশিষ্ট সুন্দর এক নাজরানী চাদর। জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে নবী করীম সা. এর চাদর ধরে সজোরে হ্যাচকা টান মারল এবং এত জোরে টান দিল যে, টানের চোটে হুযুর সা. এর দেহ মোবারকে দাগ পড়ে গেল। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট খোদাপ্রদত্ত সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকেও একাংশ দাও। নবী করীম সা. তার দিকে ফিরে তাকালেন, এবং মুচকি হাসি দিলেন। অতঃপর তাকে সম্পদ প্রদানের নির্দেশ দিলেন। (রিয়াদুস সালেহীন, বুখারী, মুসলিম- পৃঃ ২৯৩)

ফায়দা : কেমন ছিল দৃষ্টিভঙ্গি! বেআদবী করেছে, কষ্ট দিয়েছে। এমন একটি অসভ্য লোকের উপর বর্ষিত হলো করুণার বৃষ্টি।

এর দ্বারা বোঝা গেল, যে সমস্ত লোক মানুষের মর্যাদা বোঝে না এবং সভ্যতা বিবর্জিত কথাবার্তা বলে মানুষকে কষ্ট দেয় তার কথাবার্তা, আচার-আচরণে প্রভাবিত হওয়া যাবে না এবং তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে।

www.pathagar.com

ভিক্ষুকের প্রতি অনুগ্রহ

ভিক্ষুকের হক কী?

হযরত হুসাইন ইবনে আলী রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ভিক্ষুকেরও হক রয়েছে। যদিও সে ঘোড়ার উপর চড়ে আসে। (আবু দাউদ- পৃ: ২৩৫)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কোন ভিক্ষুককে ফিরিয়ে না দেয়। যদিও তার হাতে কঙ্কণ দেখতে পাও। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৩, পৃ: ১০৫)

ফায়দা : অর্থাৎ ভিক্ষুককে বাহ্যিকভাবে যদি স্বচ্ছল এবং মনোরম পোশাক পরিহিত দেখা যায়, তথাপিও তার প্রার্থনার দিকে লক্ষ্য করে তার সম্মানার্থে কিছু দিয়ে দিবে। বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে যদি স্বাবলম্বীও মনে হয় তথাপি তাকে নিরাশ করবে না। স্বচ্ছল অবস্থার অধিকারী অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী, সুস্থ, সবল এবং তার নিকট প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। তার জন্য ভিক্ষা করা কখনো জায়েয নয়। এমন ব্যক্তিদের জন্য ভিক্ষা করা জঘন্য অপরাধ এবং এ ধরনের ব্যক্তি শাস্তির উপযুক্ত। কেননা বিনা প্রয়োজনে সওয়াল করে কোন জিনিস গ্রহণ করা মানে জাহান্নামের অগ্নিশিখা গ্রহণ করা। সঙ্গত কারণে ভিক্ষাবৃত্তি অপছন্দীয় কাজ। তথাপি যেহেতু সে সওয়াল করছে, আর সওয়ালকারীর হক হচ্ছে কম হোক বা বেশি হোক কিছু তাকে দান করা এবং এও জায়েয আছে যে, মার্জিতভাবে এবং উৎকৃষ্ট আচরণের সাথে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যহীনভাবে তার নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করবে। আর কাউকে যদি নিষ্প্রয়োজনে ভিক্ষা করতে দেখ তাকেও বুঝিয়ে দিবে যে, ভিক্ষা করা ভাল নয়; হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ এবং ধমকি এসেছে।

আল্লামা কুরতুবী র. আল জামে গ্রন্থে ও আল্লামা আলুসী বাগদাদী র. রুহুল মাআনীতে লিখেছেন, তাকে উত্তম আচরণের সাথে ফিরিয়েও দিতে পারে।

(রুহুল মাআনী- পৃ: ১৬৪, কুরতুবী- খ: ১০, পৃ: ১০২)

আল্লামা কুরতুবী র. রাসূলে করীম সা. -এর হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ভিক্ষুককে একেবারে সাধারণ জিনিসও যদি দান কর, তবে মিষ্টভাষা দ্বারা তাকে বিদায় কর। (খ: ১০, পৃ: ১০২)

www.pathagar.com

ভিক্ষুককে দেয়ার মত কিছু না থাকলে ....?

উম্মে বুজাইদ রা. যিনি নবী করীম সা. এর নিকট বাইয়াত করছিলেন। বর্ণনা করেন, আমি একবার নবী করীম সা. এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম যে, অনেক সময় ভিক্ষুক, অসহায় লোক দরজায় এসে খাড়া হয়, অথচ (ঘরে) এমন কিছু পাই না, যা তাকে দিব। নবী করীম সা. বললেন, যদি সামান্য খেজুর বীচি ব্যতীত আর কিছু না থাকে তাহলে তাই তার হাতে দিয়ে দাও।

(তিরমিযী- পৃঃ ১৪৪, আবু দাউদ- পৃঃ ২৩৫)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে, যখন ভিক্ষুক আশা নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ায় হয়, তখন যদি দেয়ার উপযুক্ত কোন জিনিস না থাকে তাহলে সাধারণ থেকে সাধারণ জিনিস মানুষের নিকট যার কোন গুরুত্ব নেই দিয়ে দাও, তবু খালি ফেরত দিও না। যেমন আমাদের সমাজে বাসি রুটি, দু'এক টাকা দেয়া হয়।

মসজিদে সওয়ালকারী সম্পর্কে

আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আজ একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে? আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, ইতোমধ্যে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন হঠাৎ একজন ভিক্ষুককে সওয়াল করতে দেখলাম। আমি (স্বীয় পুত্র) আব্দুর রহমানের হাতে রুটির টুকরা দেখতে পেলাম। তখন আমি রুটির টুকরাটি তার হাত থেকে নিয়ে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলাম। (আবু দাউদ- পৃঃ ২৩৫)

ফায়দা : আল্লাহর ঘরে গিয়ে বান্দার নিকট সওয়াল করা কতিপয় ফুকাহায়ে কিরাম মাকরূহ লিখেছেন। আল্লামা শামী র. লিখেছেন, সওয়ালকারী যদি মসজিদের কাতার কেটে না যায়, মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে অতিক্রম না করে, তাহলে তাদেরকে দান করা জায়েয হবে। (খঃ ৬, পৃঃ ৪১৭)

আজকাল সাধারণতঃ দরজার নিকট একটি পৃথক স্থানে কাপড় বিছিয়ে বসে যায়, এমন ছুরতে তাদেরকে দান করা বিনা কারাহাতে জায়েয আছে। শরহে মুহাজ্জাবা গ্রন্থে নববী র. সায়েল (ভিক্ষুক)দেরকে মসজিদের মধ্যে দান করা মুস্তাহাব লিখেছেন। অর্থাৎ বিনা কারাহাতে জায়েয আছে।

(হাশিয়ায়ে আবু দাউদ- খঃ ২, পৃঃ ২৩৫)

ভিক্ষুকের আগমনে আনন্দিত হওয়া

হযরত্ব আলী ইবনে হুসাইন রা. এর নিকট যখন কোন ভিক্ষুক আসত, তখন তাকে মারহাবা ও স্বাগতম জানাতেন এবং বলতেন, এরা আমার সম্পদ ইহকাল থেকে পরকালে স্থানান্তরিত করে দিচ্ছে। (কিতাবুল বির পৃঃ ২১৬)

www.pathagar.com

ফায়দা : যেহেতু ভিক্ষুক-সায়েলকে দান করলে পরকালে তার প্রতিদান পাওয়া যায়, সুতরাং সে যেন সম্পদ পরকালে স্থানান্তরিত করে দিল।
হযরত ইবরাহীম নাখয়ী র. বলেন, ভিক্ষুকরা বড় ভাল লোক, তারা মানুষকে জিজ্ঞাসা করে আখেরাতের জন্য কিছু পাঠাতে চাও কি? (রূহুল মাআনী- খ: ৩, পৃ: ১৬৪)

একটি খেজুরের বীচি হলেও ফেরত দিবে না

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সায়েলকে ফেরত দিবে না। একটি খেজুরের বীচি যদি হয় তাও ভাল।

(বায়হাকী- খ: ৩, পৃ: ২২৭)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! নিজেকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। হে সুফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব! হে রাসূলের ফুফী! নিজেকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। আমি স্বেচ্ছাধীন নই। হে আয়েশা! কোন ভিক্ষুক যেন তোমার নিকট থেকে ফেরত না যায়। চাই একটা খেজুর বীচিই হোক না কেন। (বায়হাকী- খ: ৩, পৃ: ২২৭)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে ভিক্ষুককে যথাসম্ভব ফিরিয়ে দিবে না। কারণ আমাদের জানা নেই সে কোন পেরেশানী নিয়ে, কোন আশা নিয়ে এসেছে। ফিরিয়ে দিলে হয়তো তার মন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। দুঃখ পাবে। সুতরাং কিছু দিয়ে দিবে। কোন ভাল জিনিস যদি না থাকে তাহলে সাধারণ জিনিস, যার তেমন মূল্য নেই, গুরুত্ব নেই তা দিয়ে দিবে। কারণ সাধারণ নেকীও সাধারণ নয়। অনেক সময়ে এটিও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে কাজে আসে।

ফিরিশতা ভিক্ষুক সেজে আসেন

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের নিকট কখনো কখনো এমন ভিক্ষুক আসে যারা মানবও নয়, জিনও নয় বরং তারা আল্লাহর ফিরিশতা, যাকে দিয়ে মানুষকে খোদাপ্রদত্ত নিয়ামতের উপর পরীক্ষা চালানো হয় যে, তারা কোন ধরনের আচরণ করে।

(কিতাবুল বির পৃ: ২১৬)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে কখনো কখনো আল্লাহর ফিরিশতা ভিক্ষুক সেজে আসেন। আল্লাহ পাক তাকে এ উদ্দেশ্যে পাঠান যে, মানুষকে আমি যে ধনভাণ্ডার দান করেছি এ ক্ষেত্রে সে কী আচরণ করে? তিনি দান করেছেন তার রাস্তায় এবং তার কথায় দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের প্রতি ব্যয় করে নাকি কৃপণতা করে হাত গুটিয়ে রাখে। যদি সে দান না করে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তাহলে খোদাপ্রদত্ত নিয়ামত এবং সম্পদ তার থেকে ছিনিয়ে

www.pathagar.com

নেয়া হয়। এ মর্মে নবী করীম সা. অতীতের উম্মতদের এ জাতীয় পরিস্থিতিতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন- বুখারীর মধ্যে তিন ব্যক্তির সাথে সংঘটিত যে ঘটনার কথা উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে ভিক্ষুক ছিল মানবরূপী ফিরিশতা। এটি বড় ভয়ংকর ক্ষেত্র, তাই যা হোক কিছু দিয়ে দিবে। এতে তোমার সম্পদ কমে যাবে না, বরং বরকত হবে।

কোন ভিক্ষুককে যেন ফেরত না দেয়া হয়

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, মানুষের মধ্যে একটি শ্রেণী (সাহাবায়ে কিরাম) কে পেয়েছি যারা ঘরের লোকদের গুরুত্ব সহকারে বলে দিতেন যে, কোন ভিক্ষুককে যেন ফেরত না দেয়া হয়। (কিতাবুল বির পৃঃ ২১৬)

ফায়দা : অনেকেই ঘরের লোকদেরকে এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে বলে দেয়, কোন ভিক্ষুক আসলে তাকে কিছু দিয়ে দিবে, খালি হাতে ফেরত দিবে না। মহিলারা সাধারণত এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। এ জন্য ঘরের লোকদেরকে বলে দিতে হবে তারা যেন এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখে।

যে জিনিস চাওয়া ছাড়া পাওয়া যায়, তার মধ্যে বরকত হয়

হযরত আয়েশা রা. কে নবী করীম সা. বললেন, হে আয়েশা! চাওয়া ছাড়া যে জিনিস পাওয়া যায়, তা গ্রহণ করো। কারণ তা আল্লাহর দান যা তিনি পাঠিয়েছেন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, চাওয়া ছাড়া যে জিনিস পাওয়া যাবে, তা আল্লাহর নিয়ামত যা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দান করেছেন।

ফায়দা : যে সমস্ত জিনিস চাওয়া ছাড়া এবং মনের লালসা ছাড়া পাওয়া যাবে, তা গ্রহণের জন্য এবং ফিরিয়ে না দেয়ার জন্য নবী করীম সা. তাকীদ করেছেন। এটি হাদিয়া ও তোহফা আল্লাহর পক্ষ হতে। সুতরাং এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর বরকত। যদি প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত হয়ে যায়, তাহলে অন্যকে দিয়ে দিবে। এতে সদকা খয়রাতের সওয়াব লাভ করতে পারবে। হ্যাঁ, তবে যদি সন্দেহযুক্ত মাল হয় বা পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য দিয়ে থাকে বা খোটা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে গ্রহণ করবে না।

যা চাওয়া ব্যতীত লাভ করবে তা ফেরত দিবে না

খালেদ জুহানী রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের পক্ষ হতে কোন জিনিস চাওয়া এবং আশা ছাড়া লাভ করবে তা যেন

www.pathagar.com

সে গ্রহণ করে; ফিরিয়ে না দেয়। কারণ ঐ ব্যক্তি যা পাঠিয়েছে তা আল্লাহর দান। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ১০৩)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে জিনিস চাওয়া ছাড়া পাওয়া যায় তা গ্রহণ করবে। কারণ তা আল্লাহর পাঠানো রিযিক। হাসান বসরী র. বলেন, যে মালটি তার নিকট বিনা প্রচেষ্টায় অপ্রত্যাশিতভাবে আসবে, তার মধ্যে কোন সমস্যা নেই।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ১০৪)

ফায়দা : উপরোক্ত সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, যে জিনিস অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া যাবে এবং মালটি সন্দেহযুক্ত হবে না তা গ্রহণ করে নিবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য। আয়েজ ইবনে আমরের হাদীসে এসেছে যদি ধনী হয় তাহলে কোন ঠেকা ব্যক্তিকে দান করে দিবে। অকারণে ফেরত দিবে না।

সায়েলকে ঋণ গ্রহণের নির্দেশ

হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. এর নিকট এসে উপস্থিত হল এবং কিছু সওয়াল করল। নবী করীম সা. বললেন, আমার কাছে কিছু নেই। অতঃপর নবী করীম সা. বললেন, ঋণ করে কাজ চালিয়ে নাও। যখন আমার নিকট কিছু আসবে তোমাকে দিয়ে দিব।

ফায়দা : সায়েলকে নবী করীম সা. বললেন, আমার পক্ষ হতে ধার করে নাও। পরে হাতে আসলে আমি ঋণ পরিশোধ করে দিব। এটা ছিল নবী করীম সা. এর বদান্যতার নমুনা। সায়েল যদি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, তাহলে এরূপ কাজ করা বিরাট সওয়াবের কারণ, যাতে তার প্রয়োজনটা যথাসময়ে পূর্ণ হয়ে যায়। এটা ছিল নবী করীম সা. এর অস্বাভাবিক বদান্যতার নিদর্শন যে, না থাকাবস্থায়ও বঞ্চিত করেননি বরং নিজের নামে করজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে ইসলামের আদর্শ। নামধারী রাসূল প্রেমিকদের নসীবে কি আছে কি জানি? বর্তমান যুগে ইবাদত-বন্দেগীর কিছু মানসিকতা আছে ঠিকই, কিন্তু এ ধরনের উপকার ও কল্যাণ সাধনের মনমানসিকতা নেই।

আল্লাহর ওয়াস্তে যদি চায় ....

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তাকে আশ্রয় দান করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সওয়াল করবে, তাকে দান করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য তলব করবে, তাকে সাহায্য করবে। যে ব্যক্তি তোমাকে উপকার করবে, তার প্রতিদান দিবে। যদি কোন প্রতিদান দিতে না

www.pathagar.com

পার, তাহলে তার জন্য দুআ করতে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার বিশ্বাস জন্মাবে যে, তুমি তার প্রতিদান পূর্ণ করে দিয়েছ। (আবু দাউদ- পৃঃ ২৩৫)

ফায়দা : আল্লাহর নামের ওসীলা দিয়ে যদি কেউ কিছু চায় তাহলে আল্লাহর নামের সম্মান-মর্যাদা ও বড়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করে ফিরিয়ে দিবে না। কারণ তখন না দিলে আল্লাহর নামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। এজন্যই আল্লাহর নামের ওসীলা দিয়ে চাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ এক্ষেত্রে না দেয়ার কারণে আল্লাহর নামের সাথে বেআদবী করা হয়।

আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে কী চাইবে?

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে জান্নাত ব্যতিত (পার্থিব কোন জিনিস) চাইবে না।

(আবু দাউদ- পৃঃ ২৩৫)

দুনিয়ার তুচ্ছ জিনিস, আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে চাইলে তা আল্লাহর নামের প্রতি এক প্রকার অবমাননা। হ্যাঁ, যদি চাইতে হয়, তাহলে জান্নাত চাইবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে বলব কি? আমরা বললাম, জি হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে চায় এবং তাকে না দেয়া হয়। (নাসায়ী পৃঃ ২৫৮)

অনুরূপ হযরত রাফে রা. হতে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর ওসীলা দিয়ে সওয়াল করে এবং অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি যার নিকট আল্লাহর দোহাই দিয়ে চাওয়া হয় তথাপি সে দেয় না।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৩, পৃঃ ১০৬)

ফায়দা : না দেয়ার ক্ষেত্রেও অভিশাপ এই কারণে যে, সে আল্লাহর দোহাই এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং আল্লাহর নামের সাথে এক রকম বেয়াদবী করেছে।

www.pathagar.com

ইকরামুল মুসলিমীন

স্বীয় রবের ইকরাম

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের ইকরাম করল, সে যেন স্বীয় প্রতিপালকের ইকরাম করল। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ১৬)

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসলিম বাদশাকে ইকরাম করল, সে যেন আল্লাহকে ইকরাম করল।

(জামে ছগীর- পৃ: ৫১৮)

মুমিনের মর্যাদা কাবা শরীফের চেয়েও বেশি

হযরত ওমর রা. কাবা শরীফ দেখে বললেন, হে কাবাঘর! তুমি কতটুকু সম্মানের অধিকারী এবং কী পরিমাণ তোমার মর্যাদা? একজন মুমিন কিন্তু আল্লাহর নিকট তোমার চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী।

(তিরমিযী, তারগীব- খ: ৩, পৃ: ২৪০)

হযরত ইবনে ওমর রা. এর একটি হাদীসে নবী করীম সা. এর ইয়াওমুন্নাহারে প্রদত্ত ভাষণটি নকল করা হয়েছে। ভাষণটি হচ্ছে, এটা হজ্জে আকবারের দিবস। তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান এতটা মর্যাদার অধিকারী, যতটা মর্যাদার অধিকারী এই শহর, এই মাস এবং এই দিবস। (ইবনে মাজা- পৃ: ২১৯)

মর্মার্থ হচ্ছে কারো সম্মান নিয়ে খেলা করা, কাউকে অপদস্ত করা, অভিশাপ দেয়া, তিরস্কার করা, দোষ গোপন করার পরিবর্তে বেইজ্জত করতে উঠে পড়ে লাগা- সবই শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং হারাম। যদ্বারা আমাদের পরিবেশটাই অশান্তিপূর্ণ হয়ে গেছে। কারণ নিজেকে বর্তমানকালে মর্যাদাবান হিসেবে প্রকাশ করা অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখাকে বিবেকের পূর্ণতা মনে করা হয়! আল্লাহর আশ্রয় চাই।

www.pathagar.com

বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন

বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দের মর্যাদা বোঝে না সে আমার উম্মত নয়। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৩৫১)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের হক বুঝে না এবং সৎকাজের আদেশ অসৎকাজে নিষেধ না করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। (বায়হাকী- পৃঃ ৪৫৭)

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সে আমার উম্মত নয় যে ছোটদেরকে স্নেহ করে না, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে না।

(বায়হাকী- পৃঃ ৪৫৭)

হযরত আবু উসামা রা. বলেন, নবী করীম সা. এর মজলিসে হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা., হযরত আবু উবায়দা রা. এবং অন্যান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে পেয়ালা ভর্তি কোন পানীয় এসেছিল। রাসূলুল্লাহ সা. আবু উবায়দার সামনে পেশ করলেন। আবু উবায়দা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনিই তো এর অধিক হকদার। নবী করীম সা. বললেন, হে আবু উবায়দা! নিয়ে নাও। তিনি নিয়ে নিলেন। পান করার পূর্বে পুনরায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি গ্রহণ করুন। এরপর নবী করীম সা. বললেন, পান করে নাও। বরকত তোমাদের বড়দের সাথে রয়েছে। যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না সে আমার উম্মত নয়। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১৫)

বৃদ্ধ মুসলমানের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ

হযরত আবু মুসা আশয়ারী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বৃদ্ধ মুসলমানের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ৪৫৯)

www.pathagar.com

ফায়দা : শরীয়তে বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ এসেছে যেহেতু ঈমান, ইসলাম ও ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য দিয়ে তার জিন্দেগী কেটেছে। বার্ধক্যে পৌঁছলে সাধারণত বিবেক-বুদ্ধি, বুঝ-শক্তিতে পরিবর্তন আসে। যদ্দরুণ মানুষ তার প্রতি বিদ্রুপ করে যে, এমন করা ঠিক নয়। এটা একপ্রকার বোকামী।

দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগে যুব সমাজ বৃদ্ধদের নিয়ে বিদ্রুপে মেতে ওঠে। তাদের নিয়ে ঠাট্টা করে। বিস্ময়কর ব্যাপার! অনেকে বৃদ্ধদের হাঁটাচলার ভাব-ভঙ্গিমায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। হায়রে! তারা যদি বুঝত যে, আমাদের বার্ধক্যকালে যুগের হাল-গতি এর চেয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে। সে সময় আমরা না একা একা চলতে পারব, না নিজের প্রয়োজন নিজে পূর্ণ করতে পারব।

তাই আমাদের কর্তব্য হল বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং তাদের খেদমত করে তাদের থেকে দুআ নেয়া।

বার্ধক্যকালে কে সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হবে?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে যুবক বৃদ্ধ লোকের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আল্লাহ পাক তার বার্ধক্যের সময়ে সম্মান ও শ্রদ্ধার ব্যবস্থা করে দেন। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৬৭)

ফায়দা : নবীন তরুণরা সাধারণত বৃদ্ধ দুর্বল লোকদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। প্রবণতা এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, সেই সন্তান যার পিছনে জান-জীবন, ধন-সম্পদ কুরবানী করে লালন-পালন করেছে, সেও আপন পিতার প্রতি বিদ্রুপে মেতে ওঠে, তাকে অশ্রাব্য বেয়াদবীমূলক শব্দ দ্বারা ডাকে। যদি কিছু বলে বা কিছু পরামর্শ দান করে তাহলে তাকে বোকা বানিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করে।

সন্তানদের পক্ষে বিশেষ করে স্বীয় বৃদ্ধ পিতার সাথে এ ধরনের আচার-আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং আখলাকের আশঙ্কাজনক অবনতি।

হাদীসে এ মর্মে অনেক তাকীদ এসেছে, এ শ্রেণীর লোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। তাদের প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন। বৃদ্ধজনদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলা হয়েছে, বৃদ্ধদের প্রতি যারা এখন সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, তাদের কথাবার্তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে এবং তাদের খেদমত করবে তারা দুনিয়াতে এর প্রতিদান পাবে। আর তা হল যখন এরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হবে তখন আল্লাহ পাক তার শ্রদ্ধা-

www.pathagar.com

মর্যাদা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে দিবেন। অন্যথায় এরা যুগ-সমাজের আবর্তনে তাদের থেকে অধিক বীতশ্রদ্ধা ও অবমূল্যায়নের শিকার হবে।

আমাদের মুসলিম সমাজে এ ধরনের অসভ্য ধ্যান-ধারণা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং স্বেচ্ছাচারী রীতি-নীতি হতে আমদানী হয়েছে।

বাড়ির বৃদ্ধদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখা গেছে, স্বয়ং পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততিও তাদের বেঁচে থাকাটাকে নিজেদের জন্য কষ্ট এবং মসিবতের কারণ মনে করে। তাদের মৃত্যু দ্রুত সংঘটিত হোক এই কামনা করে। এ কথা বোঝে না যে, তাদের খেদমত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা দ্বারা দীন-দুনিয়ার কত উপকার হয়। তাদের দুআ-বদদুআ কবুল হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। তাদের খেদমত ও ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে দুনিয়াতে এ লোকটিও খেদমত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত হবে এবং বার্ধক্যের সময়ে তার সাথেও ভক্তিপূর্ণ আচরণ করা হবে।

বড়দের সাথে বরকত রয়েছে

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বরকত তোমাদের বড়দের সাথে রয়েছে।

(বায়হাকী, মাকারেমুল খারায়েতী- খঃ ১, পৃঃ ৩৫৪)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর একটি বর্ণনায় এসেছে কল্যাণ এবং মঙ্গল তোমাদের বড়দের সাথে রয়েছে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১৮)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে সকল বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করবে, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হবে। তাদের কথা মেনে চলবে। তাদেরকে নিজেদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের কারণ মনে করবে। তাদেরকে পিছনে ফেলে রাখবে না। তাদের বেঁচে থাকাকে কষ্টের কারণ মনে করবে না।

যে কোন বিষয়াদিতে বড়দের আগে রাখার নির্দেশ

হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের একটি দল নবী করীম সা. এর খেদমতে উপস্থিত হল এবং একজন কম বয়সী ব্যক্তি নবী করীম সা. এর সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করে দিল। তখন নবী করীম সা. বললেন, থামো। তোমাদের মুরব্বী কোথায়? (বায়হাকী- খঃ ৮, পৃঃ ৪৬১)

হযরত রাফে এবং সাহাল বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সাহাল এবং মাহিসা ইবনে মাসউদ খায়বার গিয়েছিলেন। খেজুরের বাগিচার নিকট গিয়ে উভয়ে কোন জরুরতে পৃথক হয়ে গেলেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন সাহলকে কেউ খুন করে ফেলল (তখন এ ঘটনার বিবরণ বর্ণনা এবং শরয়ী হদ বাস্তবায়নের জন্য) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সাহল এবং হুওয়াইনা ও মাহীসা যারা ছিল ইবনে

www.pathagar.com

মাসউদের সন্তান, এরা নবী করীম সা. খেদমতে উপস্থিত হন। মামলা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করে দিল হযরত আব্দুর রহমান এবং সে ছিল দলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। নবী করীম সা. বললেন, বড়দেরকে সামনে দাও। অর্থাৎ তোমার বড়দেরকে বলতে দাও। (বুখারী- পৃ: ৯০৭, মেশকাত- পৃ: ৩০৬)

ফায়দা : উক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল, দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি বড় থাকে তাহলে তাকে আলাপ আলোচনা এবং অন্যান্য মুয়ামালায় সামনে এগিয়ে দেয়া উচিৎ। এ বিষয়ে ইমাম বুখারী اكرام الكبير শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন যে, বড়কে সামনে রাখবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বৃদ্ধ মুরব্বীদেরকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা হয় না। যুব শ্রেণী নিজেদেরকেই সমস্ত বিষয়ে উপযুক্ত ও যোগ্য মনে করে।

বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা কিয়ামতের আলামত

হযরত আয়েশা রা. এর একটি বর্ণনায় এসেছে নবী করীম সা. এরশাদ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়গুলো প্রকাশ না পাবে। অতঃপর নবী করীম সা. বলেন, ছোটরা বড়দের প্রতি দুঃসাহসী এবং নির্ভীক হয়ে উঠবে। (অর্থাৎ আগে বেড়ে বেয়াদবীমূলক কথাবার্তা, আচার-আচরণ করতে শুরু করে দিবে।) এবং ভক্তি শ্রদ্ধাকে দূরে নিক্ষেপ করে দিবে। (মাকারেমুল খারায়েতী- খ: ১, পৃ: ৩৫৭)

হযরত হাকীম র. বলেন, আমার পিতা আসেম র. ইন্তেকালের সময় সন্তানদের ওসিয়ত করে গেলেন, আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে এবং তোমাদের বড়দেরকে নেতা বানাবে। যখন কোন গোত্র তাদের বড়দেরকে নেতা বানাবে, তখন তাদেরকে পিতৃপুরুষদের উত্তম অনুসারী এবং সৎ উত্তরসূরী মনে করা হয়। আর যখন কোন ছোটকে নেতা বানানো হয়, তখন তারা তাদের বড়দেরকে যেন স্বজাতির মধ্যে হেয় প্রতিপন্ন করল।

(আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ১৬৮)

ফায়দা : এর দ্বারা বুঝা গেল, বড়দেরকে বড় করে রাখা, তাদেরকে নেতা বানানো এবং তাদের অধীনে থাকা কল্যাণ ও বরকতের কারণ।

গোত্রের সরদারকে সম্মান করার নির্দেশ

হযরত জরীর রা. বর্ণনা করেন, আমি ইসলামের বায়আত হওয়ার জন্য নবী করীম সা. এর খেদমতে হাজির হলাম, তখন নবী করীম সা. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, জরীর! কী উদ্দেশ্যে এসেছ? আমি বললাম, আপনার হস্ত

www.pathagar.com

মোবারকে ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। নবী করীম সা. আমার দিকে স্বীয় চাদর নিক্ষেপ করলেন। এরপর সাহাবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, যখন তোমাদের নিকট গোত্রের সম্ভ্রান্ত গুরুজন আসবেন তখন তোমরা তাকে সম্মান করবে। (বায়হাকী- খ: ৭, পৃ: ৪৬২)

হযরত জরীর রা. এর অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি আর আখেরাতের প্রতি ঈমান আনবে' (এবং এ কথাটাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন)। অতঃপর বললেন, যখন তোমাদের নিকট কওমের গুরু আসবে (চাই সে কাফির, ফাসিকই হোক না কেন) তাকে তোমরা সম্মান করবে। (বায়হাকী- খ: ৭, পৃ: ৪৬২)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কাছে কোন গোত্রের কোন সম্মানিত ব্যক্তি আসবে তখন তাকে তোমরা সম্মান করবে। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃ: ১৬)

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের নিকট কোন গোত্রের বড় কোন ব্যক্তিত্ব আগমন করবে, তখন তাকে সম্মান করবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃ: ১৬)

কাফের ফাসেক হলেও সম্মান করার নির্দেশ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর রা. এবং হযরত ওমর রা. আগমন করলেন। ইতোমধ্যে নবী করীম সা. এর খেদমতে উয়াইনা ইবনে হুসাইন এসে উপস্থিত হলেন। নবী করীম সা. একটি গালিচা চাইলেন এবং তার উপর তাকে বসতে বললেন। অতঃপর বললেন, যখন তোমাদের নিকট কোন গোত্রের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করবে তখন তাকে সম্মান করবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ১৬)

ফায়দা : উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা বোঝা গেল, প্রত্যেকটা লোককে সম্মান করা ইসলামের উন্নত আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যে সমস্ত ব্যক্তি বিভিন্ন জনপদ, মহল্লা, এলাকা বা রাষ্ট্রের প্রধান কিংবা শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত নেতা বা দায়িত্বশীল হবেন তাদেরকে সম্মান করতে হবে। চাই সে কাফির, ফাসেক কিংবা জালেম হোক না কেন। যখন তিনি আমাদের নিকট আসবেন চাই তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই আসেন না কেন, তিনি সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবেন। যেমন নবী করীম সা. সম্মান করেছেন। তাদের প্রতি যেন অবজ্ঞা অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন না করা হয়। পরিবেশ পরিস্থিতি ও সামাজিক রীতি-নীতি অনুযায়ী যে সমস্ত বিষয়ের দ্বারা সম্মান

www.pathagar.com

প্রকাশ পায় সেগুলো অবলম্বন করতে হবে। (তবে সেগুলো যেন ইসলাম বিরোধী না হয়- অনুবাদক) যেমন চেয়ারের উপর বা ভাল কোন স্থানে বসাবে। চা, পান প্রভৃতি পেশ করবে। সম্মান বজায় রেখে আলাপ করবে। তবে অন্তরে অন্তরে তাকে বড় জানতে পারবে না, তার পার্থিব পদমর্যাদার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। দিলের মধ্যেও তার মর্যাদাকে স্থান দিবে না এবং মানুষের নিকট তার মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করবে না।

ফাসেক এবং কাফিরের প্রতি অবজ্ঞা করার নির্দেশ এসেছে। তার মতলব হচ্ছে, তাদের পরিবেশে গিয়ে তাদের সম্মান শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করবে না কিংবা দিলের মধ্যেও তাদের মর্যাদাকে স্থান দিবে না। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে। মূলকথা হল, যারা আমাদের মজলিসে আসবে বা আমাদের কাছে আসবে তাদের সাথে আমাদের আচরণটা হবে সম্মানজনক, যাতে ইসলাম এবং আহলে ইসলাম তাদের দৃষ্টিতে সম্মানের বিষয় হয়। এটাই হচ্ছে ইসলামী আদর্শ এবং তার বহিঃপ্রকাশ।

বিশেষ সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বৃদ্ধ লোক, ন্যায়পরায়ণ বাদশা এবং কুরআনের ধারক-বাহকদের সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর। এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনও করা যাবে না, শিথিলতাও করা যাবে না। (মাকারেমুল খারায়েতী- খঃ ১, পৃঃ ৩৫৮)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন, সাধারণ মুমিনদের প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে, উল্লেখিত ব্যক্তিত্বদের সম্মান হবে তার চেয়ে অধিক। হাফেজ, নেককার বান্দা, দীনের উত্তরসূরী, ওলামায়ে রব্বানী, ইলম ও ফজল এবং তাকওয়ার অধিকারীদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। পূর্বে উল্লেখিত বর্ণনাগুলোতে সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং উম্মতের মধ্যে খাস ব্যক্তিগণের সম্মান তাদের থেকে অধিক হবে।

হযরত শাবী র. বলেন, হযরত জায়েদ ইবনে সাবেত রা. কোন এক জায়গায় জানাযার নামায আদায় করলেন। অতঃপর যখন তিনি প্রস্থান করতে লাগলেন তখন আমি তাঁর সওয়ারী তাঁর নিকট এগিয়ে দিলাম। যাতে তিনি এর উপর আরোহন করতে পারেন। ইতোমধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস রা. আগমন করলেন। তিনি তার সওয়ারীর লাগাম ধরলেন। হযরত জায়েদ রা. বললেন, হে রাসূলের চাচাতো ভাই! আপনি এর লাগাম ছেড়ে দিন। হযরত

www.pathagar.com

ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আমাদেরকে ওলামা এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (এহইয়াউল উলূম- খ: ১, পৃ: ৫৪)
হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত উবাই ইবনে কাব রা. এর নিকট কুরআন শিক্ষা করতে যেতেন। যখন তিনি তার বাড়িতে পৌঁছতেন তখন দরজার কড়া নাড়াতেন না। বরং দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ উবাই ইবনে কাব বাহিরে তাশরীফ না নিতেন। হযরত উবাই ইবনে কাব রা. হযরত ইবনে আব্বাসের এরূপ অপেক্ষায় কষ্ট অনুভব করতেন। একদিন (হযরত উবাই রা.) বললেন তুমি দরজার কড়া নাড়ো না কেন? ইবনে আব্বাস রা. উত্তর দিলেন, সর্বসাধারণের মধ্য আলেমগণ সম্মানের পাত্র হয়ে থাকেন। (রূহুল মাআনী- খ: ২৬, পৃ: ১৩১)

বড়দেরকে যে শ্রদ্ধা করে না সে আমার উম্মত নয়

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বড়কে শ্রদ্ধা করে না, ছোটকে স্নেহ করে না এবং সৎকাজের আদেশ করে না সে আমার উম্মত নয়। (মেশকাত- পৃ: ৪২৩)
ফায়দা : এটা সর্বস্বীকৃত কথা যে, যারা বড়দের শ্রদ্ধা করে না তারা অন্যদের কাছে শ্রদ্ধা পায় না এবং যারা বড়দের শ্রদ্ধা করে না, বড়রাও তাদেরকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে না। এভাবে একের সম্পর্ক অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, বড় বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা বয়সের দিক দিয়ে বড়। অনুরূপভাবে যারা আহলে ইলম, আহলে ফজল তারাও বড়দের মধ্যে। তারাও বড়দের মধ্যে গণ্য যারা গোত্র বা সমাজের কর্ণধার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও দায়িত্বশীল। এ সকল ব্যক্তিত্ব বয়সে যত ছোটই হোক না কেন সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার উপযুক্ত।

প্রয়োজন যার সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে যাবে

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. বলেন, একদিন আমার নিকট হযরত ওমর আগমন করলেন, প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দেয়া হল, আমার এক দাসী আমার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। আমি মাথা টেনে নিলাম। হযরত ওমর রা. বললেন, তাকে আচড়াতে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে ডেকে পাঠালেইতো আমি উপস্থিত হয়ে যেতাম। এ কথার পর হযরত ওমর রা. বললেন, কাজ তো ছিল আমার। সুতরাং আমার আগমনটা উচিৎ ছিল। (আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ৯৭৩)

www.pathagar.com

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল, যার কাছে প্রয়োজন, যার সাথে সম্পর্ক তার কাছে নিজেই হাজির হবে; তাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠাবে না। ইসলামের উন্নত উত্তম আদর্শ হল নিজের কাজের জন্য যার সাথে কাজটা সম্পৃক্ত তাকে ডেকে খামোখা কষ্ট দিবে না বরং সুযোগ মত নিজেই তার নিকট চলে যাবে। চাই সে সমবয়সী হোক বা ছোট হোক। যেমন আমিরুল মুমিনীনের দিকে লক্ষ্য করে দেখুন তিনি হযরত জায়েদ রা. এর নিকট স্বয়ং নিজেই গেলেন। এটাই সুন্নতী আদাব বা ইসলামের শিষ্টাচার এবং এর মধ্যেই ইকরামুল মুসলিম নিহিত।

স্বীয় উদ্দেশ্যে কাউকে ডাকা অহংকার ও আত্মগৌরবের নিদর্শন। যেমন কোন পদমর্যাদার অধিকারী এবং অহংকারী লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখবেন তারা নিজের প্রয়োজনেও কারো কাছে যাওয়াকে মর্যাদাহানিকর মনে করে। এটা এক প্রকার বোকামী ও মূর্খতা। আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাগণের অভ্যাস ও আদর্শ থাকে বিনয়পূর্ণ। ঐ সব ব্যক্তিদের অভ্যাস ও আদর্শকে অনুসরণ করা উচিত, কারণ এটা হচ্ছে জান্নাতবাসীদের গুণাবলির মধ্য হতে একটি গুণ।

www.pathagar.com

আহলে ইলম ও ফজলদের সম্মান

আলেমদের মজলিসে বসার নির্দেশ

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে বলেন, তুমি নিজের জন্য ওলামাদের মজলিসকে আবশ্যক করে নিবে এবং বিজ্ঞ লোকদের বাণী শুনবে। আল্লাহ্ পাক হেকমতের নূর দ্বারা মৃত প্রাণকে জীবিত করে দেন, যেমন জীবিত করেন মৃত জমিকে মুষলধারে পানি দ্বারা। (মাজমাউল যাওয়ায়েদ- খঃ ১, পৃঃ১৩০)

হযরত আব্বাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগিচার পাশ দিয়ে যাবে, তখন সেখানে কিছুক্ষণ বিচরণ করবে। নবী করীম সা. এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, জান্নাতের বাগিচা কী? মহানবী সা. উত্তরে বললেন, আহলে ইলমের মজলিস। (তারগীব, মাজমাউল যাওয়ায়েদ- খঃ ১, পৃঃ১৩১)

ফায়দা : আহলে ইলমের মজলিসে কুরআন হাদীস, জান্নাত ও জাহান্নাম, সওয়াব ও আখেরাতের কথা আলোচনা হয়, আল্লাহ-রাসূলের মারেফাতের কথা আলোচনা করা হয় আর এটাই চিরস্থায়ী জিন্দেগী ও জান্নাত লাভের উপায়। এজন্যই তাদের মজলিসে যাওয়ার এবং বসার নির্দেশ।

আল্লাহ্ পাকের নিকট বিশেষ মর্যাদা

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে উত্থিত করবেন। অতঃপর তাদের মধ্য হতে ওলামায়ে কেরামকে নির্বাচিত করবেন এবং বলবেন, হে ওলামায়ে কিরাম! আমি তোমাদেরকে আমার ইলম এজন্য দান করিনি যে, তোমাদের শাস্তি দিব। যাও তোমাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

(তাবরানী, মাজমাউল যাওয়ায়েদ- খঃ ১, পৃঃ১৩১)

ফায়দা : আমলদার এবং আল্লাহওয়ালা ওলামায়ে কেরামের সাথেই আল্লাহ পাকের এই বিশেষ আচরণ। নিশ্চয় এরা সবাই ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ্ পাক আমাদের মত লোকদেরকেও ঐ দলে শামিল করবেন- এই আমাদের প্রত্যাশা।

www.pathagar.com

যে আলিমের হক চেনে না সে আমার উম্মত নয়

উবাদা ইবনে সামেত রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বড়দের শ্রদ্ধা করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং ওলামায়ে কেরামের হক চেনে না, সে আমার উম্মত নয়। (তারগীব-১১৪, মাকারেমে তাবরানী- পৃ:৩৬৭)

ফায়দা : ওলামায়ে কেরামের হক হচ্ছে আখিরাত ও দীনের ব্যাপারে তাদের শরণাপন্ন হওয়া। তারা যদি ইলম ও দীনের খেদমত এবং তার প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে সে কাজে তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করা। যাতে তারা দীনের খেদমত যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়ে দীনকে টিকিয়ে রাখতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে এ ধারা অব্যাহত রাখতে পারেন।

দীনের খিদমতে সর্বাত্মকভাবে নিয়োজিত হওয়ার কারণে যদি জীবিকা অর্জন না করতে পারেন, তাহলে তাদের পার্থিব প্রয়োজনীয়তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ধর্মীয় বিষয়াদিতে তাদের অনুকরণ করতে হবে। যেন তেন ব্যাপারে তাদের প্রতি কুধারণা হতে বিরত থাকতে হবে। নিন্দা ও তিরস্কার করা যাবে না। এসব কাজের দ্বারা সর্বসাধারণের দীন বরবাদ হয়ে যায়। কারণ শেষাবধি আলেমদের প্রতিও যদি সুধারণা বজায় না থাকে, তবে দীন শিখবে কার কাছে? এজন্য যথাসম্ভব তাদের প্রতি সুধারণা এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। বাস্তবেই প্রশ্ন তুলবার মতো কোন আচরণ তাদের মাঝে দেখা গেলে বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিবে।

আহলে ইলমকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা মুনাফিকের কাজ

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির সাথে বেআদবী করা কেবল মুনাফিকেরই কাজ। ১. বৃদ্ধ মুসলিম, ২. আহলে ইলম, ৩. ন্যায়পরায়ণ শাসক। (তারগীব- পৃ: ১১৫)

ফায়দা : বোঝা গেল, আলেমকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং তার সাথে বেআদবী করা মুনাফিকের আলামত। কী ভয়ঙ্কর কথা! যারা নির্ভীকভাবে আলেম-ওলামার সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং বেআদবীমূলক আচরণে লিপ্ত থাকে, তারা যেন উক্ত হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করে। বর্তমানে কতইনা নির্ভয়ে আলেমদের গালমন্দ ও নিন্দা-সমালোচনা করা হয়। হায়! এ যে সাংঘাতিকভাবে ধরা খাওয়ার মত বিষয়!

আহলে ইলমদের জন্য মজলিস প্রশস্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মজলিসকে প্রশস্ত করা যাবে না, কিন্তু মাত্র তিন শ্রেণীর লোকের জন্য।

www.pathagar.com

১. আহলে ইলমের জন্য, তার ইলমের কারণে ২. বৃদ্ধদের জন্য, তার বয়োবৃদ্ধির কারণে ৩. শাসক, বাদশাদের জন্য, তাদের বাদশা এবং গভর্নর হওয়ার দরুণ। (মাকারিমে তাবরানী- পৃ: ৩৬৭)

ফায়দা : ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিত্বদের সম্মানার্থে মজলিসের লোকদের উচিত মজলিসে তাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া। তাদের মর্যাদা রক্ষা করা। এটা তাদের হক। খাস করে ওলামায়ে কেরাম এবং বুযুর্গদের জন্য। কিছু লোক বলে, সবার অধিকার সমান। এটা এক মূর্খসুলভ কথা। বড়দের সম্মানার্থে মজলিস প্রশস্ত করে জায়গা বের করে দেওয়া এবং তাদেরকে সম্মানজনক স্থানে বসানো একটি সঠিক ও যথোচিত কাজ, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

বরকত কার সাথে সংশ্লিষ্ট?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বরকত তোমাদের বড়দের সাথে। (তারগীব- খ:১, পৃ:১১৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

'আকাবির' এবং 'বড়' বলতে উদ্দেশ্য ওলামায়ে রব্বানী। আল্লামা মুনজিরী র. হাদীসটিকে 'ইকরামে ওলামা' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন।

ফায়দা : আহলে ইলমদের খিদমত এবং সোহবত দ্বারা ইলম এবং দীন আসে। বড়দের সাথে থাকলে বড়গুণ অর্জিত হয়। আফসোস! বর্তমান যুগে মানুষ আহলে ইলম এবং গুরুদের সঙ্গ-সংশ্রব হতে দূরে পালায়, পাছে মনের চাহিদাবিরোধী কিছু শুনতে হয় কি না!

আসলে তারা চায়, নফসের খাহেশাত পূর্ণ করতে মুরব্বীরা যেন তোমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে। এটা স্পষ্ট কথা যে, ওলামায়ে রব্বানীগণ এটাকে কখনো প্রশ্রয় দিতে পারেন না। এ কারণেই তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না, তাদের সংশ্রবে যেতে চায় না। যার একটা কুফল স্বরূপ, তারা দীন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ধর্মীয় মানসিকতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। মহৎ গুণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার অনুভূতি তাদের মধ্যে না আসলেও সমাজ অনুভব করছে। আল্লাহ পাক রহম করুন।

সেই যুগ থেকে পানা চাই

হযরত সাহল ইবনে সায়েদী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলতেন,

اللهم لا يدركنى زمان لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب الاعاجم والسنتهم السنة العرب

"হে আল্লাহ! সে যুগ যেন আমি না পাই, যে যুগে আহলে ইলমের অনুসরণ করা হবে না। কোন সহনশীল ব্যক্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। মানুষের দিল হবে আজমীদের মত আর মুখের ভাষা হবে আরবদের মত।

(তারগীব- খ:১, পৃ: ৪১৪)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে, এমন যুগে আমি পতিত না হই, যে যুগে ওলামায়ে কেরামকে অনুসরণ করা হবে না এবং অন্তরে কোন মহব্বত থাকবে না; কিন্তু ভাষা হবে মিষ্ট (অর্থাৎ- মুখে মধু, অন্তরে বিষ। -অনুবাদক) সম্ভবতঃ এই যুগটাই সে যুগ, কারণ এ যুগেও আহলে ইলমকে মানা হয় না, মানা হয় নিজের মনকে এবং নফসকে। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এমন যুগ থেকেই নবী করীম সা. আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

www.pathagar.com

মুমিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রসঙ্গে

কে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ?

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুমিন ভাইকে হেফাযত করল এবং তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার জন্য ফিরিশতা পাঠাবেন, যে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে। (মাকারেমে আখলাকে খারায়েতী- খ: ২, পৃ: ৮৪১)

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইকে অবমাননা থেকে রক্ষা করল (ইজ্জত রক্ষা করল, লাঞ্ছিত করল না।) আল্লাহ পাক তার চেহারাকে কিয়ামতের দিবসে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযী- খ: ২,পৃ: ১৪)

হযরত বারা ইবনে আজেব রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সুদের বাহাত্তরটি দরজা রয়েছে। সর্বনিম্ন দরজা হল মায়ের সাথে জিনা করার সমতুল্য আর সবচেয়ে বড় সুদ হল স্বীয় ভাইয়ের ইজ্জত নিয়ে খেলা করা।
(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ৯২)

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হতে রক্ষা করবে, তার প্রতি আল্লাহ পাকের জিম্মা হল তাকে আগুন থেকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। (তারগীব, মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃ: ৯৫)

মুমিনের মর্যাদা কাবার চেয়েও অধিক

হযরত ইবনে ওমর বলেন, মহানবী সা. কে দেখলাম তাওয়াফ করছেন এবং (কাবাঘরকে সম্বোধন করে বলছেন, কত সুরম্য সুদর্শন তুমি! কত আধ্যাত্মিকতা বিরাজমান তোমার মধ্যে! কতইনা সম্মানিত এবং মর্যাদাবান তুমি! আল্লাহর কসম! যার কুদরতী হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, মুমিনের জান ও মাল আল্লাহ পাকের নিকট তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। (ইবনে মাজা- পৃ: ২৮২)

হযরত ইবনে ওমর রা. কাবাঘরের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তুমি কী পরিমাণ মর্যাদার অধিকারী এবং কত বড়ইনা তোমার সম্মান। কিন্তু (হে কাবা!) মুমিন তোমার চেয়েও অধিক মর্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহ পাকের নিকট। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ২৪০)

www.pathagar.com

আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্তির হকদার কে?

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ এবং হযরত আবু তালহা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে অপদস্থ করবে তার সম্মানে আঘাত করবে, আল্লাহ পাক তাকে এমন ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন যেখানে তার সাহায্য সহানুভূতির প্রয়োজন হবে। আর যে কোন মুমিনকে সম্মান করবে যেখানে সে লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং তার মান-সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। যেখানেই সে সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করবেন। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৬৩)

মুয়ায ইবনে জুহানী রা. স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিকের গায়েবানা অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ পাক তার জন্য একজন ফিরিশতা প্রেরণ করবেন যিনি তার দেহকে জাহান্নাম হতে রক্ষা করবেন।

ফায়দা : উপরোক্ত সমস্ত বর্ণনার সার হচ্ছে, প্রত্যেক মুমিনের ইজ্জত রক্ষা করতে হবে। কোনভাবে অপমান অপদস্ত করা যাবে না। এমন কোন পথ অবলম্বন করা যাবে না, যদ্বারা তার ইজ্জতের উপর আঘাত আসে এবং মানুষের সম্মুখে তার মর্যাদার উপর লাঞ্ছনা ও অবমাননার কালিমা লেপন হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যুগটা একেবারেই উল্টে গেছে। সামান্য মতানৈক্যের সূত্র ধরে একে অন্যের মানসম্মান নিয়ে খেলা করতে শুরু করে। তার দোষ-ত্রুটিগুলো প্রচার করা হয়। অযথা ছিদ্রান্বেষন ও দোষ বের করে তাকে অপমান করার জন্য সেগুলো প্রচার করা হয়। কত বড় ধ্বংসাত্মক এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক বিষয়! আজকে সে অন্যের ইজ্জত নিয়ে খেলা করছে, কাল তার ইজ্জত নিয়ে খেলা করা হবে এবং খেলা যে হবেই, এটা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত। যে মুমিনের ইজ্জত কাবা শরীফ থেকেও অধিক আজকের সমাজ তার মর্যাদা কিভাবে লুণ্ঠিত করছে। যদি তার থেকে কোনরূপ ভুল বা অপরাধ সংঘটিত হয় তাহলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তার মর্যাদা নষ্ট করা যায় না এবং তার ইজ্জত নিয়ে খেলা করা যাবে না।

-اللهم احفظنا-

www.pathagar.com

মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা

মানুষের মর্যাদা বুঝে আচরণ করা

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষকে তার যথোচিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কর। (জামে ছগীর- পৃঃ ১৬৩)

মাইমুন ইবনে আবী শুয়াইব বলেন, একজন ভিক্ষুক এলে হযরত আয়েশা রা. তাকে এক টুকরো রুটি দান করলেন। এরপর ভালবেশধারী ভদ্রগোছের আরেক ব্যক্তি উপস্থিত হল। তখন হযরত আয়েশা রা. তাকে বসালেন এবং খানা খাওয়ালেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি এমন কেন করলেন? তখন তিনি বললেন, নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন মানুষকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দান করো। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৬৫)

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন মানুষকে তাদের উপযুক্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করি। (মুকাদ্দামায়ে ইবনে ছালাহ- পৃঃ ৩১১)

ফায়দা : উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দ্বারা বোঝা গেল, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তার মর্যাদা বুঝে আচরণ করতে হবে। প্রত্যেক মুয়ামালা এবং সর্বপ্রকার আচরণের ক্ষেত্রে সবাইকে এক পাল্লায় রাখা যাবে না।

"নাস্তিক মুরতাদ ও আলেম ওলী মর্যাদায় কি সমান?"

এই পৃথিবীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং নেতা-গুরুদের সাথে সাধারণ মানুষের তুল্য আচরণ করা যাবে না। প্রত্যেকেই একই মানদণ্ডে পরিমাপ মূর্খতা এবং অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে। আল্লাহ পাক পৃথিবীর সমস্ত জিনিসকে একই রকম করে সৃষ্টি করেননি। প্রত্যেকের সাথে এক রকম আচরণ করেননি। যেমন রিযিকের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ.

"আল্লাহ রিজিকের ক্ষেত্রে তোমাদের কতককে কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" সুতরাং সকলের সাথে একই ধরনের আচরণ করা উন্নত আখলাকের পরিপন্থীই শুধু নয়, বরং প্রকৃতি ও সুস্থ মস্তিষ্কেরও বিপরীত।

সুতরাং যে আচরণ ও মুয়ামালা উস্তাদগণ, আহলে ইলম, মারেফতওয়ালা বুযুর্গ, আত্মীয়-স্বজন, সম্ভ্রান্ত বা সমাজের মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বদের সাথে করা হবে, তা অন্যান্য জনসাধারণের সাথে করা হবে না।

www.pathagar.com

আদর-আপ্যায়ন

মানুষকে আপ্যায়ন করা এক প্রকার সদকা

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আদর-আপ্যায়ন সদকা। (মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃঃ ৩৬৫)

ফায়দা : এটা কল্যাণমূলক কাজ যদ্বারা নেকী লাভ করা যায়।

আদর আপ্যায়ন বিবেকের ভিত্তিমূল

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আদর-আপ্যায়ন বিবেকের ভিত্তিমূল। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ৪৪৪)

ফায়দা : এটা একটা লাভ ও কল্যাণ হাসিলের মাধ্যম, যা বিবেকবানদের জন্য লোভনীয় এবং আমল করার মত বিষয়।

আগন্তুকের আপ্যায়ন সুন্নত

হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করীম সা. এর খেদমতে (কুরায়েশ বংশের) এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল। নবী করীম সা. বললেন, লোকটি তার বংশের নিকৃষ্টতম মানুষ। অথচ লোকটি যখন মহানবী সা. এর কাছে এল। নবী করীম সা. তখন তার দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং মনোরঞ্জক আচরণ করলেন। অতঃপর সে চলে গেল। (বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৯০৫)

ফায়দা : উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, যে কোন আগন্তুক এবং সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে এবং তাকে আদর-আপ্যায়ন করতে হবে। চাই সে কাফের, ফাসেক কিংবা জালেমই হোক না কেন। তবে এটা ভিন্ন কথা যে, এ ধরনের লোকের সাথে হৃদ্যতা ও মায়া-মহব্বতের সম্পর্ক রাখা যাবে না; কিন্তু কাছে আসলে আতিথ্য আপ্যায়ন তার প্রাপ্য।

আদর-আপ্যায়ন অর্ধ আকল

হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মিতব্যয়িতা অর্ধ আয়। মানুষের আদর-আপ্যায়ন অর্ধ আকল। উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা অর্ধ ইলম। (মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃঃ ৩৬৫)

ফায়দা : কত সুন্দর হেকমতপূর্ণ বাণী। মিতব্যয়িতা ভবিষ্যত জীবনকে মনোরম করে তোলে। এর কারণে পেরেশানী হতে মুক্ত থাকে। আর মানুষের আদর-আপ্যায়ন, তার সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি কল্যাণ লাভের কারণ।

www.pathagar.com

মেহমানদারী

মেহমানদারী সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

কালামে পাকে এসেছে,

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ.

"আপনার নিকট কি ইবরাহীম আ. -এর সম্মানিত মেহমানদের সংবাদ এসেছে?"
মেহমানদারীর প্রতি যত্নবান থাকা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন- তৎকালীন আরব সমাজে গৌরব ও মহানুভবতার বিষয় মনে করা হত। ইতিহাসে আরবদের মেহমানদারীর বিষয়টি খুবই বিখ্যাত। বংশ ও সমাজের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত এবং অভিজাত ঐ ব্যক্তিকে মনে করা হত, যে মেহমানদারীতে সবচেয়ে বেশি যত্নবান ছিল। তারা মেহমানদারীতে সর্বাধিক সীমাতিক্রম করাকে গৌরব মনে করত। মেহমানকে নিজের উপর এবং নিজের পরিবার-পরিজনের ওপর প্রাধান্য দেয়াটাকে কর্তব্য মনে করত। জাহেলী যুগের কাব্যমালা মেহমানদারীর ঘটনায় পরিপূর্ণ। এক্ষেত্রে তারা বিশ্বের অন্যান্য এলাকাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এ ঐতিহ্য তারা তাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহীম আ. থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। কালামুল্লাহ শরীফও তাদের অতিথিপরায়ণতার বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন 'নাযাল' নামক খাদ্য ছিল অতিথিদের জন্য সম্মানজনক ও বিলাসী খাবার। জান্নাতবাসীদের জন্য যার ব্যাপারে সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এর দ্বারাই তাদের মেহমানদারীর গুরুত্ব পরিমাপ করা যায়।
ইসলাম অধিক ফযীলত বর্ণনা করে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছে। যেন দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি এর ফযীলত দ্বারা উৎসাহিত হয়।

মেহমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে। নবী করীম সা. কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। (তারগীব- পৃঃ ৩৭১)

ফায়দা : মানব সমাজে সকল ধর্মে মেহমানদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে। আমাদের শরীয়ত; যা একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সেখানে এ ব্যাপারে সমধিক গুরুত্বারোপ করেছে। কৃপণতার বশবর্তী হয়ে মেহমানদের ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করবে না।

কতিপয় হীনম্মন্য মানবতাহীন লোকেরা মেহমানের আগমনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অথচ পারস্পরিক সামাজিক মিল-মহব্বত এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এটা একটা বুনিয়াদী বিষয়। এ কারণেই শরীয়ত এর প্রতি উৎসাহিত করেছে। তাকীদ দিয়েছে এবং ঈমানের একটি অংশ হিসাবে সাব্যস্ত করেছে।

যে মেহমানের প্রতি যত্নবান নয়, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই

উৎবা ইবনে আমের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে মেহমানের প্রতি যত্নবান নয়।

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৭৪)

ফায়দা : অর্থাৎ মেহমান যদি এসে যায় তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তার সাথে মহব্বত ও ভালবাসাসুলভ আচরণ করবে। তার অবস্থা ও কুশল জিজ্ঞাসা করবে। তার থাকা খাওয়ার প্রতি দৃষ্টি দিবে। যদি এমন না করে, বরং তাকে এড়িয়ে চলে তাহলে তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

স্মরণ রাখবে! মেহমানদের প্রতি যত্নবান না হওয়া কৃপণতা, আত্মীয়তা ছেদন এবং বদস্বভাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর এগুলো যে কতটা খারাপ বিষয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং বোঝা গেল, মেহমান দেখে ভীত হওয়া ভাল কথা নয়। তাকে বরকত ও কল্যাণের কারণ মনে করে তার মেহমানদারী করবে।

মেহমান তার রিযিক সাথে নিয়েই আসে

হযরত আবুদ্দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মেহমান তার রিযিক সঙ্গে নিয়ে আসে এবং গোনাহগুলো বিদূরিত করে যায়।

হযরত আবু দারদা রা. এর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মেহমান স্বীয় রিযিক নিয়ে প্রবেশ করে এবং মাগফিরাত দান করে যায়।

(কানযুল উম্মাল জাদীদ- খঃ ৯, পৃঃ ২৪)

ফায়দা : মেহমান তার রিযিক মেজবানের দস্তরখানায় বসে আহার করে। এজন্য ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। তার কারণে মেজবানের অংশ হ্রাস

www.pathagar.com

পায় না। তার দস্তরখানায় আহার করার জন্য সে সওয়াব লাভ করবে। মেহমানের খেদমত ও ইকরাম করার জন্য সে সওয়াব পাবে, তার গোনাহ মাফ হবে এবং মেহমানের অন্তরের দুআতে তার দুনিয়া প্রশস্ত হবে।

মেহমানকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া সুন্নত

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মেহমানের ক্ষেত্রে একটি সুন্নত হল তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। (ইবনে মাজা- পৃঃ ২৫০)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন! মেহমান ও আগন্তুক ব্যক্তিদের ইকরামের মধ্যে এটাও একটি বিশেষ ইকরাম যে, বিদায় নেয়ার সময় তাদের সাথে কিছু দূর এগিয়ে যাবে। কয়েক কদম তো অবশ্যই যাবে। ঘর থেকেই মেহমানকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দেওয়া একটা অমানবিক কাজ। বিদায় করার সময়ে মেহমানের সাথে চলার ক্ষেত্রে তার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যদি উস্তাদ, সম্মানিত ব্যক্তি, বুযুর্গ ব্যক্তি অথবা দুনিয়ার দিক দিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়, তাহলে স্টেশন বা বাসস্ট্যান্ড কিংবা সড়ক পর্যন্ত যাবে।

নবী করীম সা. যখন মুয়ায রা. কে ইয়ামেনে পাঠাচ্ছিলেন, তখন কিছু দূর পর্যন্ত সাথে গিয়েছিলেন।

মেহমানের সাথে খানায় শরীক হবে

হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, নিজে মেহমানের সাথে খাও; একাকী খানা খেতে সে লজ্জানুভব করতে পারে।

(বায়হাকী- খঃ ৮, পৃঃ ১০১)

ফায়দা : মেহমানদারীর আদব এবং সুন্নত হল মেহমানের সাথে খানা খাওয়া। মেহমানের সামনে পেশ করা খানা খেতে যদি সমস্যা থাকে তাহলে পছন্দমত খাবার নিয়ে হলেও তার সাথে শরীক হবে। কারণ অনেক সময়ে সে একাকী আহারে লজ্জাবোধ করে। তাছাড়া এটা ইকরাম ও ভদ্রতার পরিপন্থী, যেন তার সাথে ভিক্ষুকের মত আচরণ করা হচ্ছে। ভিক্ষুকের সাথে যেমন মানুষ খায় না, তাকে পৃথকভাবে অন্য জায়গায় দেয়, এখানেও তেমন।

মেহমানের ইকরামে জান্নাত লাভ হয়

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে নামায কায়েম করল, যাকাত আদায় করল, রমযান মাসের রোযা রাখল, মেহমানের ইকরাম করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (উমদাতুল কারী- খঃ ২২, পৃঃ ১১০)

www.pathagar.com

ফায়দা : মেহমানের আগমনে খুশি ও আনন্দিত হওয়া, তাদের ইকরাম করা, খানাপিনা, বিছানা-বিশ্রাম ও আরামের অন্যান্য উপকরণাদির ব্যবস্থা করা আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সলফে সালেহীনের প্রিয় সুন্নত।

ইকরামের অর্থ হল, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির জন্য যে ধরনের খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়, মেহমানদের জন্য তার থেকে বেশি এবং উত্তম কিছুর ব্যবস্থা করবে। অন্যান্য দিন যদি ডাল-রুটি খায়, তাহলে মেহমানের জন্য গোশতের ব্যবস্থা করবে। কিছু মিষ্টি সুস্বাদু খাবার তৈরী করবে। তার জন্য নরম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানা বিছিয়ে দিবে।

অনুরূপভাবে যে সমস্ত জিনিস সেখানকার পরিবেশে ও সমাজে সম্মান ও মর্যাদার কারণ মনে করা হয় সেগুলোর আয়োজন করবে।

আরবে মেহমানদের প্রতি বিরাট হক রয়েছে বলে মনে করা হয়। মেহমানের ইকরাম আরবীদের স্বভাবের সাথে মিশে আছে এবং এ ব্যাপারে তারা গোটা বিশ্বের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী। আমাদের শরীয়ত মেহমানের ইকরাম যত্নের ব্যাপারে তার চেয়েও অধিক গুরুত্বারোপ করেছে, দুনিয়ার যে সমস্ত লোক মেহমানদেরকে মসিবত মনে করে। সম্পদ হ্রাসের কারণ ভাবে। তাদেরকে ফযীলত বর্ণনা করে উৎসাহিত করা হয়েছে।

মেজবানের বিরক্তির কারণ হবে না

হযরত কাযী আবু শুরাইহ র. বলেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কারো জন্য অতিথি হয়ে এত দিন অবস্থান করা বৈধ নয়, যদ্বারা মেজবান বিরক্ত হয়ে যায়। (আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ৩১৩)

ফায়দা : কিছু অবসর মানুষ যখন কোথাও গিয়ে মেহমান হয়, আত্মীয়তার অজুহাত তৈরী করে পড়ে থাকে। মেজবানের বিরক্তি ও কষ্টের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে নবী করীম সা. নিষেধ করেছেন। হ্যাঁ, তবে যদি নিকটতম আত্মীয় হয় এবং পারস্পরিক মহব্বত সুসম্পর্ক এতটা গভীর হয় যে, বিরক্তি বোধ ও বোঝা মনে করার সম্ভাবনা নেই। উপরন্তু মেজবানের আন্তরিক চাহিদা ও প্রত্যাশা রয়েছে, তাহলে থাকাতে কোন সমস্যা নেই। (ফযলুল্লাহিস সামাদ- খ: ১, পৃ: ২০৯)

মেহমানের হক

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার নিকট মেহমান আসবে, তার হক হচ্ছে তিনদিন (তাকে আপ্যায়ন করবে এবং যত্নে রাখবে)। এরপর যা করবে তা নফল এবং ইহসান।

(মুসনাদে আহমদ, তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৭০)

www.pathagar.com

কাযী আবু শুরাইহ র. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং কেয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানের ইকরাম করে এবং তার হক একদিন একরাত এবং মেহমানদারী তিনদিন তিন রাত। এর চেয়ে বেশি করলে সেটা সদকা। এরপর অবস্থান করে তাকে বিরক্ত করা তার জন্য বৈধ নয়। (বুখারী- পৃ: ৯০৬)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. কে আমি বলতে শুনেছি, মেহমানদারী তিনদিন। এর অতিরিক্তটা সদকা। মেহমানের উচিৎ এরপর চলে যাওয়া। বাড়িওয়ালাকে পেরেশানীর মধ্যে না ফেলা।

ফায়দা : সালমান খিতাবী র. বলেছেন যে, মেহমান আসলে প্রথম দিন কিছুটা লৌকিকতা অবলম্বন করবে এবং বিশেষভাবে গুরুত্ব দিবে। তার সাথে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি ভাল আচরণ করবে। দ্বিতীয় দিন তুলনামূলক কম ইকরাম করবে এবং তিনদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মনে করতে হবে যে সে তার হক পূর্ণ করে দিয়েছে। (আদাব, বায়হাকী- পৃ:৭৮)

অনেক মানুষ পড়ে থাকে, ভ্রুক্ষেপ করে না। এমন আচরণ নিষিদ্ধ। বর্তমান যুগে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী। হ্যাঁ, তবে যদি এ ধরনের মহব্বতের সম্পর্ক থাকে যে, সে এতে কষ্ট পায় না কিংবা মেজবান নিজেই তাকে রাখতে তৎপর, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

আল্লামা আইনী র. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম দিন উত্তম এবং মূল্যবান জিনিস পেশ করবে। দ্বিতীয় দিন কিছুটা লৌকিকতা প্রকাশ করবে (স্বল্পমাত্রার গুরুত্ব দিবে)। তৃতীয় দিন যা প্রস্তুত থাকবে, তাই সামনে পেশ করবে। (উমদাতুল কারী- খ: ২২, পৃ: ১৭৫)

আল্লাহর উপহার

আবু কবসাফা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক যদি কারো কল্যাণ করার ইচ্ছা করেন, তাহলে তার জন্য অতিথি উপহার পাঠান। যে স্বীয় রিযিক সাথে নিয়ে আসে এবং বাড়িওয়ালাদের জন্য ক্ষমার কারণ হয়ে যায়। (কানযুল উম্মাল- খ: ৯, পৃ: ৯৪৩)

ফায়দা : মেহমানের আগমন মেজবানের জন্য বরকত-রহমতের উপহার। সে তো রিযিক সাথে নিয়ে আসে এবং মেজবানের বরকত ও মাগফিরাতের কারণ হয়।

মেহমানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের একটি বিছানা নিজের জন্য, একটি স্ত্রীর জন্য, একটি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য। (মাকারেমুল খারায়েতী- পৃ: ২৪৬, মুসলিম)

www.pathagar.com

ফায়দা : মতলব হচ্ছে বিনা প্রয়োজনে বিছানা বা অন্যান্য আসবাবপত্র রাখবে না। হ্যাঁ, তবে মেহমানের জন্য একটি বিছানা এবং অন্যান্য আসবাব পৃথকভাবে রাখবে, যাতে প্রয়োজন মুহূর্তে বাড়িতে পেরেশানী ভোগ করতে না হয়। আর মেহমানের জন্য রেখে দেয়া ইসরাফ এবং নিষ্প্রয়োজনের অন্ত র্ভুক্ত নয়, বরং মুস্তাহাব।

রাত্রে আগন্তুক মেহমান

মিকদাম ইবনে মাদী কারাব রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, রাত্রে আগন্তুক মেহমানের হক প্রত্যেক মুসলমানের ওপর।

(তারগীব- পৃঃ ৩৭১)

ফায়দা : যদি ঘটনাক্রমে রাতে কোন আগন্তুক কোন মহল্লায়, কসবায় বা মসজিদে আগমন করে, তাহলে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা গোটা মহল্লাবাসীর উপর ওয়াজিবে কেফায়া। যদি লোকটি বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে কিংবা বিশেষ কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে নয়, বরং শুধু রাত্রি যাপনের জন্য আসে, তাহলে এলাকার সমস্ত মুসলমানের উপর তার হক। সুতরাং প্রত্যেকটা লোক তার মেহমানদারীর জন্য এগিয়ে আসবে। আর যদি কোন আত্মীয়-স্বজনের নিকট এসে থাকে বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এসে থাকে, তাহলে যার নিকট এসেছে, তার উপর এ ব্যক্তির মেহমানদারী ওয়াজিব।

স্মরণ রাখবেন, শহর-নগর যেখানে সাধারণতঃ বহিরাগত লোকদের জন্য মুসাফিরখানা বা আবাসিক হোটেল রয়েছে, থাকা খাওয়ায় তাদের কারো মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন হয় না- তাই সেখানে তার মেহমানদারী ওয়াজিব নয়। যদি না সে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে বা বিশেষ আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে কারো নিকট এসে থাকে। কারণ এমন হলে ঐ ব্যক্তির সাথে তার মেহমানদারী সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

নিকৃষ্ট কে?

উকবা ইবনে আমের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি, যার নিকট মেহমান আসে না। (কানযুর উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ২৪৪)

ফায়দা : মেহমান না আসা কৃপণতা, বদস্বভাব এবং মানুষের সাথে সুসম্পর্ক না থাকার প্রমাণ, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দীন দুনিয়ার অশুভ পরিণামের কারণ। বাস্তবে দেখা যায়, যার স্বভাব ভাল, মানুষের সাথে সম্পর্ক ভাল। বিনয় এবং মানব-সেবার মন-মানসিকতা আছে। বদান্যতার মন রয়েছে। তার নিকট মানুষ গমনাগমন অবশ্যই বেশি হবে, যা দীন দুনিয়ার কল্যাণের কারণ।

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম মেহমানদারী কে করেছেন?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সর্বপ্রথম যিনি মেহমানদের মেহমানদারী করেছেন, তিনি হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম আ.। (বায়হাকী- পৃঃ ৯৮৭)

ফায়দা : অর্থাৎ মেহমানদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য তাঁর দস্তরখানা ছিল সদা উন্মুক্ত। মহামানবদের মেহমানদারীর নমুনা এমনই হয়।

হযরত ইবরাহীম আ. মেহমান ব্যতীত খানা খেতেন না

হযরত ইবরাহীম আ. কখনো মেহমান ব্যতীত খানা খেতেন না। এমনকি মেহমান তালাশ করতে কয়েক মাইল পর্যন্তও যেতেন।

(উসওয়াতুস সালেহীন- পৃঃ ১৪৩)

ফায়দা : মানুষকে ডেকে ডেকে নিজের দস্তরখানায় বসাতেন। কাউকে যদি না পেতেন, তাহলে একাকী খানা খেতেন না। মানুষকে খানা খাওয়ানোর সুন্নত এই মহামানব থেকেই চালু হয়েছে। যার প্রতি এই উম্মতকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং একে জান্নাত লাভের আমল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মেহমানের খানার ওপর হিসাব নেই

হাদীস শরীফে এসেছে, তিন প্রকার খানার হিসাব হবে না- ১. ঐ খানা যা ইফতারের সময় খাওয়া হয়। ২. যে খানা সাহরী হিসাবে খাওয়া হয়। ৩. যে খানা মুসলিম ভাইদের সাথে (মুসলিম মেহমান বা বন্ধু-বান্ধবদের) খাওয়া হয়। (উসওয়াতুস সালেহীন- পৃঃ ১৭)

ইমাম গাযালী র. এবং শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী র. বর্ণনা করেছেন যে, মেহমানদের খানার জন্য যা ব্যয় করা হবে, তার কোন হিসাব নেয়া হবে না।

এ কারণেই দেখা যায়, আকাবির, আউলিয়া এবং সলফে সালেহের মা'মুল রয়েছে যে, তাঁরা নিজের খানার ক্ষেত্রে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের সরলতা অবলম্বন করতেন। উত্তম সুস্বাদু খানার আয়োজন করতেন না; কিন্তু মেহমানদের আগমনে চমৎকার আভিজাত্যপূর্ণ খাবারের ব্যবস্থা করতেন। পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গকে দেখা গেছে, উত্তম আসবাব, বাসনপত্র ক্রয় করলে মেহমানদের উদ্দেশ্য করে মেহমানদারীর নিয়তে ক্রয় করতেন, যাতে উক্ত খরচের কোন হিসাব নিকাশ না হয়।

www.pathagar.com

জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মেহমানের জন্য জবাই করবে (অর্থাৎ বকরি মুরগী প্রভৃতি) তা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে। (কানযে জাদীদ- পৃঃ ২৪৫)

ফায়দা : যে ব্যক্তি মেহমানের ইকরামের জন্য উত্তম আয়োজন করবে; মুরগী কিংবা সামর্থ থাকলে বকরি প্রভৃতি জবাই করবে, তার জন্য এই ইকরাম এবং আয়োজন আল্লাহ্ পাকের নিকট তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে।

উক্ত হাদীস দ্বারা মেহমানদের খানাপিনার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার কথা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সামর্থের চেয়ে অতিরিক্ত কিংবা ঋণ করে সংকীর্ণতার মধ্যে পতিত হয়ে ইকরাম করবে না।

মেহ্মান না আসার কুফল

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, যে ঘরে মেহমান আসে না, সেই ঘরে ফিরিশতা আসে না। (এহইয়াউল উলূম)

ফায়দা : অর্থাৎ রহমত, বরকত ও রিযিকের ফিরিশতা আসে না।

মেহ্মানের রিযিক হযরত জিবরাঈল আ. নিয়ে আসেন

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, মেহমানের ইকরাম কর। সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল আ. তারই রিযিক নিয়ে আসেন, যার সাথে বাড়িওয়ালাদের রিযিকও আসে। (কানযুল উম্মাল জাদীদ- পৃঃ ২৪৫)

ফায়দা : কি চমৎকার বিষয়! মেহমানের বরকতে ঘরের লোকেরা জিবরাঈল আ. এর বরকত লাভ করে থাকে এবং সর্বোপরি কথা হল মেহমানের অসীলায় বাড়িওয়ালাদের রিযিকও আসে। সুতরাং মেহমানের আগমনে ঘাবড়াবেন না বরং খুশি হবেন।

সামর্থের বাইরে লৌকিকতা দেখাবে না

হযরত সালমান ফারসী রা. হতে বর্ণিত রাসূল সা. ইরশাদ করেন, মেহমানের জন্য সামর্থের চেয়ে বেশি লৌকিকতা দেখাবে না। (কানযুল উম্মাল জাদীদ- পৃঃ ২৪৭)

'মুস্তাদরাকে হাকেম' গ্রন্থে হযরত সালমান রা. এর একটি বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে যে, নবী করীম সা. মেহমানের জন্য অতিরিক্ত লৌকিকতা করতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাকী- পৃঃ ৯৪)

হযরত আয়েশা রা. এর বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. বলেন, হে আয়েশা! মেহমানের জন্য এমন কষ্ট করবে না যে, তোমরা মানসিকভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে।

www.pathagar.com

উপস্থিত যা আছে, তাই সামনে দেওয়া

হযরত শাকীক র. বলেন, আমি এবং আমার এক সাথী হযরত সালমান রা. এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি রুটি ও লবণ সামনে দিলেন এবং বললেন, নবী করীম সা. যদি লৌকিকতা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে তোমাদের জন্য আমি লৌকিকতা করতে যেতাম। (বায়হাকী- পৃ: ৯৪)

হযরত সালমান রা. বলেন, নবী করীম সা. আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা মেহমানদের জন্য যেন ঐ জিনিসের কষ্ট না করি, যা আমাদের নিকট নেই। বরং যা উপস্থিত আছে, তাই যেন সামনে পেশ করে দেই। (বায়হাকী- খ: ১, পৃ: ৯৪)

লৌকিকতা করতে গিয়ে বিলম্ব করবে না

আব্দুল্লাহ মযনী র. বলেন, তোমাদের কাছে যখন কোন মেহমান আগমন করবে, তখন তোমরা উপস্থিত যা আছে তা না দিয়ে অনুপস্থিত কোন কিছু আনার জন্য বিলম্ব না। (বায়হাকী- পৃ: ৯৬)

ইবনে আওন র. বলেন, আমরা অনেক সময়ে হাসান বসরী র. -এর খেদমতে উপস্থিত হতাম। তখন তিনি আমাদের সামনে পাতলা ঝোল পেশ করতেন, যার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি মাংসপিণ্ডও থাকত না।

ফায়দা : উপরোক্ত বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, সুযোগ-সামর্থের চেয়ে অতিরিক্ত এমন আয়োজন করবে না, যা তার জন্য দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকে, তাহলে উপস্থিত যা আছে, তার উপরই ক্ষান্ত করবে। এদিকে তাকাবে না যে, মানুষ কী বলবে? সুযোগ সামর্থের গণ্ডির মধ্যে থেকে আয়োজন করা এবং লৌকিকতা করা সুন্নত। এ কারণেই ইমাম বুখারী র. التكلف للضيف নামক অধ্যায় স্থাপন করে আয়োজন করা এবং লৌকিকতা করাকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন।

মেহমানদের জন্য খানা এবং অন্যান্য জিনিস আয়োজন করার নির্দেশ

ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীর মধ্যে التكلف للضيف নামক অধ্যায় স্থাপন করেছেন, যার মধ্যে হযরত আবু দারদা রা. -এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি স্বীয় মেহমান হযরত সালমান রা. -এর জন্য খানা তৈরী করেছিলেন অথচ তিনি ছিলেন রোযাদার। উক্ত ঘটনার মধ্যে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মেহমানের জন্য খানা তৈরী লৌকিকতা করা এবং গুরুত্ব দেয়া সওয়াবের কারণ। "খাসায়েসে নববী" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যখন নবী করীম সা. এর কাছে কোন মেহমান আগমন করত, তখন নবী করীম সা. তার জন্য অভাব-অনটন সত্ত্বেও চেষ্টা-ফিকির করে কিছু না কিছু তৈরি করতেন। (পৃ: ৬০)

www.pathagar.com

হযরত আলী রা. -এর একটি ঘটনা

একবার হযরত আলী রা. বসে বসে কাঁদছিলেন। কোন এক ব্যক্তি কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিলেন, সাতদিন পর্যন্ত কোন মেহমান আসছে না। আমার ভয় হচ্ছে আল্লাহ পাক (কোন কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে) লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা করেননি তো? (ইত্তেহাফুস সাদাহ, ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃঃ ৫২০)

ফায়দা : দেখুন! মেহমানের আগমনকে তাঁরা মর্যাদা ও গৌরবের কারণ মনে করতেন এবং এর প্রত্যাশায় থাকতেন। আর বর্তমান যুগে মেহমানের আগমনকে ভয় করা হয়। এটা কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়। মেহমানের আগমন বদান্যতার নিদর্শন।

খানার তাচ্ছিল্য ও নিন্দা করবে না

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত আছে, মানুষের নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যা তার সামনে পেশ করা হবে (তা কম মনে করে) অসন্তুষ্ট হবে।
(কানযুল উম্মাহ- খঃ ৯, পৃঃ ২৬১)

হযরত জাবির রা. -এর নিকট কোন মেহমানের আগমন হল। তিনি রুটি এবং সিরকা পেশ করে বললেন, খাও। আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি সিরকা কতইনা উত্তম ঝোল। ঐ সমস্ত মানুষের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, যাদের সামনে কোন খানা পেশ করা হয়, অতঃপর (তা সুস্বাদু না হলে) সেটাকে তুচ্ছ বা নগণ্য মনে করে। ঐ ব্যক্তির জন্যও ধ্বংস, যে ঘরে উপস্থিত বস্তুকে মেহমানের সামনে পেশ করতে খারাপ মনে করে। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ৯৬)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে, বাড়িওয়ালার পক্ষ হতে যা সামনে আসবে, তাই ভাল মনে করবে। ব্যক্তিত্বের জন্য বেমানান এবং মামুলী মনে করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাবে না। কারণ এটা হল অকৃতজ্ঞতা এবং অবমূল্যায়ন।

মেহমানের খেদমত নিজে করা সুন্নত

হযরত মুজাহিদ র. বর্ণনা করেন, হযরত ইবরাহীম আ. মেহমানের খেদমত নিজেই করতেন। (বায়হাকী- পৃঃ ১০২)

খুজাইমা র. বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা আ. যখন খানা তৈরী করতেন এবং মানুষকে দাওয়াত করতেন, তখন নিজেই তাদের খেদমত করতেন আর বলতেন, আহলে ইলমদের সাথে এমনই আচরণ করবে। অর্থাৎ তাদের ইকরামের জন্য নিজেই দেখাশোনা করবে। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ১০২)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন যে, এক ব্যক্তি মেহমান হিসেবে নবী করীম সা. এর খেদমতে হাজির হলেন। নবী করীম সা. মেহমানকে স্বীয় স্ত্রীর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আমাদের নিকট তো পানি ব্যতীত কিছুই নেই।

www.pathagar.com

তখন নবী করীম সা. ঘোষণা করলেন, এই মেহমানকে কে সাথে নিতে পারবে? কে এর মেহমানদারী করতে প্রস্তুত? জনৈক আনসারী সাহাবী বললেন, আমি প্রস্তুত। তিনি তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, ইনি হচ্ছেন নবী করীম সা. -এর মেহমান। স্ত্রী বললেন, আমার নিকট তো বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারি কেবল এতটুকু খানাই আছে। তিনি বললেন, তুমি খানা প্রস্তুত কর। বাতি জ্বালো। রাতে বাচ্চারা যখন খানা চাইবে তাদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুমিয়ে দিও। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্ত্রী খানা প্রস্তুত করল। বাতি রাখল। শিশুদের ঘুম পাড়িয়ে দিল। যখন খাওয়ার সময় হল, তখন বাতি ঠিক করার বাহানা করে নিজে উঠে গেলেন এবং বাতি নিভিয়ে দিলেন। অতঃপর মেহমানকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ানো হল। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৭৪৬)

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থের মধ্যে 'মেজবান নিজেই মেহমানের খেদমত করবে' -এ বিষয়ে অধ্যায় স্থাপন করেছেন, যার উদ্দেশ্য হল মেহমানকে অন্যের হাতে সোপর্দ করবে না। কারণ এতে অনেক সময় ত্রুটি অবহেলা প্রকাশ পায়, যা তাদের অভিযোগ ও কষ্টের কারণ হয়।

এজন্য যথাসম্ভব নিজেই খেদমত করবে। মেহমান যদি মর্যাদাবান আভিজাত্যের অধিকারী বুযুর্গ ও যোগ্য ব্যক্তি হন, তাহলে খেদমত নিজেই করবে, যাতে তাদের যত্ন ঠিকমত হয়। আর মেহমান যদি বেশি হয়, ব্যস্ততা থাকে, তাহলে অন্যদের ওপর সোপর্দ করে দিবে। কিন্তু নিজে খোঁজখবর নিবে। দেখাশোনা করতে থাকবে, যাতে খাদেমদের থেকে কোনরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি অবহেলা উদাসীনতা প্রকাশ না পায়। তারা যেন খুশি হয়ে যায় এবং অন্তর থেকে দুআ দিয়ে বিদায় হয়।

মেজবানীর নির্দেশ

সামুরা ইবনে জুন্দুব রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তিনি মেহমানের খানার নির্দেশ দিতেন। (মাজমা- খঃ ৫, পৃঃ ১৭৫)

ফায়দা : মেহমান আগমন করলে যথাসাধ্য তার খানার ইন্তেজাম করা ওয়াজিব। এমন যেন না হয় যে, আসবে তার নিকট আর খাবে অন্যের নিকট বা হোটেলে। অবশ্য যদি এমন হয় যে, এসেছে অন্য কারো কাছে এবং তার কাছে গিয়েছে নিছক সাক্ষাতের জন্য, তাহলে তার ব্যবস্থা করা ওয়াজিব নয়।

ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা আলোচনা করবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মেহমানের জন্য ওয়াজিব হল বিদায় নেওয়ার পর মেজবানের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা না করা। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ২৭৯)

www.pathagar.com

ফায়দা : অর্থাৎ যত্নের ব্যাপারে যদি ক্রটি-বিচ্যুতি হেলা-অবহেলা প্রকাশ পায়। থাকা খাওয়ার ক্ষেত্রে কোন কষ্ট হয়, তাহলে সহ্য করে নিবে। কোন আলোচনা ও মন্তব্য করবে না। যেন সে মনে দুঃখ বা কষ্ট না পায়। কারণ, এমন হলে পরবর্তীতে কারো আতিথ্য গ্রহণ ও অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। শরীয়তের নির্দেশের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না।

মেহমানের ইকরামের জন্য রোযা না রাখা প্রসঙ্গে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো নিকট যাবে (মেহমান হবে) তার অনুমতি ব্যতীত সে (মেজবান) রোযা রাখবে না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ১৭৯)

ফায়দা : মর্মার্থ হচ্ছে, নফল রোযা রাখবে না, যাতে তার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তার মন খুশি হয়। এ কারণেই হযরত ইবনে ওমর রা. মেহমানদের খাতিরে রোযা রাখতেন না, যাতে তাদের সাথে খানায় শরীক হতে পারেন।

হাসিমুখে মেহমানের সামনে আসবে

ইমাম আওযায়ী র. এর বাণী লিখেছেন ইমাম বায়হাকী র. যে, মেহমানের ইকরাম হচ্ছে তার সাথে হাসি মুখে মিলিত হওয়া। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ১০৩)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে চেহারায় এমন ভাব প্রকাশ করবে না যে, এখন পকেট খালি হয়ে যাবে। তার খানায়-নাস্তায় পয়সাকড়ি সব খরচ হয়ে যাবে। বরং মেহমানের আগমনে এ কথা চিন্তা করে খুশি হবে যে, তার আগমনে রুযীতে বরকত হবে।

মেজবানের নিকট খানার বিশ্লেষণ জানতে চাইবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কেউ যদি নিজের কোন মুসলিম ভাইয়ের নিকট যায় এবং সে যদি তাকে খানা খাওয়ায় তাহলে তার খানা খেয়ে নিবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১৮০, কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ২৫১)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে নিজে গিয়ে যদি মেহমান হয় এবং সন্দেহও হয়, তারপরও জিজ্ঞাসা করবে না যে, এই খানা কোন আয় থেকে? যদি সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাহলে সেখানে যাওয়া থেকেই বিরত থাকবে। অবশ্য মেজবান নিজেই যদি দাওয়াত করে এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে আর তার মাল যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তাহলে কষ্ট না পায় এমন পদ্ধতিতে বলে দিবে অথবা সন্দেহ হেতু আপত্তি জানিয়ে দিবে।

www.pathagar.com

সকালের নাস্তা সেখানেই হবে, যেখানে রাত কাটাবে

আবু কারীমা রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, রাত্রে আগন্তুক মেহমানের আপ্যায়ন করা ওয়াজিব। যার কাছে তার ভোর হবে সে তারই জিম্মায়। ইচ্ছা করলে হক আদায় করতে পারে বা এমনিতেই বিদায় করতে পারে। (আবু দাউদ- পৃ: ৫২৬)

ফায়দা : অর্থাৎ মেহমান যেখানে রাত কাটাবে, সকালের নেজাম এবং নাস্তা তারই দায়িত্বে এবং তারই হক। নাস্তা ব্যতীত বিদায় করা হক নষ্ট করার শামিল। যদি অন্য কেউ নাস্তা করায় তাহলে যেখানে রাত কাটিয়েছে তার নিকট থেকে অনুমতি নিবে। সমাজেও এমন নিয়মই চালু আছে যে, যেখানে রাত কাটায় সেখানেই সকালের নাস্তা করে থাকে।

মেহমান যদি শরীয়তবিরোধী কোন বিষয় দেখতে পায় তাহলে ....

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম সা. এর জন্য খানা তৈরী করলাম এবং তাঁকে দাওয়াত করলাম। তিনি ঘরে ফটো দেখতে পেয়ে ফিরে চলে গেলেন। (ইবনে মাজা- পৃ: ২৪০)

আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আলী রা. কে দাওয়াত করলেন এবং খানা তৈরী করলেন, তখন ফাতেমা রা. বললেন, যদি রাসূলুল্লাহকে দাওয়াত করতেন তাহলে আমরা তাঁর সঙ্গে একসাথে খানা খেতাম। তিনি দাওয়াত করলেন। রাসূলুল্লাহ সা. যখনই ঘরে পা রাখলেন, তখনই ফটো দেখতে পেলেন, যা ঘরের এক কোণে ছিল। তৎক্ষণাৎ নবী করীম সা. ফিরে চলে গেলেন। তখন ফাতেমা রা. হযরত আলী রা. কে বললেন, দেখুন তো রাসূলুল্লাহ সা. কেন ফিরে গেলেন? আমি পিছনে পিছনে এলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কেন ফিরে এলেন। তখন তিনি উত্তর দিলেন, শুধু আমার জন্য নয়, কোন নবীর জন্যই ছবিযুক্ত ঘরে প্রবেশের অবকাশ নেই। (আবু দাউদ- পৃ: ৫২৭)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল, যদি কোন অপছন্দনীয় এবং শরীয়তবিরোধী বিষয় মেজবান বা নিমন্ত্রণকারীর ঘরে দেখতে পায়, যেমন প্রাণীর ছবি দেয়ালে লটকানো আছে কিংবা নাচগান হচ্ছে বা বাজনা বাজাচ্ছে অথবা টিভি, ভিসিআর চলছে- যে ফেতনা এ যুগে ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে; টিভি তো ছবি থেকেও কয়েকগুণ বেশি খারাপ এবং নোংরা জিনিস, যার মধ্যে অশ্লীলতা ও অশালীনতায় ভরপুর। এহেন পরিস্থিতিতে মেহমানের জন্য সুন্নত হচ্ছে এমন পরিবেশ প্রত্যাখ্যান করে ফিরে আসবে। মেজবান যদি এ সমস্ত অশালীন জিনিসগুলো দূর করে দেয়, তাহলে খানায় অংশগ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

আমানত ও দিয়ানতদারী

আমানত সম্পর্কে কালামুল্লাহ্ শরীফের বাণী

কুরআনে পাকের মধ্যে এসেছে-

وَالَّذِيْنَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ.

অর্থাৎ যে সমস্ত লোক জান্নাত লাভে ধন্য হবে তাদের মধ্যে আমানত এবং ওয়াদা রক্ষাকারীগণও রয়েছেন। কুরআন পাকের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে আমানত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যদ্বারা এর গুরুত্ব অনুমান করা যায়। আমানতদারী এমন একটি মহান বৈশিষ্ট্য যার অধিকারী ফিরিশতা এবং আল্লাহ পাকের নির্বাচিত বান্দা ও রাসূলগণই হয়ে থাকেন।

হযরত জিবরাঈল আ. এর শানে বলা হয়েছে, نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ আমানতদার ফিরিশতা নিয়ে অবতরণ করেছে।

নবীর শানে বলা হয়েছে, اِنِّيْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ আমি তোমাদের জন্য আমানতদার পয়গাম্বর।

এর দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, পূর্ণ শরীয়ত আল্লাহর একটি আমানত যা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য ফরয হল এর অনুসরণ করে স্বীয় মালিকের পুরোপুরি হক আদায় করা। যদি আমরা এমনটি না করি, তাহলে খায়েন সাব্যস্ত হব। এ কারণেই নবী করীম সা. আমানতদারীকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ঘোষণা করে বলেছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে আমানতদারী নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই এবং তিনি আমানতের খেয়ানতকে মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যরূপে ঘোষণা করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি আমানতদার নয়, সে ঈমানদার নয়

হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার মধ্যে আমানত নেই সে ঈমানদার নয়। (তাবরানী, তারগীব- খ: ৪, পৃ : ৫)

হযরত আলী রা. হতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, যার মধ্যে আমানত নেই, তার মধ্যে দীন নেই। তার নামাযও নেই, যাকাতও নেই। (অর্থাৎ

www.pathagar.com

আমানত না থাকার দরুণ উক্ত জিনিসগুলি সওয়াবের দিক দিয়ে প্রভাবিত হয়। এগুলোর মধ্যে পূর্ণতা এবং গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয় না।)

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. খুতবার মধ্যে নিম্নোক্ত কথাটি বলেননি এমন খুব কমই দেখা গেছে। "যার মধ্যে আমানত নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, তার মধ্যে দীন নেই।" (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ১৬৯)

খেয়ানত মুনাফিকের নিদর্শন

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। সে মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা খিলাফ করে, আমানতের খেয়ানত করে। যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং মনে করে যে, আমি মুসলমান। (মুসলিম, তারগীব- খঃ ৪, পৃঃ ৯)

একটি বর্ণনায় এসেছে যে, সে যদিও রোযা রাখে, নামায পড়ে, হজ্জ করে, ওমরা করে এবং মনে করে, আমি মুসলমান।

সর্বপ্রথম আমানতকে তুলে নেয়া হবে

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের ধর্ম থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি তুলে নেয়া হবে তা হচ্ছে আমানত। সবশেষে উঠিয়ে নেয়া হবে নামায। সাবেত রা. (যিনি আনাস রা. -এর ছাত্র) বলেন, এ কারণেই তোমরা দেখতে পাবে- মানুষ নামায পড়বে, রোযা রাখবে, কিন্তু আমানতের হক আদায় করবে না। (মাকারেমুল খারায়েতী- পৃঃ ১৭৪)

হযরত ইবনে মাসউদ রা. থেকেও বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম আমানত তুলে নেয়া হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. নবী করীম সা. থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম যে জিনিস তুলে নেয়া হবে, তা হচ্ছে আমানত এবং লজ্জা। ব্যাস, আল্লাহর নিকট এ দু'টি জিনিসের প্রার্থনা করতে থাক।

(মাকারেমুল খারায়েতী- পৃঃ ১৮০)

ফায়দা : বর্তমান যুগে এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হতে চলেছে। দেখুন মানুষ নামায, রোযার পাবন্দ, কিন্তু আমানতের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। না মালের আমানতের প্রতি খেয়াল আছে, না দীনের আমানতের প্রতি।

কিছু লোক এমনও রয়েছে, যারা মসজিদ-মাদরাসার ওয়াকফকৃত সম্পদের জিম্মাদার; কিন্তু জাতির আমানতের প্রতি তাদের কোন খেয়াল নেই। একেবারেই স্বাধীনভাবে খেয়ানত এবং ভোগ করতে থাকে। আল্লাহর আশ্রয়

www.pathagar.com

চাই। সওয়াবের চেয়ে বরং আরো বেশি গোনাহ এবং ধরা খাওয়ার উপকরণ গুছিয়ে নিচ্ছে।

হযরত শাদ্দাদ রা. -এর একটি বর্ণনায় এসেছে সর্বপ্রথম জিনিস যা তোমরা মানুষের মধ্য থেকে বিলীন হতে দেখবে, তা হচ্ছে আমানত। (কানয- খ: ৭, পৃ: ৬১)

মুমিন কে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুমিন ঐ ব্যক্তি যে মানুষ ক্ষেত্রে এবং মালের ক্ষেত্রে আমানতদার হবে।

ফায়দা : অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কারো জান ও মালের ক্ষতি করবে না। বরং এর হেফাযত করবে।

খেয়ানতকারী জান্নাতে যেতে পারবে না

সিদ্দীকে আকবর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতে যেতে পারবে না অত্যাচারী, কৃপণ, খায়েন ও বদস্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি।

(মাকারেম- পৃ: ১৭৬)

জান্নাতের গ্যারান্টি

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের গ্যারান্টি দাও, তোমাদেরকে আমি জান্নাতের গ্যারান্টি দিব। লোকেরা বলল, কী সেটা? নবী করীম সা. বললেন, তোমরা কথা বললে মিথ্যা বলবে না। ওয়াদা করলে খিলাফ করবে না। আমানত রাখলে খেয়ানত করবে না। স্বীয় দৃষ্টি রাখবে সদা অবনত। নিজের ইজ্জতের হেফাযত করবে। হাতকে রক্ষা করবে (কাউকে কষ্ট দেবে না)। হযরত উবাদা রা. হতেও হাদীসটি বর্ণিত আছে।

খেয়ানত কিয়ামতের আলামত

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামতের একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, খেয়ানতকারী আমানতদার হবে এবং আমানতদার খায়েন হয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমদ- খ: ২, পৃ: ১৯৯)

ফায়দা : অর্থাৎ যে সমস্ত লোক বাস্তবে আমানতদার তাদেরকে খেয়ানতের অপবাদে অভিযুক্ত করা হবে কিংবা তাদেরকে খায়েন মনে করা হবে। বর্তমানে এমনটিই ঘটছে। যারা সমাজের নেতা তাদেরকে আমানতদার মনে করা হচ্ছে অথচ তারা খেয়ানতকারী।

www.pathagar.com

শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে খেয়ানত করবে না

হযরত আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির নিকট আমানত রাখা হয় এবং সে তা আদায় করে দেয়, অথচ তার আদায় না করার ক্ষমতা ছিল। তাহলে আল্লাহ পাক ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরের সাথে তাকে বিবাহ দিবেন। (মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃঃ ২৭৭)

ফায়দা : যেমন কেউ গোপনে অলিখিতভাবে বা কোন প্রমাণ ব্যতীত মোটা অংকের কিছু টাকা রাখল অতঃপর সে তা হেফাযত করল আবার যথাসময়ে আদায় করে দিল।

তিনটি গুণ থাকলে কোন চিন্তা নেই

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্যে এই তিনটি জিনিস থাকবে এবং তোমাদের নিকট দুনিয়া থাকবে না, তবুও কোন চিন্তা নেই। সত্য কথা, আমানতের হেফাযত ও খানার পবিত্রতা। অর্থাৎ হালাল আয় হতে তৈরী খানা।

(মাকারেমে ইবনে আবিদ্দুনয়া- পৃঃ ২৭১)

ফায়দা : অর্থাৎ এগুলো এমন উন্নত আখলাক, যার সামনে দুনিয়ার কোনই মূল্য নেই। এমন ধরনের ব্যক্তি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও বংশের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে।

নামায যেন ধোকায় না ফেলে দেয়

হযরত ওমর রা. বলেন, সাবধান! কোন ব্যক্তির নামায, রোযা যেন তোমাদেরকে ধোঁকার মধ্যে না ফেলে দেয়। যে ব্যক্তি আমানতের প্রতি খেয়াল রাখে না, তার মধ্যে দীনই নেই- চাই সে নামায পড়ুক আর রোযা রাখুক। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৬৭৭)

অর্থাৎ অনেক লোককে নামায-রোযায় খুব তৎপর দেখা যায়। কিন্তু আমানত ও মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে একেবারেই শূন্য। সুতরাং এমন কতক রোযাদার-নামাযী পাওয়া যায়, যারা মানুষের সম্পদ গ্রাস করে নেয়। সম্পদ আয়ের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের পরোয়া করে না। এ সকল লোক প্রকৃতপক্ষে দীনদার নয়।

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন! আমানতের একটি অর্থ যেমন কারো সম্পদ কিংবা কারো সামান যেভাবে রাখা হবে বিনা রদবদলে, কম বেশ না করে যথাসময়ে চাওয়ামাত্র ফেরত দেওয়া। অনুরূপভাবে তার একটি ব্যাপক অর্থ এটাও রয়েছে যে, আল্লাহ পাকের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পালন করা। আল্লাহ

www.pathagar.com

পাকের আদেশ-নিষেধ এবং তার বিধান আল্লাহর পক্ষ হতে আমানত, যা আদায় করা এবং পালন করা বান্দার দায়িত্ব। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, নামায আমানত, অনুরূপ সঠিক পরিমাপ আমানত, কথাবার্তা আমানত।

(মাকারেমে খারায়েতী- পৃ: ১৬৬)

আমানত রিযিককে আকর্ষণ করে

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত আছে, আমানতদারী রিযিকের বাহন এবং খেয়ানত অভাব অনটনের কারণ। (কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৬০)

ফায়দা : আমানতদারীর কারণে রিযিকে এবং আয়-রোজগারে বরকত হয়। মানুষ যদি সমস্ত কারবারে আমানতদারীর বিষয়ে যত্নবান থাকে, তাহলে তার প্রতি মানুষের আস্থা থাকে যদ্দরুণ কারবার এবং মুয়ামালার ক্ষেত্রে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে থাকে এবং মানুষ তার সাথে লেনদেন করতে কোন ভীতি অনুভব করে না। এমন ধরনের মানুষের দীন ও দুনিয়া সব ভাল থাকে।

আমানত : অর্থ ও তাৎপর্য

আমানতের অর্থ কারো জিনিস বা হক যথার্থভাবে আদায় করা। আমানতের সম্পর্ক শুধু টাকা-পয়সার সাথে নয় বরং এর চেয়ে অনেক ব্যাপক। আমানতের পরিধি সকল অর্থনৈতিক, আইনী ও চারিত্রিক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি কারো কোন জিনিস আপনার নিকট রাখে তাহলে সে চাওয়ার সাথে সাথে যেভাবে রেখেছে সেভাবে ফেরত দেওয়াই আমানত। কারো কোন অভ্যন্তরীণ রহস্য বা গোপন কথা যদি আপনার জানা থাকে, তাহলে সেটা গোপন রাখাও আমানত। যদি কোন বৈঠকে থাকেন এবং সেখানে অন্যদের সম্পর্কে কিছু কথা শুনে থাকেন, তাহলে সেগুলোকে ঐ বৈঠক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এগুলোকে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে ফেতনা এবং দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টির কারণ না হওয়াও আমানত। কোন ব্যক্তি আপনার নিকট নিজস্ব কোন কাজে পরামর্শ চাইল, তাহলে তা শুনে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং তাকে নিজের জ্ঞানানুসারে সঠিক পরামর্শ প্রদান করাও আমানত। যদি কোন ব্যক্তি কোন চাকরী করে তাহলে সে যেন ঐ চাকরীর শর্ত মোতাবেক স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য উপলব্ধি করে যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করে, এটিও আমানত। সারকথা যাবতীয় হকসমূহকে যথার্থভাবে আদায় করার নাম আমানত। (সীরাতুন্নবী- খ: ৭, পৃ: ৪৬৯)

নবী করীম সা. বিদায় হজ্জের বিখ্যাত ভাষণে বলেছিলেন, নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত এবং অঙ্গীকারের সাথে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে নিয়েছ। (স্মরণ রাখবে) পুরুষ যখন কোন নারীকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে নিয়ে নেয়, তখন আল্লাহর বেঁধে দেয়া

www.pathagar.com

নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ীই নিয়ে থাকে। কিন্তু কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে নেয়ার পর তার হকসমূহ আদায় করতে ক্রটি করে কিংবা তার হকসমূহকে বিলকুল উপেক্ষা করে। তাহলে সে যেন আল্লাহর আমানতে খেয়ানত করল। (সীরাতুন্নবী- খঃ ৬, পৃঃ ৪৩৫)

অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান ও আইন-কানুন যথাযথভাবে পালন করাও আমানত। আল্লাহ পাকের বাণী- اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ দ্বারা তাই বুঝা যায়।

অঙ্গীকার পূর্ণ করা

অঙ্গীকার পূর্ণ করা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

অর্থ : তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

স্বীয় অঙ্গীকারকে পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক অঙ্গীকার। দুই পক্ষের কোন কাজ করা বা না করার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। আর যে ব্যক্তি কারো সাথে একতরফা ওয়াদা করে আমি আপনাকে অমুক জিনিসটি দিব কিংবা অমুক সময়ে আপনার নিকট থেকে নিব বা অমুক সময়ে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করব অথবা আপনার অমুক কাজটি করে দিব এ অঙ্গীকার পূর্ণ করাও ওয়াজিব। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং লেনদেনের অঙ্গীকারনামা, যেগুলো ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে সংঘটিত হয়ে থাকে। (মাআরেফুল কুরআন- পৃঃ ৪৮)

অঙ্গীকার প্রথমতঃ তিন প্রকার। একটি হচ্ছে ঐ অঙ্গীকার, যা মানুষ আল্লাহর সাথে করেছে। যেমন ঈমান-ইবাদতের অঙ্গীকার বা হালাল-হারাম নির্ণয় করে চলার অঙ্গীকার। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ অঙ্গীকার, যা মানুষ নিজের নফসের সাথে করে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি মান্নত করে কোন জিনিস নিজের জিম্মায় ওয়াজিব করে নিল, কিংবা শপথ করে কোন জিনিস নিজের জিম্মায় ওয়াজিব করে নিল। তৃতীয়টি হচ্ছে ঐ অঙ্গীকার যা মানুষ একে অপরের সাথে করে থাকে। দু'জন মানুষের মাঝে সংঘটিত যে কোন ধরনের লেনদেন, বিবাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, কোম্পানী, ইজারা, দান প্রভৃতি সর্বপ্রকার চুক্তির মধ্যে যে সমস্ত বৈধ চুক্তিতে পরস্পর আবদ্ধ হয়েছে। সেগুলোকে উভয় পক্ষের জন্য পালন করা উপরোক্ত আয়াতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। (মাআরেফুল কুরআন- পৃঃ ৪৭)

www.pathagar.com

ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব

হযরত উবাদা বিন সামেত রা. হতে বর্ণিত রাসূল সা. ইরশাদ করেন, কথা বললে সত্য কথা বলবে, ওয়াদা করলে পূর্ণ করবে। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ১৯৭)

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমরা কথাবার্তা বলবে, তখন মিথ্যা বলবে না আর যখন ওয়াদা করবে, তখন তা পূর্ণ করবে। (মাকারেম- পৃঃ ৮৭)

ওয়াদা এক প্রকার ঋণ

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে সরাসরি বর্ণিত আছে যে, ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৩৪৭)

ফায়দা : ঋণ পরিশোধ করা যেমন ওয়াজিব তদ্রুপ ওয়াদাও পূর্ণ করা জরুরী।

ওয়াদা খেলাফী মহব্বত নষ্ট করে দেয়

হযরত আব্দুর রহমান আরজী রা. বর্ণনা করেন, হযরত দাউদ আ. বলেছেন, নিজ ভাইয়ের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবে না। কারণ এটি তোমার এবং তার মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিবে। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ২০৭)

জান্নাতের গ্যারান্টি

হযরত উবাদা বিন সামেত রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের (আমল করার) গ্যারান্টি দাও, আমি তোমাদেরকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিব। ১. যখন বলবে, সত্য বলবে ২. ওয়াদা করলে পূর্ণ করবে ৩. আমানত আদায় করবে ৪. খাহেশাত (কুপ্রবৃত্তি) নিয়ন্ত্রণে রাখবে ৫. স্বীয় দৃষ্টিকে অবনত রাখবে ৬. নিজের হাত নিয়ন্ত্রণে রাখবে (কাউকে কষ্ট দিবে না)। (বায়হাকী- খঃ ২, পৃঃ ২০৬)

যে ওয়াদা খেলাফ করে সে দীনদার নয়

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. খুতবার মধ্যে বলেছেন, ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার মধ্যে আমানতদারী নেই। ঐ ব্যক্তির দীন নেই, যার মধ্যে ওয়াদার প্রতি পাবন্দী নেই।

(বায়হাকী- খঃ ৪, পৃঃ ৭৮)

ওয়াদা খেলাফীর প্রতি বদদুআ

হযরত আলী রা. হতে সরাসরি বর্ণিত আছে যে, ওয়াদা এক প্রকার ঋণ। ধ্বংস ও সর্বস্বান্ত হোক ঐ ব্যক্তি যে ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে না। নবী করীম সা. একথাটি তিনবার বলেছেন। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৩৪৭)

www.pathagar.com

হাশরের ময়দানে লাঞ্ছনা

হযরত আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক ওয়াদা খেলাফকারী, বিশ্বাসঘাতক, অঙ্গীকার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারীর সাথে একটি ঝাণ্ডা থাকবে (যদ্বারা তাকে চেনা যাবে) অতঃপর বলা হবে যে, লোকটি হচ্ছে অমুক অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারী। (বায়হাকী- খঃ ৪, পৃঃ ৭৮)

ওয়াদা খেলাফী করা মুনাফিকের স্বভাব

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তিনটি জিনিস মুনাফিকের আলামত। যদি সে নামায আদায় করে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে, আমানত রাখলে খিয়ানত করে। (মেশকাত- পৃঃ ১৭)

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ওয়াদা পূর্ণ করতে না পারলে

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের নিকট ওয়াদা করেছে এবং তার নিয়ত ছিল ওয়াদা পূর্ণ করার; কিন্তু পূর্ণ করতে পারেনি বা যথাসময়ে আসতে পারেনি তাহলে কোন গোনাহ হবে না।

আল্লাহর পবিত্র বান্দা কে?

আবু হামীদ আস সায়েদী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বোত্তম পবিত্র বান্দা হবে সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবে। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ৩৪৯)

ধোঁকা দেয়ার কঠিন শাস্তি

হযরত সাঈদ রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, প্রত্যেক ধোঁকাবাজকে কিয়ামতের দিন তার পায়ুপথে ঝাণ্ডা গেড়ে দেয়া হবে। (মেশকাত- পৃঃ ৩২৩)

ফায়দা : যে ব্যক্তি ওয়াদা করে ধোঁকা দেয় সে প্রতারক। তার শাস্তি খুবই কঠিন। কিয়ামতের দিন তার পায়ুপথে একটি ঝাণ্ডা স্থাপন করে দেয়া হবে, যাতে মানুষ তাকে চিনতে পারে এবং সে লাঞ্ছিত হয়। আল্লাহর আশ্রয় চাই। লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণত মানুষ ওয়াদা করে ধোঁকা দিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। এ ধরনের লোকদেরকে উপরোক্ত শাস্তি দেয়া হবে কিয়ামতের দিন।

ছোট শিশুদেরকে যা বলবে, তাও পূর্ণ করবে

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমের রা. বলেন, নবী করীম সা. একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। ইতোমধ্যে আমার মা আমাকে ডাকলেন এবং বললেন,

www.pathagar.com

এদিকে এসো। আমি তোমাকে একটি জিনিস দিব। নবী করীম সা. মাকে বললেন, কী দিবে? মা বললেন, খেজুর দিব। নবী করীম সা. বললেন, যদি তুমি কিছু না দাও, তাহলে কিন্তু মিথ্যুকদের তালিকাভুক্ত হয়ে যাবে।

ফায়দা : সাধারণতঃ মানুষ শিশুদের মন ভুলানোর জন্য এবং মনযোগ আকর্ষণ করার জন্য কিছু একটা বলে দেয়। যেমন- এদিকে এসো, একটি জিনিস দিব। তখন সেটাকে এমনিতেই তামাশা মনে করে পূর্ণ করে না। এটা গোনাহের কাজ। শায়েখ আবদুল হক র. বলেন, মিথ্যাভাবে কাউকে কোন জিনিস দেয়ার কথা বলাও হারাম। সুতরাং শিশুদের মিথ্যা ওয়াদা করবে না। আর যদি করে থাক তাহলে তা পূর্ণ করবে। কারণ ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব। চাই শিশুদের সাথেই করুক না কেন? অনুরূপভাবে হাসি তামাশার ছলে ওয়াদা করা এবং তা পূর্ণ না করাও নিন্দনীয়।

www.pathagar.com

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ধৈর্য ও সহনশীলতার কারণে বিশেষ মর্তবা লাভ

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বান্দা ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে দিনভর রোযা ও রাতভর ইবাদতকারীর সমতুল্য মর্তবা লাভ করে। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪১৮)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন! ইসলামী শরীয়তে শুধু ইবাদত-বন্দেগী এবং যিকির-আযকারেরই ফযীলত বর্ণনা করা হয়নি বরং উৎকৃষ্ট আখলাক এবং উত্তম গুণাবলীরও বিরাট ফযীলত এসেছে, ইবাদত ও রিয়াজাত থেকেও এসবের গুরুত্ব বেশি। কারণ এর দ্বারা জগতের নেযাম সুন্দর হয়। সামাজিক জীবনে মহব্বত ও ইকরামের পরিবেশ হয়। ধৈর্য ও সহনশীলতা মাকারিমে আখলাক বা উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব রা. এর বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) যখন সমস্ত মাখলুককে একত্রিত করবেন, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে, শ্রেষ্ঠ মানবগণ কোথায়? অতঃপর ক্ষুদ্র একটি দল উঠে দাঁড়াবে এবং দ্রুত জান্নাতের দিকে অগ্রসর হবে। সামনে এগিয়ে ফিরিশতারা সাক্ষাৎ করবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, দেখতে পাচ্ছি তোমরা দ্রুতগতিতে জান্নাতের দিকে ছুটে যাচ্ছ। তোমরা কারা? এরা উত্তর দিবে, আমরা শ্রেষ্ঠ মানব। জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের উপকরণ (আমল) কি? এরা উত্তর দিবেন, আমাদের উপর যখন অত্যাচার করা হত, তখন আমরা ধৈর্যধারণ করতাম। যখন আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হত, তখন আমরা সহ্য করে নিতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, যাও জান্নাতে চলে যাও। আমলকারীদের প্রতিদান কতই না সুন্দর। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪১৮)

ফায়দা : ধৈর্য ও সহনশীলতার জন্য কী বিরাট ফযীলত লাভ হয়েছে! যে সমস্ত লোক মনের খিলাফ কিছু হলেই দ্রুত বদলা নিতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং ধৈর্যধারণকে অসম্মানজনক ও দুর্বলতা মনে করে। তারা যেন উক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করে। এহেন ফযীলত থেকে তারা বঞ্চিত।

www.pathagar.com

আল্লাহর মহব্বত কার প্রতি ওয়াজিব?

হযরত উম্মে সালমা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে না, সে যেন নিজেকে কোন ভাল আমলের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে না করে। ১. আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হতে রক্ষা করতে পারে এমন খোদাভীতি। ২. বিপথে গমন থেকে রক্ষা করতে পারে এমন সহনশীলতা। (কারণ মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ভুল পথ অবলম্বন করে নেয়) ৩. মানুষের মাঝে মিলেমিশে জীবন যাপন করতে পারে এমন আখলাক। (মাকারেমে তাবরানী- পৃ: ৩২২)

ফায়দা : এগুলো হচ্ছে উত্তম গুণাবলির বুনিয়াদী মাপকাঠি। কারো মধ্যে এ গুণগুলো যদি না থাকে, তাহলে সে যেন রিক্ত।

দু'টি স্বভাব আল্লাহর নিকট প্রিয়

হযরত আবু সাঈদ রা. বলেন, অফদে ক্বায়েসের নেতা যখন নবী করীম সা. এর সাথে সাক্ষাত করল, তখন নবী করীম সা. বললেন, তোমাদের মধ্যে দু'টি স্বভাব আছে, যা আল্লাহর নিকট প্রিয়। সহনশীলতা এবং গাম্ভীর্য।

(বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ৩৩৫)

উচ্চ মর্তবা লাভের আমল কী?

হযরত উবাদাহ বিন সামেত রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে এমন আমল বলে দিব কি, যদ্বারা জান্নাতের উন্নত প্রাসাদ এবং উচ্চ মর্তবা লাভ হবে? বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। (নবী করীম সা.) বললেন, যে তোমাদের প্রতি বর্বর আচরণ করবে তার প্রতি তোমরা সহনশীল হবে। যে তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে, তাকে তোমরা সহ্য করে নিবে। যে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে, তাকে তোমরা দান করবে। যে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে, তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে নিবে। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪১৯)

সহনশীল কে?

হযরত আবু সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত সহনশীল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমাকারী না হবে আর ততক্ষণ পর্যন্ত বিচারক হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পারদর্শী না হবে। (মেশকাত- পৃ: ৪২৯)

ফায়দা : যে অধিক ক্ষমাশীল, প্রতিশোধপ্রবণ নয়, সেই সহনশীল।

দুনিয়া ও আখিরাতের নেতা কে?

খতীবে বাগদাদী র. হযরত আনাস রা. হতে সরাসরি বর্ণিত আছে যে, সহনশীল ব্যক্তি দুনিয়াতেও নেতা, পরকালেও নেতা। (কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ১২৯)

www.pathagar.com

ফায়দা : যেহেতু সহনশীলতা ও মহানুভবতার দ্বারা পদস্থিতি আসে এবং সুসম্পর্ক বাকী থাকে। কোন লোক দুঃখ কষ্ট পায় না।

আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্তবা কে লাভ করবে?

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের নিকট উচ্চ মর্তবার অধিকারী হবে সহনশীলতা এবং মহানুভবতার দ্বারা, যখন মানুষ তোমাদের প্রতি জাহেলী বা বর্বর আচরণ করবে এবং বদান্যতার দ্বারা তাদের প্রতি, যারা বঞ্চিত করে।

ফায়দা : এ ধরনের স্বভাব হচ্ছে উচ্চ মর্তবা লাভের কারণ। যেহেতু এর দ্বারা নফস মরে যায়, আর নফসের মৃত্যু আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ।

সহনশীলতার দ্বারা কারো মান কমে না

ইবনে শাহীন র. ইবনে মাসউদ রা. হতে সরাসরি বর্ণনা করেছেন যে, জাহেলীপনা ও বর্বরতার দ্বারা কেউ সম্মানিত হয় না। সহনশীলতার দ্বারা কেউ অপদস্ত হয় না। দানের দ্বারা মালহ্রাস পায় না। (কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ১৩২)

ফায়দা : কিছু কিছু মানুষ অন্যের প্রতি বর্বর আচরণ করাকে মর্যাদার কারণ বলে মনে করে। অনুরূপভাবে মানুষ কারো খারাপ কথা এবং জুলুম সহ্য করে নেয়াকে অপদস্তির কারণ মনে করে। এটা ভুল। ইজ্জত ও অপদস্তির মাপকাঠি শয়তানের বানানো। আল্লাহর বানানো মাপকাঠি হচ্ছে, নেক আমল এবং শ্রেষ্ঠ আখলাক। চাই সেটা সমাজে অপদস্তিই মনে করুক না কেন। যেমন সরলভাবে বিবাহ বর্তমান সমাজে এখন আর সম্মানজনক বলে গণ্য করা হয় না। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের নিকট তা সম্মান ও মর্যাদার কারণ।

ধৈর্য ও সহনশীলতার অর্থ

ধৈর্য ও সহনশীলতার অর্থ হচ্ছে- প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোন অপছন্দনীয় কথা, কষ্টদায়ক আচরণ বা অপরাধকে সহ্য করে নিতে হবে এবং অপরাধীকে কোনরকম ধরপাকড় করা যাবে না। এইরূপ ধৈর্য ও সহনশীলতা আল্লাহ পাকের মধ্যে যথাযথ এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান রয়েছে। যার কারণে তিনি বান্দাদের ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করতে থাকেন।

এ গুণটি মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এটা নবীগণেরও বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হযরত ইবরাহীম আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে ان ابرهيم حليم হযরত ইসমাঈল আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে, بغلام حليم সহনশীল ছেলে। এ কারণে যা আখলাকে কারীমার অন্তর্ভুক্ত হাদীসে পাকের মধ্যে তার ফযীলত বর্ণনা করে তার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যাতে প্রত্যেক মুমিন এই গুণে গুণান্বিত হতে পারে।

www.pathagar.com

মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য

কুরআনে মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

উক্ত আয়াতে কারীমার মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার একটি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এদেরকে আকায়েদ-ইবাদত হোক কিংবা লেনদেন বা সামাজিক আচার-আচরণ হোক সর্ব বিষয়ে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানানো হয়েছে। মন ভাল ও ভারসাম্যপূর্ণ থাকলে যেমন মানুষের দৈহিক সুস্থতা পূর্ণ হয়, অনুরূপ সকল উম্মতের মধ্যে সার্বিক বিবেচনায় ভারসাম্যের অধিকারী হওয়ায় এ উম্মত পূর্ণ গুণের অধিকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

(সূরায়ে হাদীদ)

উক্ত আয়াতে কারীমার মধ্যে আম্বিয়া আ. এর আগমন এবং তাদের ওপর কিতাব অবতরণের উদ্দেশ্য এটাই বর্ণনা হয়েছে যে, তারা এর দ্বারা মানুষের মধ্যে আখলাকী, আমলী এবং আকীদাগত মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য সৃষ্টি করবেন। আম্বিয়া আ. এবং আসমানী কিতাবাদি প্রেরণ করা হয়েছে আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও সামাজিক ভারসাম্য ঠিক করার জন্য। এর দ্বারা মধ্যপন্থার মাপকাঠি উপলব্ধি করা যায়। এ কারণেই হাদীসে উক্ত মাপকাঠির উপর অটল থাকার তাকীদ করা হয়েছে।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে সে পরমুখাপেক্ষী হবে না।

(মাজমা- খ: ১০, পৃ: ২৫২)

মধ্যপন্থা অবলম্বন বুদ্ধিমানের কাজ

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। (বায়হাকী- খ: ৫, পৃ: ২৫৪)

www.pathagar.com

উপার্জনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহকে ভয় কর, জীবিকা অর্জন কর আর সংযম অবলম্বন কর। কোন প্রাণ ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় রিযিক শেষ না করবে, যদি বিলম্বও হয়। (ইবনে মাজা- পৃঃ ১৫৫)

মধ্যপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, অবশ্যই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, অবশ্যই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, অবশ্যই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। আল্লাহ তো কারো ব্যাপারে ক্লান্ত হন না (যে তোমাদেরকে কীভাবে প্রতিদান দিবেন)। তাহলে তোমরা কেন ক্লান্ত হয়ে যাও? (কানযুল উম্মাল জাদীদ- খঃ ৩, পৃঃ ২৮)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে, আল্লাহ পাক ক্লান্তি এবং বিতৃষ্ণা অনুভব করেন না। হ্যাঁ, তোমরাই অধিক চেষ্টা পরিশ্রমে বিতৃষ্ণা এবং ক্লান্তি অনুভব করে থাক। সুতরাং আমলের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী অভাবে পড়ে না

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে সে সঙ্কটে পড়বে না। (কানযুল উম্মাল - পৃঃ ৪৯)

মধ্যপন্থা অবলম্বন অর্ধ উপার্জন

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন অর্ধেক উপার্জন, উত্তম আখলাক অর্ধেক দীন।

ফায়দা : ব্যাখ্যা হল, মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে মানুষ পেরেশান হয় না। মধ্যপন্থায় ব্যয় করার মধ্যে এতটা সঞ্চয় ও বরকত যে, মানুষ যদি তা হিসাব করে তাহলে দেখতে পাবে তার আয়ের অর্ধেক সঞ্চয় হচ্ছে। মধ্যপন্থা অবলম্বনের দ্বারা যেন তার আয়ের অর্ধেকই বেঁচে যাচ্ছে। কারণ সে যদি এই মিতব্যয়িতা অবলম্বন না করত, তাহলে তার আরো আয় করার প্রয়োজন হত।

• মধ্যপন্থাতেই সচ্ছলতা ও স্বনির্ভরতা রয়েছে

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে সর্বদা সে স্বচ্ছল থাকবে। (মাজমা)

ফায়দা : নবুওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ পঁচিশটি অংশের একটি অংশ হচ্ছে মধ্যপন্থা এ দ্বারা মধ্যপন্থার গুরুত্ব কতটুকু তা অনুমান করা যায়।

www.pathagar.com

মধ্যপন্থা নবুওয়াতের অংশবিশেষ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ভাল পথ, ভাল মত এবং মধ্যপন্থা নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ।

(আবু দাউদ- খঃ ২, পৃঃ ৬৫৯)

সামর্থ অনুযায়ী মধ্যপন্থায় আমল করবে

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, শক্তি অনুযায়ী আমল করবে। (কানযুল উম্মাল- খঃ ২, পৃঃ ২৮)

ফায়দা : সামর্থের চেয়ে বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে একদিন খুব আমল করলে পরের দিন ঘাবড়ে গিয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ছেড়ে দিল; এটা মোটেই ভাল কথা নয়। অল্পই করবে, কিন্তু নিয়মিত করবে।

সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থায় চলবে

হযরত হুযাইফা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সম্পদ থাকাবস্থায়ও মধ্যপন্থা ভাল, সঙ্কটময় অবস্থাতেও মধ্যপন্থা ভাল এবং ইবাদতের ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থা ভাল। (কানযুল উম্মাল- খঃ ২, পৃঃ ২৮)

ফায়দা : যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন মধ্যপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সম্পদ থাকাবস্থায় ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। দারিদ্র থাকাবস্থায়ও মধ্যপন্থা থাকবে। পেরেশানী হা-হুতাশ বা কৃপণতায় লিপ্ত হবে না কখনো। মধ্যমপন্থাই সফলতার পথকে সুগম করে।

মধ্যপন্থায় স্বচ্ছলতা আসে

হযরত তালহা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, তাকে আল্লাহ্ পাক ধনী বানিয়ে দেবেন। যে ব্যক্তি অপব্যয় বা বেহুদা খরচ করবে আল্লাহ্ পাক তাকে অভাবগ্রস্ত বানিয়ে দিবেন। যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করবে আল্লাহ্ পাক তাকে উচ্চ মর্যাদা দিবেন। (জামে ছগীর- পৃঃ ৫১৭)

আল্লাহ্ পাক যার কল্যাণ চান

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক যখন কারো ঘরে কল্যাণ দান করার ইচ্ছা করেন তখন তাদের ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা চালু করে দেন। (বায়হাকী- খঃ ৫, পৃঃ ২৫২)

ফায়দা : ব্যয়ের ক্ষেত্রে যদি মধ্যপন্থা না থাকে। এদিক সেদিক অযথা বিনা প্রয়োজনে ব্যয় হতে থাকে তখন সম্পদের বরকত এবং প্রাণ বিদায় নেয়।

www.pathagar.com

সম্পদ দ্রুত শেষ হয়ে দারিদ্রে নিপতিত হয়ে এক পর্যায়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। অনেক বাড়িতে দেখা গিয়েছে সঞ্চিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখে না। নানারূপ বিলাসিতা, ধুমধাম খাওয়া-দাওয়া, বিচিত্র কাপড়-চোপড় এবং বিভিন্ন প্রসাধনী ও সাজসজ্জায় ব্যয় করে ফেলে, যার ফলে পরবর্তীতে দারিদ্রের করালগ্রাসে পরিণত হয়। আর এমন দারিদ্র বিরাট পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন দারিদ্র হতে হাদীস শরীফে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ بَعْدَ الْغِنٰى হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ধনাঢ্যতার পর দারিদ্র হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি।

খরচ ও ব্যয়ে ভারসাম্য

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ব্যবসা বাড়ানোর চেয়ে উত্তম। (বায়হাকী- খ: ৫, পৃ: ২৫২)

ফায়দা : অতিরিক্ত দুনিয়াবী ঝামেলার চেয়ে যদ্দরুণ মানুষের পারলৌকিক জীবন গঠনে ঘাটতি আসে বা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়; খরচায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়তর।

তাছাড়া ধন-সম্পদ বৃদ্ধি তার ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু খরচ নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনমত ব্যয় করা তো তার ইচ্ছাধীন।

মধ্যপন্থায় ব্যয় করা সওয়াবের কাজ

হযরত হাসান র. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রা. নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা যে ব্যয় পরিবার-পরিজনের উপর করে থাকি তার বিধান কী? (অর্থাৎ সওয়াবের দিক থেকে)। নবী করীম সা. বললেন, অপব্যয় এবং কৃপণতা ছাড়া যে ব্যয়টা তোমরা পরিবার-পরিজনের ওপর করে থাক ওটা আল্লাহর পথে ব্যয় (সওয়াবের কারণ)। (বায়হাকী- খ: ৫, পৃ: ২৫২)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মধ্যপন্থায় এবং শরীয়ত অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের ওপর ব্যয় করা انفاق فى سبيل الله বা আল্লাহর পথে ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত, যা সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে অপব্যয় করা, এক টাকার জায়গায় দশ টাকা খরচ করা, বিলাসিতা, সাজসজ্জা এবং চাকচিক্যের পিছনে ব্যয় করা বা ফ্যাশন এবং গোনাহের কাজে ব্যয় করা যেমনটি দুনিয়াদার, সম্পদশালী এবং নেতাদের অভ্যাস; এতে গোনাহ হবে এবং সম্পদের হিসাব দিতে হবে। সম্পদ আল্লাহর নিয়ামত। অনর্থক ব্যয় করার চেয়ে আখেরাতের জন্য সঞ্চিত করে রাখবে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

www.pathagar.com

ভারসাম্যপূর্ণতা বা মধ্যম পন্থা

ইসলামের একটি বিশেষ সৌন্দর্য হল অধিকাংশ মাসআলার ক্ষেত্রে কঠোরতা এবং শিথিলতার মাঝামাঝি স্থানেই এর অবস্থান। কুরআনে কারীমের মধ্যে মুসলমানদেরকে যে সমস্ত কারণে উম্মাতে ওয়াছাত তথা মধ্যমপন্থী উম্মত বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি কারণ এটাও যে, মুসলমানদের ধর্ম অতি কঠোরতা এবং অতি শিথিলতার মাঝামাঝি। এজন্যই ইসলাম অধিকাংশ মুয়ামালা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছে। এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও; যে ইবাদতের চেয়ে অধিক নেকীর কাজ ইসলামে আর কিছুই নেই। ইসলাম সেখানেও মধ্যমপন্থাকে লক্ষ্য রেখেছে। এত অধিক ইবাদত করতে বলা হয়নি যে, অন্য সমস্ত কাজ-কর্ম বরবাদ হয়ে যাবে। আবার এত কম করতে বলা হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি উদাসীন হয়ে যাবে। বদান্যতা ও দানশীলতার চেয়ে ভাল কোন কাজ নেই। সমস্ত ধর্মে এ ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে এবং যে যত পরিমাণ দান করতে পারে, বিলাতে পারে তাকে তত প্রশংসার যোগ্য মনে করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রেও অতিরঞ্জনের নীতিকে উপেক্ষা করেছে। এমন কাজ ইসলাম ভাল মনে করেনি যে, অন্যকে সব দান করে দিয়ে নিজে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে। হাত পাততে হবে অন্যের কাছে আর অভাবীদের তালিকায় আরো একজনের নাম যুক্ত হবে। (সিরাতুন্নবী- খঃ ৬, পৃঃ ৫৩০)

মধ্যম পর্যায়ে অবস্থান

অভাব এবং দারিদ্রের মাঝেও মধ্যম পর্যায় থাকার নির্দেশ রয়েছে। ধন-সম্পদের মধ্যে এত ডুবে যাবে না যে, যুগের কারুণে পরিণত হয়ে যাও আর আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মালের হকের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়। দারিদ্র্যের ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থী হয়ে থাকবে। এমন না হয় যে, আল্লাহর নাশোকরী এবং মানুষের সামনে লাঞ্ছনার হাতকে প্রসারিত করে নিজেও জাতিকে অপদস্থ করবে। মোটকথা, জীবনের প্রত্যেকটা শাখায় মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ পন্থা বড় ফলপ্রদ ও বিজ্ঞতাপ্রসূত।

www.pathagar.com

ধীরস্থিরতা ও শান্তভাব

শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে কার্যসম্পাদন করা

ইমাম জুহরী র. বর্ণনা করেন, বিল্লী বংশের এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, আমি আমার পিতার সাথে রাসূলে পাক সা. এর দরবারে হাজির হয়েছি। পিতা আমাকে ছেড়ে রাসূলে পাক সা. এর সাথে কথাবার্তা বললেন। আমি আব্বাজানকে জিজ্ঞাসা করলাম নবী করীম সা. আপনাকে কী বলেছেন? আব্বাজান উত্তরে বললেন, নবী করীম সা. আমাকে বলেছেন, যখন তুমি কোন কাজের ইচ্ছা করবে তখন চিন্তাভাবনা করবে, এক পর্যায়ে আল্লাহ পাক এর সঠিক ফলাফল দেখিয়ে দিবেন। (বায়হাকী- খঃ ৩, পৃঃ ৩৩৬)

ফায়দা : গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার ফলাফল ভাল-মন্দ উভয় প্রকার হতে পারে। এ ধরনের কাজে ধীরস্থিরভাবে, চিন্তাভাবনা করে কদম বাড়াবে। দ্রুততা, তাড়াহুড়ো এবং আবেগের সাথে করবে না। কারণ হতে পারে পরবর্তীতে আফসোস করতে হবে। ধীরস্থিরতা প্রত্যেক কাজেই ভাল।

মাসয়াব ইবনে সায়াদ র. বলেন, আমাশ র. বলেছেন আর আমার স্মরণ আছে যে, তিনি নবী করীম সা. এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আখেরাতের আমল ব্যতীত প্রত্যেকটা কাজেই তড়িঘড়ি না করা ভাল। (মেশকাত- পৃঃ ৪৩০)

তড়িঘড়ি শয়তানের থেকে সৃষ্টি হয়

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ধীরস্থিরতা আল্লাহর পক্ষ হতে এবং দ্রুততা শয়তানের পক্ষ হতে।

(তারগীব- পৃঃ ৪১৭)

ফায়দা : সাধারণত তড়িঘড়ি কাজ প্রায়ই মন্দ ফলাফল বয়ে আনে। হাদীসে সমস্ত কাজ ধীরস্থির এবং শান্তভাবে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সমস্ত কাজে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজ ধীরস্থিরভাবে এবং চিন্তা-ফিকির করে সম্পাদন করা, তাড়াহুড়ো ও আবেগের সাথে না করা লক্ষ্য অর্জন এবং অনিষ্ট হতে রক্ষার সর্বোত্তম কৌশল।

www.pathagar.com

মুহাদ্দিস খারায়েতী র. কতিপয় বিজ্ঞজনের বাণী বর্ণনা করেছেন যে, কাজে তাড়াহুড়ো করা প্রায় ক্ষেত্রেই মন্দ ফল বয়ে আনে।

সুতরাং কোন কাজ যেমন পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বরখাস্ত-নিয়োগদান ইত্যাদি বিষয় তড়িঘড়ি করে চিন্তাভাবনা ও পরামর্শ ছাড়া সম্পাদন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দ ফলাফল এবং দুঃখ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই তড়িঘড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। মানুষ সাধারণতঃ এসব পদ ও সম্পদের দাপট করে থাকে। এর থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। কাজে শান্তভাব পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন। স্মরণ রাখতে হবে, এ সমস্ত কথা কিন্তু পার্থিব কার্যকলাপের ক্ষেত্রে। কারণ এর ফলাফল ভাল হবে না মন্দ হবে তা জানা যায় না। আখেরাতের আমলসমূহ যথা- নামায, রোযা, যিকির, তিলাওয়াত সদকা খয়রাতের ব্যাপারে এ কথা প্রযোজ্য নয়। কারণ এর ফলাফল যে ভাল তা নিশ্চিত।

মোল্লা আলী কারী র. লিখেছেন, আখেরাতের আমলসমূহ (যেমন উপরোক্ত হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে।) যিকির ইবাদত প্রভৃতিতে চিন্তা-ফিকিরের কোন প্রয়োজন নেই বরং দ্রুত সম্পাদন করে নিবে। কারণ এমন হতে পারে যে, শয়তানের ওয়াসওয়াসা এবং মানসিক কুচিন্তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

এ মর্মে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, سَابِقُوْا اِلَى الْخَيْرَاتِ নেকীর দিকে ধাবিত হও। তাছাড়া এ কারণেও যে, এর ফলাফল ভাল হওয়া নিশ্চিত। এর মধ্যে ক্ষতির কোন দিক নেই এবং লোকসানের কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন অনেক সময় দেখা যায় হজ্জ ফরজ হয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে মানুষ চিন্তা ভাবনা করতে থাকে এবং নিয়ত করতে থাকে। এটা ভুল।

হযরত ফজল ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করেছে (ফরজ হওয়ার দরুণ) সে যেন তা দ্রুত সম্পাদন করে। কারণ অনেক সময় মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। যানবাহন পায় না। বিভিন্ন প্রয়োজন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (ইবনে মাজা- পৃঃ ২০৭)

সকল ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার দান-খয়রাতের এটাই বিধান যে তাতে দেরি করা ও এখন/আগামীকাল/পরশু আশা রাখি করব/ বেশি দেরি হবে না- এ সমস্ত কথা বর্জনীয়। কারণ দেরির কারণে অনেক সময় বিভিন্ন রকম পরিস্থিতি কাজের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া মনের উপরও ভরসা নেই। কখন কোন দিকে মোড় নেয়। জীবনেরও কোন নিশ্চয়তা নেই। কেউ জানে না কতক্ষণ থাকবে? এজন্য ওয়াকফ, দান খয়রাত দ্রুত সম্পাদন করে নিবে।

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে মেয়ের বিবাহও দ্রুত করে দিবে। যদি যথোপযুক্ত সম্বন্ধ এসে যায়। পার্থিব দিক দিয়ে ভালর চেয়ে অধিক ভাল পাওয়ার আশায় বিলম্ব করবে না। কারণ প্রায়ই দেখা যায় প্রথম সম্বন্ধের চেয়ে পরের সম্বন্ধ ভাল হয় না। আর বিলম্ব করলে দীন-দুনিয়া উভয় দিক দিয়ে ক্ষতি হয়। বিবাহের ক্ষেত্রে সাধারণত সম্পদশালী পরিবারই বেশি বিলম্ব করে থাকে। এহেন কাজ থেকে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। এমন বিলম্ব স্বাস্থ্য, পরিবেশ উভয় দিক দিয়ে ক্ষতিকর। এর দ্বারা ব্যভিচারের দ্বার মুক্ত হয়ে যায়। হাদীস শরীফে উপযুক্ত সম্বন্ধ আসলে দ্রুত বিবাহ করানোর নির্দেশ এসেছে।

www.pathagar.com

নম্র ও শান্ত মেজাজ

আল্লাহ্ পাক নম্রতাকে পছন্দ করেন

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন। (বুখারী- পৃঃ ৭৯১)

নম্রতা প্রত্যেক জিনিসকে সুন্দর করে দেয়

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে জিনিসের মধ্যেই নম্রতা প্রবেশ করে তা সুন্দর হয়ে যায়। (মুসলিম- পৃঃ ৩২২)

ফায়দা : অর্থাৎ যতই খারাপ এবং কঠিন মুয়ামালা হোক না কেন তাতে যদি নম্রতা অবলম্বন করা যায় তাহলে মুয়ামালা পরিবর্তন হয়ে যায়, কঠোরতা ম্লান হয়ে যায়। ফলে তা থেকে ভাল ফলাফল বের হয়ে আসে।

আল্লাহ্ পাক যে ঘরে মঙ্গলের ইচ্ছা করেন ....

হযরত নবী করীম সা. হযরত আয়েশা রা. কে বলেন, হে আয়েশা! নম্রতা অবলম্বন কর। আল্লাহ্ পাক যখন কোন পরিবারের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের জন্য নম্রতার দ্বার মুক্ত করে দেন। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪১৬)

জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক যাকে নিজের প্রিয় বানাতে চান, তাকে নম্রতা দান করেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৯, পৃঃ ১৮)

কল্যাণ থেকে বঞ্চিত কে?

জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, যে ব্যক্তি নম্রতা হতে বঞ্চিত, সে সমস্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৬২)

সমস্যার সমাধান নম্রতার দ্বারা হয়, কঠোরতার দ্বারা নয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক নম্র, তিনি নম্রতাকে পছন্দ করেন। নম্রতার সাথে দান করেন, কঠোরতার সাথে দান করেন না। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৬২)

হযরত আলী রা. এবং হযরত আবু বকর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক নম্রতার সাথে যেভাবে দান করেন কঠোরতার সাথে সেভাবে দান করেন না। (মাকারেমে খারায়েতী- খঃ২, পৃঃ ৬৮৬)

www.pathagar.com

ফায়দা : নম্রতার সাথে যেভাবে সহজে সমস্যার সমাধান হয়, কঠোরতা এবং কড়াকড়ি করে সেভাবে সমাধান হয় না বরং ব্যাপারটি গুলিয়ে যায়। কঠোরতার কারণে জিদ সৃষ্টি হয়। জিদের কারণে আবার দ্বন্দ্ব সংঘাত শুরু হয়।

হ্যাঁ, তবে কখনো কখনো নম্রতার চেয়ে কঠোরতা কড়াকড়ি বা জিজ্ঞাসাবাদই উত্তম পন্থা হিসেবে বিবেচিত হয়।

স্মরণ রাখবেন, এহেন কঠোরতা এবং জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে নম্র ভাষা এবং নম্র সুর অবলম্বন করতে হবে তাহলে এখানেও নম্রতার উপকারী ফলাফল বের হয়ে আসতে পারে। কমপক্ষে অহংকারমূলক পদ্ধতি থেকে তো রক্ষা পাবে। কারণ ভাষার কঠোরতা অধিকাংশ সময় অহংকার থেকে জন্ম নেয়।

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ

নবী করীম সা. হযরত আয়েশা রা. কে বলেন, হে আয়েশা! যাকে কিছু নম্রতা দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করা হয়েছে।

(মাকারেমে খারায়েতী- পৃ: ৬৯৪)

যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস অর্জন করবে

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিম্ন বর্ণিত তিনটি জিনিস অর্জন করবে, আল্লাহ পাক তাকে নিজ হেফাযতে নিয়ে নিবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করে দিবেন। ১. দুর্বলের সাথে নম্রতা, ২. মাতাপিতার প্রতি করুণা, ৩. চাকরদের সাথে সদ্ব্যবহার। (তারগীব- খ: ৪, পৃ: ৬২৭)

ফায়দা : দুর্বলদের প্রতি নম্র ব্যবহার করাই বড় বৈশিষ্ট্য। বড় এবং পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্বদের সাথে তো সকলেই নম্র ব্যবহার করে থাকে। এটা কোন বৈশিষ্ট্য নয়।

হেকমতের পুঁজি

হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, নম্রতা হেকমতের পুঁজি।

ফায়দা : জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন হল নম্রতা এবং শান্ত মেজাজ নিয়ে কার্য উদ্ধার করা। তাহলে কাজে গোলমাল হবে না।

জাহান্নাম হারাম

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কার জন্য জাহান্নাম হারাম এবং জাহান্নামের জন্য কে হারাম তোমাদেরকে বলে দিব কি? ঐ ব্যক্তির জন্য যার মেজাজ নম্র এবং শান্ত।

www.pathagar.com

ফায়দা : দেখুন নম্র এবং শান্ত মেজাজের কত বড় ফযীলত যে, এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম। মূলত এর কারণেই মানুষ দুর্ব্যবহার, জুলুম ও কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকে। নম্রতা, বিনয় এবং অল্পে তুষ্টির নিদর্শন, যা জান্নাতবাসীদের গুণ। নম্র শান্ত স্বভাব অহংকার ও আত্মঅহমিকার বিপরীত। কুরআন শরীফে এসেছে-

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ

আমি জান্নাতের উত্তরসূরী বানাব, তাদেরকে যারা পৃথিবীতে উঁচু হয়ে থাকতে চায় না। উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা গেল পৃথিবীতে উঁচু হয়ে থাকা, অহমিকা নিয়ে চলা ভাল লক্ষণ নয়।

নম্র স্বভাব সুফল বয়ে আনে

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, নম্রতা বড় ভাল জিনিস। কঠোরতা ও উগ্রতা অশুভ জিনিস অর্থাৎ ক্ষতিকর।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪১২)

ফায়দা : নম্রতার দ্বারা যেরূপ কার্যসিদ্ধি হয়, কঠোরতার দ্বারা তা হয় না। কঠোরতার কারণে মানুষ বিচলিত হয়ে পলায়নের পথ অবলম্বন করে। কিন্তু কঠোর মানুষের জন্য একটু কঠোরতাই শ্রেয়। এতদসত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে নম্রতাই ফলপ্রসূ।

পশুর সাথেও নম্র ব্যবহার করবে

হযরত আয়েশা রা. বলেন, নবী করীম সা. আমাকে একটা কালো উটনী দিলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ কয়লার মত মিশমিশে কালো। সেটি ছিল উগ্র, লাগাম লাগাতে দিত না, নবী করীম সা. তার পিঠে হাত ফিরিয়ে দিলেন এবং বরকতের দুআ করলেন আর বললেন, হে আয়েশা! এর পিঠে আরোহন কর এবং এর সাথে নম্র ব্যবহার কর। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ১৯)

ফায়দা: উটনী উগ্র বলে তাকে মারধর করবে না। এর সাথে কঠোর আচরণ করবে না। বরং নম্রতার সাথে কাজ নিবে আর নিয়ন্ত্রণ করবে। লক্ষ্য করেছেন? আমাদের শরীয়ত পশুর সাথেও নম্র ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাহলে মানুষের সাথে নম্র ব্যবহারের নির্দেশ কেন হবে না?

নম্রতা ও মমতার মর্মার্থ

নম্রতার অর্থ হচ্ছে, আচার-ব্যবহার, লেনদেনের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও উগ্রতার পরিবর্তে নম্রতা ও ভদ্রতা অবলম্বন করতে হবে। কথা যেটা বলতে হবে সেটা

www.pathagar.com

বলতে হবে নম্রভাবে। যা বুঝাতে হবে তা ভদ্রভাবে বুঝাবে। যা চাইতে হবে তা মিষ্টভাবে চাইবে। যেন মনটা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং পাথরও যেন মোমের মত নরম হয়ে যায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে নম্রতার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয় এবং কঠোরতার দ্বারা কাজ গোলমেলে হয়ে যায়। তবে কখনো শরীয়ত কিংবা (পরিবেশ পরিস্থিতি হিসেবে) সাময়িক উপকারিতা ও প্রয়োজনীতা যদি কঠোরতার দাবী রাখে, তাহলে ভিন্ন কথা।

নম্রতা ও শান্ত মেজাজ তাবলীগ ও ইসলাহে সফলতার প্রথম শর্ত। এজন্যই এ ব্যাপারে আম্বিয়া আ. কে বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে যে, বিরুদ্ধবাদী ও অস্বীকারকারীদের সাথে যেন নম্র ব্যবহার করা হয়। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নম্র আচরণ খুবই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। হাদীসে আল্লাহর আরেক নাম রফিকও এসেছে। যার একটা অর্থ এটাও যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি সর্ববিষয়ে বিশেষ করে রিযিক পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নম্রতা এবং করুণাপূর্ণ আচরণ করেন আর এক্ষেত্রে তিনি বান্দার ইবাদত ও নাফরমানী, নেকী ও গোনাহের পরোয়া করেন না।

www.pathagar.com

দোষ গোপন করা প্রসঙ্গে

দোষ গোপন করার সওয়াব

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন করবে আল্লাহ্ পাক দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে তার দোষ গোপন করবেন। (মুসলিম- খঃ ২, পৃঃ ৩২২)

কিয়ামতের দিবসে দোষ গোপন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন করবে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (তারগীব)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো দোষ গোপন করে, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৪৭১)

ফায়দা : কারো অসমীচীন কথা ও গোনাহ্, দোষক্রটি গোপন করা এবং এগুলো প্রকাশ করে মানুষের সামনে অপমান অপদস্ত করা কিংবা শুধু শুধুই প্রচার প্রসার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে খুবই জঘন্য বিষয়। এমন ব্যক্তি নিজেই উক্ত গোনাহে লিপ্ত হয়ে অপদস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। আল্লাহর সাথে নাফরমানীর দরুণ বান্দার সামনে অপদস্থ করার কোন অধিকার নেই। অবশ্য কোন সংশোধনের কারণে প্রকাশ করা কিংবা ছাত্রের ক্রটি তার উস্তাদের নিকট বলে দেয়া এ উদ্দেশ্যে জায়েয আছে যেন সে সংশোধন হয়ে যায় এবং অভ্যাস খারাপ হয়ে না যায়। অনুরূপভাবে এমন কোন অপরাধ ও গোনাহের ব্যাপার প্রকাশ করা বৈধ যেখানে অন্য লোকও ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। যেন অন্য লোক ফেঁসে না যায়। যেমন খেয়ানত, চুরি, মুনাফেকী, কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি।

জান্নাতে প্রবেশ

হযরত আবু সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ দেখার পর সেটাকে গোপন রাখবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ২৩৭)

www.pathagar.com

ফায়দা : আফসোস! বর্তমান যুগে আমরা মানুষের দোষ খুঁজে বের করে বেড়াই। আহ! উক্ত হাদীসটির মর্ম যদি আমাদের অন্তরে গেঁথে যেত!

সে যেন মৃতকে জীবিত করল

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ গোপন করল, সে যেন জিন্দা কবরবাসীকে জীবন দান করল। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৪৭৫)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পাপকে গোপন রাখল, সে যেন জীবন্ত প্রোথিত কবরবাসীকে জীবন দান করল। (মাকারেম- পৃঃ ৪৮০)

হযরত উকবা ইবনে আমের রা. এর গোলাম বলেন, আমার একজন প্রতিবেশি মদপান করত। আমি হযরত উকবা রা. কে বললাম, আপনি পুলিশে খবর দিচ্ছেন না কেন? তখন তিনি আমাকে বললেন, ও কথা বাদ দাও। আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দোষ গোপন করবে, সে যেন কবরে দাফনকৃত ব্যক্তিকে জীবিত করল।

(মাকারেম- পৃঃ ৪৮৪)

আল্লাহ্ পাক কার গোপন তথ্য প্রকাশ করে দিবেন?

হযরত আবু বারজা আসলামী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষের গোপন তথ্যের পিছনে লাগবে, আল্লাহ্ পাক পিছনে লাগবেন আর আল্লাহ্ পাক যার পিছনে লাগবেন, তাকে তার ঘরে অপদস্থ করবেন। (আবু দাউদ- পৃঃ ২৪০)

গোপন তথ্য ফাঁস করার শাস্তি

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের তথ্য গোপন করবে, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন তার তথ্য গোপন করে রাখবেন এবং যে ব্যক্তি স্বীয় মুসলিম ভাইকে অপদস্থ করবে, তার তথ্য ফাঁস করবে আল্লাহ্ পাক তাকে তার ঘরে অপদস্থ করবেন। (ইবনে মাজা, তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ২৩৯)

ফায়দা : যে ব্যক্তি মানুষের গোপন দোষ ফাঁস করে তাকে অপদস্থ করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে তার বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনদের সামনে অপদস্থ করবেন। অর্থাৎ তার গোনাহের শাস্তি তাকে দুনিয়াতেই দেয়া হবে।

মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে না

হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে না। (তারগীব- পৃঃ ২৪০)

www.pathagar.com

ফায়দা : প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু ভুল থাকে। চিকিৎসা তো তোমরা করতে পারবে না। সুতরাং প্রকাশ করাটা অপদস্থির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে যদি একে অপরের সাথে খারাপ আচরণ করতে শুরু করে, তাহলে পরিবেশ নোংরা হয়ে যাবে। পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। যার পরিনাম শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। এজন্য এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

প্রশাসকদের জন্য একটি উপদেশ

হযরত মিকদাম রা. এবং হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, শাসক যখন প্রজাদের ব্যাপারে কুধারণা এবং সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে থাকে, তখন সে যেন মানুষের মধ্যে (শান্তি দাফন করে দেয়) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিল। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ২৪০)

ফায়দা : যখন শাসকদের অন্তরে প্রজাদের প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি হয় যে অমুক আমাদের বিরোধী, অমুক আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, অমুক আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং প্রজাদের ব্যাপারে নিজের সার্বভৌমত্বের এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধাচরণের কুধারণা সৃষ্টি হয়, তখন সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা বিদায় নেয়। প্রত্যেকে অকারণে ভয় ও শঙ্কা অনুভব করে। অকারণে মানুষের জন্য কষ্ট ও সংশয়ের দ্বার মুক্ত হয়ে যায়। শাসক গোষ্ঠীকে কাজ করতে হয়রানির শিকার হতে হয়। যদি আস্থা না থাকে, তাহলে কার দ্বারা কাজ নিবে? ফলে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় না। এজন্য হাদীসে তাকীদ করা হয়েছে যে, মানুষের পিছনে লাগবে না, যে তার ব্যাপারে কে কী বলে। গোয়েন্দগিরি করবে না, নিজেও না, অন্যকে দিয়েও না। স্বীয় অধীনস্থদের দ্বারা নিঃসঙ্কোচে কাজ নিবে। নচেৎ শান্তি-প্রশান্তি বিদায় নিবে।

কারো গোপন তথ্যের পিছনে লাগবে না

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. মিম্বারের উপর আরোহন করলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন, হে মানব সম্প্রদায়! যারা মুখে মুখে তো ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছ। কিন্তু এখনও অন্তর পর্যন্ত ঈমান পৌঁছেনি, তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিও না। তাদের গোপন কথার পিছনে পড়ো না। যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের গোপন কথার পিছনে লাগবে, আল্লাহ পাকও তার গোপন কথার পিছনে লাগবেন। আর আল্লাহ যার পিছনে লাগবেন, সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে যাবে, চাই সে হাওদার মধ্যেই থাকুক না কেন। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৯৩৯)

ফায়দা : গোপন কথা ফাঁস করা এবং তার পিছনে লাগার কেমন শাস্তি। এমন ব্যক্তি শত সহস্র ইজ্জত সম্মানের কিল্লার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও অপদস্তির গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকবে।

www.pathagar.com

দোষ গোপন রাখতে দুআ করার নির্দেশ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন তোমাদের দোষ গোপন রাখেন এবং ভীতি ও ত্রাস থেকে নিরাপত্তা দান করেন। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃ: ৪৭৪)

ফায়দা : অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট এই ধরনের দুআ করার নির্দেশ এসেছে। যেমন- নবী করীম সা. এর থেকে দুআ বর্ণিত আছে-

اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا হে আল্লাহ! আমাদের দোষগুলিকে ঢেকে রাখুন এবং ত্রাস ও ভয় থেকে নিরাপত্তা দান করুন- উক্ত দুআটি ভয়-ভীতির স্থলেও পাঠ করা যায়, যেমন আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমরা পরিখা খননের সময় নবী করীম সা. কে বললাম, এমন কোন দুআ আছে কি যদ্বারা আমরা প্রার্থনা করতে পারি। কারণ (প্রচণ্ড ভয়ে) কলিজা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকেছে যেন, তখন নবী করীম সা. উক্ত দুআটি শিক্ষা দিয়েছিলেন। (সাবীলুল হুদা- খ: ৪, পৃ: ৩৮৩)

ঘরোয়া বিষয় বাহিরে প্রকাশ করবে না

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সংঘটিত বিষয়গুলিকে মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেয়। (মুসলিম, রিয়াজ- পৃ: ৩০৮)

ফায়দা : স্ত্রীর সাথে যে বিষয়গুলি সংঘটিত হয় তা মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেয়া এক প্রকার বেহায়াপনা, যা ভদ্রস্বভাবের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে ঘরোয়া কথাবার্তা যা স্ত্রী ও অন্যান্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো সাধারণ মানুষের নিকট প্রকাশ করা খুব খারাপ। এতে ঘরোয়া তথ্য এবং ঘরোয়া গোপন কথা প্রচার হয়ে যায়। এর দ্বারা মানুষের দৃষ্টিতে হালকা হয়ে যেতে হয় ও ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে না। তার প্রতি মানুষের ভাল ধারণা থাকে না।

একান্ত বিষয় এবং গোপন তথ্য সংরক্ষণ করবে

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. আগমন করলেন, তখন আমি শিশুদের সাথে খেলাধুলায় মেতেছিলাম। নবী করীম সা. কোন একটা প্রয়োজনে আমাকে এক জায়গা পাঠালেন। মা'র কাছে ফিরতে আমার দেরি হয়ে গেল। মার নিকট আসলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, দেরি হল কেন? আমি বললাম, নবী করীম সা. কোন এক প্রয়োজনে আমাকে এক জায়গায় পাঠিয়ে ছিলেন (এই কারণে বিলম্ব হয়েছে)। তখন মা জিজ্ঞাসা করলেন, কি প্রয়োজনে? আমি বললাম, একটি একান্ত ব্যাপারে (গোপন

www.pathagar.com

রহস্য)। তখন মা বললেন, রাসূলে কারীম সা. -এর খাস রহস্য কারো নিকট বলবে না।

হযরত আনাস রা. বলেন, আমি যদি তথ্যটি বলতাম, তাহলে আমার ছাত্র বর্ণনাকারী সাবেতকে বলে দিতাম।

ফায়দা : দেখুন, নবী করীম সা. হযরত আনাস রা.কে কোন বিশেষ কাজে পাঠালেন, তিনি মা'কে জিজ্ঞাসা করার পর বলেননি আর মাও যখন দেখলেন যে, সেটি ছিল একান্ত ব্যাপার, তখন ছেলেকে নিষেধ করে দিলেন যে, কাউকে জানাবে না। অতঃপর হযরত আনাস রা. পরবর্তীতেও স্বীয় ছাত্রদেরকে বলে যাননি। এদ্বারা বুঝা গেল, কারো কোন বিশেষ ব্যাপার, একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ করবে না। এর দ্বারা সমস্যা জটিল হয়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আর যে সব লোক মানুষের গোপন কথা জানতে চায়। তাদেরকে মোটেও বলা উচিত নয়, চাই যত বড় নেতা-গুরুই হোক না কেন। কারণ এটা হচ্ছে রাজনীতিবিদ এবং দুনিয়াদার লোকদের স্বভাব।

www.pathagar.com

ক্রোধ দমন বা হজম করা

কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"গোস্বা নিবারণকারীগণ এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীলগণ আর নেককার লোকদের আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন।"

গোস্বা বা ক্রোধ সৃষ্টি হওয়া শুধু মানবই নয় প্রাণী জগতের সবারই এই বৈশিষ্ট্য। ক্রোধ সৃষ্টি হওয়া কোন দোষণীয় কিছু নয়। তবে তা জিইয়ে রাখা এবং এর উপর ভিত্তি করে কাজ করা দোষণীয়। ক্রোধের অধিক মাত্রায় মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। এ অবস্থায় মানুষ প্রায়ই অশোভনীয় কাজ করে বসে। বলে ফেলে অপ্রত্যাশিত কথা, যদ্দারা পরবর্তীতে লজ্জিত হতে হয়। এ কারণেই ক্রোধ নিবারণ ও গোস্বা হজম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একে মহান চরিত্রের মধ্যে গণ্য করে বিশেষ ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা গোস্বা দমন করে এবং ভারসাম্য হারানোর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে কারণ ভারসাম্য হারানো বড় জঘন্য বিষয়। মানুষ কেবল রাগের বশবর্তী হয়ে অনেক অত্যাচারমূলক কাজ এবং নিষ্ঠুর আচরণ করে বসে। যেমন- পারস্পরিক রক্তপাত, হানাহানি, কথায় কথায় তালাকের ঘটনা এরই কুফল। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। এজন্যই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও রাগ হজম করা। এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তি নবী করীম সা. বীরপুরুষ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লামা কুরতুবী র. উপরোক্ত আয়াতখানার তাফসীরে লিখেছেন, মাইমুন ইবনে মিহরানের দাসী পেয়ালা ভর্তি গরম সালুন নিয়ে উপস্থিত হল। মেহমান বসা ছিল। দাসীর পা ফসকে গেল এবং সালুন মেহমানের গায়ের উপর পড়ল। মায়মুন দাসীকে মারতে উদ্যত হল। দাসী তখন আয়াতটি পাঠ করল, والكاظمين الغيظ মায়মুন বললেন, ঠিক আছে, আমি গোস্বা হজম করে নিলাম। দাসী পাঠ করল, والعافين عن الناس মাইমুন বললেন, আমি ক্ষমা করে

www.pathagar.com

দিলাম। দাসী পাঠ করল, والله يحب المحسنين মায়মুন বললেন, আমি ইহসান করলাম, যাও তোমাকে আযাদ করে দিলাম।

(জামেউ আহকামিল কুরআন- খঃ ৩, পৃঃ ৩১৯)

ইমাম বায়হাকী র. উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী ইবনে হুসাইন রা. এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, তার একটি দাসী তাকে অযু করাচ্ছিল। ইত্যবসরে হঠাৎ পানির লোটাটা হাত থেকে ছুটে গেল এবং হযরত আলী ইবনে হুসাইন রা. এর গায়ের উপর পড়ল, পুরো শরীর ভিজে গেল। তার রাগ সৃষ্টি হওয়া ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। দাসী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল, সাথে সাথে পাঠ করল والكاظمين الغيظ

এটা শুনে সাথে সাথে নবী বংশের এই মহান পুরুষের সমস্ত রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বিলকুল নীরব হয়ে গেলেন। এরপর দাসী আয়াতের দ্বিতীয় বাক্য পাঠ করল والعافين عن الناس তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিলাম। দাসীও ছিল সচেতন। এরপর সে তৃতীয় বাক্য পাঠ করল- والله يحب المحسنين যার মধ্যে ইহসান এবং সদ্ব্যবহারের উপদেশ। হযরত আলী ইবনে হুসাইন শুনে বললেন, যাও, আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম। (মাআরেফুল কুরআন- খঃ ২, পৃঃ ৯০)

উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক তারা, যারা রাগ উঠলে তা দমন করে।

(মাজমা'- খঃ ৮, পৃঃ ৬৮)

আল্লাহর নিকট প্রিয় লোক

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও পছন্দনীয় হচ্ছে গোস্বার ঐ ঢোক, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হজম করে নেয়া হয়। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩২৯)

ফায়দা : কোন দুর্বল বা অধিনস্থ লোকের ওপর যদি গোস্বা আসে আর ঐ ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই রাগ হজম করে নেয়, তাহলে আল্লাহর কাছে এটি খুব প্রিয় বলে গণ্য হয়। আল্লাহর ওয়াস্তে কথাটির মতলব হচ্ছে কোন ভয় বা ফেতনার আশঙ্কায় নয়, যেমন- কোন বাদশা বা উচ্চপদস্থ লোকের সন্তানের উপর গোস্বা আসল এরপর চিন্তা করল যে, আমি যদি কিছু করি, তাহলে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। তবে ঐ সময়েও যদি গোস্বাকে হজম করে, তাও সওয়াব হবে।

www.pathagar.com

যে হুরকে ইচ্ছা, নির্বাচন করে নিবে

হযরত মুয়ায রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি গোস্বানুযায়ী কাজ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা হজম করে নিবে, তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে ডাকা হবে এবং যেই হুরকে ইচ্ছা পছন্দ করে নেয়ার অনুমতি দেয়া হবে। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ২২)

মতলব হচ্ছে তার শাস্তি প্রদান, প্রতিশোধ গ্রহণ এবং ভালমন্দ বলার শক্তি ছিল। যেমন তার ক্রোধের পাত্র ছিল নিজের কোন কর্মচারী বা অধিনস্থ কোন ব্যক্তি, তারপরও সে তাকে ক্ষমা করে দিল। গোস্বা হজম করে নিল। তাহলে সে পছন্দমত হুরের মালিক হতে পারবে।

জান্নাতে প্রবেশ করার আমল

হযরত আবুদ্দারদা রা. হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম সা. এর নিকট আবেদন করল, আমাকে এমন আমল বাতলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। নবী করীম সা. ইরশাদ করলেন, রাগ করবে না তবে তোমাদের জন্য জান্নাত। (মাজমা'- খঃ ৮, পৃঃ ৭০)

আযাব থেকে নিরাপদ কে?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি গোস্বা দূর করে দিবে আল্লাহ তার থেকে আযাবকে দূর করে দিবেন।

(মাজমা'- খঃ ৮, পৃঃ ৬৮)

ফায়দা : গোস্বা নিবারণ করা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম।

গোস্বা নিবারণের প্রতি গুরুত্বারোপ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি এসে ও বলল, আমাকে নসীহত করুন আর অল্প বলুন, যেন আমি মনে রাখতে পারি, নবী করীম সা. বললেন, রাগ করবে না। সে বারবার একই আবেদন করতে লাগল নবী করীম সা. প্রত্যেকবারই বললেন, রাগ করবে না। (বুখারী- পৃঃ ৯০৩)

আল্লাহর সন্তুষ্টি

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ইচ্ছা করলে বদলা নিতে পারত এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি গোস্বা হজম করে নিল কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার দিলকে স্বীয় সন্তুষ্টি দ্বারা ভরপুর করে দিবেন। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩)

www.pathagar.com

বীর পুরুষ কে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি নয়, যে অন্যকে পরাভূত করে দেয়, বীরপুরুষতো সেই ব্যক্তি যে গোস্বার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৫৯)

ক্রোধ সৃষ্টি হলে অযু করবে

হযরত আতিয়া রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, গোস্বা শয়তানের আসর থেকে হয়। আর শয়তান হচ্ছে আগুনের তৈরী এবং আগুন নির্বাপিত হয় পানি দ্বারা। যখন তোমাদের মধ্যে কারো ক্রোধ সৃষ্টি হবে, তখন অযু করবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪৫২)

ক্রোধ সৃষ্টি হলে কী পড়বে?

সুলাইমান ইবনে সরদ রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. এর সম্মুখে দুই ব্যক্তির মধ্যে লড়াই চলছিল। একে অপরের প্রতি ক্রুদ্ধ হচ্ছিল, চেহারা লাল হয়ে যাচ্ছিল। রগ ফুলে উঠছিল। নবী করীম সা. বললেন, আমি এমন একটি কালিমা জানি, যা পড়লে ক্রোধ নিবৃত্ত হয়ে যায়। সেটা হল- اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (বুখারী- পৃঃ ৯০৩)

ফায়দা : নবী করীম সা. ক্রোধের তিনটি চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন। একটা আধ্যাত্মিক, দু'টি বাহ্যিক। আধ্যাত্মিক চিকিৎসা তো হচ্ছে যার আলোচনা কুরআনে পাকের মধ্যে এসেছে। অর্থাৎ ক্রোধ যেহেতু শয়তানের কাম, এজন্য যখন ক্রোধ সৃষ্টি হবে, তখন সাথে সাথে দুআ করা উচিৎ যে, হে আল্লাহ! আমি শয়তানের থেকে পলায়ন করে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

দু'টি বাহ্যিক চিকিৎসার মধ্যে একটি হচ্ছে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে, আর বসে থাকলে শুয়ে যাবে। উদ্দেশ্য হল অবস্থা পরিবর্তনের দ্বারা মানসিকতা পাল্টে যায়। ক্রোধ হ্রাস পায়। দ্বিতীয় চিকিৎসা হল অযু করবে। কারণ ক্রোধের হালতে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। রক্তের গতি বেড়ে যায়। চক্ষু লাল হয়ে যায়, তখন পানির ছোঁয়া পেলে মেজাজ শীতল হয়ে যায় এবং ক্রোধের তাপমাত্রা দূর হয়। (সীরাতুন্নবী- খঃ ৬, পৃঃ ৭২২)

www.pathagar.com

তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা)

তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট। কারণ আল্লাহ পাক আপন কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূরণ করে থাকেন। (মাআরেফুল কুরআন)

স্মরণ রাখবেন, তাওয়াক্কুলকারীদের আল্লাহ পাক ভালবাসেন। যেন সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং বন্ধুর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

তাওয়াক্কুল হচ্ছে ইসলাম ও ঈমানের উঁচুমানের আমল ও বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর প্রতি যে ব্যক্তির তাওয়াক্কুল যত বেশি হবে, ততই সে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ পাকের প্রতি যাদের তাওয়াক্কুল এবং ভরসা রয়েছে, তারা নিন্দনীয় চরিত্র, হিংসা-লালসা, পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদ ও বিদ্বেষ-শক্রতা থেকে নিরাপদে থাকবে। এ কারণে ইমাম গাযালী র. লিখেছেন, তাওয়াক্কুল আল্লাহর নিকটতম বান্দাদের স্তরসমূহের মধ্যে একটি বিরাট উঁচু স্তর।

(এহইয়াউল উলূম)

তাওয়াক্কুলকারীগণ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরা হচ্ছে সেই সব ব্যক্তি যারা তাবীজ-কবজ ও শুভ-অশুভের পিছনে পড়বে না বরং ভরসা করবে স্বীয় রবের প্রতি। (বুখারী- পৃঃ ৩৫৭)

ফায়দা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিছক আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস ও পূর্ণাঙ্গ ভরসার ঐ স্তরে পৌঁছে যাবে যে, সে জাহেরী আসবাবের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং এ অবস্থাতেই সে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে থাকে তাহলে এ ধরনের লোকেরা উক্ত মর্তবার অধিকারী হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহর ওপর যদি ভরসা করত তাহলে ......

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের উপর যদি তোমরা এতটুকু ভরসা করতে যতটুকু করা দরকার ছিল, তাহলে তোমাদেরকে পাখির মত রিযিক দান করা হত, যারা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধায় ভরা পেটে ফিরে আসে। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ৬০)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে, আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা রাখলে গায়েবী সাহায্য আসে এবং অন্তঃকরণে প্রশান্তি বিরাজ করে। সাধারণ এবং দুর্বল উপকরণ দ্বারাও গুরুত্বপূর্ণ কঠিন উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর প্রতি ভরসা করে না তারা আল্লাহর সাহায্য হতে বঞ্চিত থাকে। সর্বদা বাহ্যিক উপকরণের পিছনে পেরেশান হয়ে ছুটে বেড়ায়। দিলের প্রশান্তি, যা একটা মহা দৌলত তাও হারিয়ে ফেলে।

তার জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ পাক তার কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং তাকে কল্পনাতীত রিযিক দান করেন।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ১০৩)

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, হে মানব সম্প্রদায়! আল্লাহর ওপর ভরসা কর এবং তার ওপরই আস্থা রাখ, তিনিই যথেষ্ট তোমাদের জন্য।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৭০৩)

হযরত ঈসা আ. এর ওপর ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, তোমরা আমার ওপর ভরসা কর, আমিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

(তাওয়াক্কুল ইবনে আবীদ্দুনয়া- পৃঃ ৫৯)

জাহেরী উপকরণ অবলম্বন করে তাওয়াক্কুল করবে

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম সা. এর দরবারে আগমন করল এবং জিজ্ঞেস করল (উটকে) বেঁধে দিব তারপর তাওয়াক্কুল করব, নাকি ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব? নবী করীম সা. বললেন, বেঁধে দাও এরপর তাওয়াক্কুল কর। (রাসায়েল- খঃ ৩, পৃঃ ৫১)

মতলব হচ্ছে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করবে এরপর তাওয়াক্কুল করবে। যেমন- দোকান খুলবে, ক্ষেতে বীজ বপন করবে, রোগ-ব্যধির জন্য ঔষধ সেবন করবে এরপর এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং বিশ্বাস রাখবে যে, তারই নির্দেশে এর দ্বারা উপকার হবে।

www.pathagar.com

এমন কারোর অনুমতি নেই যে, দোকানও করবে না, ক্ষেত খামারও করবে না, অথচ ক্ষেতের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। কারণ এটা আল্লাহর শাশ্বত নীতির বিরুদ্ধাচারণ। আল্লাহপাক দুনিয়াকে দারুল আসবাব তথা উপকরণের জগৎ বানিয়েছেন আমাদেরকে উপকরণ অবলম্বন করতে বাধ্য করা হয়েছে, এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা করতে বলা হয়েছে।

তাওয়াক্কুলের দুআ

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. এই দুআ করতেন,

اللهم اجعلنى ممن توكل عليك فكفيته واشهداك فهديته واستغفرك فغفرته

(রাসায়েলে ইবনে আবীদ্দুনয়া- পৃ: ৪৬)

হে আল্লাহ! আমাকে ঐ সমস্ত লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার ওপর ভরসা করে, অতঃপর তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান, আপনার নিকট হেদায়াতপ্রার্থী হয়, অতঃপর আপনি তাদেরকে হেদায়াত দান করেন ও ক্ষমা প্রার্থী হয়, অতঃপর আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

তাওয়াক্কুল অর্থ প্রয়োজনীয় উপকরণাদি অবলম্বন করে আল্লাহর উপর ভরসা করা।

তাওয়াক্কুলের মর্মার্থ

তাওয়াক্কুলের মর্মার্থ হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে মন শান্ত ও অবিচল রাখা যে, গায়রুল্লাহর দিকে ভ্রুক্ষেপই করব না।

(তাবলীগ ওয়া দীন- পৃ: ১১১)

তাওয়াক্কুলের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সৃষ্টি করা উপকরণ ও ব্যবস্থাকে বর্জন করবে বরং উদ্দেশ্য হল ঐচ্ছিক উপকরণাদিকে অবশ্যই অবলম্বন করবে। কিন্তু ভরসা উপকরণের ওপর না করে আল্লাহর ওপর করবে।

কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইচ্ছা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজই হতে পারে না। (মাআরেফুল কুরআন- খ: ৮, পৃ: ১৬১)

তাওয়াক্কুল উপকরণ ও চেষ্টা-সাধনা বর্জনের নাম নয়, বরং প্রয়োজনীয় উপকরণকে বর্জন করে তাওয়াক্কুল করা আম্বিয়া আ. এর সুন্নত ও কুরআনী শিক্ষার বিপরীত। হ্যাঁ, দূরবর্তী উপকরণ এবং সুদূর ভবিষ্যতের চিন্তায় পড়ে থাকা কিংবা শুধু উপকরণ এবং চেষ্টাকেই কার্যকর মনে করা, উপকরণের সৃষ্টিকর্তা এবং বিশ্ব নিয়ন্তার প্রতি উদাসীন হয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। (মাআরেফ- খ: ২, পৃ: ১২৮)

এর অর্থ হচ্ছে, মহাশক্তিশালী বিশ্ব নিয়ামকের প্রতি সত্যিকারার্থে অন্তর থেকে ভরসা করতে হবে, আস্থা রাখতে হবে। আর ঐ আস্থা-ভরসাকে মজবুত ও দৃঢ় রাখতে হবে। যাতে অন্তর সব সময় নিরব নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে থাকে। যদি বাহ্যিক উপকরণ ও ব্যবস্থাপনায় কোন ঘাটতি বা সমস্যা সৃষ্টি হয়, তাহলে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে না, বরং আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা রেখে মনকে অটল রাখবে। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

সার কথা হচ্ছে, আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখবে। তাকে কর্মসম্পাদনকারী মনে করবে। তাকেই যথেষ্ট মনে করবে। বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা সত্ত্বেও উপকরণের প্রতি বিশ্বাস না রেখে বিশ্বাস রাখবে আল্লাহর প্রতি। এরই নাম তাওয়াক্কুল এবং এটাই আল্লাহর ওপর ভরসা করার মর্মার্থ।

www.pathagar.com

অল্পে তুষ্টি

সফলকাম কে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যথেষ্ট পরিমাণ রিযিক প্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ পাক যা দান করেছেন, তারই উপর তুষ্ট আছে।

(মুসলিম- খঃ ১, পৃঃ ২৩৭)

অল্পে তুষ্টির মধ্যেই ধনাঢ্যতা

হযরত সায়াদ রা. তার ছেলেকে বলেছেন, হে আমার বৎস! ধনাঢ্যতা অন্বেষণ করলে অল্পে তুষ্টির মধ্যে অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে অল্পে তুষ্টি নেই তাকে সম্পদ কোনদিন ধনী বানাতে পারবে না। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৩৭৩)

কার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ পাক কারো কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তাকে স্বীয় বন্টনের ওপর তুষ্ট করে দেন এবং তার মধ্যে বরকত দান করেন। (কানয- পৃঃ ৩৯৫)

উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তারা, যারা অল্পে তুষ্ট এবং নিকৃষ্টতম তারা, যারা অতৃপ্ত লোভী।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৩৯১)

অল্পে তুষ্টির নির্দেশ

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, অল্পে তুষ্ট থাকা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য, এটি এমন এক সম্পদ, যা শেষ হয় না।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ২৫৬)

অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি জান্নাতে যাবে

হাদীসে মারফুতে আছে হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, আল্লাহর পক্ষ হতে যা দান করা হয়েছে তার প্রতি তুষ্ট ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(কানযুল উম্মাল- পৃঃ ৪০১)

www.pathagar.com

অল্পে তুষ্টি দ্বারা বরকত হয়

আবদুল্লাহ ইবনে শুখাইর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বান্দাকে পরীক্ষা করেন, লক্ষ্য করেন, সে কী আমল করে? যদি বান্দা সন্তুষ্ট থাকে (আল্লাহ পাক কম-বেশি যা দান করেছেন তার প্রতি) তাহলে আল্লাহ পাক তাকে বরকত দান করেন। আর সে যদি (আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের প্রতি) তুষ্ট না থাকে, তাহলে তার বরকত শূন্য করে দেয়া হয়।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ১০, পৃ: ২৫৭)

ফায়দা : এ থেকে বুঝা গেল, অল্পে তুষ্টির মধ্যেই বরকত এবং শান্তি। অল্পে তুষ্ট ব্যক্তির জীবনের উপর দিয়ে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত হয়।

অল্পে তুষ্টি কীভাবে অর্জন করা যায়?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি কর, উপরন্তু লোকদের দিকে তাকাবে না। এটাই উত্তম। কারণ এতে আল্লাহর নিয়ামতের অবমূল্যায়ন হবে না। (মুসলিম- খ: ২, পৃ: ৪০৭)

ফায়দা : স্মরণ রাখবে! মানুষের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের তুলনায় অল্প সম্পদের অধিকারী এবং দরিদ্রদের দিকে তাকাবে। এর দ্বারা আল্লাহর শোকর আদায় করার তাওফীক হবে। নিজের চেয়ে অধিক সম্পদশালী এবং দুনিয়াদারদের দিকে তাকাবে না। এতে লালসা বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি নাশোকরী করা হবে। অবশ্য দীনদারী, নেক আমল ও তাকওয়া পরহেজগারীর ব্যাপারে নিজের চেয়ে বড় এবং অগ্রসর ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দেবে। যেন নিজের মধ্যে নেক আমলের আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয়।

ইমাম ইবনে মাজা র. উক্ত হাদীসখানাকে 'কানায়াত' অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণনা করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, নিজের চেয়ে স্বল্প সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিদের দিকে তাকালে কানায়াত তথা অল্পে তুষ্টির দৌলত নসীব হয়। যা চিন্তাকে লালসামুক্ত রাখার জন্য এবং আল্লাহর শোকর আদায়ের মানসিকতা সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত মাধ্যম।

স্বাবলম্বী হয়ে থাকার ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, স্বনির্ভরতার পথ অবলম্বন কর। (কানয- পৃ: ৪০৩)

হযরত আবু সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে স্বাবলম্বিতা প্রার্থনা করে আল্লাহ পাক তাকে স্বাবলম্বী বানিয়ে দেন। (মুসলিম- পৃ: ৩৩৭)

www.pathagar.com

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে থাক, চাই একটা মেসওয়াকের ডালই হোক না কেন। (বায়হাকী, কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ২০৩)

ফায়দা : অল্পে তুষ্ট থাকবে এবং আল্লাহর নিকট স্বাবলম্বিতা ও স্বনির্ভরতা প্রার্থনা করবে। বান্দার কাছে কোন আশাই রাখবে না, কারণ বান্দা নিজেই তো মুখাপেক্ষি।

অধিক সম্পদ থাকলেই ধনী হয় না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ধনী হওয়ার সম্পর্ক সম্পদের আধিক্যের সাথে নয় বরং ধনী হওয়ার সম্পর্ক মনের প্রাচুর্যের সাথে। (বুখারী ও মুসলিম- খ: ১, পৃ: ৩৩৬)

ফায়দা : ধন সম্পদের প্রাচুর্যতার সাথে ধনী হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ অধিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ লোভী এবং পেরেশান হয়ে থাকে। বরং মনের ধনীই প্রকৃত ধনী। এ অবস্থায় অল্প সম্পদও যথেষ্ট মনে হয়।

পরের জিনিসের আকাঙ্ক্ষী হবে না

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. এর দরবারে এলো এবং আবেদন করল যে, আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু উপদেশ দান করুন। নবী করীম সা. বললেন, যখন নামায পড়বে তখন এমনভাবে পড়বে যেন এটাই শেষ নামায। এমন কোন কথা বলবে না যে, আগামীকাল তোমার ঐ কথার জন্য ক্ষমা চাইতে হয়। আর অন্যের কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষী হবে না। (আহমদ, মেশকাত- পৃ: ৪৪৬)

মানুষের উদর কোনদিন পূর্ণ হয় না

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের জন্য একটি ময়দান ভর্তি সম্পদও যদি থাকে, তথাপি সে কামনা করবে এইরূপ আরো একটি হয়ে যাক। তার মন ভরাতে পারে কেবল (কবরের) মাটি। আর আল্লাহ পাক ঐ বান্দার দিকেই মনোনিবেশ করেন যে তার দিকে মনোনিবেশ করে।

ফায়দা : দুনিয়াদার ব্যক্তিরা কখনও সম্পদ দ্বারা পরিতৃপ্ত হতে পারে না ওরা সব সময় هل من مزيد (আরো আছে কি?) এর সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘোরে। অল্পে তুষ্টি এমনই এক জিনিস যদ্বারা লালসা থেকে মুক্ত থাকা যায়। কত যে দুনিয়াদার যে প্রচুর সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও সম্পদের তালাশে হন্য হয়ে ঘোরে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

www.pathagar.com

সম্পদ তো শান্তি লাভের একটা মাধ্যম মাত্র। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এখন সম্পদই লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। প্রাণের মত অমূল্য জিনিসও এর পেছনে উৎসর্গ করে দেয়া হচ্ছে। মুয়ামালা উলট পালট হয়ে গেছে। এই শ্রেণীর লোকদের দুনিয়াতেও স্বস্তি নেই, আখেরাতেও শান্তি নেই। পার্থিব জীবনে এরা সম্পদের সন্ধানে ক্লান্ত ও পেরেশান। আল্লাহর আশ্রয় চাই।

এক পা কবরে, তবুও কমে না সম্পদের লালসা

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু দু'টি জিনিস তরুণ থেকে যায়। একটি হল সম্পদের লালসা আরেকটি হল বয়সের লালসা। (মুসলিম, আহমদ- খঃ ১, পৃঃ ৩৩৫)

ফায়দা : বৃদ্ধ হয়ে গেছে, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে, কখন সময় এসে যাবে জানা নেই। যতটুকু সময় হাতে পাওয়া যায়, আখেরাতের তৈরী, যিকির-আযকার, ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যেই কাটানো উচিত। অথচ মানুষ সম্পদ বৃদ্ধি ও তার লালসায় পড়ে পরকাল থেকে গাফেল হয়ে থাকে। পার্থিব জীবনে এমন সব আশায় বিভোর থাকে, যেন সে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে।

www.pathagar.com

স্বনির্ভরতা ও স্বাবলম্বিতা

যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরতা অবলম্বন করবে

হযরত আবু সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীলতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে স্বাবলম্বী বানিয়ে দিবেন। যে পবিত্রতা বা সততা অবলম্বন করবে আল্লাহ্ পাক তাকে পবিত্রতা ও সততা দান করবেন। যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্টি কামনা করবে আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যার নিকট এক উকিয়া (প্রাচীন আরবে প্রচলিত একটি স্বল্প মাত্রার পরিমাপ) সম্পদ থাকা সত্ত্বেও হাত পাতে সে যেন ইলহাফ (বিনা প্রয়োজনে মাখলুকের ধর্ণা ধরা) অবলম্বন করল (যা নিন্দনীয় এবং জঘন্য)। (জামে ছগীর- পৃঃ ৫১৩)

হযরত আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন, আমাদের সাথে রাসূলে পাক রা. -এর কিছু ওয়াদা ছিল। যখন বনু কুরায়জা বিজয় হল তখন নবী করীম সা. এর নিকট আমি উপস্থিত হলাম, যাতে তিনি যা ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করেন। তখন নবী করীম সা. বললেন, যা আমি (নিজ কানে) শুনেছি, যে ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীলতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে স্বাবলম্বী করে দিবেন। যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্টিতা অবলম্বন করবে আল্লাহ্ পাক তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন থেকে আমি কোনদিন আর কারো নিকট হাত পাতব না। (তারগীব- খঃ ১, পৃঃ ৫৮৫)

হাকীম ইবনে হিকাম রা. হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট পবিত্রতা ও সততা কামনা করবে আল্লাহ্ পাক তাকে পবিত্রতা ও সততা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট আত্মনির্ভরশীলতা কামনা করবে (বান্দাদের নিকট নয়) আল্লাহ্ পাক তাকে স্বাবলম্বী করে দিবেন।

মানুষে মহব্বত করবে

সাহাল ইবনে সায়াদ রা. এর বর্ণনায় এসেছে নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের নিকট যে সমস্ত জিনিস (সম্পদ, সামান, দুনিয়া) আছে তার থেকে বিমুখতা অবলম্বন কর, মানুষ তোমাকে মহব্বত করতে শুরু করবে।

(মেশকাত- পৃঃ ৪৪২)

www.pathagar.com

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. হতে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. এর খেদমতে আগমন করল এবং বলল, আমাকে নসীহত করুন এবং সংক্ষিপ্ত করে বলুন। তখন নবী করীম সা. বললেন, যখন তুমি নামাযের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হবে, তখন এমনভাবে নামায পড়বে যেন তুমি আজকেই বিদায় হয়ে যাবে। আর এমন কথা যবান থেকে বের করবে না যদ্দরুণ তোমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়। আর মানুষের নিকট যা (সম্পদ, সম্মান ইত্যাদি) আছে তার থেকে বিমুখ হও। (ইবনে মাজা- পৃ: ৩০৭)

ফায়দা : মানুষের থেকে নিরাশ ও বিমুখ হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে আশা-প্রত্যাশার যোগসূত্র স্থাপন করে এবং তারই দিকে মনোনিবেশ করে, আল্লাহ পাক তাকে ধনী বা স্বাবলম্বী বানিয়ে দেন এবং তার জন্য আত্মনির্ভরশীলতার দ্বারসমূহ মুক্ত করে দেন। যে ব্যক্তি মানুষের কাছে থাকা সম্পদ-সম্মান প্রভৃতির প্রার্থী এবং প্রত্যাশী হয় না, সে মানুষের দৃষ্টিতে প্রিয় হয়ে যায়। এটা মানুষের শাশ্বত স্বভাব। যখন তার নিকট কোন কিছু জিনিস চাইবে তখন তার ভক্তি-বিশ্বাসের সমাপ্তি ঘটবে। তাকে ঘৃণা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে। মনে করবে এই ব্যক্তি আমাদের মত দুনিয়াদার।

কল্পনাতীত রিযিক

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন নবী করীম সা. এর একটি বাণী বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রত্যেকটা জরুরতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার প্রতি আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ার হাতে সোপর্দ করে দেন (যে, পরিশ্রম কর এবং আয় কর)। যতটুকু পরিশ্রম করবে সেই অনুযায়ী দিতে থাকবে। অপর এক হাদীসে নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করবে, সকলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হবে, সে যেন আল্লাহর ওপর ভরসা করে। আর যে ব্যক্তি কামনা করবে যে, সবার চেয়ে বেশি ধনী হবে তার জন্য উচিৎ তার হাতে যা কিছু আছে তার তুলনায় আল্লাহর নিকট যা আছে তার ওপর বেশি আস্থা রাখা। হযরত ওয়াহাব আল্লাহ পাকের বাণী নকল করেছেন যে, বান্দা যখন আমার ওপর ভরসা করে, তখন যদি আসমান যমীনের সকলে সম্মিলিতভাবেও তার সাথে ধোঁকাবাজী করে, তথাপি আমি তার জন্য পথ বের করে দিব।

(ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃ: ৭১৮)

www.pathagar.com

অন্য আরেকটি হাদীসে নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আত্মনির্ভরশীল হয়ে থাক এবং কামনা যতই কম হবে ততই ভাল। (ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃঃ ৭১৮)

ইসলামের সুমহান আদর্শ ও পবিত্র বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, মাখলুক যারা নিজেরাই মুখাপেক্ষী, পরনির্ভরশীল তাদের থেকে স্বাবলম্বী হয়ে থাকবে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা মালিকে হাকীকীর সাথে আশা-প্রত্যাশার যোগসূত্র বেঁধে রাখবে। যিনি চির ধনী, চিরঞ্জীব ও চিরন্তন।

এর দ্বারা আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের কাছে প্রিয়, শ্রদ্ধার পাত্র ও ভালবাসার পাত্র হতে পারবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে প্রশংসনীয় শ্রেষ্ঠ আখলাকের অধিকারী করুন।

বুযুর্গী এবং সম্মান কীসে?

হযরত সাহাল ইবনে সায়াদ রা. হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরীল আ. নবী করীম সা. এর নিকট আগমন করলেন। তখন বললেন, হে মুহাম্মাদ! যেভাবে ইচ্ছা বেঁচে থাক। পরে কিন্তু মৃত্যুবরণ করতে হবে। যা ইচ্ছা আমল কর কিন্তু ফল পাবে। যার সাথে ইচ্ছা মন লাগাও। তাকে কিন্তু ছাড়তে হবে। জেনে রেখ, বুযুর্গী রাতের কিয়ামের (তাহাজ্জুদের) মধ্যে এবং সম্মান আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যে নিহিত। (তারগীব- খঃ ১, পৃঃ ৫৭৯)

ফায়দা : উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এবং তা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ হচ্ছে মাখলুক থেকে বিমুখ হয়ে, মাখলুক থেকে উপকৃত হওয়ার প্রত্যাশা না করে আল্লাহর সাথে সমস্ত আশা-প্রত্যাশাকে সম্পৃক্ত করা। মানুষের হাতে যে সম্পদ এবং জাগতিক বস্তু আছে তার প্রতি শুধু দৃষ্টি বুলিয়ে বিমুখ হয়ে থাকবে। তার প্রতি কোন মনোযোগ দিবে না। তার কাছে কোন মুখাপেক্ষী ভাব প্রকাশ করবে না। এটাই আত্মনির্ভরশীলতার অর্থ। আহলে ইলম এবং পরহেজগার ব্যক্তিদের এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাদের উচিত দুনিয়াদার এবং সম্পদশালীদের কাছে মুখাপেক্ষী না হওয়া। নিজের মুখাপেক্ষীতা তাদের নিকট প্রকাশ করে নিজেকে এবং দীনকে অপদস্থ না করা। হাদীস শরীফকে সামনে রেখে যখন এই ধরনের আত্মনির্ভরশীলতা অবলম্বন করবে, তখন আল্লাহ পাক তাকে যথাসময়ে সম্মান দান করবেন এবং মর্যাদার সাথে বিজয়ের রাস্তা খুলে দিবেন। আল্লাহ পাক মানুষের মনে এ অনুভূতি জাগিয়ে দিবেন যে, তারা যেন এদের প্রতি লক্ষ্য রাখে। ইতিহাস সাক্ষী, দানশীল সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক যুগে হাক্কানী ওলামায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত দানশীলতা বাকী থাকবে। এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে।

www.pathagar.com

সবর ও ধৈর্য

ধৈর্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহ

কুরআনে পাকের অনেক স্থানে ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতি তাকীদ এবং ফযীলত এসেছে।

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন।

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ধৈর্যধারণকারীদেরকে সুসংবাদ দান করুন।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করেছে এবং ক্ষমা করেছে।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর।

সবর অর্থ স্বীয় অন্তর ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অটল থাকা।

সবরের তিনটি স্তর

صبر على الطاعات ইবাদতের প্রতি অটল থাকা : আল্লাহর বিধান এবং নির্দেশ সুন্দরভাবে আদায় করা, নফস যতই কষ্টকর মনে করুক না কেন। যেমন শীতকালে ফজরের সময় জাগ্রত হওয়া এবং অযু করা।

صبر على المعاصي গোনাহের বিরুদ্ধে অটল থাকা : গোনাহ যা থেকে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন, তা যতই চিত্তাকর্ষক এবং মজাদার হোক না কেন এবং যতই মন ভুলানো হোক না কেন, তাকে বর্জন করতে হবে এবং নফসের বিরোধিতার কষ্ট সহ্য করে নিতে হবে।

صبر على المصائب বিপদে ধৈর্যধারণ করা : বিপদ-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করা। আত্মনিয়ন্ত্রণহারা না হওয়া এবং মসিবতের সময় নিজে বা আল্লাহর শানে বেয়াদবীমূলক আচরণ প্রকাশ না করা। এসবই সওয়াবের কাজ।

ধৈর্যের নাম ঈমান

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঈমান হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষমা করা। (মাকারেমে তাবরানী- পৃ: ৩২৩)

www.pathagar.com

জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করে, ঈমান কী জিনিস? নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষমা করা। ইবনে মাসউদ রা. এর একটি বর্ণনায় এসেছে সবর ঈমানের অর্ধেক। (কানযুল উম্মাল জাদীদ- পৃঃ ২৭১)

মিলেমিশে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্যের ফযীলত

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে সব লোক মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের কষ্টদায়ক কথার প্রতি ধৈর্য ধারণ করে, তারা ঐ সমস্ত লোক থেকে উত্তম, যারা মানুষের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখে না এবং তাদের কষ্টদায়ক কথায়ও ধৈর্য ধারণ করে না।

(মাকারেম- পৃঃ ৩২৩)

ফায়দা : মানুষের সাথে সম্পর্ক ও মিল রেখে, সাহচর্যের হকসমূহ আদায় করে পরিবেশের সাথীদের থেকে যে সব অযাচিত এবং কষ্টদায়ক কথাবার্তা হয়ে যায়, তার প্রতি ধৈর্যধারণ করে ঐ ব্যক্তি নির্জনতা অবলম্বনকারী, মানব সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। কারণ সে দুঃখে ধৈর্য ধারণের মহান দৌলত হতে বঞ্চিত। যদ্দারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়।

মসিবতের মুহূর্তটাই ধৈর্যধারণের আসল সময়

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মসিবতের শুরুর সময়টাই ধৈর্য ধারণের মুহূর্ত। (বুখারী- খঃ ১, পৃঃ ১৭৪, বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ১১৯)

ফায়দা : ধৈর্যের আসল যে সময়টা, তা হল মসিবতের পরমুহূর্তে সাথে সাথেই। ঐ সময়ে ধৈর্য ধারণে সওয়াব লাভ হয়। যখন কথা পুরাতন হয়ে যায়, এমনিতেই তার উপলব্ধি হ্রাস পায় এবং ক্রিয়া কমে যায়।

মনের বিরুদ্ধে কথা হলেই উত্তেজিত হবে না

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মনের বিরুদ্ধে কোন বিষয় সামনে আসলে সবর করবে। (বায়হাকী- পৃঃ ১২৮)

ফায়দা : অনেক সময় মনের বিরুদ্ধে কথা চলে যায়। অন্তরে আঘাত লাগে। মানুষ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শক্ত কথা বলে দেয়। এটা অত্যন্ত খারাপ কথা। এ সময় বরং উচিত সবর করা। যেমন অনেক সময় মানুষে বলে মনের বিরুদ্ধে কথা আমার সহ্য হয় না। এটা সহনশীলতা এবং সবরের পরিপন্থী।

মসিবতে ধৈর্যধারণ

মাহমুদ ইবনে লবীদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক যখন কোন ব্যক্তি, শ্রেণী বা দলকে ভালবাসেন তখন তাদেরকে মসিবত এবং

www.pathagar.com

পেরেশানীতে লিপ্ত করে দেন। অতঃপর যে ধৈর্যধারণ করে তার জন্য ধৈর্যধারণের প্রতিদান আর যে ব্যক্তি হা-হুতাশ করে তার জন্য রয়েছে শাস্তি। (পৃঃ ১৪৫)

বিপদাপদ নবীদের সুন্নত

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত; নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিপদ মসিবতের সম্মুখীন করা হয় নবী-রাসূলদের। তারপর যারা এর পরের স্তরে অবস্থিত, তাদের। (বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ১৪২)

ফায়দা : বিপদ-আপদ, বালা-মসিবত, চিন্তা-পেরেশানীতে আক্রান্ত হওয়া এবং এর উপর ধৈর্য ধারণ করা এবং বিপদ-আপদকে আনন্দের সাথে নেয়া আম্বিয়া আ. এবং নেককারদের বৈশিষ্ট্য। যে যতটুকু আল্লাহর নিকটতম সেই মাত্রায় তার পরীক্ষা নেয়া হয়। এজন্য বিপদ মসিবতে কখনো মানসিকভাবে পীড়িত হবে না বরং ধৈর্য ধারণ করে তা অবসানের জন্য দুআ করতে থাকবে।

সৌভাগ্যবান কে?

আমর ইবনে আবীল হুওয়াইরিস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যাকে প্রয়োজনমত রিযিক দান করা হয়েছে এবং তার উপর ধৈর্য ধারণ করে থাকার তাওফীক দেয়া হয়েছে। (বায়হাকী- খঃ ১৭, পৃঃ ১২৫)

ধৈর্যধারণ চল্লিশ বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম

কায়েস ইবনে আশআস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুসলিম জনপদে বাস করে এক মুহূর্ত সবর করা চল্লিশ বছর ইবাদত হতে উত্তম। সাহাবী আবু হাজের রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. কয়েকজন সাহাবীকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি লোক পাঠিয়ে তাদের ডাকালেন (তারা অনাবাদী অঞ্চলে গিয়ে ইবাদত শুরু করে দিয়েছিল।) এবং বললেন, তোমাদেরকে কে এই কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি, হাড্ডি দুর্বল হয়ে গিয়েছে, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। সুতরাং চিন্তা করেছি নির্জনে থেকে ইবাদত-বন্দেগী করব। নবী করীম সা. উচ্চস্বরে বললেন, খবরদার! শুনে রাখ মুসলিম সমাজে এবং জনপদে থেকে (অর্থাৎ তাদের সাথে মিলেমিশে) ইবাদত করা নির্জনে ষাট বছর ইবাদত থেকেও উত্তম। নবী করীম সা. কথাটি উচ্চস্বরে তিনবার বলেছেন।

ফায়দা : মানুষের পরিবেশ হতে দূরে সরে জঙ্গলে বনে অনাবাদী এলাকায় গিয়ে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম হল মানব সমাজে থেকে মনের বিরোধী কথা এবং কাজকে সহ্য করে ইবাদত করা। এটাই আম্বিয়া আ. -এর তরীকা। এর ব্যতিক্রম করে বৈরাগী হওয়া ইসলাম পছন্দ করে না।

www.pathagar.com

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণের ফযীলত

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মসিবতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চেহারা সেই দিন (কিয়ামতের দিন) উজ্জ্বল হবে যেদিন মানুষের চেহারা মলিন হবে। (তাবরানী, কানয- ২৯৬)

মসিবতের সময় কী চিন্তা করবে?

আতা ইবনে আবু রবাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মসিবতে আক্রান্ত হয়, সে যেন আমার মসিবতের কথা স্মরণ করে, কারণ সেটি ছিল বিরাট মসিবত। (কানয- খঃ ৩, পৃঃ ৩০১)

ফায়দা : নিজের মসিবতের সময় রাসূলুল্লাহ সা. এর সেই মসিবতের কথা স্মরণ করবে, যা ইসলাম ও তাওহীদের এবং তাবলীগের কাজের দরুণ কাফেররা বয়ে এনেছিল। একথা চিন্তা করবে যে, আমাদের সর্দার আমাদের কর্ণধার। তিনিই যখন সব দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, যিনি ছিলেন আল্লাহর নির্বাচিত এবং প্রিয়, তাহলে আমাদের জন্য আক্রান্ত হওয়া তো কোন বিষয়ই না। এর দ্বারা মসিবতের যন্ত্রণা ও পেরেশানী কম উপলব্ধি হবে।

কিয়ামতের দিনে বিপদমুক্ত লোকদের আকাঙ্ক্ষা

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন মসিবতমুক্ত লোকেরা মসিবতে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, দুনিয়াতে যদি তাদের চামড়া কাচি দ্বারা কাটা হত তাহলে কতই না ভাল হত। (তিরমিযী, কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৩০৩)

ফায়দা : যখন মসিবতে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বিরাট সওয়াব দান করা হবে, তখন তাকে দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, আমাদেরও যদি দুনিয়াতে তাদের থেকে কঠিন মসিবত এবং পেরেশানী দেয়া হত তাহলে ভাল হত। তাহলে আমরা আজকে বেশি সওয়াব লাভ করতাম।

সুতরাং যারা বিপদ, মসিবত, দুঃখ যন্ত্রণায় আক্রান্ত থাকে তারা পরকালের এই সওয়াবের কথা চিন্তা করে সান্ত্বনা লাভ করবেন।

অসুস্থাবস্থায় ধৈর্য ধারণের সওয়াব

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন কোন মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারী কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তখন আল্লাহ পাক তার অতীতের সমস্ত গোনাহের কাফফারা করে দেন। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৩০৬)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে মহব্বত করেন

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে পেরেশানীতে পতিত করেন। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৩২৫)

ফায়দা : মসিবতের বিরাট সওয়াব থাকার কারণেই আল্লাহ্ পাক নিজের প্রিয় বান্দাদের মসিবতে পতিত করেন। অসংখ্য বর্ণনায় নিজের প্রিয় বান্দাদেরকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দেয়ার কথা বর্ণিত আছে। যদ্বারা এ ফযীলতের কথা জানা যায়।

যখন আমলে ঘাটতি আসে

হযরত হিকাম রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ পাক বান্দার আমলে ঘাটতি পান, তখন তাকে দুঃখ-পেরেশানীতে আক্রান্ত করে দেন, যাতে সওয়াবের ঘাটতি দূর হয়ে যায়। (কানয- খঃ ৩, পৃঃ ৩২৮)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল, মসিবত এবং পেরেশানী আসলে ধৈর্যধারণ আল্লাহর নৈকট্য এবং অধিক সওয়াব অর্জন করবে। পেরেশানী ও হা-হুতাশ করবে না। কারণ প্রিয়পাত্রদের পরীক্ষা নেয়া হয়। এ কারণেই সবচেয়ে বেশি দুঃখ-কষ্ট এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আক্রান্ত করা হয়েছে আম্বিয়া আ.কে। যেমন বুখারী শরীফের বর্ণনায় এসেছে- اشد البلايا بلاء الانبياء নবীরাই সবচেয়ে বেশি বিপদে আক্রান্ত হয়েছেন। (খঃ ২, পৃঃ ৮৪৩)

ধৈর্য এবং দুআ মুমিনের হাতিয়ার

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, ধৈর্য এবং দুআ মুমিনের হাতিয়ার। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ২৭২)

ঈমানে সবরের স্তর

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, ঈমানে সবরের স্থান তেমন দেহে মাথার স্থান যেমন (অর্থাৎ মুমিনকে অতি অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, যদ্দরুণ তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যায়।)

ধৈর্য এবং তার প্রকৃতি

মুহাদ্দিস আবু শায়েখ র. হযরত আলী রা. হতে বর্ণনা করেন যে, ধৈর্যের তিনটি স্তর। ১. বিপদে মসিবতে ধৈর্য ধারণ, ২. ইবাদতে ধৈর্য ধারণ, ৩. গোনাহ ও পাপাচার হতে মুক্ত থাকতে ধৈর্য ধারণ। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ২৭৩)

www.pathagar.com

অন্ধত্বের ওপর ধৈর্য ধারণের বদলা জান্নাত

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, যে বান্দার দু'টি প্রিয় বস্তু অর্থাৎ চক্ষু আমি তুলে নিয়েছি এবং সে এর ওপর ধৈর্য ধারণ করেছে আমি তাকে এর বদলায় জান্নাত দান করব।

(বুখারী, কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ২৭৬)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেছেন, যার দু'টি প্রিয় বস্তু (চক্ষু) আমি নিয়ে নেই এবং সে সওয়াবের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ করে তার জন্য আমি জান্নাতের কমে রাজী হবো না অর্থাৎ জান্নাত দান করব। (কানযুল উম্মাল- পৃঃ ২৭৭)

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অন্ধ হয়ে যাবে সে যদি নেককার হয়, তাহলে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে নূর দান করবেন। (কানয- খঃ ৩, পৃঃ ৩২৬)

ফায়দা : দু'টি চক্ষুর জ্যোতি চাই জন্মগতভাবে না থাকুক কিংবা ব্যাধির কারণে বিদায় নিক হাদীসে এর বিরাট ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যদি দুর্বলতা এবং ব্যাধির দরুণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে বসে আর সে হা হুতাশ না করে ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে তাহলে বিরাট ফযীলতের কথা। হাদীসে কুদসীতে এর বদলা জান্নাত বলা হয়েছে।

সন্তান ইন্তেকাল করলে তার জন্য সওয়াব

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালেগ সন্তান ইন্তেকাল করল আল্লাহ পাক তাকে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা জান্নাতে দাখিল করবেন। (বুখারী, নাসায়ী, কানযুল উম্মাল)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে, বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার দু'টি সন্তান ইন্তেকাল করবে এর বদলায় আমি তাকে জান্নাতে দাখিল করাব। এ কথার পর হযরত আয়েশা রা. বলেন আপনার উম্মতের মধ্যে যার একটি মাত্র সন্তান মারা যাবে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার একটি মাত্র সন্তান মারা যাবে তাকেও। (মেশকাত- পৃঃ ১৫১)

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা ফরমান, ঐ মুমিন বান্দা যার প্রিয়জন (স্ত্রী বা সন্তান) ইন্তেকাল করল এবং সে এর ওপর ধৈর্যধারণ করল তার বদলা জান্নাত। (মেশকাত- পৃঃ ১৫১)

ফায়দা : এ ধরনের বহু হাদীস দ্বারা এ কথা বোঝা যায় যে, যার একটি বা দু'টি কিংবা তিনটি সন্তান বা তার স্ত্রী ইত্যাদি ইন্তেকাল করবে যার সাথে

www.pathagar.com

ছিল মায়াময় বন্ধন এবং আন্তরিক সম্পর্ক আর সে তখন হা-হুতাশ না করে ধৈর্যধারণ করে তাহলে সে ধৈর্যের পরিবর্তে পাবে জান্নাত। কিন্তু যদি ধৈর্যধারণের পরিবর্তে আফসোস, অভিযোগ করে, তাকদীরকে গালমন্দ করে তাহলে সে এই মহান সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে উপরন্তু গোনাহ্ হবে।

www.pathagar.com

শোকর বা কৃতজ্ঞতা

শোকর সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের বাণী

اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوُوْدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ. (سبا)

হে দাউদ আ. এর আওলাদ, শোকর আদায় কর এবং আমার বান্দাদের মধ্যে কমই আছে শোকর আদায়কারী।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ.

যদি তোমরা শোকর আদায় কর তাহলে আমি তোমাদেরকে (নিয়ামত) অবশ্যই বৃদ্ধি করে দিব। আর যদি তোমরা না শোকরী কর তাহলে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন।

শোকরের অর্থ এবং এর তাৎপর্য হচ্ছে এ কথা স্বীকার করা যে, নিয়ামত অমুক দান করেছেন। অতঃপর সেসব তার সন্তুষ্টি এবং নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করা। (কুরতুবী- খ: ১৪, পৃ: ২৬৪)

(হযরত দাউদ আ. কে কৃতজ্ঞতা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।) তা আমলে পরিণত করতে গিয়ে হযরত দাউদ আ. ও হযরত সুলাইমান আ. এবং তাদের বংশধরগণ মৌখিক ও দৌহিকভাবে শোকরকে এমন রূপ দান করেছেন যে, তাদের ঘরে এমন কোন মুহূর্ত অতিবাহিত হতো না যখন ঘরের কোন না কোন একজন সদস্য আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতো না। বংশের সদস্যদের মধ্যে সময় বণ্টন করে দেয়া হয়েছিল। এভাবে হযরত দাউদ আ. এর জায়নামায কখনো নামায থেকে অবসর থাকত না। এর দ্বারা বোঝা গেল, শোকর মৌখিকভাবেও যেমন হতে পারে তেমনি আমলের দ্বারাও হতে পারে। (মাআরেফুল কুরআন- পারা: ২২, পৃ: ১৫০)

মুহাম্মাদ ইবনে কায়াব কুরজী র. বলেন, শোকর হচ্ছে তাকওয়া এবং নেক আমলের নাম। (মাআরেফ)

মৌখিক কৃতজ্ঞতা আদায়ের পাশাপাশি তার নির্দেশ পালনের নাম শোকর। (কুরতুবী)

www.pathagar.com

লক্ষ্যণীয় যে, শোকরের মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত তথা জান-মালকে তার নির্দেশ অনুসারে ব্যয় করা। পক্ষান্তরে মালকে দুনিয়াবী কাজে ব্যয় করা, আল্লাহর পথে ব্যয় না করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আল্লাহর ইবাদত ছাড়া তার নাফরমানীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করার নাম নাশোকরী। একথাও মাথায় রাখবে যে, বান্দাহ আল্লাহর শোকর কোন অবস্থাতেই পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারে না। যেমন- হযরত দাউদ আ. এর ওপর যখন এ নির্দেশ অবতীর্ণ হল, তখন আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, হে আমার প্রভু! আমি আপনার শোকর কিভাবে আদায় করব? কারণ আমি যে শোকর আদায় করি মৌখিকভাবে হোক কিংবা আমলের দ্বারা হোক সেটাও তো আপনারই দান। এজন্যও তো ভিন্নভাবে শোকর করা দরকার। যেহেতু তাওফীক এবং শক্তি-সামর্থও একটি নিয়ামত তার জন্য ভিন্নভাবে শোকর হওয়া দরকার। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে দাউদ! যেহেতু আল্লাহ এবং তার নিয়ামতের পূর্ণ শোকর আদায় করতে নিজেকে অক্ষম এবং অসম্পূর্ণ বিবেচনা করেছ। তাই তোমার শোকর আদায় হয়ে গেছে। (জামে লিআহকামিল কুরআন- খ: ১৪, পৃ: ২৬৪)

হাকীম তিরমিযী এবং ইমাম জাসসাস র. আতা ইবনে ইয়াসার র. হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন اِعۡمَلُوۡۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكۡرًا আয়াতখানা অবতীর্ণ হল, তখন রাসূলুল্লাহ সা. মিম্বারের উপর আরোহন করলেন এবং উক্ত আয়াতখানা তিলাওয়াত করে ইরশাদ করেন এমন তিনটি কাজ রয়েছে যেগুলো কোন ব্যক্তি সম্পন্ন করলে দাউদ আ. এর বংশধরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, সেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, সেই তিনটি কাজ কী? নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, দারিদ্র ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা এবং গোপনে-প্রকাশ্যে উভয় অবস্থাতেই আল্লাহকে ভয় করা। (কুরতুবী- খ: ১৪, পৃ: ২৬৪)

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, শোকরের জন্য শুধু মৌখিকভাবে الحمد لله পড়া এবং আল্লাহর শোকর একথা বলাই যথেষ্ট নয়। শোকরের পূর্ণাঙ্গ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতের স্বীকৃতি দানের সাথে সাথে তার আনুগত্য এবং নাফরমানী হতে বিরত থাকা। এ কারণেই মুফাচ্ছির কুরতুবী র. وَاشۡكُرُوۡا اِلَى اللّٰهِ وَلَا تَكۡفُرُوۡنَ এর মতলব লিখেছেন, তোমরা আমার আনুগত্য কর। (কুরতুবী- খ: ২, পৃ: ১৭৬)

সূরায়ে সাবা এর মধ্যে اِعۡمَلُوۡۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكُوۡرًا ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

تَظَاهَرَ الْقُرْاٰنُ وَالسُّنَّةُ اِنَّ الشُّكْرَ بِعَمَلِ الْاَبْدَانِ دُوْنَ الْاِقْتِصَادِ عَلٰى عَمَلِ اللِّسَانِ

www.pathagar.com

অর্থাৎ কুরআন হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, শোকর দৈহিক আমলের (আল্লাহর আনুগত্যের) নাম, এটা শুধু মৌখিক আমল নয়।

(কুরতুবী- খ: ১৪, পৃ: ২৬৪)

মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি।

(আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ১১২, আবু দাউদ)

হযরত উসামা বিন যায়েদের বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ঐ ব্যক্তি যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ। (বায়হাকী, কানযুল উম্মাল জাদীদ- পৃ: ২৫৪)

ফায়দা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের উপকার ও ইহসানের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও আদায় করবে যে, আল্লাহ পাক তাকে তাওফীক দান করেছেন এবং আল্লাহ তার মাধ্যমে দান করেছেন।

উপকারের কথা আলোচনা করাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো উপকারের কথা আলোচনা করল সে যেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। (মাজমা'- খ: ৮, পৃ: ১৮১)

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিস দান করল এবং গ্রহীতা তার দানের কথা আলোচনা করল সে যেন তার শুকরিয়া আদায় করল আর যে ব্যক্তি গোপন করল সে যেন না শোকরী করল। (আবু দাউদ- পৃ: ৩৬৩)

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, নিয়ামতের আলোচনা বেশি বেশি কর, কারণ এর আলোচনাই কৃতজ্ঞতা। (ইবনে আবীদ্দুনয়া- পৃ: ৩৩)

আবু সুলাইমান ওয়াসেতী র. বলেন, নিয়ামতের আলোচনা আল্লাহ পাকের মহব্বত লাভের মাধ্যম। (ইবনে আবীদ্দুনয়া- পৃ: ১৭)

নোমান ইবনে বাশীর রা. এর বর্ণনায় এসেছে যে আল্লাহর নিয়ামতের আলোচনা করাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। (কানযুল উম্মাল- পৃ: ২৫৫)

নিয়ামত শোকরের সাথে সম্পৃক্ত

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে, নিয়ামত শোকরের সাথে সম্পৃক্ত। আর শোকর নিয়ামত বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। শোকর এবং নিয়ামত একই রশিতে বাঁধা। যখন বান্দার থেকে কৃতজ্ঞতা বিদায় নেয়, তখন নিয়ামত বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। (ইবনে আবীদ্দুনয়া- পৃ: ১৮)

www.pathagar.com

শোকর বরকত ও সমৃদ্ধির কারণ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক হয়েছে সে কখনো নিয়ামতের বরকত ও সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হবে না। (মাআরেফুল কুরআন- পারাঃ ১৪, পৃঃ ১৫৬)

ফায়দা : শোকরের দ্বারা নিয়ামতে বরকত ও সমৃদ্ধি আসে। যেমন কুরআনে পাকের মধ্যে বর্ণিত আছে لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ

যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেয়া হবে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শোকর নিয়ামত বৃদ্ধির কারণ। (খঃ ১০, পৃঃ ৩৫৩)

হাসান বসরী র. বলেন, আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে নিয়ামতসমূহ দান করে থাকেন। অতঃপর যখন বান্দা নাশোকরী করে তখন তাকে নিয়ামতের পরিবর্তে শাস্তি এবং দুর্ভোগ দান করেন। (ইবনে আবীদ্দুনয়া- খঃ ৩, পৃঃ ১৬)

কৃতজ্ঞতা আদায়কারী আল্লাহর সভাসদ

আবু সুলাইমান দারানী র. বলেন, করুণাময় প্রভুর সভাসদ তারা হবেন যারা অনুগ্রহ, বদান্যতা, ইনসাফ, দয়া বা করুণা, কৃতজ্ঞতা, কল্যাণ এবং সবরের গুণে গুণান্বিত হবে। (ইবনে আবীদ্দুনয়া- পৃঃ ১৮৬)

তিনটি মহান দৌলতে ধনবান কে?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে, আল্লাহ পাক তাকে স্বীয় হেফাযতের মধ্যে রাখবেন এবং স্বীয় রহমত দ্বারা তাকে আবৃত রাখবেন এবং তাকে স্বীয় মহব্বত দ্বারা ধন্য করবেন। গুণগুলো হল-

দান করা হলে শুকরিয়া আদায় করবে। (প্রতিশোধের) শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিবে। গোস্বা সৃষ্টি হলে তা নিবারণ করবে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করবে না। (তারগীব- পৃঃ ৪৪৯)

দীন-দুনিয়ার কল্যাণ কে লুফে নিয়েছে?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চারটি জিনিস অর্জন করেছে সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লুফে নিয়েছে। এগুলো হল- ১. কৃতজ্ঞ হৃদয়, ২. যিকির দ্বারা স্পন্দিত জিহ্বা, ৩. মসিবতে সহনশীল দেহ, ৪. আত্মিক ও আর্থিক খেয়ানত থেকে নিরাপদ স্ত্রী।
(ইবনে আবীদ্দুনয়া- খঃ ৩, পৃঃ ২২)

www.pathagar.com

শোকরের তাওফীক কল্যাণের ইচ্ছা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক যার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তাকে হায়াতের দীর্ঘতা এবং শোকরের তাওফীক দান করেন। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ২৫৪)

আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা কে?

হযরত উসামা বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞ বান্দা, ঐ ব্যক্তি যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১৮১)

ফায়দা : যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে, মানুষের দানের কথা স্মরণ ও আলোচনা করে এবং তার মূল্যায়ন করে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও আদায় করবে। এটা যেন একটা নির্দশন ও মাপকাঠি।

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী র. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হযরত নূহ আ. কে কৃতজ্ঞ বান্দা এজন্য বলা হয়েছে যে, তিনি যে কোন কাজ করতেন ছোট হোক বা বড় হোক বিসমিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। কোন কিছু পানাহার করলে বা পরিধান করলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। প্রতিপালকের শোকর আদায় করতেন। এজন্য আল্লাহ পাক তাকে شكور বা কৃতজ্ঞ উপাধীতে ভূষিত করেছেন। (মাজহারী- খঃ ৫, পৃঃ ৫০৫)

নিয়ামতের ওপর আলহামদুলিল্লাহ বলা কৃতজ্ঞতা

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে বান্দাকে আল্লাহ পাক কোন নিয়ামত দান করেছেন সে এর উপর আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করল, তাহলে সে যেন এর শুকরিয়া আদায় সম্পন্ন করল।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ২৫৩)

যে কোন নিয়ামত অর্জনের পর আলহামদুলিল্লাহ বলার অভ্যাস গড়ে তুলবে। নিজেও অভ্যাস গড়বে, পরিবার-পরিজনকেও এর প্রতি তাকীদ দিবে। এর দ্বারা নিয়ামতের মধ্যে সমৃদ্ধি আসে এবং নিয়ামত বিনাশ হতে রক্ষা পায়। যে কোন ধরনের নিয়ামতই হোক না কেন, বিনাশ থেকে রক্ষা করার জন্য শোকর একটি অব্যর্থ কৌশল।

নিয়ামত বিনাশ থেকে কীভাবে রক্ষা পাবে?

হযরত ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে, নিয়ামতের প্রতি আল্লাহর প্রশংসা করা একে বিনাশ থেকে রক্ষা করার গ্যারান্টি দেয়।

www.pathagar.com

ফায়দা : কোন নিয়ামত অর্জিত হলে এটা স্বীয় যোগ্যতার ফল মনে করবে না। নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করবে না যে, আমি এভাবে অর্জন করেছি। বরং আল্লাহর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করবে। তার অনুগ্রহ মনে করবে। তারই দিকে সম্বন্ধযুক্ত করবে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বারা এরূপ হয়েছে। আল্লাহর শোকর যে, তিনি এসব দান করেছেন। তিনি করুণা করেছেন। তার অনুগ্রহ দয়া ও করুণায় অর্জিত হয়েছে। নচেৎ আমি একজন পাপী, অপদার্থ। আমি তো এর উপযুক্ত ছিলাম না। তাহলে এর বরকত বিনাশ ও বালা মসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে।

সাধারণ জিনিসেরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে

হযরত নোমান ইবনে বাশীর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ছোট নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে বড় নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ২৮৩)

মতলব হচ্ছে, আল্লাহর প্রত্যেকটি নিয়ামত যা আমাদের সাধারণ মনে হয়, সেটাও স্ব স্ব স্থানে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সাধারণ নিয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করবে। অভিযোগের চোখে বা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে না। কারণ যদি একেবারে বঞ্চিত হয়ে যেত তাহলে কী অবস্থা হত, যে ব্যক্তি অল্প জিনিসে শোকর করে, সে অধিক জিনিসেও শোকর করে আর অল্প জিনিসের শোকর করা নিয়ামত বৃদ্ধির কারণ। সুতরাং সে অধিক জিনিসের উপরও শোকর করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

শোকর অর্ধ ঈমান

হযরত আনাস রা. হতে সরাসরি বর্ণিত আছে যে, ঈমানের দু'টি অংশ। একাংশ সবর দ্বিতীয়াংশ শোকর। (বায়হাকী, ইত্তেহাফুস সাদাহ- খ: ৯, পৃ: ৪৮)

ফায়দা : সবর ও শোকর ইসলামের শীর্ষস্থানীয় আমলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যার মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে না সে যেন ঈমান থেকে মুক্ত।

শোকরের তাওফীক কীভাবে হবে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতের মূল্যায়ন (শোকর) করতে চায়, তাহলে সে যেন নিজের তুলনায় দুর্বলের দিকে তাকায়, নিজের তুলনায় উপরের দিকে তাকাবে না। (ইবনে আবীদ্দুনয়া- খ: ৩, পৃ: ৩৮)

ফায়দা : নিজের তুলনায় দুর্বলের দিকে তাকালে শোকরের তাওফীক হবে। নিজের তুলনায় উপরের দিকে তাকালে না শোকরী এবং অভিযোগের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। এজন্য অসংখ্য হাদীসে এর তাকীদ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

শোকরের তাওফীক

হযরত সুলায়মান আ. নিম্নোক্ত শব্দগুচ্ছ দিয়ে প্রার্থনা করেছেন, যা আল্লাহ পাক কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন-

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ اَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ.

হে আল্লাহ! আমার ওপর এবং আমার পিতামাতার ওপর বর্ষিত আপনার নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান করুন আর তাওফীক দান করুন নেক আমলের, যদ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হবেন আর আপনি আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।

হযরত মুয়ায রা. কে নবী করীম সা. নিম্নোক্ত দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাকীদ করেছেন যে, প্রত্যেক নামাযের পর এটি অবশ্যই পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন, যেন আমি আপনার যিকির, শোকর এবং উত্তম ইবাদত করতে পারি। (আবু দাউদ- পৃ: ২১৩)

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় নবী করীম সা. হতে নিম্নোক্ত দুআটি বর্ণিত আছে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ

হে আল্লাহ আমাকে এমন বানিয়ে দিন যেন আপনার অনেক শোকর করতে পারি, খুব যিকির করতে পারি, আপনার হুকুম মান্য করতে পারি, আপনার নির্দেশ স্মরণ রাখতে পারি। (জামে ছাগীর- পৃ: ৯৪, তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে নবী করীম সা. এর দুআসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত দুআটি বর্ণিত আছে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا

হে আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ামতসমূহের শোকর আদায়কারী, তা গ্রহণকারী ও এর প্রশংসাকারী বানিয়ে দিন এবং আপনার নিয়ামতসমূহ আমাদের উপর পরিপূর্ণ করে দিন। (ইবনে আবু শায়বা)

www.pathagar.com

সরলতা

সরলতা ঈমানের নিদর্শন

হযরত আবু উমামা রা. বলেন যে, একবার রাসূল সা. এর সাহাবাগণ দুনিয়ার কথা আলোচনা করছিলেন, তখন নবী করীম সা. বললেন, তোমরা কেন শোন না- সরলতা ঈমানের নিদর্শন। সরলতা ঈমানের নিদর্শন।

(তারগীব- পৃ: ১০৮, আবু দাউদ- পৃ: ৫৭৩)

হযরত আবু উমামা রা. -এরই আর একটি বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. তিনবার বলেছেন, সরলতা ঈমানের নিদর্শন। (কানযুল উম্মাল)

সরলতাপ্রিয় বান্দা আল্লাহর প্রিয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক সরলতাপ্রিয় বান্দাকে ভালবাসেন; যে এতটুকু ভ্রুক্ষেপ করে না যে, সে কী পরিধান করেছে। (কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৮৭)

ফায়দা : আল্লাহ পাক সরলতা ও সরল বান্দাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। হযরত আম্বিয়া আ. এবং পূর্বসূরীগণ এমনই ছিলেন। সরলতার অর্থ স্পষ্ট। বিলাসিতা ও বিলাসী পোশাক পরিচ্ছদ না থাকা, আকর্ষণীয় দৃষ্টিনন্দন পোশাকের প্রতি অতি আগ্রহী না হওয়া, ভাল ও মূল্যবান খাবারের আসক্তি না রাখা, সুদর্শন সুরম্য বাড়ি না থাকা, প্রয়োজনীয় কাজ ব্যতীত শুধু মনোষ্কামনা পূরণের জন্য যানবাহন ব্যবহার না করা। জীবন যাপন ও বসবাসের ক্ষেত্রে ধন সম্পদের প্রাচুর্যের কোন দাপট প্রতিফলিত না হওয়া। অর্থাৎ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পর্যায়ের মুমিন হবে। খাবারও হবে সাদাসিধে। পোশাক পরিচ্ছদও হবে সাদাসিধে। বসবাসও হবে সাদাসিধে। এমনকি বিবাহশাদীও মোটকথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরলতা ফুটে উঠবে।

যদিও বর্তমান যুগে এ শ্রেণীর মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হয় না, কিন্তু মালিকের নজরে, মাওলা পাকের দৃষ্টিতে সে প্রিয়। পরকালে সবার চেয়ে অগ্রগামী। আল্লাহর বান্দাদের জন্য এটাই যথেষ্ট। দুনিয়াবী মান-মর্যাদার কী মূল্য আছে? দুনিয়া তো ফোলাফাপা মোটা সোটা দেহ এবং আকর্ষণীয় পোশাক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আলেম ও বুযুর্গ মনে করে। এসবের কী মূল্য আছে?

www.pathagar.com

কে ঈর্ষার যোগ্য?

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈর্ষণীয় আমার নিকট ঐ মুমিন বান্দা, যার সম্পদ কম কিন্তু নামায (ইবাদত) বেশি, মানুষের মাঝে অপরিচিত, তার বিশেষ কোন অবস্থান নেই, কদর নেই, তার জীবিকা পরিমিত, যার প্রতি সে ধৈর্যধারণ করে (অতিরিক্ত জিনিসের প্রতি লালায়িত হয় না এবং তা খুঁজে ফেরে না) মৃত্যুও (দীর্ঘজীবী হয় না) উত্তরাধিকারের সম্পদ হয় অল্পমাত্রার এবং তার জন্য ক্রন্দনকারীও থাকে কম। (ইবনে মাজা- পৃ: ৩০৩, তিরমিযী)

ফায়দা : দেখুন উক্ত হাদীসটির প্রতি লক্ষ্য করুন। আল্লাহর ওলী হওয়ার নৈকট্য লাভের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে- শরীয়তের অনুসারী। না সম্মান ও প্রতিপত্তির মালিক, না সম্পদের মালিক। মানুষের মাঝে অপরিচিত। সম্পর্ক ও মিতালী কম, এ যুগে এ ধরনের মানুষের যদিও কোন মর্যাদা নেই। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে সম্মানের উপযুক্ত। দুনিয়ার মানুষ না জানলে, না চিনলে, সম্পর্ক না রাখলে ভাল। এতে যিকির-ইবাদত ও বন্দেগীর সময় বেশি পাওয়া যায়।

জান্নাতের সম্রাট কে?

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. বলেন, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের সম্রাট সম্পর্কে অবগত করব না? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, দুর্বল, যাকে দুর্বল মনে করা হয়। যার কোন বিশেষ মর্যাদা বা মূল্যায়ন নেই। আল্লাহর নামে শপথ করলে সে তা পূর্ণ করে।

(ইবনে মাজা- পৃ: ৩০৩)

জান্নাতী কে?

হারেছ ইবনে ওয়াহাব রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমি কি তোমাদের জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত করব? ঐ ব্যক্তি যে দুর্বল, যাকে দুর্বল মনে করা হয়। (বুখারী- খ: ২, পৃ: ৭৩১)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে, মানুষের কাছে তার কোন মর্যাদা ও অবস্থান নেই। স্মরণ রাখবেন, মানুষের সম্মান পাওয়া যায় সম্পদ ও পদমর্যাদার দ্বারা। আর এই ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত। মানুষ তাকে ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না বা তার কাছে আসা যাওয়াও করে না। তার সাথে উঠা-বসাকে ভাল নজরে বা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না। কিন্তু আল্লাহর নিকট সে যিকির, ইবাদত, দুনিয়া বিমুখতা ও পরহেজগারীর কারণে ঘনিষ্ঠ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে

www.pathagar.com

দুনিয়াবী ক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে উপরে থাকার প্রয়াস জান্নাতীদের নিদর্শন নয়। কোথায় ঐ সমস্ত লোক, যারা সম্পদ এবং পদমর্যাদার দ্বারা বা সম্পর্ক ও যোগসূত্র দ্বারা মানুষের কাছে সম্মানিত এবং মর্যাদাশীল হতে চায়, তারা যেন উক্ত হাদীসটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

স্বাচ্ছন্দ্যময় বিলাসী জীবন ভাল নয়

আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সা. এর জনৈক সাহাবী ফুজালা ইবনে উবায়েদ রা. যিনি মিশরে গিয়েছিলেন। তিনি (মিশরের গভর্নরের সরলতা দেখে বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার! আপনাকে এত সাদাসিধে এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি কেন? আপনি মিশরের শাসক। উত্তরে তিনি বললেন, নবী করীম সা. আমাকে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন এবং বিলাসিতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (সাহাবী) বললেন, আপনার জুতাও দেখতে পাচ্ছি না যে? তিনি উত্তরে বললেন, আমাকে রাসূলে পাক সা. নির্দেশ দিয়েছেন যে, কখনো কখনো খালি পায়েও চলবে। (আবু দাউদ- পৃঃ ৫৭৩)

ফায়দা : হাদীসে ارفاه শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ করা হয়েছে, স্বাচ্ছন্দ্যময় বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন। এর মতলব হল মানুষ খাওয়া দাওয়া ও বসবাসের ক্ষেত্রে খুব স্বচ্ছলতা অবলম্বন করে থাকে। খাবার ভাল থেকে ভাল, পোশাক পরিচ্ছদ চমৎকার থেকে চমৎকার; বাড়িও দেখার মত। যানবাহনও আকর্ষণীয়। এ যুগে এ সব জিনিস যদিও শরীয়তসম্মত, কিন্তু তা পছন্দনীয় নয়। (হাশিয়ায়ে আবু দাউদ- পৃঃ ৫৭৩)

জাগতিক এই বিনোদন আল্লাহর ব্যাপারে উদাসীনতা, পরকালের ব্যাপারে নির্ভীকতা, অহংকার, হৃদয়ের কঠোরতা, যিকির ও ইবাদতের কমতি, সাংসারিক পরিবেশে স্বেচ্ছাচারিতা এবং ধর্মহীনতা সৃষ্টি করে। যেহেতু স্বভাবজাতভাবে মানুষের মন এই সমস্ত জিনিসের দিকে আকৃষ্ট ও ধাবিত হয়, যদ্দরুণ আকর্ষণ ও লালসা বাড়তেই থাকে। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। সেহেতু এসব থেকে বারণ করা হয়েছে, যাতে পরকালের মহাশান্তি হাতছাড়া না হয়ে যায়। বিলাসী এবং বিত্তশালীদের মত জীবন যাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং সম্পদ থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় সাদাসিধে বিনয়ী জীবন যাপনের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে এই বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ পরকালের চিরস্থায়ী সুখ শান্তি হতে বঞ্চিত না করতে পারে।

www.pathagar.com

বিনয় ও নম্রতা

বিনয়ের দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সদকার দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না। আল্লাহ্ পাক ক্ষমার কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। যে ব্যক্তি বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ পাক তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

(মুসলিম, তিরমিযী- খ: ২, পৃ: ২৩)

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রা. মিম্বারের উপর আরোহন করে বলতেন, হে মানব সম্প্রদায়! বিনয় অবলম্বন কর। আমি রাসূলে পাক সা. থেকে শুনেছি যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাকে উঁচু করে দেন।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৫৬০)

ফায়দা : ইখলাসের সাথে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় অবলম্বন করার দ্বারা আল্লাহ্ এবং তার বান্দাদের নিকট তার মর্তবা বুলন্দ হয় এবং ভদ্র ও অভিজাত ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানের নজরে দেখা হয়।

বিনয়ের দ্বারা ইল্লিয়্যিনের মর্যাদা

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এক ধাপ বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্ পাক তার মর্তবাকে এক ধাপ বৃদ্ধি করে দেন। এমনকি তাকে ইল্লিয়্যিনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দেন।

(ইবনে মাজা- পৃ: ৩০৮, তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৫৬০)

বিনয়ের নির্দেশ

ইয়াজ ইবনে হাম্মাদ রা. বলেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি ওহী পাঠান যে, তোমরা বিনয় অবলম্বন কর একে অপরের সাথে বড়াই করবে না। একে অপরের উপর উদ্ধত আচরণ বা বাড়াবাড়িও করবে না। (আবু দাউদ- পৃ: ৩৭০)

বিনয়ীদের জন্য সুসংবাদ

রাকিব মিশরী র. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে ব্যক্তি কোন ত্রুটি ও অপরাধ ছাড়াই বিনয় প্রদর্শন করে এবং দারিদ্র ও অভাব অনটন ছাড়াই নিজেকে মাটির মত করে রাখে।

www.pathagar.com

ফায়দা : গোনাহ্ বা অপরাধের কারণে বিনয় প্রশংসার যোগ্য নয়। কারণ সে শাস্তি হতে রক্ষা ও ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য এমন করবেই। অনুরূপভাবে যদি দরিদ্র, কাঙ্গাল, সঙ্কটগ্রস্থ ব্যক্তি বিনয় প্রকাশ করে কিংবা ভিক্ষার জন্য বিনয় প্রকাশ করে তাহলে সেটা সওয়াবের কারণ নয়। কারণ এটাতো ফায়দা লুট এবং স্বার্থ হাসিল করার জন্য। ফযীলতের কারণ হবে ঐ বিনয় যা কেবল আল্লাহর জন্যই হবে। (তারগীব- পৃঃ ৭৫৭)

আল্লাহ্ কোন বান্দাকে পছন্দ করেন

রাসূলে করীম সা. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. কে বলেন, হে আয়েশা! বিনয় অবলম্বন কর, আল্লাহ্ বিনয়ীকে পছন্দ করেন। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ১১৩)

বিনয়ের কারণে যে ব্যক্তি উত্তম পোশাক বর্জন করবে

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কারণে (বিনয়াবনত হয়ে) সাজসজ্জা বর্জন করবে, দামী পোশাক পরিধান করবে না (সাদাসিধে পোশাক পরিধান করবে) তাকে জান্নাতে উত্তম পোশাক পড়ানোর দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাকের জিম্মায়।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ১১৭)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় হেতু উত্তম পোশাক বর্জন করে অথচ (সমাজে) তার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে সমস্ত মাখলুকের সামনে ডাকা হবে এবং অনুমতি প্রদান করা হবে যে, সে যে জোড়া ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও উত্তম এবং সুন্দর পোশাক বর্জন করল (বিনয় হেতু) আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মান ও ইজ্জতের পোশাক পরিধান করাবেন। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ১০৭)

ফায়দা : বিনয় প্রকাশ করত চিত্তাকর্ষক পোশাক বর্জন করার ফযীলত জানা গেল। সব নেতানেত্রী জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে নিজের মর্যাদা ও গৌরব অনুভব করেন তাদের জন্য হাদীসটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। এর দ্বারা বোঝা গেল সকল ক্ষেত্রেই বিনয় প্রশংসনীয়।

বিনয়ের নিদর্শন

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনটি জিনিস বিনয়ের ভিত্তি। ১. যার সাথে সাক্ষাত হবে তাকে আগে সালাম করবে, ২. মজলিসে নিম্নস্থানে বসতে রাজী হয়ে যাবে। ৩. রিয়া এবং সুনাম কামনা থেকে দূরে থাকবে।

(কানযুল উম্মাল- পৃঃ ৭০১)

www.pathagar.com

ফায়দা : এখানে বিনয়ের মৌলিক নিদর্শনগুলো বর্ণনা করা হয়েছে যদ্বারা বিনয়ী এবং অহংকারীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করা যায়।

বিনয় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তায় উন্নতি ঘটায়

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেকের জ্ঞান সুপ্ত রয়েছে, যা একজন ফিরিশতার নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। অতঃপর বান্দা যখন বিনয় অবলম্বন করে, তখন ফিরিশতাকে বলা হয়, একে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা দান কর। আর যখন অহংকার করে, তখন ফিরিশতাকে বলা হয় প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা তার থেকে ছিনিয়ে নাও।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ৮৩)

ফায়দা : বিনয়ের কারণে তার থেকে বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। যেহেতু সে আল্লাহর ভয় এবং বান্দার হকের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করে। আর যখন বান্দা অহংকার করে তখন তার থেকে নির্বোধের মত কার্যকলাপ প্রকাশ পায়। কারণ সে তখন আল্লাহকেও ভয় করে না এবং বান্দার হকের প্রতি লক্ষ্য রাখে না।

বিনয়ের দ্বারা মর্তবা বুলন্দ হয় কীভাবে?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন প্রত্যেক ব্যক্তি দু'টি শিকল দ্বারা লটকানো রয়েছে। একটি শিকল আকাশের সাথে সংযুক্ত। বান্দা যখন বিনয় অবলম্বন করে তখন আল্লাহ্ পাক তাকে উক্ত শিকল দ্বারা আকাশের দিকে তুলে নেন। যখন অহংকার করে তখন পাতালের সাথে সংযুক্ত শিকল দ্বারা বেঁধে তাকে নিচে নামিয়ে দেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ৮৩)

ফায়দা : এটা একটা উদাহরণ। অর্থাৎ বিনয়ের দ্বারা তাকে আকাশে অর্থাৎ উচ্চ স্তরে পৌঁছে দেয়া হয়। আর অহংকারের দ্বারা পাতালে অর্থাৎ নিম্নস্তরে পৌঁছে দেয়া হয়।

বিনয় ও মাটির মত হওয়ার মর্ম

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا

অর্থাৎ-আল্লাহর খাছ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হলো, জমীনের উপর বিনয় ও নম্রতার সাথে চলা, বুকটান করে অহংকারী চালচলন থেকে দূরে থাকা।

www.pathagar.com

বিনয় ও নম্রতার অর্থ হচ্ছে মানুষের মধ্যে অহংকার ও গৌরব সৃষ্টি না হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরকে সম্মান করবে এবং নিজের ত্রুটি, দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতাকে স্বীকার করবে, নিজের মধ্যে কমতি রয়েছে এই কথাটি সর্বদা খেয়াল করবে।

বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। কুরআন মাজীদে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তুলে ধরা হয়েছে। লোকমান হাকীমের নসীহতে রয়েছে-

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا.

উক্ত আয়াতে কারীমার মধ্যে বিনয় ও নম্রতার কয়েকটি ক্ষেত্র আলোচনায় স্থান পেয়েছে। কথা বলার সময় মানুষের সাথে যেন কর্কশ ভাষা ব্যবহার না করা হয়। জমীনের উপর দাম্ভিকতার সাথে না চলা হয়। চালচলনে যেন অহংকারের গন্ধ না আসে। ধ্বনি যেন কঠোর এবং ধারালো না হয় যা থেকে অহংকার ও অহমিকার গন্ধ পাওয়া যায়। মোটকথা, জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পাবে। এটাই আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের নিদর্শন।

www.pathagar.com

লজ্জা শরম

লজ্জা ঈমানের শাখা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে لا إله إلا الله محمد رسول الله এবং সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী, মুসলিম, তারগীব- পৃঃ ৩৯৮)

লজ্জা ঈমানের অংশ

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, লজ্জা এবং কম কথা বলা ঈমানের অংশ। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ২১, তারগীব- পৃঃ ৩৯৮)

লজ্জা ধর্মের অংশ

হযরত কুররা ইবনে আয়াস রা. বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সা. এর দরবারে ছিলাম। এখন লজ্জার কথা আলোচনা হল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! লজ্জা কি দীনের অংশ? নবী করীম সা. ইরশাদ করলেন বরং লজ্জা পূর্ণাঙ্গ দীন। অতঃপর নবী করীম সা. বললেন, লজ্জা, চারিত্রিক পবিত্রতা ও কম কথা বলা ঈমানের অংশ। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ২৩৫)

প্রত্যেক বিষয়ে লজ্জা অলঙ্কার

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, নির্লজ্জতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কলুষিত করে। আর লজ্জা প্রত্যেক জিনিসকে অলঙ্কৃত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। (ইবনে মাজা- পৃঃ ৩০৮, তিরমিযী)

লজ্জা ও ঈমান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, লজ্জা এবং ঈমান একে অপরের সাথে সংযুক্ত। যখন একটি চলে যাবে, তখন অন্যটিও বিদায় নিবে। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ১৪০)

ফায়দা : লজ্জার কারণে মানুষ ঈমানদারী কার্যকলাপের অনুসারী হয়ে থাকে এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর যখন লজ্জা চলে যায়, তখন ঈমানের দাবী-

www.pathagar.com

গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার ধারা বন্ধ হয়ে যায়। যেমন বর্তমান যুগে যত সব অশ্লীলতা, বেহায়াপনা বিস্তার লাভ করছে শুধু লজ্জা-শরম হ্রাস পাওয়ার কারণে। নারী সংক্রান্ত যত পাপাচার বর্তমান বাজারে-বন্দরে বিস্তার লাভ করেছে তার ভিত্তি নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার ওপর। বর্তমানে টেলিভিশনের পর্দায় প্রদর্শিত অশ্লীল ছবিগুলো শাশুড়ী-বউ, মা-মেয়ে, ভাই-বোন সকলে একসঙ্গে বসে দেখে অথচ তাদের বিন্দুমাত্র সংকোচ হয় না। এমনটি কেন? লজ্জা বিদায় নেওয়ার কারণে।

লজ্জা না থাকলে ঈমান থাকবে না কেন?

যায়েদ ইবনে হারেসা রা. এর চাচা হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন লজ্জা ঈমানের শাখা, যার মধ্যে লজ্জা নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই।

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৯৮)

ফায়দা : নির্লজ্জতার কারণে ঈমানবিরোধী অর্থাৎ তথা গোনাহ্ ও পাপাচার সংঘটিত হতে থাকে। লজ্জা এসবের জন্য বাঁধা ও অন্তরায়। লক্ষ্য করুন, নারী সমাজ গোনাহ্ থেকে দূরে থাকে লজ্জার কারণে। আবার নির্লজ্জতাই তাদেরকে কুপথে, কুকর্মে লিপ্ত করে।

দু'টি স্বভাব আল্লাহর নিকট প্রিয়

হযরত আশাজ রা. বলেন যে, আমাকে রাসূলে পাক রা. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে দু'টি স্বভাব এমন রয়েছে যা আল্লাহর নিকট প্রিয়। সহনশীলতা এবং লজ্জা। আমি বললাম পূর্ব থেকে ছিল, না এখন হয়েছে? রাসূলে পাক সা. বললেন, না পূর্ব থেকেই ছিল। (ইবনে মাজা, মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ২৯৯)

আল্লাহ্ পাক যখন কাউকে ধ্বংস করতে চান

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ জাল্লাশানুহু কাউকে ধ্বংস করতে চান, তখন তার থেকে লজ্জা তুলে নেন। (তারগীব- পৃঃ ৪০০)

লজ্জার অপর নাম ঈমান

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, লজ্জা ঈমানের অংশ আর ঈমান হচ্ছে জান্নাত। (অর্থাৎ জান্নাত লাভের মাধ্যম)।

(তিরমিযী- খঃ ৩, পৃঃ ২১)

লজ্জা জান্নাতের নিকটবর্তী করে

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, লজ্জা এবং কম কথা বলা ঈমানের অংশ। এ দু'টি বৈশিষ্ট্য (মানুষকে) জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে নিয়ে যায়। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৯৮)

www.pathagar.com

লজ্জা ঈমানের ভূষণ

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ হতে বর্ণিত আছে, ঈমান সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তাকওয়া এর বস্ত্র, হায়া বা লজ্জা এর অলঙ্কার ও ভূষণ আর খরচ এর সম্পদ।

(মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ২৮৮)

লজ্জা শুধু কল্যাণই কল্যাণ

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, লজ্জা পুরোটা কল্যাণই কল্যাণ। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৬১)

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, লজ্জা কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু বয়ে আনে না। হযরত বাশীর র. বলেন, লজ্জা সম্মান এবং শান্তির বাহন।

(বুখারী- পৃঃ ৯০৩, আবু দাউদ- পৃঃ ৬৬১)

লজ্জাহীনতা কুফরীতুল্য

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, লজ্জাহীনতা কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ র. থেকে বর্ণিত আছে যে, যার লজ্জা নেই সে কাফির।

(মাকারেম- পৃঃ ৯১)

ফায়দা : নির্লজ্জতার দরুণ এমন সব পাপাচার সংঘটিত হয়, যদ্বারা মানুষ কুফরীর নিকটবর্তী হয়ে যায়। যেহেতু নিলর্জ্জতার দরুণ অশ্লীলতা ও নাফরমানীর দ্বার মুক্ত হয়ে যায় এবং তা এক পর্যায় কুফরীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। তাই কথা বলা যায়, নিলর্জ্জতা কাফিরের বৈশিষ্ট্য।

লজ্জা ইসলামের উৎকৃষ্ট আখলাকের অন্তর্ভুক্ত

হযরত তালহা ইবনে ইয়াযিদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক ধর্মের কিছু উৎকৃষ্ট আখলাক ও উত্তম বৈশিষ্ট্য থাকে। আর লজ্জা হচ্ছে ইসলাম ধর্মের উৎকৃষ্ট আখলাক ও উন্নত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ২৮৭)

লজ্জা শরম সর্বপ্রথম তুলে নেওয়া হবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, উম্মতের থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি তুলে নেয়া হবে তা হচ্ছে লজ্জা এবং ঈমান। এজন্য আল্লাহর নিকট উভয়টি প্রার্থনা কর।

(মুতালেবে আলীয়া- খঃ ২, পৃঃ ৪০৮)

ফায়দা : বর্তমান যুগে নারীদের বেপর্দা চলাফেরা এবং টেলিভিশন উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করেছে। লজ্জা উঠে যাওয়ার কারণে অশ্লীলতা

ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। বড় বড় সড়কগুলোতেও নারী-পুরুষ হাতে হাত দিয়ে চলাফেরা করতে দেখা যায়। মাতাপিতার সামনে পরপুরুষের সাথে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করে থাকে। গায়রে মাহরাম ছেলেদের সাথে ভ্রমণে বা ঘুরতে বের হয়। যৌন সুড়সুড়িমূলক কাহিনী টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে বসে সকলে একসঙ্গে। আমোদে-উল্লাসে তালি বাজিয়ে লজ্জা ও ভদ্রতাকে কবরস্থ করে। লজ্জা বিদায় হওয়ার আর কি নিদর্শন প্রয়োজন?

লজ্জা নেই তো জান্নাতও নেই

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার মধ্যে লজ্জা নেই, তার মধ্যে দীন নেই। যার মধ্যে লজ্জা নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মাকারেমে ইবনে আবীদ্দুনয়া- পৃঃ ৮৬)

ফায়দা : কেননা লজ্জা না থাকার কারণে অশ্লীলতা থেকে বাঁচতে পারবে না। আর অশ্লীলতা ও গোনাহ থেকে মুক্ত না থাকলে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে না।

লজ্জা কমে গেলে দিল মরে যায়

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত আছে, যার লজ্জা কমে যাবে, তার তাকওয়াও কমে যাবে। আর যার তাকওয়া কমে যাবে তার দিল মরে যাবে। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খঃ ৭, পৃঃ ৪৫৫)

ফায়দা : অন্তর মরে গেলে, ভালমন্দের বিচার করে না। ফলে লজ্জাহীন কথা ও কাজে তার কোন সঙ্কোচ থাকে না।

আল্লাহকে লজ্জা কর

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম সা. এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং উপদেশ প্রার্থনা করলাম। নবী করীম সা. বললেন, আমি তোমাকে তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। তুমি আল্লাহকে এমনভাবে লজ্জা করবে যেমন লজ্জা করে থাক স্বীয় গোত্রের কোন নেককার ব্যক্তিকে। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ১৪৬)

ফায়দা : মানুষ সম্মানী ব্যক্তির সামনে যেমন সম্মান ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে অসমীচীন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে। অনুরূপভাবে সর্বক্ষেত্রে সর্বক্ষণ আল্লাহ পাক তোমাদের সামনে উপস্থিত; যার শান ও মর্যাদা অপরিসীম, তার সামনে গোনাহ থেকে তোমরা বিরত থাকবে।

উত্তম আখলাকের মূল হচ্ছে লজ্জা

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে উত্তম আখলাক দশটি। এর মধ্যে মূল হলো লজ্জা। (বায়হাকী- খঃ ৫, পৃঃ ১৩৮)

www.pathagar.com

আম্বিয়া আ. -এর অভ্যাসসমূহ

আব্দুল্লাহ খাতামী তার দাদার থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, পাঁচটি জিনিস হযরত আম্বিয়া আ. এর অভ্যাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ১. লজ্জা ২. সহনশীলতা ৩. শিঙ্গা লাগানো ৪. মিসওয়াক করা ও ৫. সুগন্ধি ব্যবহার করা। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ১৩৭)

হযরত মাকহুল র. এর বর্ণনায় এসেছে, আম্বিয়া আ. -এর অভ্যাসসমূহের অন্যতম হল লজ্জা, বিবাহ এবং সুগন্ধি ব্যবহার। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৩০৩)

যখন লজ্জা থাকে না, তখন যা ইচ্ছা তাই করে

হযরত আবু মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, পূর্ব যুগের আম্বিয়া আ. -এর উপদেশসমূহের মধ্যে একটি উপদেশ হচ্ছে, যখন তোমাদের মধ্য হতে লজ্জা শরম বিদায় নেয়, তখন পাপাচার অশ্লীল কার্যকলাপ যা ইচ্ছা তাই কর। (বুখারী- পৃঃ ৯০২)

ফায়দা : যখন তোমাদের মধ্যে লজ্জা শরম থাকবে না, তখন নিকৃষ্ট ও খারাপ কাজ করতেও তোমাদের কোন বাধা থাকবে না। ফলে তোমরা অশ্লীল কার্যক্রম থেকেও বেঁচে থাকতে পারবে না। লক্ষ্য করেছেন কি, বর্তমান যুগে টেলিভিশনের পর্দায় অশ্লীল ছবি দেখছে মা-ছেলে, ভাইবোন একসাথে। কোন লজ্জা অনুভব করছে না। যার ফলশ্রুতিতে বোন ভাইয়ের সামনে, মেয়ে মাতাপিতার সামনে পরপুরুষের সাথে অশ্লীল আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করে না। বর্তমান যুগে এসব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে নির্লজ্জতা, টেলিভিশন এবং বেপর্দার কারণে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান রাখছে টেলিভিশন, যা জাহান্নামের এক সুবেশী অজগর।

যে যুগে লজ্জা বিদায় নেবে সে যুগ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এই প্রার্থনা করতেন,

اَللّٰهُمَّ لَا يُدْرِكُنِىْ اَوْلَا اُدْرِكُ زَمَانَ قَوْمٍ لَا يَتَّبِعُوْنَ الْعَلِيْمَ وَلَا يَسْتَحْيُوْنَ مِنَ الْعَلِيْمِ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الْاَعَاجِمِ وَاَلْسِنَتُهُمْ اَلْسِنَةُ الْعَرَبِ -

হে আল্লাহ! সেই যুগ যেন আমরা না পাই, যে যুগে আলেমদের অনুসরণ করা হবে না, কোন নেককার ব্যক্তিকে লজ্জা পাবে না, তাদের অন্তর হবে অনারবদের মত আর ভাষা হবে আরবদের মত।

www.pathagar.com

হায়া লজ্জার মর্মার্থ

হাদীস শরীফে লজ্জা শরমের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। লজ্জা দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়া সৌন্দর্যের এবং লজ্জামুক্ত হওয়া বঞ্চিত হওয়ার নিদর্শন। নির্লজ্জতাকে সমস্ত খারাপ কাজের মূল এবং ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়। লজ্জা মানুষের ঐ স্বভাবজাত গুণ, যদ্বারা তার অনেক চারিত্রিক সৌন্দর্য বিকশিত হয়, চারিত্রিক পবিত্রতা এর বদৌলতে সর্বপ্রকার কালিমা থেকে মুক্ত থাকে। আবেদনকারীকে বঞ্চিত করে ফিরিয়ে না দেওয়া এই গুণেরই বৈশিষ্ট্য। একে অপরের সাথে মহানুভব আচরণ এবং চক্ষুলজ্জা এরই প্রকাশ। অনেক গোনাহ থেকে বেঁচে যায় উক্ত গুণটিরই বরকতে।

এগুণটি মানুষের মধ্যে শৈশব থেকেই স্বভাবজাতভাবে বিদ্যমান থাকে যদি এর যথার্থ লালন করা যায়, তাহলে তা স্থায়ী হয় বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যদি অসৎসঙ্গ লেগে যায়, ভাল লোকের সংসর্গ না পায় তাহলে বিলীন হতে থাকে। এজন্য ইসলাম লজ্জা বজায় রেখে চলার নির্দেশ দিয়েছে। লজ্জা মানুষের এমন এক চারিত্রিক অলঙ্কার, যদ্বারা সে উপকৃত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, اَلْحَيَاءُ لَايَأْتِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ লজ্জার দ্বারা শুধু কল্যাণই সাধিত হয়। কুরআন হাদীসে যেখানে যেখানে فحش (অশ্লীল) منكر (পাপাচার) এবং سوء (মন্দ কাজ) প্রভৃতি যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা নির্লজ্জতাসূলভ সকল কার্যকলাপ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। লজ্জা ইসলামের একটি বিশেষ চারিত্রিক গুণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করতে ভয় পায় না সেই স্বাধীন ও বীর নয়। বরং সে বেহায়া ও নির্লজ্জ। কারণ লজ্জা ঐ স্পৃহার নাম, যা মানুষকে খারাপ কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে। যদি লজ্জা না থাকে তাহলে মানুষ বেহায়া হয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। কেউ তাকে বাধা দিয়ে রুখতে পারে না।

(সীরাতুন্নবী- খ: ৮)

www.pathagar.com

বদান্যতা

বদান্যতা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

কালামুল্লাহ শরীফে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

এবং আমার দান করা রিযিক থেকে ব্যয় করে।

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ.

তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে স্বহস্তে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ব্যয় কর আমার প্রদত্ত জিনিস থেকে।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ.

যারা নিজেদের সম্পদ দিবানিশি ব্যয় করে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় রবের নিকট প্রতিদান।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

তোমরা নেকী লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করবে।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ.

যা তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর পথে, এর প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি দেওয়া হবে।

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

এবং তাদের সম্পদে রয়েছে সওয়ালকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার।

www.pathagar.com

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ.

এবং তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর না? (সূরা হাদীদ)
এ জাতীয় অসংখ্য আয়াত রয়েছে যার মধ্যে বদান্যতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো। কালামুল্লাহ শরীফ এবং রাসূলুল্লাহ সা. এর পবিত্র বাণীর মধ্যে বদান্যতা এবং সম্পদ ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ, গুরুত্ব এবং ফযীলত এত অধিক পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে, যার কোন সীমা বা সংখ্যা নেই।

সূরা বাকারার মধ্যেই তো অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা আহলে ইলমদের অজানা নয়। দানের এ সকল আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হয় যেন সম্পদ নিজের কাছে পুঞ্জিভূত করে রাখার মত জিনিসই নয়। আর বদান্যতা ঈমানের মাপকাঠি এবং বুনিয়াদী নিদর্শন। যেহেতু বদান্যতার গুণ যদি বিদ্যমান না থাকে। তাহলে সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না বরং কৃপণতা করে দান থেকে বিরত থাকবে, নিজের কাছে পুঞ্জিভূত করে রাখবে। এ বিষয় অসংখ্য আয়াতে এবং রাসূল সা. -এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইনফাক অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করা যে বিষয়ে কুরআনে পাকের মধ্যে অসংখ্য জায়গায় অত্যন্ত গুরুত্ব ও ফযীলত এবং তাকীদ বর্ণনা করা হয়েছে; তা মূলত বদান্যতার সাথেই সম্পৃক্ত। আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করাই বদান্যতা বা দানশীলতা। আর তা পুঞ্জিভূত করে রাখা এবং শুধু নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করা, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীনদের জন্য ও দীনী প্রয়োজনে ব্যয় না করা কৃপণতা। এজন্য ইনফাকের যত ফযীলত আছে সব দানশীল ব্যক্তিই তা লাভ করতে পারে। কৃপণ ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত।
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُنْفِقِيْنَ হে আল্লাহ! আমাদের দানশীলদের দলভুক্ত করুন।

দানশীল জান্নাতে অবস্থান করবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জেনে রেখ! সমস্ত দানশীল জান্নাতে অবস্থান করবে। এটা আল্লাহ পাকের স্থির সিদ্ধান্ত এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমার। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৮২)

বদান্যতা আল্লাহর গুণ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বদান্যতা আল্লাহ পাকের মহান বৈশিষ্ট্য। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৮৩)

ফায়দা : আল্লাহর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দানশীলতা।

www.pathagar.com

প্রত্যেক ওলীর জন্ম বদান্যতার গুণ নিয়ে

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, এমন কোন আল্লাহর ওলী নেই, যাকে বদান্যতা এবং উত্তম আখলাক দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি। (তারগীব- পৃঃ ৩৮৩)

ফায়দা : বদান্যতা বিলায়াত তথা আল্লাহর ওলী হওয়ার গুণ। আল্লাহর ওলীগণ শরীয়ত অনুমোদিত ক্ষেত্রে দান করতে কোনরূপ কৃপণতা করেন না।

জান্নাতের একটি ঘর হচ্ছে বায়তুস সাখা

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতের মধ্যে একটি প্রাসাদ রয়েছে যার নাম বাইতুস সাখা।

ফায়দা : এ প্রাসাদে দানশীল ব্যক্তিদেরকে বিশেষ যত্ন সহকারে রাখা হবে।

দু'টি বৈশিষ্ট্য আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, দু'টি বৈশিষ্ট্য আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় এবং অন্য দু'টি বৈশিষ্ট্য খুব অপ্রিয়। প্রিয় দু'টি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বদান্যতা এবং ক্ষমার প্রবণতা। অন্য দু'টি অপ্রিয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বদ স্বভাব এবং কৃপণতা। (বায়হাকী, দুররে মানসুর- খঃ ৬, পৃঃ ১০৯)

আহমকের হাতে নেতৃত্ব এবং কৃপণের হাতে সম্পদ

হযরত হাসান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ পাক কোন জাতির অমঙ্গল চান, তখন তাদের নেতৃত্ব নির্বোধ ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেন এবং সম্পদ অর্পণ করেন কৃপণদের হাতে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৮২)

ফায়দা : ধন-সম্পদ যখন কৃপণদের হাতে চলে যায়, তখন মুসলমানদের জাতীয়, ধর্মীয় ও সম্মিলিত কার্যাবলীসহ যে সব ব্যাপারে সম্পদের প্রয়োজন হয়, সেগুলো বাস্তবায়ন হয় না।

মসজিদ-মকতব ও মাদরাসাগুলোও দান সদকা ব্যতীত অচল হয়ে যায়। যদ্দরুণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং সমাজে ধর্মীয় তথা ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির অভাব দেখা দেয়। যেমন ভারতের অনেক অঞ্চলে মানুষ স্বচ্ছল এবং সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় ব্যাপারে কৃপণতার দরুণ মাদরাসা মক্তবের ধারা লুপ্তপ্রায়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের শাসক হবে সৎ ও নেককার লোক, তোমাদের বিত্তশালীরা হবে দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম সম্পাদিত হবে পরামর্শের মাধ্যমে তখন

www.pathagar.com

ভূপৃষ্ঠ ভাল হবে ভূগর্ভের (কবর) তুলনায়। আর তোমাদের শাসক যখন হবে বদকার ও অসৎ, তোমাদের বিত্তশালীরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের নেতৃত্ব যাবে মহিলাদের হাতে তখন ভূগর্ভ (কবর) উত্তম হবে ভূপৃষ্ঠের তুলনায়।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৮২)

ফায়দা : আহ! চিন্তা করে দেখুন। এসব ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের সমাজে এখন বাস্তব রূপ লাভ করেছে। আমাদের শাসকবর্গ খেয়ানতকারী ও দুর্নীতিবাজ। বিত্তশালীরা ধর্মীয় কাজে অর্থ ব্যয় করতে চায় না। মহিলারা পুরুষদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের পরামর্শে সিদ্ধান্তে সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। এ কারণেই আমাদের সমাজে দীন ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

উম্মতের সর্দার কে?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্দার কে? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম আ.। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আপনার উম্মতদের মধ্যে কে? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, ঐ ব্যক্তি যাকে সম্পদ দেয়া হয়েছে আবার বদান্যতাও দান করা হয়েছে। সে বিপদগ্রস্থ অসহায় ব্যক্তিদের কাছে টেনে নেয় এবং তার ব্যাপারে মানুষের অভিযোগও কম।

ফায়দা : ঐ শাসক এবং জাতির নেতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যিনি জাতি ও ধর্মের কল্যাণে সম্পদ ব্যয় করেন, যদ্বারা জাতি ও ধর্মের উপকার হয়।

বদান্যতার কারণে হযরত ইবরাহীম আ. খলীলুল্লাহ হয়েছেন

হযরত ওমর ফারুক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা আমার বন্ধু জিবরীল আ. কে হযরত ইবরাহীম আ. এর নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন, (আল্লাহর বাণী শোনালেন) হে ইবরাহীম! তুমি মানুষের মাঝে সবার চেয়ে বেশি আমার ইবাদত কর এই জন্য তোমাকে খলীল বানাইনি বরং এজন্য বানিয়েছি যে, যখন আমি মুমিনদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়েছি, তখন তোমার চেয়ে অধিক দানশীল কাউকে পাইনি।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৮৪)

ফায়দা : দেখুন বদান্যতা, আল্লাহর পথে ব্যয় করার অভ্যাস কত বড় ফযীলতের কারণ যে, হযরত ইবরাহীম আ.কে 'খলীল' এর মর্তবা দান করা হয়েছে। এই বদান্যতা আম্বিয়া আ. -এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই জন্য নবী করীম সা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বাধিক দানশীল।

www.pathagar.com

দানশীল ব্যক্তিদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশ

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, দানশীল ব্যক্তিদের ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে। কারণ আল্লাহ্ পাক দানশীলদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৮৪)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, দানশীল ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃ: ৫৯০)

ফায়দা : বদান্যতা এবং সম্পদ ব্যয় করার ফলাফল দুনিয়াতে পাওয়া যায় যে, মানুষে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে। আল্লাহ্ পাক তার দোষ-ত্রুটিগুলোকে গোপন রাখেন এবং ক্ষমা করে দেন।

দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটতম

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নিকটতম, জান্নাতের নিকটতম, মানুষের নিকটতম ও জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকেও দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী।(মেশকাত- পৃ: ১৬৩)

মূর্খ দানশীলও আল্লাহর প্রিয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মূর্খ দানশীল কৃপণ আবেদ থেকেও অধিক প্রিয়। (তিরমিযী, তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৮১)

উক্ত হাদীসখানা বায়হাকী শরীফে হযরত আয়েশা রা. হতেও বর্ণিত হয়েছে।

ফায়দা : এটা বাস্তব সত্য যে, দানশীল ব্যক্তিদের দ্বারা মানুষের উপকার হয়, দানশীল ব্যক্তিদের সম্পদ দ্বারা মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

দানশীল কে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো কে দানশীল আর কে কৃপণ? নবী করীম সা. বললেন, দানশীল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নির্দেশিত পথে প্রচুর সম্পদ ব্যয় করে। (তারগীব- পৃ: ৩৮২)

ফায়দা : যেটা আল্লাহর রাস্তা, যেখানে আল্লাহ্ পাক সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদ্বারা জাতি-ধর্মের এবং শরীয়ত অনুমোদিত দুনিয়াবী ক্ষেত্রেও উপকার হয়; যে সেখানে সাধ্যানুযায়ী সম্পদ ব্যয় করে, সে আল্লাহর দৃষ্টিতে দানশীল। শরীয়তের দৃষ্টিতেও দানশীল এবং সে বদান্যতার প্রতিদান লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি পার্থিব বিলাসিতা এবং দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিংবা নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে মুক্ত হস্তে সম্পদ ব্যয় করে সে কখনো দানশীল নয়। বদান্যতার ফযীলতও পাবে না সে।

www.pathagar.com

হারাম মাল দ্বারা দানশীল হওয়া যায় না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি দানশীল নয় যে হারাম পথে আয় করে এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করে।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৮২)

ফায়দা : এ ধরনের ভদ্র লোক অনেক আছেন, যারা নির্দ্বিধায় হারাম মাল আয় করে থাকেন এবং দীন দুনিয়া উভয় লাইনে প্রচুর পরিমাণ খরচ করে থাকেন। মসজিদ, মাদরাসা ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে অর্থ দান করে থাকেন- এর নাম সাখাওয়াত বা বদান্যতা নয় এবং এহেন ব্যক্তিকে সখী বা দানশীলও বলা যায় না। ঐ ব্যক্তি দানের সওয়াব তো পাবেই না, বরং উল্টা হারাম মালের গোনাহ মাথায় বহন করবে। আল্লাহ পাক হেফাযত করুন। অনেকে সম্পদ হারামভাবে আয় করে এবং সেগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করাটাকে নাজাতের কারণ মনে করে। এরা কঠিন প্রতারণার শিকার।

দানশীল ব্যক্তির জন্য ফিরিশতাদের দুআ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, প্রতিদিন প্রভাতে দু'জন ফিরিশতা (আসমান থেকে) অবতীর্ণ হন। একজন দুআ করে, হে আল্লাহ! দানকারীকে বদলা দান কর, অন্যজন দুআ করেন হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বুখারী, মেশকাত- পৃ: ১৬৪)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে যখন সূর্য উদিত হয় তখন এর দুই পার্শ্ব হতে দু'জন ফিরিশতা ধ্বনি দিয়ে বলে উঠেন, হে আল্লাহ! দানকারীদের দ্রুত প্রতিদান দিন এবং কৃপণদের সম্পদ ধ্বংস করে দিন।

এর দ্বারা বোঝা যায়, এই ফিরিশতাগণ সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত মুহূর্তে এই প্রার্থনা খাছভাবে করে থাকেন, বাস্তব দর্শন এবং অভিজ্ঞতাও এর সাক্ষ্য বহন করে যে, যারা সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাখে তারা প্রায়ই নানা বালা মসিবতে আক্রান্ত হয়, কাউকে আবার ভ্রষ্টতায় পেয়ে বসে, কারো পিছে আবার চোর-গুণ্ডা লেগে যায়।

হাফেজ ইবনে হাজার র. বলেন, ধ্বংসলীলায় কখনো সরাসরি সম্পদ আক্রান্ত হয়, আবার কখনো সম্পদের মালিক নিজেই আক্রান্ত হয়। আবার অনেক সময় ধ্বংসযজ্ঞ নেক আমলের উপর দিয়ে বয়ে যায় এভাবে যে, তাতে ফেঁসে গিয়ে নেক আমল বরবাদ করে দেয়।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তার সম্পদে বরকত হয়।

(ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃ: ৬০)

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিবসে দানশীল ব্যক্তির ক্ষমা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. এর বর্ণনায় এসেছে, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল বান্দা। কিয়ামতের দিবসে যখন আল্লাহ পাকের সাথে দানশীল ব্যক্তি সাক্ষাৎ করবে আল্লাহ পাক তার হাত ধরবেন, তাকে সাহায্য করবেন এবং তার পাপরাশি মাফ করে দিবেন।

(বায়হাকী, দুররে মানসুর- খঃ ৬, পৃঃ ১১০)

বদান্যতা জান্নাতের বৃক্ষ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বদান্যতা জান্নাতের একটি বৃক্ষ যে ব্যক্তি দানশীল হবে, সে এর একটি শাখা ধারণ করবে যদ্বারা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (দুররে মানসুর- খঃ ৬, পৃঃ ১১১)

দানশীল ফাসেকের প্রতি শয়তানের ঘৃণা

ইমাম গাযালী র. বর্ণনা করেন, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আ. একবার শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি কে এবং সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি কে? উত্তরে সে বলল, আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হচ্ছে কৃপণ মুমিন এবং সর্বাধিক ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে দানশীল ফাসেক। তিনি বললেন, এটা কেমন কথা? শয়তান বলল, কৃপণ তো আমাকে তার কৃপণতার দ্বারা চিন্তা মুক্ত রাখে অর্থাৎ তার কৃপণতাই তাকে জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ফাসেক ব্যক্তি সর্বদাই আমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ রাখে যে, আল্লাহ পাক তার বদান্যতার কারণে তার সমস্ত পাপ আবার ক্ষমা করে না দেন। (জাহান্নাম থেকে মুক্তি না দেন।) (এহইয়ায়ে সাদাকাত- পৃঃ ১৬২)

বদান্যতা ওলী হওয়ার পরিচয়

হাদীস শরীফে এসেছে, এমন কোন আল্লাহর ওলী বিগত হননি, যিনি দানশীল ছিলেন না। (সাদাকাত- পৃঃ ১৬১)

ফায়দা : বাস্তবেই আল্লাহ পাকের নির্বাচিত বান্দাগণই দানশীল হয়ে থাকেন। তাদের দরবারেই মেহমান অতিথির গমনাগমন হতে থাকে এবং তারা মেহমানদের আদর-আপ্যায়নে আনন্দ চিত্তে উদারতার সাথে ব্যয় করে থাকে।

আল্লাহ পাক বদান্যতা পছন্দ করেন

তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক দানশীল, তিনি বদান্যতাকে পছন্দ করেন। (মাকারেমে খারায়েতী)

ফায়দা : আল্লাহ পাকের বদান্যতার কথা তো বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। গোটা সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর পরিবারভুক্ত। তাই তিনি বদান্যতাকে পছন্দ করেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাক কাকে দান করেন?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমরা মানুষকে দান কর, আমি তোমাদেরকে দান করব।

(মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৫৯৯)

জান্নাত কার বাসস্থান

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাত দানশীল ব্যক্তিদের বাসস্থান। (মাকারেম- পৃঃ ৬১০)

দীনের কল্যাণ ও মঙ্গল বদান্যতার মধ্যে নিহিত

বায়হাকী শরীফের মধ্যে একটি হাদীসে কুদসী হযরত জাবের রা. এর সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হযরত জিবরীল আ. আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এই দীন (ইসলামকে) আমি মনোনীত করেছি। আর এ কল্যাণ কেবল বদান্যতা এবং উত্তম আখলাকের মধ্যেই নিহিত রেখেছি। সুতরাং যার সাথেই থাক না কেন উভয় গুণকে আঁকড়ে ধর। (দুররে মানসুর- খঃ ৬, পৃঃ ১১১)

ফায়দা : উম্মত এবং তাদের সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণ বদান্যতার মাঝে নিহিত। কারণ এর দ্বারা জাতীয় এবং ধর্মীয় কার্যাবলী সম্পন্ন হয়।

বদান্যতার অর্থ

বদান্য এবং দানশীল হওয়ার একটা অর্থ তো হল, স্বীয় ধন সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তি নিজের জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা। অনুরূপভাবে মুক্ত হস্তে উদারতার সাথে নিজেদের ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, ধর্মীয় কার্যক্রমে, মসজিদ-মাদরাসা ও মক্তবে ব্যয় করা। তেমনিভাবে জাতীয়, ধর্মীয় কল্যাণে, মুসলমানদের সামাজিক কার্যক্রমেও ব্যয় করা। কেবল ওয়াজিব যাকাত সদকার ওপর ক্ষান্ত না হওয়া। বরং এছাড়াও উদারতার সাথে ব্যয় করতে অভ্যস্ত হওয়া এবং অধিকাংশ সময়ে নিজের দুনিয়াবী প্রয়োজনসমূহের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অন্যান্য ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে প্রাধান্য দেয়া।

সাখাওয়াত বা বদান্যতার আরো একটি অর্থ আছে যা এর চেয়েও অধিক ব্যাপক। বদান্যতার বাস্তব অর্থ হচ্ছে নিজের কোন প্রাপ্য জিনিস আনন্দচিত্তে অন্যকে দিয়ে দেয়া। আর তা হতে পারে বিভিন্নভাবে। নিজের প্রাপ্য ক্ষমা করে দেয়া বা নিজের উদ্বৃত্ত সম্পদ অন্যকে দান করে দেওয়ার মাধ্যমে। আর

www.pathagar.com

এসব কিছুর লক্ষ্য উদ্দেশ্য একটাই আর তা হচ্ছে নিজের দ্বারা অন্যদেরকে উপকৃত করা। (সীরাতুন্নবী- খঃ ৬, পৃঃ ৩৮০)

বদান্যতার গুরুত্ব

ঈমানের পরপরই ইসলামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দু'টি রোকন হচ্ছে নামায এবং যাকাত। যাকাতের আসল রূহও হচ্ছে এই বদান্যতা এবং দানশীলতা। এর দ্বারাই বোঝা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে অত্র আখলাকটির শিক্ষা সম্পূর্ণ বুনিয়াদী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ নামায যেমন সর্বপ্রকার হক্কুল্লাহর ভিত্তি, অনুরূপভাবে বদান্যতা এবং দানশীলতা সর্বপ্রকার হক্কুল ইবাদের ভিত্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত কারো মধ্যে এই গুণ সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে স্বজাতির প্রতি মহব্বত ও সহমর্মিতার স্পৃহা সৃষ্টি হবে না। এ কারণেই ইসলাম যাকাত ফরজ করে মানুষের ঐ স্পৃহাকে জাগ্রত করে তুলেছে।

(সীরাতুন্নবী- খঃ ৬, পৃঃ ৩৮২)

www.pathagar.com

ইস্তেকামাত বা দৃঢ়তা

ইস্তেকামাত সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

কুরআন মজীদে অসংখ্য স্থানে ইস্তেকামাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদ্বারা এর গুরুত্ব অনুমান করা যায়।

সূরা হুদ এর মধ্যে এসেছে-

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

যেরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার প্রতি দৃঢ়পদ থাকুন।

সূরা শূরার মধ্যে এসেছে-

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

সূরা হামীম সেজদা এর মধ্যে এসেছে-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا

যারা বলেছে, আমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। অতঃপর তার ওপর দৃঢ়পদ রয়েছে। তাদের কাছে (আলমে বারযাখে বা কবর জগতে) ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে বলবে যে, কোন ভয় কর না এবং দুশ্চিন্তা কর না এবং ঐ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যে সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

ইস্তেকামাতের অর্থ

আল্লাহ পাকের সমস্ত আদেশ-নিষেধের ওপর অটল থাকা (তাফসীরে মাজহারী) স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, আখলাক, মুয়ামালা-মুয়াশারা, জীবিকা নির্বাহ ও আয়-ব্যয় তথা সর্ববিভাগে আল্লাহ পাকের বেঁধে দেওয়া সীমারেখার মধ্যে থেকে তার নির্দেশিত পথ ধরে সোজাভাবে চলতে থাকা। সেখানে কোন বিভাগের কোন আমলে বা কোন অবস্থাতে কোন একদিকে যদি ঝুঁকে যায় কিংবা কম বেশি হয়ে যায়, তাহলে ইস্তেকামাত বাকী থাকল না। (মাআরেফ- খঃ ৪, পৃঃ ৮৬)

www.pathagar.com

হযরত ওমর ফারুক রা. হতে ইস্তেকামাতের মর্মার্থ বর্ণিত আছে যে, তোমরা আল্লাহর সমস্ত বিধান, আদেশ-নিষেধের ওপর সোজাভাবে অটল থাক তা থেকে শিয়ালের মত এদিক সেদিক পলায়নের পথ বের কর না। এরই নাম ইস্তেকামাত। এ জন্য ওলামায়ে কেরাম বলেন, ইস্তেকামাত শব্দটি অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পুরো ইসলামী শরীয়ত এর মধ্যে দাখিল। এর মধ্যে আল্লাহর সমস্ত বিধি বিধান স্থায়ীভাবে মেনে চলা এবং সমস্ত নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে সর্বদা বিরত থাকা অন্তর্ভুক্ত। (মাআরেফ- খ: ৭, পৃ: ৯৮)

এ কারণেই যখন হযরত ছুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ নবী করীম সা. -এর নিকট আবেদন করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় বাতলে দিন, যার পরে আমার অন্য কারো দ্বারস্থ না হতে হয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে না হয়। তখন নবী করীম সা. বললেন, قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ

বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম অতঃপর তার ওপর দৃঢ়ভাবে অটল থাক। (কুরতুবী- খ: ৯, পৃ: ১১১, মুসলিম)

অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুসারে নেক আমলের প্রতি দৃঢ়তার সাথে অটল থাক। দুনিয়াবী স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কিংবা আল্লাহর আহকাম পালনে কষ্ট পরিশ্রম দেখে ঐ থেকে উদাসীন হয়ে পড় না বা তা ছেড়ে দিও না। যেমন দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থের পিছনে পড়ে বা কোন পেরেশানীতে আক্রান্ত হয়ে অথবা পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে আল্লাহর আহকামের প্রতি উদাসীন হয়ে তা বর্জন করে দেয়। তাই তো দেখা যায়, সমাজ পরিবেশ এবং রসম রেওয়াজের কারণে আল্লাহর আহকামের প্রতি উদাসীনতার মহামারী ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। যেমন বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে কুপ্রথা এবং বিভিন্ন ধরনের গোনাহে লিপ্ত হওয়া, সামাজিক ও পার্থিব সাধারণ কিছু উপকারিতাকে সামনে রেখে টেলিভিশনের অভিশাপ ঘরে ঢোকানো, ব্যবসার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা, নারীদের বেপর্দা -এ সমস্ত জিনিস ইস্তেকামাতের পরিপন্থী।

এ কারণে হযরত আলী রা. এবং ইবনে আব্বাস রা. ইস্তেকামাতের সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন যে, ফারায়েয আদায় করা বা আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করা। হযরত হাসান বসরী র. বলেছেন, সমস্ত কাজে আল্লাহর অনুসরণ করা এবং তার নাফরমানী হতে বিরত থাকার নাম ইস্তোকামাত। ফুজাইল র. বলেন, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হওয়া এবং পরকালের প্রতি ধাবিত হওয়া এটাই ইস্তেকামাত। (কুরতুবী- খ: ১৫, পৃ: ৩৪৩, মাআরেফ- পৃ: ৯৯)

www.pathagar.com

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজ

এই পৃথিবীতে ইস্তেকামাত বা অটলতাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কঠিন কাজ। এ কারণে মুহাক্কিক বুযুর্গরা বলেন, ইস্তেকামাতের স্থান কারামাতের চেয়ে ওপরে।

যে ব্যক্তি দীনের কাজে ইস্তেকামাত অর্জন করতে পেরেছে। গোটা জীবনেও যদি তার থেকে কোন কারামতি প্রকাশ না পায়, তথাপিও সে উচ্চ পর্যায়ের ওলী। (মাআরেফ- খ: ৪, পৃ: ৮৭)

ইস্তেকামাতের নির্দেশ

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ইস্তেকামাত অবলম্বন কর এবং মানুষের প্রতি উত্তম আচরণ কর।

(হাকেম, কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৮৭)

সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ রা. নবী করীম সা. -এর নিকট আবেদন করলেন ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন উপদেশ দান করুন, যেন এর পরে কারো নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। নবী করীম সা. বললেন, ঈমান স্বীকার করে নাও। অতঃপর এর ওপর দৃঢ়তার সাথে অটল থাক। পার্থিব কোন ক্ষতি বা উদাসীনতার বশবর্তী হয়ে এটাকে কখনো ছেড়ে দিও না।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান- খ: ১, পৃ: ৫৩)

উসমান বিন হাজের রা. বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা. -এর খেদমতে গেলাম এবং দরখাস্ত করলাম যে, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, আল্লাহর ভয় এবং (তার বিধানের প্রতি) ইস্তেকামাত অত্যাবশ্যক।

(কুরতুবী- খ: ৯, পৃ: ১১১, দারেমী- খ: ১, পৃ: ৫৩)

ইস্তেকামাতের মর্ম কী?

যে বিষয়টা হক বোঝা যাবে, তার ওপর দৃঢ় হয়ে থাকতে হবে। নানাবিধ সমস্যা ধেয়ে আসবে। বিরোধিতা আসবে, কষ্ট দেয়া হবে, সমস্ত সংকটকে সহ্য করে নিতে হবে। তথাপি হক থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না। ঐ পথে দৃঢ়পদে চলতে হবে। হকের পথে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং এ পথে সিংহপুরুষদের দৃঢ়তার পরীক্ষা আল্লাহর বিধিবদ্ধ নিয়ম, যা অনন্তকাল থেকে চালু আছে এবং চালু থাকবে আর এ পথে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা জাতি পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ততক্ষণ পর্যন্ত সে সাফল্যের মুখ দেখতে পারে না। (সীরাতুন্নবী- পৃ: ৫৬৮)

ফায়দা : দীন-শরীয়ত, বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধের ওপর দৃঢ়তার সাথে এভাবে অটল থাকবে যে, কোনরূপ সংকট, বালা-মসিবত বন্ধু-শত্রুদের

www.pathagar.com

বিরোধিতা, মোটকথা কোন বাধা-বিপত্তি যেন টলাতে বা ফিরাতে না পারে বরং সর্ব প্রকার বাধা-বিপত্তি এবং বিরোধিতা ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে।

এই হলো فاستقم তথা ইস্তেকামাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ। দৃঢ় এবং পূর্ণাঙ্গ ঈমানের নিদর্শন এটাই। এ ধরনের লোকেরাই ফিরিশতাদের পক্ষ হতে জান্নাতের সুসংবাদ লাভের উপযুক্ত। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে ইস্তেকামাতের নিয়ামত দ্বারা ধন্য করুন।

বীরত্ব ও সাহসিকতা

প্রত্যেক মুসলিমকে হকের ওপর বিশেষ করে স্বীয় ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় শক্তিশালী এবং কঠোর হস্ত হওয়া প্রয়োজন। বীরত্ব এবং সাহসিকতা শারীরিক গঠন এবং আয়তন দ্বারা পরিমাপ করা হয় না বরং এর মাপকাঠি হলো মানসিক শক্তি। জিহাদ যা ইসলামের মৌলিক এবং বুনিয়াদী বিধানসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ রোকনসমূহের একটি। এ ভিত্তি এই বীরত্ব ও সাহসিকতার ওপর। যদি এই গুণটি না থাকে এবং বীরত্বের পরিবর্তে কাপুরুষ এবং ভীতু হয় তাহলে সে এই মহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে।

জালিম অত্যাচারী বাতিলের সামনে হক কথা প্রকাশ করতেও এটি এক মৌলিক হাতিয়ার। একজন কাপুরুষ ব্যক্তি কোন বাতিলের বিরুদ্ধে হকের পক্ষে লড়াই করার এবং বাতিলের সামনে হক কথা বলার যোগ্যতা ও সৎ সাহস কোথায় পাবে?

শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে উত্তম

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, দুর্বল মুমিনের তুলনায় শক্তিশালী মুমিন উত্তম এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট অধিক প্রিয়। (মেশকাত- পৃ: ৪৫৬)

ফায়দা : কারণ তার শক্তির দ্বারা ইসলাম শক্তিশালী এবং সমুন্নত হবে।

www.pathagar.com

নেক কাজে আনন্দ, দুঃখ ও কষ্ট

ঈমানের নিদর্শন

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, ঈমান কী জিনিস? উত্তরে নবী করীম সা. বললেন, গোনাহ এবং খারাপ কাজ যখন তোমাদেরকে দুঃখিত ও ব্যথিত করবে, তাই ঈমান।

(বায়হাকী- খ: ৫, পৃ: ৩৭১)

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তিকে তার নেক কাজ আনন্দিত করবে এবং খারাপ কাজ ব্যথিত করবে সে মুমিন। (বায়হাকী- খ: ৫, পৃ: ৩৭১)

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. এই প্রার্থনা করতেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنَ الَّذِیْنَ اِذَا اَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَ اِذَا اَسَاءُوْا اسْتَغْفَرُوْا

হে আল্লাহ! আমাকে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের দলভুক্ত করুন, যারা নেক কাজ করলে আনন্দিত হয় এবং খারাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে ইস্তেগফার করে।

ফায়দা : উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে বোঝা গেল, ইবাদাত, রিয়াযাত, যিকির-ফিকির, দীনের খেদমত এবং দীনের প্রচার প্রসারমূলক কার্যক্রমের তাওফীক যদি হয়, তাহলে এর ওপর আনন্দিত হয়ে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করবে এবং তার তাওফীকেই আমলগুলো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করবে। নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করবে না। নিজে করেছি এমন মনে করবে না। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে করবে।

যদি গোনাহ এবং অনুচিত কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে ইস্তেগফার করবে এবং লজ্জিত হবে। কারণ এটা ভাল লক্ষণ। গোনাহের প্রতি লজ্জিত না হওয়া হৃদয়ের কঠোরতার লক্ষণ। এমন হৃদয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ হে আল্লাহ! আমি হৃদয়ের কঠোরতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

www.pathagar.com

অতিরিক্ত জিনিসে অন্যকে প্রাধান্য দিবে

অতিরিক্ত জিনিসের ক্ষেত্র

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলে করীম সা. এর সাথে সফরে ছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি স্বীয় সওয়ারীতে আরোহন করে উপস্থিত হল (অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, সে খুব দুর্বল হালকা পাতলা উটনীর উপর আরোহী ছিল) এবং উত্তম সওয়ারী পাওয়ার প্রত্যাশায় ডানে বামে তাকাতে লাগল। তখন নবী করীম সা. বললেন, যার নিকট অতিরিক্ত সওয়ারী রয়েছে তা অন্যকে দিয়ে দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তির নিকট খানাপিনা (অন্যান্য ব্যবহারিক জিনিসপত্র) অতিরিক্ত থাকবে, তার উচিত সেগুলো ঐ ভাইকে দিয়ে দেওয়া, যার নিকট এ জিনিসগুলো নেই। অতঃপর নবী করীম সা. সমস্ত জিনিসের কথা উল্লেখ করলেন (অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রত্যেকটা জিনিস দেওয়ার কথা বললেন)। এমনকি আমরা বুঝতে পারলাম যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মধ্যে আমাদের কোন অধিকার নেই। (মুসলিম, রিয়াযুস সালেহীন- পৃঃ ২৬৭)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে কী করবে?

হযরত আয়েজ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই, সে যেন ঐ জিনিসটি তার সে ভাইকে দেয়, যার সে জিনিসটি প্রয়োজন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৩, পৃঃ ১০৪)

হযরত জাব্বার ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির নিকট জমি থাকবে সে ওখানে বীজ বপন করবে (যদি অপ্রয়োজনীয়তার কারণে বপন না করে, তাহলে অন্য ভাইকে দিয়ে দিবে।)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল যে, প্রয়োজন এবং ব্যবহার থেকে যে জিনিসগুলো অতিরিক্ত থাকবে, খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ব্যবহারিক আসবাবপত্র, সেগুলো নষ্ট করে কিয়ামতের দিন হিসাব দেয়ার পরিবর্তে অন্যদেরকে দিয়ে দেয়া উচিত, যাতে পরকালের পুঁজি হয়ে যায়। অনেকের অভ্যাস থাকে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস নষ্ট হয়ে যায়। তবুও তা অন্যদেরকে দেয় না। এটি কৃপণতার মত নিকৃষ্ট স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

মুখাপেক্ষী এবং অভাবগ্রস্থ লোকদের কথা স্মরণ করবে

হযরত কাতাদাহ রা. বলেন, হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. বলতেন পেট ভরে গেলে ক্ষুধার্তদের কথা এবং প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে অভাবগ্রস্থদের কথা স্মরণ করবে। হযরত হাসান বসরী وَابْتَغِ فِيمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ এর তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, যা অতিরিক্ত থাকবে অন্যদের হাতে অর্পণ করে দিবে। প্রয়োজন হলে নিজের জন্য রাখবে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে يَسْئَلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ এর তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, এর মতলব হচ্ছে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে যা অতিরিক্ত থাকবে, তা দান করে দেওয়া। (বায়হাকী- খ: ৩, পৃ: ২২৭)

ফায়দা : বিশেষ করে সাময়িক ব্যবহারের উপযুক্ত জিনিসমূহ যেমন খানা-পিনার জিনিস প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে সাথে সাথে অন্যদেরকে মহব্বত ও যত্নসহকারে আহার করাবে। হয়তো কারো উপকারে আসবে। জিনিসটি নষ্টের হাত থেকে বেঁচে যাবে।

ঐ সব লোকদের সাধুবাদ

রকবুল মুয়াররা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সাধুবাদ ঐসব লোকদের যারা নিজেদের অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করে ফেলে এবং অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকে। (বায়হাকী- খ: ৩, পৃ: ২২৫)

ফায়দা : কী সুন্দর কথা! মানুষ প্রয়োজন এবং ব্যবহারের অতিরিক্ত জিনিসকে দুনিয়া ও আখিরাতের বোঝা না বানিয়ে অন্যকে দিয়ে দিবে যদ্বারা সে সওয়াব লাভ করবে। কিছু লোক আছে, যাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেক কাপড় আছে। নিত্য নতুন বানিয়েও নিচ্ছে। তারপরও সে পুরাতন কাপড়গুলো (অন্যকে না দিয়ে) বাক্সবন্দি করে রাখে। এটা ভাল কথা নয়। কিয়ামতের দিন এর হিসাব দিতে হবে। কোন জিনিস অতিরিক্ত রয়ে গেছে, কাজে আসছে না বা পঁচে গলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন রুটি অতিরিক্ত রয়ে গেছে, তরকারী বেঁচে গেছে, নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তাই অন্যকে দিয়ে দিল। এতে সওয়াবও হল এবং নিয়ামতটিকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা হল। সুতরাং বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিবেশিদের উচিত তাদের জন্য প্রেরিত জিনিসগুলো গ্রহণ করা। কারণ এতে নিয়ামতের মূল্যায়ন এবং মর্যাদা রক্ষা করা হয়। একে আত্মমর্যাদার পরিপন্থী মনে করে ফিরিয়ে দিবে না। কারণ তা অবমূল্যায়ন এবং অহংকারের নিদর্শন। অনেকে বলে থাকে, অবশিষ্ট রয়েছে এজন্য পাঠিয়েছে। এটি নিব না। এটা মোটেও ঠিক নয়।

www.pathagar.com

অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে ....

রাসূলে করীম সা. এর অসীয়ত

রাসূল সা. -এর অসীয়ত সম্বলিত হযরত আবু হুরায়রা রা. এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে। (বায়হাকী- পৃ: ৫০০)

হযরত সাদ র. স্বীয় চাচা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আরাফার দিন নবী করীম সা. এর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে এমন আমল বাতলে দিন, যা জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে এবং জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে। নবী করীম সা. বললেন, আল্লাহর ইবাদত কর, কাউকে শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, বাইতুল্লাহর হজ্জ কর, রমযান মাসের রোযা রাখ এবং মানুষের জন্য ঐ জিনিস নির্বাচন কর, যা নিজের জন্য পছন্দ কর, আর যা নিজের জন্য পছন্দ করবে না তা অন্যের জন্যও পছন্দ করবে না। (বায়হাকী- পৃ: ৫০২)

ফায়দা : মানুষের উন্নত আখলাক এবং পরিপূর্ণ ঈমানের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যদের জন্য তার চেয়ে উত্তম জিনিস পছন্দ করবে। যদি এটা সম্ভব নাও হয় তাহলে কমপক্ষে এটা তো অবশ্যই করতে হবে যে, নিজের জন্য যা পছন্দ, অন্যের জন্যও তাই পছন্দ করবে। অন্যের জন্য নিম্ন বা মন্দ জিনিস নির্বাচন করা মহানুভবতার পরিপন্থী নয় শুধু, শরীয়তের দিক থেকেও নিন্দনীয়। এ কারণেই ইমাম বুখারী র. অধ্যায়ের শিরোনাম করেছেন من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه এর উদ্দেশ্য একথা স্পষ্ট করে দেওয়া যে, মুমিন কেবল ঐ ব্যক্তিই হতে পারে, যে অন্যদের জন্য সে জিনিস পছন্দ করে, তা নিজের জন্য করে।

(বুখারী- খ: ১, পৃ: ৩)

জাহান্নাম থেকে দূরে, জান্নাতে প্রবেশ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই প্রত্যাশা করে যে, সে জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে এবং

www.pathagar.com

জান্নাতে প্রবেশ করবে সে যেন আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে আর মানুষের জন্য ঐ জিনিস কামনা করে, যা সে নিজের জন্য চায়।

(মাজমা'- খঃ ৮, পৃঃ ১৮৬)

ফায়দা : মানুষ নিজের জন্য উত্তম থেকে উত্তম জিনিস কামনা করে। সুতরাং অন্যদের জন্যও উত্তম জিনিস কামনা করবে।

যে ব্যক্তি জান্নাত কামনা করে

খালেদ ইবনে আব্দুল্লাহ কুশাইরী র. স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, তুমি কি জান্নাত কামনা কর? বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম সা. বললেন, তাহলে অন্যদের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ কর। (মাজমা'- খঃ ৮, পৃঃ ১৮৬)

পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারে না

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের জন্য ঐ জিনিস কামনা না করবে যা নিজের জন্য কামনা করে।

(বুখারী- পৃঃ ৬, বায়হাকী- পৃঃ ৫০০)

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছেন, উত্তম ঈমান কী? নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত করবে, আল্লাহ্‌র জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করবে, স্বীয় যবানকে আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন রাখবে। আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কী করব? নবী করীম সা. ইরশাদ করলেন, তোমরা মানুষের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ কর এবং ঐ জিনিস অন্যদের জন্য অপছন্দ করবে, যা নিজের জন্য অপছন্দ কর। (মেশকাত- পৃঃ ১৬, মুসনাদে আহমদ)

মানুষের সাথে ইনসাফকারী কে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি মানুসের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করতে চায়, সে যেন মানুষের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য করে। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ৫০৩)

ফায়দা : এ বিষয়টি মানব স্বভাবের মধ্যে রয়েছে যে, প্রত্যেকেই নিজের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর বস্তু কামনা করে; অন্যের জন্য নয়। চাই তার নিজের কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে অন্যদের স্বার্থ গোল্লায় যাক বা তাদের ক্ষতিই হোক না কেন। এ বিষয়টি সমাজে সম্পূর্ণ রূপে চালু হয়ে গেছে ও

www.pathagar.com

বিস্তার লাভ করেছে। আলেম জাহেলের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। ভদ্র-অভদ্রের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। এই নিন্দনীয় স্বভাবের কারণে একজনের প্রতি অন্যজনের আস্থা উঠে গেছে। সুধারণা বিদায় নিয়েছে এবং ভালবাসা-মহব্বতে টান লেগেছে। শরীয়ত তাকীদ দিয়ে বলেছে যে, যেটা সে নিজের জন্য কামনা করে না স্বীয় ভাইয়ের জন্য তা কিভাবে কামনা করে? আগামীকাল তার সাথেও ঐরূপ আচরণ করা হবে, তখন তার পেরেশানী ভোগ করতে হবে। সুতরাং অন্যদের সাথে আজ থেকেই ভাল আচরণ শুরু করে দাও আগামীকাল যেন তুমি তার ভাল ব্যবহার পাও।

www.pathagar.com

সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাথে সম্পর্ক রাখা

জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদ কার জন্য?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার জন্য উচ্চ প্রাসাদ হোক এবং কিয়ামতের দিবসে তার মর্তবা বুলন্দ হোক তাহলে সে যেন ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক অটুট রাখে যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাকে যেন দেয় যে তাকে বঞ্চিত করে আর যে অত্যাচার করে তাকে যেন ক্ষমা করে দেয় এবং যে তার ওপর বর্বর আচরণ করে তার প্রতি যেন সে সহনশীল হয়। (কিতাবুল বার ইবনে জুযী- পৃ: ১৭৪)

উত্তম আখলাকের উৎকৃষ্ট আমল

হযরত মুয়ায রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, উৎকৃষ্ট আখলাকের উত্তম আমল হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা, বঞ্চিতকারীদের সাথে বদান্যতার আচরণ করা এবং কেউ গালি দিলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া। (ইত্তেহাফুস সাদাহ- খ: ৭, পৃ: ৩১৮)

জান্নাত লাভের আমল

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, আল্লাহ পাক তার হিসাব সহজ করে দিবেন এবং স্বীয় রহমত দ্বারা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। সাহাবায়ে কেরাম রা, জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মাতাপিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক; কী সেই আখলাক? নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে তোমাদেরকে বঞ্চিত করে তার সাথে তুমি বদান্যতার আচরণ করবে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে তার সাথে সম্পর্ক এবং মিল মহব্বত রাখবে আর যে তোমার প্রতি অত্যাচার করবে তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে। যখন তুমি এ কাজগুলো করতে পারবে আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাতে দাখিল করে দিবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ১৮১)

www.pathagar.com

জান্নাতে উচ্চ মর্তবা

হযরত উবাদা বিন সামেত রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদেরকে ঐ আমল বাতলে দিব কি? যদ্বারা জান্নাতের মধ্যে তোমাদের মর্তবা বুলন্দ হবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তোমাদের প্রতি যে বর্বর আচরণ করবে (বেয়াদবী করবে, কষ্টদায়ক কথা বলবে) তার প্রতি সহনশীল হবে (উত্তর দিবে না), যে তোমাদের প্রতি অত্যাচার এবং বাড়াবাড়ি করবে তাকে ক্ষমা করে দিবে এবং যে তোমাদের বঞ্চিত করবে তাকে তোমরা দান করবে। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৪২)

ফায়দা : উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে সম্পর্ক ছিন্নকারী, দুর্ব্যবহারকারী বর্বরদের সাথে ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ না করে যারা সম্পর্ক কায়েম রাখে এবং ক্ষমা প্রদর্শন করে তাদের ব্যপারে বিরাট ফযীলতের কথা জানা গেল। সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং কষ্ট দেয়ার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। সম্পর্ক ও বন্ধন টিকে থাকে না। মানুষ যদি বর্ণিত শ্রেষ্ঠ আখলাকগুলো অবলম্বন করে, তাহলে পারস্পরিক ঘৃণা কখনো বিশৃংখলার রূপ পরিগ্রহ করবে না। অবশ্য যে সব ব্যক্তি বর্ণিত মহান আখলাকসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উচ্চ প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত নয় তাদের চোখে এসব ভদ্রতার পরিপন্থী। স্মরণ রাখবেন, একথা প্রযোজ্য কেবল দুনিয়া ও নফস পূজারীদের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিগণ এ সমস্ত কাজ সওয়াবের উদ্দেশ্যে করে থাকেন।

www.pathagar.com

হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও সংযত থাকা

জান্নাতের উদ্যান কার জন্য?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যায় ভেবে মিথ্যা বর্জন করবে তার জন্য জান্নাতের বাগিচার মধ্যে প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যে ব্যক্তি হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও বিবাদ এবং মামলা মুকাদ্দামা বর্জন করবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যখানে উদ্যান তৈরী করা হবে আর যে ব্যক্তি স্বীয় আখলাককে উৎকৃষ্ট করবে তার জন্য জান্নাতের উচ্চস্তরে প্রাসাদ তৈরী করা হবে। (মাকারেমে খারায়েতী- খঃ ১, পৃঃ ৫৯)

ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আনাস রা. এর একটি বর্ণনা রয়েছে যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে বাতেল হেতু বর্জন করবে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যখানে পাশাপাশি বা ব্যবধান রেখে মধ্যে প্রাসাদ তৈরী করা হবে। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ৩০)

ফায়দা : উক্ত হাদীসটিতে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মুকাদ্দামা বর্জন করবে, বিষয়টি সম্পূর্ণ হক, সঠিক এবং বাস্তব তারপরও সে পারস্পরিক ঝগড়া এবং বিবাদের আশংকায় এর অর্থ হলো এ পিছনে না পড়ে বিরত থাকল এবং আল্লাহর জন্য নিরব থাকল। অথবা মনে করুন, এক ব্যক্তির প্রাপ্য হক। হক আদায় করতে গিয়ে ঝগড়া-বিবাদ মামলা-মুকাদ্দামার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এহেন পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে তার হককে কুরবানী করে দিল, মামলা-মুকাদ্দামা এবং ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে হক আদায় করতে গেল না। তাহলে তার জন্য এই ফযীলত রয়েছে। বর্তমান এই ঝগড়া-বিবাদ, ফেৎনা-ফাসাদের যুগে যদি কারো হক পাওনা থাকে, চাই ধনসম্পদের মধ্যে হোক চাই অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে হোক। অতঃপর সে যদি তার দাবী ছেড়ে দেয় আল্লাহর ওয়াস্তে নিছক ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-এখতেলাফের শঙ্কায় তাহলে জান্নাতের মাঝে তার জন্য প্রাসাদ তৈরী করা হবে।

স্মরণ রাখবেন, উক্ত ফযীলতটি বর্ণনা করে উম্মতকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং তাকীদ করা উদ্দেশ্য যে, হকপন্থীদেরকে যদি জালিমরা হক না দেয়

www.pathagar.com

তাহলে ঝগড়া-বিবাদ এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মাধ্যমে ফায়সালার চেষ্টা না করে যদি আল্লাহর ওয়াস্তে ধৈর্য ধারণ করে, তার প্রতিদানে সে জান্নাতের মধ্যস্থানে এমন প্রাসাদের মালিক হবে, যা নিশ্চিত দুনিয়ার প্রাসাদের তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট হবে।

ইমাম গাযালী র. হাদীসে আরবাঈন -এর মধ্যে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক যে, হকের ওপর থেকেও নীরব থাকা খুবই কঠিন। এ কারণেই হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও কলহ-বিবাদ থেকে মুক্ত থাকাকে ঈমানের পূর্ণতা বলে গণ্য করা হয়েছে। (তাবলীগে দীন- পৃঃ ৩২)

এ কারণেই নবী করীম সা. হযরত হাসান রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমার নাতি একজন নেতা। আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বৃহৎ দলের মাঝে মীমাংসা করান।

(বুখারী- পৃঃ ১০৯৩, মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৯, পৃঃ ১৭৮)

অর্থাৎ দু'টি বৃহৎ দলের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লড়াই-বিবাদের অবকাশ এসে যাবে কিন্তু তার মীমাংসার কারণে তা দমন হয়ে যাবে এবং উম্মত খুন খারাবীর হাত থেকে বেঁচে যাবে।

এর দ্বারা বুঝা গেল, কোন হক আদায় করতে গিয়ে যদি ঝগড়া-বিবাদ এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবকাশ এসে যায়, তাহলে স্বীয় হককে; যা বাস্তবেই তার হক তা নিছক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিয়ে দেয় তাহলে এর কারণে সে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভ করবে এবং পার্থিব জীবনেও তাকে ইজ্জত সম্মান দান করা হবে। যেমন অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গিয়েছে, যে আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বন্দ্ব-কলহ না করে নিজের প্রাপ্য অধিকার বিসর্জন দিয়েছে সে বিরুদ্ধবাদীদের তুলনায় সফলকাম এবং প্রশংসার পাত্র হয়ে আছে। তার দীন দুনিয়া উভয় জগতের স্বার্থ অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে তার বিরোধী পক্ষ তার থেকে দুর্বল এবং পেরেশান হালতে দিন কাটাচ্ছে। এটি মূলত তার কুরবানী এবং নফসের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণের ফলাফল, যা এই যুগে বিশেষ করে অনেক দুঃসাধ্য কাজ।

www.pathagar.com

হৃদয়ের পবিত্রতা

জান্নাত লাভ হবে হৃদয়ের পবিত্রতার কারণে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের আবদালরাও (আওলিয়ায়ে কেরাম) ইবাদতের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে পারবে না বরং নিছক আল্লাহর রহমত, বদান্যতা, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং সমগ্র মুসলিমের প্রতি দয়া ও করুণার উসিলায় যাবে।

(মাকারেম- পৃঃ ৩৩৭)

পৃথিবী থেকে জান্নাতের সুসংবাদ

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন যে, আমরা নবী করীম সা. -এর বৈঠকে উপবিষ্ট ছিলাম। সে মুহূর্তে নবী করীম সা. বললেন, এখনই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী লোক আগমন করবে। অল্পক্ষণের মধ্যে আনসার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আগমন করল। যার দাড়ি অযুর কারণে সিক্ত ছিল এবং তার বাম হাতে জুতা ছিল। তিনি সালাম করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দিনও নবী করীম সা. অনুরূপ বললেন। পূর্ব দিনের মত আজকেও ঐ ব্যক্তি এসে পড়ল। পুনরায় তৃতীয় দিন নবী করীম সা. অনুরূপই বললেন (যে, একজন জান্নাতী লোক আসছে)। অতঃপর ঐ ব্যক্তি সেই অবস্থাতেই উপস্থিত হল। যখন নবী করীম সা. মজলিস থেকে প্রস্থান করলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস তার পিছু নিলেন এবং তাকে বললেন, আমার পিতার সাথে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে, আমি শপথ করেছি তিনদিন পর্যন্ত বাড়িতে যাব না। যদি আপনি সমীচীন মনে করেন, তাহলে আপনার এখানে একটু রাত্রি যাপনের অনুমতি দিন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি তিনটি রাত কাটালাম। কিন্তু তাকে গাত্রোত্থান করতে দেখলাম না। হ্যাঁ, তিনি রাত্রে জাগ্রত হন, পার্শ্বপরিবর্তন করেন তখন আল্লাহর যিকির এবং তাকবীর পাঠ করতে থাকেন। এক সময় তিনি ফজরের নামাযের জন্য উঠে যান। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, তবে হ্যাঁ, কারো ব্যাপারে সুনাম ছাড়া বদনাম বলতে শুনিনি কখনো। তিনটি রাত কেটে গেল (এছাড়া আর বিশেষ কোন আমল দেখতে পেলাম না)। সুতরাং তার আমলকে তুচ্ছ নজরে দেখার

www.pathagar.com

উপক্রম হয়ে পড়েছিল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! আমার মাঝে এবং আমার পিতার মাঝে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল না কোন শত্রুতা (যদ্দরুণ আমি তোমার নিকট রাত্র যাপন করেছি)। কিন্তু আমি রাসূলে পাক সা. এর মুখে শুনেছি, তিনি তিনবার (স্বীয় মজলিসে) বলেছেন, তোমাদের নিকট এক ব্যক্তি আগমন করবে, যে জান্নাতবাসী হবে। আর তিনবারই আপনি এসেছেন। ফলে আমি নিয়ত করি যে, আপনার নিকট রাত্রি যাপন করে দেখব, আপনি কি আমল করেন, আমি তা অনুসরণ করব (যার কারণে নবী সা. -এর মুখে দুনিয়াতে বসেই জান্নাতের সুসংবাদ মিলে গেল)। আমি তো আপনাকে বড় কোন আমল করতে দেখিনি। তাহলে কোন আমলের কারণে নবী করীম সা. আপনার ব্যাপারে এমন কথা বললেন। তিনি বললেন, তুমি যা দেখেছ, এছাড়া আর কোন আমল নেই। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর) বললেন, আমি তার নিকট থেকে প্রস্থান করছিলাম তখন তিনি আমাকে ডাক দিলেন এবং বললেন, আমলতো ঐ একটাই, যা তুমি দেখেছ (অর্থাৎ ফরযের পাবন্দী ব্যতীত তাহাজ্জুদ প্রভৃতি আমলে অভ্যস্ত নই)। হ্যাঁ, তবে কথা এতটুকু যে, আমি কোন মুসলমানের প্রতি অন্তরে কোনরূপ কথা (বিদ্বেষ) বিরোধিতা প্রভৃতি লালন করি না। আল্লাহ পাক কাউকে কিছু দান করলে তার প্রতি হিংসা করি না। এ কথার পর আব্দুল্লাহ বললেন, এ কারণেই আপনি ঐ মর্তবা লাভ করেছেন। যা করার শক্তি আমাদের নেই। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৩৭)

ফায়দা : কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, জান্নাতের সুসংবাদ দুনিয়াতেই পেয়ে গেছেন। কিন্তু তা ইবাদত, রিয়াযত ও মুজাহাদার কারণে নয়, বরং তার হৃদয়টা মানুষের হিংসা বিদ্বেষ এবং বিরোধিতা থেকে পবিত্র ছিল এই কারণে। বিশেষ করে এই যুগে এটি বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা। কারণ বর্তমান যুগে পারস্পরিক এবং ঘরোয়া বিষয়াদি প্রভৃতি কারণে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক অন্যের মন্দ চিন্তা থেকে পরিষ্কার থাকে না।

সাহাবায়ে কেরাম রা. এর দৃষ্টিতে কে শ্রেষ্ঠ?

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে কুররা বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে ভালো ও বুযুর্গ বলে গণ্য হতেন যার অন্তর (অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা থেকে) পবিত্র। অপরের দোষত্রুটির প্রতি যার দৃষ্টি পড়ে না।

(মাকারেমে আখলাক- পৃঃ ৩৩৮)

অন্তর পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. আমাকে বলেন, হে বৎস! যদি তোমার দ্বারা সম্ভব হয় তাহলে সকাল-বিকাল এভাবে অতিক্রান্ত করবে যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি কোন দাগ (বিদ্বেষ এবং বিরোধিতা)

www.pathagar.com

থাকবে না। অতঃপর নবী করীম সা. বললেন, এই আমার সুন্নত। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে মহব্বত করল সে যেন আমাকে মহব্বত করল, আর যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করল, সে আমার সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে।

(মেশকাত- পৃঃ ৩০)

ফায়দা : বাস্তবিকই এটা খুব কঠিন। বিশেষ করে এই যুগে যেখানে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব রয়েছে। পারস্পরিক মনোমালিন্য এবং বৈরিতা বিদ্যমান। এ অবস্থায় অন্তরকে পরিষ্কার রাখা বিরাট মুজাহাদার ব্যাপার।

উক্ত দৌলত অর্জনের সহজ পদ্ধতি হচ্ছে মানুষের বিরোধিতা এবং ক্ষতির চিন্তা সম্পূর্ণভাবে অন্তর থেকে বহিষ্কার করে দিবে। আত্মসমর্পণ এবং তাওয়াক্কুলের ওপর অটল থাকবে। প্রত্যেকটি লাভ-ক্ষতি, ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় একথা মনে রাখবে।

জান্নাতী কে?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, অধিকাংশ জান্নাতে প্রবেশকারী হবে সরল মানুষ (সাদাসিধে লোক)।

(কাশফুল আসতার- খঃ ২, পৃঃ ৪১১)

হাদীসে البله শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আজমী র. এর টিকায় লিখেছেন যে, যার অন্তর পরিষ্কার তাকে ابله বলে।

বন্ধুবান্ধব ও সাথীদের ব্যাপারে অন্তর পরিষ্কার রাখবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমার সাহাবাদের মধ্যে কেউ যেন (অন্যের প্রতি কোন অসমীচীন কথা) ছুঁড়ে না মারে। আমি তোমাদের কাছ থেকে পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে উঠতে চাই। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৬৭)

ফায়দা : দেখুন! নবী করীম সা. আপন সাথীবর্গ এবং বন্ধুবান্ধবদের মাঝে কিরূপ পরিচ্ছন্ন হৃদয় নিয়ে থাকতে চান। এজন্য নবী করীম সা. নিষেধ করেছেন যে, আমার দিকে কোন কষ্টদায়ক কথা ছুঁড়ে মারবে না। সাধারণতঃ সহকর্মী এবং সাথীবর্গ হতে মহব্বত, সম্পর্ক এবং ইখলাস থাকা সত্ত্বেও অনেক কথা বের হয়ে যায় অথবা সে নিজের ধারণা অনুযায়ী যথার্থ এবং সঠিক মনে করে বলে দেয়। পরে যা মহব্বতে সঙ্কট তৈরী করে আর মনে লুকিয়ে থাকে। পরে সুযোগমত সেটি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। সুতরাং এটাই উত্তম পন্থা যে, স্বীয় বন্ধু-বান্ধবদেরকে এমন কথা বলতে নিষেধ করে দিবে যে, আমাকে এমন কোন কথা শোনাবে না যদ্বারা ভালো সম্পর্ক নষ্ট হয়ে অন্তরে ক্ষত সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

মিষ্ট আলাপ

মিষ্ট ভাষায় কথা বলার নির্দেশ

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আপন ভাইয়ের সাথে তোমরা হাসিমুখে কথা বলবে, তাহলে এটা সদকাতুল্য হবে।
(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪২২)

হযরত আবু জররা আল হুযাইফী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম সা. এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন গ্রাম্য মানুষ। আমাকে কিছু বলে দিন যদ্বারা আমি উপকৃত হব। নবী করীম সা. বললেন কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ নজরে দেখবে না, চাই তুমি নিজের বালতি থেকে অন্য বালতি পূর্ণ কর না কেন বা স্বীয় ভাইয়ের সাথে মিষ্ট সুরে কথা বল না কেন। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪২২)

উত্তমরূপে কথাবার্তা সদকার সমতুল্য

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মিষ্ট ভাষায় কথাবার্তা বলা সদকাস্বরূপ। (বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৮৯০)

ফায়দা : অর্থাৎ কারো সাথে মিষ্ট ভাষায় আলাপ করা সদকা। যে আলাপ দ্বারা তার মন খুশি হয়ে যাবে। কারণ কোন মুমিনের দিলকে খুশি করাও নেকী এবং সদকা।

আদী ইবনে হাতেম এর বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জাহান্নামের শাস্তি হতে বেঁচে থাক চাই তা একটি খেজুরের বীচি দ্বারাই হোক না কেন (অর্থাৎ এর সদকার দ্বারা)। যদি তাও না পাওয়া যায়, তাহলে উত্তম আলাপ দ্বারা। (বুখারী ও মুসলিম- পৃঃ ৪৯০)

ফায়দা : সম্পদ দ্বারা যদি খুশি না করতে পার তাহলে আনন্দদায়ক কথা বলে অন্তর খুশি করে দিবে। (বুখারী ও মুসলিম- পৃঃ ৮৯০)

মিষ্ট আলাপ জান্নাত লাভের কারণ

হযরত মিকদাস রা. বর্ণনা করেন তার পিতা থেকে, পিতা বর্ণনা করেন দাদা থেকে যে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন জিনিস বাতলে

www.pathagar.com

দিন যা জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিবে। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, খানা খাওয়াবে, সালাম চালু করবে এবং মিষ্ট ভাষায় কথা বলবে।

ফায়দা : জান্নাত লাভের কত সহজ পদ্ধতি! আফসোস! যদি আমরা বুঝতে পারতাম। হযরত আনাস রা. এর বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে খানা খাওয়াও, সালাম চালু কর, মিষ্ট ভাষায় কথা বল, রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড় আর নিরাপদে জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪২৩)

জান্নাতের কাঁচ নির্মিত প্রাসাদ কে অধিকার করবে?

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতের মধ্যে এমন প্রাসাদ রয়েছে, যার অভ্যন্তরীণ দৃশ্য বাহির থেকে দেখা যায় এবং বহিরস্থ দৃশ্য অভ্যন্তর থেকে দেখা যায়। আবু মালেক আশয়ারী জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার জন্য? নবী করীম সা. বললেন, এটি ঐ ব্যক্তির জন্য যে মিষ্ট ভাষায় কথা বলে, খানা খাওয়ায় এবং রাতে মানুষ যখন নিদ্রায় মগ্ন তখন নামাযে লিপ্ত থাকে। (হাকেম, তারগীব- খ: ৩, পৃ: ২৪২)

ফায়দা : মিষ্ট ভাষায় কথা বলার কত বড় ফযীলত! কতিপয় লোকের অভ্যাস তাদের নিকট যদি কিছু জানতে চাও, কথা বল, তাহলে তারা চাপা উত্তর দেয় (অর্থাৎ পালটা প্রশ্ন করে বাঁকা উত্তর দেয়) তিরস্কারমূলক কথা বলে। সরল ভাষায় কথা বলে না। অনেককে দেখা যায়, সে যেন ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার নিচ্ছে যে, আগন্তুক ব্যক্তি কিরূপ, তার দ্বারা আমার কতটুকু স্বার্থ লাভ হবে, সে বড় কেউ না হলে তার দ্বারা কোন স্বার্থ হাসিলের সম্ভাবনা নেই। তখন অমনোযোগী হয়ে কথা বলতে থাকে। অথচ প্রত্যেকের সাথে মিষ্ট ভাষায় কথা বলার নির্দেশ রয়েছে।

নবী করীম সা. এর মিষ্ট আলাপ

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. আমাদের এখানে শুভাগমন করতেন এবং আমাদের ছোট ভাইকে বলতেন, হে আবু উমাইর! নুগাইর - এর কী হয়েছে?

ফায়দা : হযরত আনাস রা. এর ছোট ভাই আবু উমাইর একটি নুগাইর পাখি পুষেছিল। সেটি মরে গিয়েছিল। নবী করীম সা. তাকে ঐ বিষয়ে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করতেন। ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসের ওপর ভিত্তি করে অধ্যায়ের শিরোনাম الانبساط الى الناس। মানুষের সাথে উৎফুল্ল মনোভাব এবং

মিষ্ট আলাপ অধ্যায় কায়েম করে এটি যে একটি উৎকৃষ্ট আখলাক এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

ভালবাসা ও মহব্বত নিয়ে মানুষের সাথে হাসিখুশি মনে মিলিত হওয়া আম্বিয়া আ. এর মহান বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি।

মিষ্ট ভাষায় কথা বলার উপকারিতা

মিষ্ট আলাপের মতলব হচ্ছে, সে নিজের সামনে উপস্থিত ব্যক্তির সাথে আলাপচারিতায় মমতা, নম্রতা, মহব্বত এবং সম্মানের দিকগুলো লক্ষ্য রাখবে। তার সাথে তিরস্কারমূলক, কঠোরতা, ধমকমিশ্রিত সুরে বা আক্রমণাত্মকভাবে কথা বলবে না। এমনভাবে কথা বলবে যেন উপস্থিত ব্যক্তির অন্তরে আলাপকারীর প্রতি মহব্বত এবং ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যায়।

মিষ্ট আলাপ সুসম্পর্কের সোপান

মিষ্ট আলাপের উদ্দেশ্য হল এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে একে অন্যের আদব ও মর্যাদা এবং নম্রতা ও মহব্বতের দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরের মাঝে যেন ভালবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।(সীরাতুন্নবী- পৃঃ ৫৩৩)

যেহেতু মিষ্ট আলাপ পারস্পরিক সুসম্পর্কের মাধ্যম, যা প্রার্থিত এবং প্রশংসনীয়। তাই হাদীসে এর তারগীব এবং তাকীদ এসেছে, যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এই জন্য উৎকৃষ্ট আখলাকের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, প্রত্যেকের সাথে মিষ্ট ভাষায় আলাপ করবে, চাই যে মর্তবারই হোক এবং যে অঞ্চলেরই হোক না কেন। প্রত্যেকটা মানুষের সাথে বিশেষ করে মুমিন ব্যক্তিদের সাথে মিষ্ট ভাষায় কথা বলার নির্দেশ রয়েছে। প্রত্যেক মুমিনই সম্মানের উপযুক্ত।

www.pathagar.com

হাস্যোজ্জ্বল চেহারা

চেহারা হাস্যোজ্জ্বল রাখার নির্দেশ

হযরত আবু যর গিফারী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কোন নেকীকে সাধারণ মনে করবে না। চাই সেটা স্বীয় ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাতই হোক না কেন। কারণ এটাও নেকীর কাজ।

(মুসলিম, তারগীব- পৃ: ৪২১)

হযরত আবু যর গিফারী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের আপন ভাইকে মুচকি হাসি দেয়া সদকা। নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় এসেছে যে, তোমরা স্বীয় ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং চেহারাকে হাসিখুশি রাখবে। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪২৩)

হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করা সদকা

হযরত হাসান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষকে সালাম করবে, হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করবে- এটাও সদকা।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪২১)

প্রত্যেকটা নেক কাজ সদকা

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেকটা নেক কাজ সদকা এবং এটাও একটা নেককাজ যে, তোমরা স্বীয় ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করবে। (তিরমিযী, তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪২১)

হযরত আবু দারদা রা. যখনই কারো সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখনই মুচকি হাসি দিতেন। তার নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হল। তখন উত্তরে তিনি বললেন, আমি যখনই নবী করীম সা. এর সাথে কথা বলতাম, তখন তিনি মুচকি হেসে কথা বলতেন। (সুতরাং আমি রাসূলে পাকের অনুসরণে মুচকি হেসে কথা বলি।) (মাকারেমে তাবরানী- পৃ: ৪১৯)

হাস্যোজ্জ্বল চেহারা মন জয় করার হাতিয়ার

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমরা সম্পদ দ্বারা মানুষের মন জয় করে নিতে পারবে না। কিন্তু হাস্যোজ্জ্বল চেহারা এবং উত্তম আখলাক দ্বারা পারবে। (হাকেম- খ: ১, পৃ: ১৩৪)

www.pathagar.com

ফায়দা : বাস্তবিক পক্ষে উত্তম আখলাক এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারা এমন জিনিস, যদ্বারা মানুষের মন জয় করা যায়। সম্পদ দ্বারা মানুষের সাথে বাহ্যিকভাবে তো তাল মিল হয়, কিন্তু অন্তর জয় করা যায় না।

সর্বোত্তম সদকা

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম সদকা হচ্ছে, তোমরা নিজের পাত্র হতে অন্য ভাইয়ের পাত্রে পানি ঢেলে দাও এবং স্বীয় ভাইদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ কর। (মাকারেম- পৃঃ ৩১৮)

প্রত্যেক সাক্ষাতে মুচকি হাসি

হযরত জরীর বিজলী রা. বলেন, নবী করীম সা. যখনই আমাকে দেখতেন, তখনই হাসি মুখে তাকাতেন। (বুখারী- পৃঃ ৯০০)

ফায়দা : সুন্দর চরিত্র ও প্রীতির সর্বোচ্চ গুণ যে, মানুষ নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যখনই সাক্ষাত করবে, হাস্যোজ্জ্বল মুখে মিলিত হবে, এর দ্বারা ভালবাসা ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং শত্রুতা ও বৈরিতা নির্মূল হয়।

www.pathagar.com

নীরবতা ও কম কথা

চুপ থাকা ও নীরবতার মধ্যে মুক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, নীরবতার মধ্যে মুক্তি। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৫৩৬)

ভাল কথা বলবে নাকি নীরব থাকবে?

হযরত আবু শুরাইহ আল খুযায়ী রা. বলেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থাকে। (মাকারেমে খারায়েতী)

যে কম কথা বলে তার মজলিসে অংশগ্রহণের নির্দেশ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে দেখবে যে, তাকে দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা এবং কম কথা বলার অভ্যাস দান করা হয়েছে, তাহলে তার কাছে থাকবে। কারণ আল্লাহ পাক তাকে হেকমত এবং জ্ঞান দান করেছেন। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ২৫৪)

ফায়দা : কম কথা বলা বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার প্রমাণ। এমন ব্যক্তিদের সংশ্রব কল্যাণকর।

নীরবতার দৌলত কম লোকের ভাগ্যেই জোটে

হযরত আনাস রা. নবী করীম সা. হতে বর্ণনা করেন যে, নীরবতা প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের পরিচায়ক। যা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ২৬৫)

বেশি কথা বললে প্রভাব কমে যায়

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. বলেন, যে ব্যক্তি অধিক হাসবে, তার দাপট ও প্রভাব কমে যাবে। যে অধিক হাস্য-কৌতুক করবে তার মর্যাদা কমে যাবে, যার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রবল থাকে, তাকে সেই গুণ দ্বারা চেনা যায়। যে বেশি কথা বলে, তার ভুল বেশি হয় এবং লজ্জা কমে যায়। আর যার লজ্জা কমে যায় তার তাকওয়া বিদায় নেয় এবং যার তাকওয়া কমে যায়, তার অন্তর মরে যায়। (বায়হাকী- খঃ ৪, পৃঃ ২৬৭)

www.pathagar.com

ঈমানের হাকীকত উপলব্ধি করতে পারবে না

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঈমানের হাকীকত ততক্ষণ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জবানের হেফাযত না করবে।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, ঈমানের হাকীকত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না যবানকে হেফাযত করে। (তারগীব- খ: ৪, পৃ: ২৬০)

কে নিরাপদ?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে স্বীয় যবানকে হেফাযতে রাখবে, তার দোষক্রটি গোপন থাকবে। (তারগীব- খ: ২, পৃ: ৫২৭)

যে ব্যক্তি নিরাপদ থাকতে চায় ....

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিরাপদ থাকতে চায়, তার উচিত নীরবতা অবলম্বন করা।

(বায়হাকী- খ: ৪, পৃ: ৩৪১)

কথা বলার সময় লক্ষ্য রাখবে

হযরত আমর ইবনে যর রা. বলেন যে, আমার পিতা নবী করীম সা. -এর এই বাণীটি বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক বক্তার নিকটবর্তী। সুতরাং সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং লক্ষ্য রাখে যে, সে কী বলছে।

(বায়হাকী- খ: ৭, পৃ: ২৬৫)

ফায়দা : যেন তাকে এই দুনিয়াতে বা কাল কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ভোগ না করতে হয়।

কথা কম বলা আমল বেশি করা মুমিনের নিদর্শন

ইমাম বায়হাকী র. ফুযাইল ইবনে ইয়ায রা. এর এই বাণীটি নকল করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তি কথা কম বলে, আমল বেশি করে আর মুনাফেক বেশি বলে, আমল কম করে। (বায়হাকী- খ: ৭, পৃ: ২৬৭)

ফায়দা : নীরবতা তাকওয়া এবং মারেফতের নিদর্শন। বেশি কথা বলা মারেফাত কমে যাওয়ার লক্ষণ।

অনর্থক বিষয়ে নীরব থাকবে

হযরত আলী ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ইসলামের সৌন্দর্যসমূহের মধ্যে একটি সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক কথা বর্জন করা। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃ: ৪৩৬)

www.pathagar.com

ফায়দা : ইসলামের ব্যাপক অর্থবোধক উপদেশসমূহের মধ্যে এটা অন্যতম। এর ওপর আমল করা বিলায়াত ও মারেফাতের নিদর্শন।
অনর্থক বিষয় হতে বিরত থাকা সাধারণ ব্যাপার নয়। খুব কম লোকই উক্ত দৌলতের অধিকারী।

দু'টি অভ্যাস আমলের পাল্লায় ভারী

আবু যর রা. -এর সাথে নবী করীম সা. -এর সাক্ষাৎ ঘটল, তখন বললেন, হে আবু যর! দু'টি অভ্যাসের কথা তোমাকে বলব কি যা আমলে হালকা এবং পাল্লায় ভারী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম সা. বললেন, উত্তম আখলাক এবং দীর্ঘ নীরবতাকে আঁকড়ে ধর। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৫৩৩)

প্রিয়তম আমল

হযরত আবু হুযাইফা রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল কি বলতে পারো? লোকেরা চুপ হয়ে রইল। নবী করীম সা. জবাব দিলেন, জবানের হেফাযত। (বায়হাকী- খ: ৪, পৃ: ২৪৫)

নীরবতা ষাট বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম

ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, মানুষের নীরবতা ষাট বৎসর ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (বায়হাকী- খ: ৪, পৃ: ২৪৫)

তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে চলবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক তর্ক-বিতর্ক, অধিক প্রশ্ন এবং সম্পদের অপব্যয় পছন্দ করেন না।
(মাকারেম- পৃ: ৪৬৫, বায়হাকী- খ: ৪, পৃ: ২৫৩)

ফায়দা : এর দ্বারা দীন দুনিয়া সর্বদিকে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। নিজেরও ক্ষতি, অন্যেরও ক্ষতি।

তাকওয়া ও পবিত্রতা কম কথা বলার মধ্যে নিহিত

আবু নাঈম র. বর্ণনা করেন, আমি হাসান ইবনে সালেহ র. কে বলতে শুনেছি, আমি তাকওয়া এবং পবিত্রতা সন্ধান করেছি। কিন্তু কম কথা বলা ব্যতীত অন্য কোথাও পাইনি। (মাকারেম- পৃ: ৪৪১)

ফায়দা : নীরবতা এবং কম কথা বলার কারণে মানুষ অনেক অসমীচীন বিষয়াদির থেকে নিরাপদ থাকে।

www.pathagar.com

কথা কম বলার অভ্যাস চালু করার নির্দেশ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক আগন্তুক নবী করীম সা. -এর খেদমতে এসে উপস্থিত হল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার গোত্রের নেতা। তাদেরকে কোন জিনিসের নির্দেশ দিব? নবী করীম সা. বললেন, তাদেরকে নির্দেশ দাও, তারা যেন সালাম চালু করে এবং কম কথা বলার অভ্যাস করে। হ্যাঁ, তবে যদি উপকারী কথা হয় (তাহলে ভিন্ন ব্যাপার)। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৪৩৩)

জবানের অসতর্কতার দরুণ জাহান্নামের নিম্নস্তর

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, অনেক সময় মানুষ যবান দ্বারা এমন কথা বলে ফেলে এবং যার কারণে সে জাহান্নামের তলদেশে সত্তর স্তর নিচে পৌঁছে যায় অথচ সে বুঝতেও পারে না। (ইবনে মাজা- পৃঃ ২৮৫)

হযরত মুয়ায রা. -এর জবানের হেফাযতের অসিয়ত

নবী করীম সা. হযরত মুয়াযকে যখন ইয়ামেনের দিকে পাঠালেন তখন তিনি বললেন, আমাকে নসীহত করুন। নবী করীম সা. বললেন, স্বীয় জবানের হেফাযত করবে। আবার হযরত মুয়ায রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে নসীহত করুন। নবী করীম সা. বললেন, হে মুয়ায! তোমার মা তোমাকে ক্রন্দন করাক (আরবী বাগধারা, যা স্নেহবশতঃ বলা হয়)। মানুষ কি তার জবানের কারণে উপুড় হয়ে পড়ে না? (মাকারেম- পৃঃ ৪৬৩)

ফায়দা : বেশি কথা বলার কারণে কিংবা চিন্তাভাবনা ছাড়া বলার কারণে অধিকাংশ সময় মানুষ অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়। আর লাঞ্ছনা তো আভিজাত্য ও মর্যাদার পরিপন্থী। শাসকদেরকে এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় এজন্য নবী করীম সা. এর প্রতি তাকীদ করেছেন।

নয় ভাগ শান্তি নীরবতার মধ্যে

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, শান্তির দশটি অংশ। তার মধ্যে নয় ভাগ নীরবতা আর এক ভাগ নির্জনতার মধ্যে নিহিত।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ৩৫০)

নীরবতা আলেমদের জন্য অলংকার

মুহার ইবনে জুহাইর হতে বর্ণিত আছে, নীরবতা আলেমের জন্য অলঙ্কার এবং জাহেলদের জন্য পর্দা। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ৩৫০)

www.pathagar.com

ফায়দা : কারণ কথা না বলার কারণে বা কম বলার কারণে তার দুর্বলতা গোপন থাকে। এতে সে মজলিসে লাঞ্ছিত হয় না।

নীরবতা উত্তম আখলাক

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ র. হতে বর্ণিত আছে, নীরবতা ইসলামের উত্তম আখলাকসমূহের মধ্যে অন্যতম।

হযরত আনাস রা. এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যা مسند الفردوس এর মধ্যে নকল করা হয়েছে যে, নীরবতা আখলাকের সর্দার। (কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৩৫০)

নীরবতা শিক্ষা কর

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নীরবতা শিক্ষা করবে, কথা বলা যেমনিভাবে শিক্ষা করে থাক। নীরবতা উত্তম আখলাক। কথা বলার চেয়ে কথা শোনার জন্য বেশি অধীর থাকবে। অনর্থক কথাবার্তা বলবে না। অকারণে হাসবে না এবং বিনা প্রয়োজনে কোথাও যাবে না।

(কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৭৭০)

ফায়দা : উত্তম আখলাক শিক্ষা করার দ্বারাই অর্জিত হয়। ভাল পরিবেশ কিংবা ভাল লোকের সংশ্রবে থাকার দ্বারাও অর্জিত হয়। বর্তমান সমাজ উন্নত আখলাক হারিয়ে বসেছে। চতুর্দিকে বদ আখলাকের খারাপ গুণ ছড়িয়ে পড়েছে। এই জন্য উত্তম আখলাক শিক্ষা করা এবং ভাল সংশ্রব অর্জন করা প্রয়োজন। বর্তমান যুগে বেশি কথা বলাকে যোগ্যতা মনে করা হয়। অথচ এর দ্বারা অসংখ্য যবানী গোনাহ সহজেই সংগঠিত হয়ে থাকে। কমপক্ষে বাচালতা যার মধ্যে থাকে মিথ্যার সম্ভাবনা, তা থেকে তো মুক্ত নয়। কতিপয় লোক শুধু নিজের কথা শোনাতে অভ্যস্ত। অন্যের কথা খুবই কম শুনে থাকে। অথচ বলার পরিবর্তে শোনার প্রতি বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, গোনাহের কথা শুনবে না।

হযরত আবু যর রা.কে একটি পূর্ণাঙ্গ উপদেশ

হযরত আবু যর রা. বলেন, আমি নবী করীম সা. -এর খেদমতে হাজির হলাম। আবেদন করলাম আমাকে কিছু নসীহত করুন। নবী করীম সা. বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করার (তার নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে থাকার) উপদেশ দিচ্ছি। এটি তোমার সমস্ত কাজকে অলংকৃত করবে। আমি বললাম, আরো কিছু বলুন। নবী করীম সা. বললেন, তোমাদের জন্য তিলাওয়াতে কুরআন এবং আল্লাহর যিকির আবশ্যক। এর দ্বারা আসমানে তোমাদের কথা আলোচনা হবে, জমিনে নূর হবে। আমি বললাম, আরো কিছু বলুন। নবী করীম সা. বললেন,

www.pathagar.com

তোমাদের প্রতি দীর্ঘ নীরবতার নির্দেশ রয়েছে। এটি শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় এবং তোমাদেরকে দীনের ব্যাপারে সাহায্য করে। আমি বললাম, আরো কিছু বলুন। নবী করীস সা. বললেন, অধিক হাসি থেকে বিরত থাকবে। কারণ তা দিলকে মুরদা করে দেয় এবং চেহারার নূর দূর করে দেয়। আমি আবেদন করলাম, আরো কিছু নসীহত করুন। নবী করীম সা. বললেন, সত্য কথা বলবে, যদিও সেটা তিক্ত মনে হয়। আমি বললাম, আরো কিছু বলুন। নবী করীম সা. বললেন, (আল্লাহ এবং শরীয়তের ক্ষেত্রে) কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে পরোয়া করবে না। আবারো আবেদন করলাম, আরো কিছু বলুন। নবী করীম সা. ইরশাদ করলেন, অন্যকে ক্ষতি ও দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করবে।

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৫৩১)

ফায়দা : বিরাট এক স্বয়ংসম্পূর্ণ উপদেশ। প্রত্যেকটি উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত। এ হচ্ছে সর্বোচ্চ মৌলিক বাণী, যার ওপর আমল করলে সৌভাগ্য এবং বিলায়াতের মর্তবা লাভ করা যায়। প্রত্যেক মুমিনের উচিত উক্ত নসীহতগুলো শ্রবণ করা এবং ঐ সমস্ত আমল দ্বারা নিজেকে অলংকৃত করার চেষ্টা করা। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৫৩৩)

সহজ ইবাদত

একবার নবী করীম সা. হযরত আবু দারদা রা. কে বললেন, আমি তোমাকে এমন ইবাদত বাতলে দিব কি, যা সহজ এবং শরীরের জন্য হালকা হবে? তা হচ্ছে নীরবতা এবং উত্তম আখলাক। (তারগীব- পৃঃ ৫৩৪)

ইবাদতের প্রথম ধাপ নীরবতা

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, চারটি জিনিস খুবই কম পাওয়া যায়। ১. নীরবতা, এটা ইবাদতের প্রথম ধাপ ২. বিনয় ও নম্রতা ৩. আল্লাহর যিকির ৪. পার্থিব সম্পদের স্বল্পতা (অর্থাৎ অল্পে তুষ্ট থাকা)। (তারগীব- পৃঃ ৫৩৪)

ফায়দা : প্রশংসনীয় গুণাবলী সব একত্রিত হওয়া কঠিন তবে এর তুলনায় ইবাদত করা সহজ। একটি বর্ণনায় এসেছে ঈসা ইবনে মারয়াম আ. বলেন, এই চারটি গুণ মানুষের মধ্যে খুব কমই জমা হতে দেখা যায়।

হযরত ঈসা আ. -এর একটি উপদেশ

ইমাম গাযালী র. বলেন, হযরত ঈসা আ. সমীপে লোকেরা আবেদন করল, আমাদের কোন সহজ বিষয় শিক্ষা দিন, যার বদৌলতে আমরা জান্নাতে যেতে পারি। উত্তরে তিনি বললেন, নীরব থাকবে এবং বিলকুল কথা বলবে

www.pathagar.com

না। তারা বলতে লাগল যে, এটা তো আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি বললেন, ভাল কথা ছাড়া মন্দ কথা মুখ থেকে বের করবে না।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত- পৃঃ ৬০৫)

ফায়দা : ইমাম গাযালী র. বলেন, যখন জবানের ফেতনা অপরিমিত এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করাও কঠিন, তাহলে তার মুক্তির জন্য এর চেয়ে ভাল তাদবীর আর কী হতে পারে যে, নীরবতা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয়তা পরিমাপ করে কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত- পৃঃ ৬০৪)

ইমাম গাযালী র. বলেন, স্মরণ রাখবে। নীরবতার এসব ফযীলত এ কারণে বর্ণিত হয়েছে যে, জবানের ফেতনা অপরিসীম আর জিহ্বার আগা থেকে বর্ষিত কথাগুলো অধিকাংশ বেহুদা ও অনর্থক হয়ে থাকে। যা বলা শুধু সহজই নয় বরং বড় ভাল মনে হয়। কিন্তু ভালমন্দ পার্থক্য করার কি যোগ্যতা জবানের আছে? কেবল নীরবতাই একমাত্র উপায়, যা ফেতনা থেকে রক্ষা করতে পারে এবং (অনর্থক কথা না বলার) সাহস ও সংকল্পের মাঝে সমন্বয় ঘটতে পারে।

ইমাম গাযালী র. -এর একটি উপকারী নসীহত

অতঃপর ইমাম গাযালী র. যবান থেকে নিঃসৃত কথাগুলোর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, কথা চার প্রকার হয়ে থাকে। ১. যেগুলো বললে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি। ২. যেগুলো বললে কিছু কিছু উপকারও আছে, কিছু ক্ষতিও আছে। ৩. ঐ সমস্ত কথা যা লাভ ক্ষতি উভয়টি থেকে মুক্ত। ৪. ঐ সমস্ত কথা যার মধ্যে শুধু উপকারই উপকার। এর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ কথা এমন, যা না বলাই উত্তম বরং উপযুক্তই না এবং এক-চতুর্থাংশ কথা এমন, যা যবান থেকে নিঃসৃত করার অনুমতি রয়েছে এবং বলারও উপযুক্ত।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত- পৃঃ ৬০৬)

এর দ্বারা বোঝা গেল, তিন-চতুর্থাংশ কথা হতে নীরব থাকা আবশ্যক। সুতরাং নীরব এবং নিশ্চুপ থাকার প্রতি যে তারগীব দেওয়া হয়েছে তা ঐ প্রকার কথার সাথে সম্পৃক্ত। নীরবতার অর্থ কখনো এটা নয় যে, যবানকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে। বরং যেগুলো প্রয়োজন নেই বা যদ্দারা দুনিয়া ও আখেরাতে কোন লাভ নেই সে ক্ষেত্রে যবানকে সংযত রাখতে হবে এবং যবানকে নিয়ন্ত্রিত করে যিকির ও তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে অথবা দীন ও দুনিয়ার কাজে নিয়োজিত হবে। কেননা অবসর মানুষ সাধারণত সহজেই গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বেহুদা ও অনর্থক বিষয়াদি

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَالَّذِيْنَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ.

এবং যারা অনর্থক বিষয়াদি হতে বিমুখ থাকে।

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

যখন অনর্থক বিষয়াদির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন গাম্ভীর্য নিয়ে অতিক্রম করে।

وَاِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ

এবং যখন বেহুদা কথা শুনতে পায়, তখন তা এড়িয়ে চলে।

ফায়দা : পূর্ণাঙ্গ মুমিনের আরেক গুণ হচ্ছে বেহুদা বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। বেহুদা এবং অনর্থক গোনাহ খুবই জঘন্য, যার মধ্যে দুনিয়াবী কোন উপকার তো মোটেই নেই, বরং দীনের ক্ষতি আছে অনেক। এর থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে লাভও নেই ক্ষতি নেই। বর্জন করা কমপক্ষে প্রশংসার যোগ্য হবে। (পারা- ১৮)

বেহুদা ও অনর্থক এর সংজ্ঞা

لغو বা বেহুদা বলতে ঐ জিনিসকে বোঝায় যার মধ্যে দুনিয়ারও ফায়দা নেই, আখেরাতেরও ফায়দা নেই। আল্লামা কুরতুবী র. الجامع গ্রন্থে লিখেছেন,

مالا خير فيه او بما بلغى اثمه

যার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই এবং এর মধ্যে গোনাহ থাকবে।

(খ: ৩, পৃ: ১০৩)

معارف এর মধ্যে লিখেছে لغو এর অর্থ বেহুদা কথা বা কাজ, যার মধ্যে দীনের কোন উপকারিতা নেই। (পারা- ১৭)

www.pathagar.com

বেহুদা বিষয়াদি হতে বিরত থাকার ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক বিষয়াদি বর্জন করা। (তিরমিযী- পৃ: ৫৮)

যায়েদ বিন সাবেত রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে অনর্থক বিষয়াদি বর্জন করা।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ১৮)

ফায়দা : সময় অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস। জীবনের এই মুহূর্তগুলো বড় মূল্যবান। এই সময় এবং মুহূর্তগুলোতে নেক কাজ করলে জান্নাত এবং তার উচ্চস্তর লাভ করা যায়। একে নষ্ট বা বরবাদ করে দেওয়া বিরাট ক্ষতির কারণ। অধিকাংশ সাধারণ লোক দেখা যায় তারা নিজেদের মূল্যবান সময়গুলো আড্ডা মেরে বেহুদা গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়। দীনেরও কিছু হয় না, দুনিয়ারও কিছু হাসিল হয় না। বিশেষ ও সাধারণ সব শ্রেণীর মানুষই সকলেই উদাসীনতার শিকার। সময়টাকে দীন বা দুনিয়ার কাজে ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ। আজ পার্থিব ঝামেলার মধ্য দিয়ে তা অনুভব হচ্ছে না কিন্তু কাল কবরের জগতে এবং পরকালে কঠিনভাবে উপলব্ধি হবে আর আফসোস হবে। কিন্তু তখন আফসোসে কোন ফায়দা হবে না। اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ

www.pathagar.com

করুণা ও দয়া

আল্লাহর করুণা কীভাবে লাভ হবে?

হযরত জরীর বিন আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষের ওপর করুণা করে না, তার প্রতি আল্লাহ পাকও করুণা করেন না। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ১৪)

হযরত জরীর বিন আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমরা জমীনবাসীদের ওপর করুণা কর, আসমানওয়ালা তোমাদের প্রতি করুণা করবেন। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ১৪)

হতভাগা ব্যক্তিই কেবল সহানুভূতিশীল ও দয়ালু হয় না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, দয়া ও করুণা হতভাগা ব্যক্তি হতে তুলে নেয়া হয়। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ১৪)

ফায়দা : অর্থাৎ যে বদবখত বা হতভাগা হয় তার মধ্যে দয়া এবং করুণার যোগ্যতা থাকে না।

করুণা না করলে মুমিন নয়

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর একে অপরের প্রতি করুণা না করবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১৮৬)

যে আল্লাহর রহমত কামনা করবে..........

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা যদি আমার রহমত বা দয়া কামনা কর তাহলে আমার মাখলুকের ওপর দয়া কর। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩২৬)

ফায়দা : সমস্ত মাখলুক আল্লাহর আপনজন সুতরাং তাদের ওপর করুণা করা আল্লাহর করুণা লাভের মাধ্যম।

জান্নাতে কে প্রবেশ করবে?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতের মধ্যে দয়ালু ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করবে না। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ১৫৪)

www.pathagar.com

জান্নাতবাসী কে?

ইয়ায ইবনে হাম্মার রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসী তিন শ্রেণীর লোক। ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, যে ভাল এবং কল্যাণমূলক শাসন জারী করে। ২. ঐ ব্যক্তি, যে আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ মুমিনদের প্রতি দয়ালু হয়। ৩. যে ব্যক্তি চারিত্রিকভাবে পবিত্র এবং অধিক সন্তানের মালিক। (মেশকাত- পৃঃ ৪২২)

ফায়দা : যে আপন-পর সকলের সাথে করুণাপূর্ণ আচরণ করে, অনেক সন্তান হওয়া সত্ত্বেও দয়া ও করুণার সাথে লালন-পালন করে এবং হালালভাবে আয় করে, কারো নিকট হাত পাতে না তার জন্য এ ফযীলত।

রহমতের একশ ভাগ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক রহমতকে একশভাগে ভাগ করেছেন। নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং এক অংশ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তোমরা মাখলুকের মধ্যে যে মহব্বত ও ভালবাসা দেখতে পাও; ঘোড়া একটি পশু। সেও নিজের বাচ্চার ওপর পা রাখে না, যাতে থেতলে না যায়। এটি ঐ অংশেরই ক্রিয়া।

(আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৪৩, বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৮৮৭)

ফায়দা : অর্থাৎ রহমতের একাংশের ক্রিয়া এইরূপ যে, মা তার বাচ্চার জন্য ছটফট করে। তার কষ্ট নিবারণের জন্য রাত্র জাগরণ করে। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে বাচ্চার পেট ভর্তি করে। মানুষ নয় শুধু, প্রাণীর মধ্যেও এই পরিস্থিতি যে, স্বীয় বাচ্চাদের উত্তমরূপে হেফাযত করে, পা রাখার ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করে যেন থেতলে না যায়।

ছোটদের প্রতি স্নেহ

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ১৪)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. হযরত হাসান রা. কে চুমু খেলে হযরত আকরা ইবনে হারেস বললেন, আমার তো দশটি সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে কখনো চুমু খাই না। নবী করীম সা. তার দিকে তাকিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি করুণা করে না, তার প্রতিও করুণা করা হয় না। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ১৩)

www.pathagar.com

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, জনৈকা মহিলাকে হযরত আয়েশা রা. তিনটি খেজুর দিলেন। ঐ মহিলা দুই বাচ্চাকে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি নিজের জন্য রেখে দিল। বাচ্চারা খেজুর দু'টি খেয়ে মায়ের দিকে তাকাল। মহিলা খেজুরটি ভাগ করে দুই শিশুকে দিয়ে দিল (এবং নিজে ক্ষুধার্ত রয়ে গেল)। হযরত আয়েশা রা. এই ঘটনা নবী করীম সা. কে শোনালেন। নবী করীম সা. বললেন, এতে বিস্ময়ের কী আছে? বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনের কারণে আল্লাহ পাক তার প্রতিও রহম করছেন (অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন)। (আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ৪০)

প্রাণীর প্রতিও করুণা

সাহাল ইবনে হানযালিয়া রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সা. একটি উটের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল (দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে)। নবী করীম সা. বললেন, তোমরা ঐসব অবলা পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে, সঙ্গতভাবে আরোহন করবে এবং ভালভাবে খাবার দিবে। (আবু দাউদ, তারগীব- পৃ: ২০৯)

ফায়দা : প্রাণীর প্রতিও মহব্বত ও করুণার আচরণ করবে। এর হক আদায় করবে, একে কষ্ট দিবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে পশুকে জমীনের উপর শুইয়ে ছুরি ধার দিচ্ছে। তখন নবী করীম সা. তাকে বললেন, তুমি একে দুটো মৃত্যু দিয়ে মারতে চাচ্ছ? শোয়ানোর পূর্বে কেন ছুরি ধারালো করনি? (তারগীব- পৃ: ২০৪)

ফায়দা : ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত জবাই করবে, যাতে এর সবচেয়ে কম কষ্ট হয়। কারণ পশুর প্রতি করুণা করা ওয়াজিব।

হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন, একটি বাড়িতে নবী করীম সা. অবস্থান করেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি চড়ুই পাখির ডিম নিয়ে এল। চড়ুই নবী করীম সা. -এর মাথার উপর দিয়ে ছটফট করছিল। নবী করীম সা. জিজ্ঞাসা করলেন, কে এর ডিম নিয়ে এসেছে? লোকটি বলল, আমি এনেছি। নবী করীম সা. বলেন, ডিম ফেরত দিয়ে এর ওপর করুণা কর।

জবাইয়ের পশুর সাথে করুণাপূর্ণ আচরণ

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জবাইয়ের পশুর প্রতিও করুণা করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিবসে তার প্রতি করুণা করবেন।

www.pathagar.com

ফায়দা : এর সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করবে না, জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত সুন্দরভাবে নিবে। ধারালো ছুরি দ্বারা দ্রুত জবাই করবে। এর সামনে ছুরি ধার দিবে না। একে শুইয়ে বেঁধে রেখে দিবে না বরং বাঁধার সাথে সাথে জবাই করে দিবে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ১২১)

ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীর মধ্যে رحمة الناس والبهائم শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করে একথার শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষ যেমন দয়া ও অনুগ্রহের হকদার, তদ্রুপ অবলা জন্তুর প্রতিও করুণার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর কারণেও ক্ষমা এবং ধরপাকড় হতে পারে। যেমন এক ব্যক্তি কুকুরকে পানি পান করিয়েছে, সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়েছে। এক মহিলা একটি বিড়ালকে ক্ষুধার্ত রেখে মেরেছে, সে জাহান্নামী হয়েছে।

দয়া ও করুণার অর্থ

ইসলামের আখলাকী শিক্ষায় দয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামের বুনিয়াদী আখলাকের মধ্যে একটি। যার মধ্যে দয়া ও করুণা নেই, সে ইসলাম তো দূরের কথা, মানবিক গণ্ডিরও বহির্ভূত। নির্দয় ব্যক্তি কোন মানুষ হতে পারে না। দয়া ও করুণার কারণে মানুষ একে অপরের প্রতি লক্ষ্য রাখে, পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় এবং একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়। এ যেন পারস্পরিক সামাজিকতার বুনিয়াদ এবং মূল ভিত্তি। আল্লাহ তাআলার বিশেষ নামসমূহের মধ্যে দু'টি নাম রয়েছে رحمن এবং رحيم আল্লাহ পাক ঐ গুণটি বান্দাদেরকে আংশিকভাবে দান করেছেন যার দৃশ্যমান প্রভাব মাতাপিতা ও সন্তানদের মাঝে পরিদৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে দয়া ও করুণার যে ক্রিয়া প্রতিফলিত হয় তা ঐ রহমতের ছায়া।

আল্লাহ পাক রহমতকে একশ ভাগ করেছেন, যার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং পৃথিবীতে মাত্র একাংশ পাঠিয়েছেন। ঐ একভাগের ক্রিয়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, মা তার বাচ্চাদের কোলে তুলে নিয়ে নিজে ক্ষুধার্ত থেকে তাকে পেট ভরে খাওয়াচ্ছে। মুরগীও নিজে না খেয়ে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে।

দয়া ও অনুগ্রহ আল্লাহ পাকের প্রিয় গুণ। তিনি নিজে পরিপূর্ণভাবে উক্ত গুণের অধিকারী এবং বান্দাদের মধ্যেও তিনি এ গুণ দেখতে চান। এ কারণেই এর প্রতি তাকীদ এবং তারগীব দেয়া হয়েছে। জোর দিয়ে এ পর্যন্ত ও বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রহম করবে না, তার প্রতি রহম করা হবে না।

www.pathagar.com

ত্যাগ তিতিক্ষা

ত্যাগ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের বাণী

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

এবং তারা নিজেদের প্রয়োজনের উপর অন্যদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয় যদিও তারা নিজেরাই সঙ্কটগ্রস্ত।

إِيْثَار শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যের চাহিদা এবং প্রয়োজনকে নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেয়া।

আনসারগণ নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অর্থাৎ মুহাজিরগণকে প্রাধান্য দিতেন। স্বীয় প্রয়োজন এবং জরুরতকে পূর্ণ করার পূর্বে তাদের হাজত পূর্ণ করতেন। যদিও তারা নিজেরাই ছিলেন অভাবগ্রস্ত। (মাআরেফুল কুরআন- পৃঃ ৪৭)

মুহাজিরগণের ব্যাপারে আনসারগণ বিরাট ত্যাগ তিতিক্ষা প্রদর্শন করেছেন। স্বীয় বাড়িঘর, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি-জমা, ক্ষেত-খামারে তাদেরকে অংশীদার করে নিয়েছিলেন। (পৃঃ ৫০)

মুফাসসির কুরতুবী র. সিহাহ সিত্তাহ থেকে হযরত আনাস রা. -এর একটি বর্ণনা নকল করেছেন, যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে মদীনা তায়্যিবায় আগমন করলেন, তখন তাদের কাছে কিছুই ছিল না অথচ মদীনায় আনসারগণ সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আনসারগণ তাদেরকে সমস্ত জিনিসের অর্ধেক অর্ধেক দিয়ে দিলেন। প্রত্যেক বছর বাগিচার অর্ধেক ফল তাদেরকে দিতে লাগলেন। হযরত আনাস রা. -এর মাতা উম্মে সুলাইম কয়েকটি খেজুর গাছ নবী করীম সা. কে দিয়ে দিয়েছিলেন। (কুরতুবী- খঃ ৯, পৃঃ ৩৭)

সাহাবায়ে কিরাম রা. -এর ত্যাগের ঘটনা

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. -এর পুরো জীবনটাই ছিল ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত। তারা স্বীয় জরুরতের ওপর সাথীদের জরুরতকে প্রাধান্য দিতেন। এটাই আল্লাহর মুখলিস বান্দাদের নীতি। আমাদের বর্তমান সমাজ এবং

www.pathagar.com

পরিবেশটা ত্যাগের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে। বরং জুলুম ও প্রতারণার কাঁধে ভর করে চলছে। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করে নিজের স্বার্থ হাসিল করার প্রয়াস পাচ্ছে। আল্লাহর আশ্রয় চাই।

দেখুন আমাদের প্রাথমিক পরিবেশ, সাহাবাদের সমাজটা কেমন ছিল। কুশাইরী র. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণনা করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম রা. -এর মধ্যে একজনকে কোন এক ব্যক্তি একটি ছাগলের মাথা হাদিয়ারূপে পেশ করলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, আমাদের অমুক ভাইয়ের পরিবার-পরিজন আমার চেয়েও অধিক অভাবগ্রস্ত। এটি তার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। দ্বিতীয়জনের নিকট যখন পৌছল তখন অনুরূপভাবে তিনি তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি চতুর্থ ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে সাতটি ঘরে ঘুরে ছাগলের মাথাটি পুনরায় প্রথম ঘরে ফেরত এল।

ফায়দা : দেখুন ত্যাগ এবং নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার উত্তম দৃষ্টান্ত এর চেয়ে আর কী হতে পারে? প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও অন্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর আজ আমাদের এই যুগে বিনা প্রয়োজনে এক ভাই অন্য ভাইয়ের গলা টিপে ধরছে।

তিরমিযী শরীফের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, জনৈক আনসারীর ঘরে রাতে কোন একজন মেহমান আগমন করল। তাদের কাছে কেবল এতটুকু খানা আছে, যা শুধু তার বাচ্চারা খেতে পারে। তিনি বিবি সাহেবাকে বললেন, বাচ্চাদেরকে তুমি কোনভাবে ঘুম পাড়িয়ে দাও এবং ঘরের আলো নিভিয়ে দাও। অতঃপর মেহমানদের সামনে খানা দিয়ে বরাবর বসে যাও।

মেহমান মনে করবে যে, আমরাও খাচ্ছি। কিন্তু আমরা খাব না, যাতে মেহমান তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

হাদীস এবং ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এ ধরনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যদ্বারা সাহাবায়ে কিরামের নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার কথা ফুটে ওঠে। দুঃখের বিষয় যে, এ সমস্ত ঘটনা শুধু পড়ানো হয় আর শেখানো হয়, অথচ এ ধরনের আমল এবং গুণ অর্জন করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয় না।

www.pathagar.com

দরিদ্রদের জন্য ত্যাগ

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সা. হযরত ফাতেমা রা. কে বললেন, (যখন পিতার কাছে কিছু খাদ্য প্রার্থনা করেছিলেন) আমি তোমাদের দিব এবং আহলে সুফফার যারা ক্ষুধার্ত পেটে ঘুমিয়ে আছে তাদেরকে বর্জন করব, তা হতে পারে না। (বায়হাকী- খ: ৩, পৃ: ২৫৯)

ফায়দা : এখানে নবী করীম সা. আহলে ছুফফাদেরকে স্বীয় কন্যার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাদের কথা চিন্তা করেছেন, যেহেতু তাদের কোন সহায় ছিল না। সাধারণ এসব দরিদ্র ছিলেন মদীনার বাহিরের। নবী করীম সা. এবং সাহাবাগণের অনুদানের ওপরই তাদের জীবন চলছিল।

হযরত আয়েশা রা. -এর ত্যাগের ঘটনা

হযরত আয়েশা রা. রোযা ছিলেন। একজন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। আয়েশা রা. দাসীকে বললেন, ভিক্ষুককে কিছু দিয়ে দাও। তখন একটি রুটি ব্যতীত ঘরে আর কিছু ছিল না। দাসী বলল, ইফতার করার জন্য এ ব্যতীত আর কিছু নেই। হযরত আয়েশা রা. বললেন, সেটি দিয়ে দাও। অতঃপর দাসী তা দিয়ে দিল। দাসী বর্ণনা করল, তখনও সন্ধ্যা হয়নি। হঠাৎ কারো ঘর থেকে ছাগলের গোশত এল। তখন আয়েশা রা. আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, নাও আহার কর। এটি সেই রুটির চেয়ে উত্তম।

(বায়হাকী- খ: ৩, পৃ: ২৬০)

ফায়দা : নিজের জরুরত এবং অভাব থাকা সত্ত্বেও অন্যকে প্রাধান্য দিলেন এবং নিজে রোযাবস্থায় ক্ষুধার্ত থাকাকে পছন্দ করলেন। এই হলো পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া, দুনিয়া বিমুখতা ও বদান্যতার পরিচয়। অতঃপর উক্ত ত্যাগের বদৌলতে আল্লাহ পাকের সাহায্য নাযিল হল। আর বর্তমান আমাদের অবস্থা হল প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত এবং অবশিষ্ট থাকার পরও আমরা অসহায় এবং অভাবী ব্যক্তিদের কথা স্মরণ করি না। এ হলো লালসা এবং দুনিয়ার মহব্বত অন্তরে সংক্রমিত হওয়ার নিদর্শন। যা খুবই নিন্দনীয়। এই কারণেই আমরা একে অন্যের সাহায্য পাই না এবং আল্লাহর গায়েবী মদদ ও নুসরত থেকে বঞ্চিত। اللهم وفقنا ولا تحرمنا

www.pathagar.com

সুপারিশ

সুপারিশ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا

যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের সুপারিশ করবে, সে তার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে আর যে কোন খারাপ কাজের সুপারিশ করবে সে তার সমপরিমাণ গোনাহের ভাগী হবে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তির জায়েয হক এবং জায়েয কাজের জন্য সুপারিশ করবে সে তার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি না জায়েয হক বা নাজায়েয কাজের জন্য সুপারিশ করবে, সে গোনাহের ভাগী হবে। কারণ সে একটি গোনাহ ও অন্যায় বিষয়ে সহযোগিতা করল আর গোনাহের সহযোগিতাও গোনাহ।

(ফাতহুল বারী- খ: ১০, পৃ: ৩৭০)

কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ

গোনাহের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির হত্যার ক্ষেত্রে একটি কথা দ্বারাও সহযোগিতা করেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তাকে এভাবে উপস্থিত করা হবে যে, তার কপালে লেখা থাকবে এই ব্যক্তি আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত এবং নিরাশ।

(মাআরেফ- পৃ: ১৪৯)

এর দ্বারা বোঝা গেল, কোন নাজায়েয এবং গোনাহের বিষয়ে সুপারিশ; যেমন চোর, হত্যাকারী, অপরাধী প্রভৃতিকে তার অপরাধ ও শাস্তি হতে বাঁচানো এবং নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য সুপারিশ, অনুরূপভাবে নাজায়েয মামলায় সুপারিশ ইত্যাদি, যা বর্তমান জগতে একটি হক মনে করা হয়, তা নাজায়েয এবং

www.pathagar.com

গোনাহ। এর দ্বারা পৃথিবীতে কখনো শান্তি এবং কল্যাণ আসতে পারে না। অনুরূপ কারো জায়েয এবং জরুরী কাজের জন্য সুপারিশ করে এর জন্য হাদিয়া তোহফা এবং সংবর্ধনা বা অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করা হারাম।

স্মরণ রাখবেন! সুপারিশকে নিজের ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধির কারণ বানানো ঠিক নয়। সুপারিশ গৃহীত না হলে কখনো অসন্তুষ্ট হওয়া এবং মন খারাপ করা উচিত নয়। কতিপয় লোক একে নিজের মান-সম্মানের স্তরে রেখে গ্রহণ করতে বাধ্য করে এবং গৃহীত না হলে অসন্তুষ্ট এবং ক্রুদ্ধ হয়। এটা আদৌ ঠিক নয়। অনুরূপভাবে সুপারিশের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়াও উচিত নয়। ভালো মনে হলে গ্রহণ করে নিবে, নচেৎ নীরব থাকবে। কারণ সুপারিশ একটি শরীয়তসম্মত এবং সুন্নত কাজ। এর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। অনেকে সুপারিশের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলে আমাকে সরাসরি কেন বলনি, এটাও ঠিক নয়। মাধ্যম ধরে কার্য হাসিল করা এবং জায়েয ক্ষেত্রে সুপারিশ শরীয়তসম্মত। তাহলে শরীয়তসম্মত কাজে অসন্তুষ্ট কীভাবে হবেন? এটা অহংকার ও আত্মঅহমিকার নিদর্শন।

সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে

হযরত আবু মূসা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সা. -এর নিকট যখন কোন ভিক্ষুক কিংবা অভাবী ব্যক্তি আগমন করত, তখন নবী করীম সা. বলতেন, সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। আর ফায়সালা তো আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা করবেন তা রাসূলের যবান দ্বারাই করে দিবেন। (কিন্তু তোমরা তো সওয়াবের অধিকারী হবে)। (বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৮৯১)

নবী করীম সা. -এর সুপারিশের অপেক্ষা

হযরত আবু সুফিয়ান রা. বলেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। কারণ আমি যদি কারো (কল্যাণ করার) ইচ্ছা করি, তখন থেমে যাই এবং অপেক্ষা করি, যাতে তোমরা সুপারিশ করে দাও এবং সওয়াবের অধিকারী হও। (মাকারেমে খারায়েতী- খঃ ২, পৃঃ ৭৬৭)

হযরত মুয়াবিয়া রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। (জামে ছগীর- খঃ ১, পৃঃ ৭০)

ফায়দা : হাদীসগুলো দ্বারা বোঝা গেল, সুপারিশ করা সুন্নত। নবী করীম সা. এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন, তাকীদ করেছেন এবং এর সওয়াব হাসিল করতে উৎসাহিত করেছেন। এর দ্বারা অনুমান করা যায়, সুপারিশকে অপছন্দ

www.pathagar.com

করা এবং একে ইজ্জত-সম্মানের পরিপন্থী মনে করা শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে এবং তা ধর্মীয় মানসিকতার পরিপন্থী। হাদীসে সুপারিশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কারো কথায় বা চেষ্টায় যদি অন্য কারো কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়, কারো উপকার হয়, তাহলে তা বিরাট সওয়াবের কাজ। সুপারিশ করে দিবে কার্যসিদ্ধির আশা থাকুক বা না থাকুক। হাফেয ইবনে হাজার র. বর্ণনা করেন, সর্বাবস্থায় সে সওয়াব পেয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী- খ: ১০, পৃ: ২৭০)

হাদীসে যেখানে সুপারিশকে সওয়াবের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, সুপারিশের সীমারেখা হল দুর্বল ব্যক্তি, যে নিজের কথা বড়দের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না এবং নিজের প্রয়োজনকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারে না। তোমরা তার কথা সে পর্যন্ত পৌঁছে দাও। ঐ সুপারিশ মানা হোক বা না হোক এবং ঐ ব্যক্তির কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূর্ণ হোক বা না হোক সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিৎ নয় এবং বিপরীত ফায়সালা হওয়ার কারণে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়। হাদীসের শেষ বাক্যে ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء এর মতলবও এটাই। তাছাড়া কুরআনে কারীমের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপারিশের সওয়াব বা গোনাহ অত্র সুপারিশের সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং এর সওয়াব-গোনাহের সম্পর্ক নিছক সুপারিশের সাথে। যদি ভাল কাজের সুপারিশ করা হয়। তাহলে সওয়াবের অধিকারী হবে আর যদি খারাপ কাজের সুপারিশ করা হয় তাহলে শাস্তির উপযুক্ত হবে, গৃহীত সুপারিশ প্রতিফলিত হোক বা না হোক। (মাআরেফুল কুরআন- খ: ২, পৃ: ১৫০)

অনেক মানুষ সুপারিশ থেকে দূরে থাকে। হয়তো সে কারো নিকট অন্য কারো কাজ নিয়ে যাওয়াকে নিজের মর্যাদার হানি মনে করে, অথবা ব্যর্থতার চিন্তা করে অস্বীকার করে দেয়। এটা নিশ্চয় অহংকারের নিদর্শন এবং বিরাট সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। সুন্নত এবং শরীয়তের নির্দেশ হল কোন ব্যক্তি যদি কোন কাজের জন্য সুপারিশ প্রার্থনা করে যেমন ভর্তি, চাকরী প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাহলে যখন সুযোগ হয় লিখিত বা মৌখিকভাবে সুপারিশ করে দিবে। এটি বিরাট সওয়াব এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। চাই এ সুপারিশ কার্যকরী হোক কিংবা না হোক। হয়ে গেলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে, না হলে সওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। গোস্বা প্রকাশ করবে না। অনুরূপভাবে কর্মকর্তা, দায়িত্বশীল এবং ব্যবস্থাপকদেরকে দেখা যায় যে, সে অন্যের সুপারিশকে নিজের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে সাংঘাতিকভাবে রেগে যায়

www.pathagar.com

বরং সুপারিশের কারণে তাকে একেবারে নিরাশ করে দেয় এটাও নিতান্ত মূর্খতা এবং শরয়ী বিষয়ে অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। যে বিষয় নবী করীম সা. পছন্দ করেছেন এবং তিনি অপেক্ষা করেছেন, যার প্রতি তিনি উৎসাহিত করেছেন ও যাকে সওয়াবের কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন এর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা ঈমানী চেতনার পরিপন্থী। সুতরাং সুপারিশ করতে এবং সুপারিশ নিয়ে আসার কারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে না।

হ্যাঁ, এটা তো জরুরী নয় যে, তার সুপারিশ কবুল করতেই হবে। সমীচীন যদি মনে না কর, তাহলে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবে।

সুপারিশের জন্য কিছু গ্রহণ করা হারাম

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল এবং এর জন্য কিছু নজরানা নিল সে বিরাট এক গোনাহে লিপ্ত হয়ে গেল। (আবু দাউদ, তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৯৫)

ফায়দা : সুপারিশের জন্য যদি কোন বদলা গ্রহণ করা হয় তা হবে ঘুষ। হাদীস শরীফে একে কঠিন হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে সর্বপ্রকার ঘুষ অন্তর্ভুক্ত। চাই আর্থিক হোক কিংবা তার কাজের মাধ্যমে হোক। তাফসীরে কাশশাফ এবং অন্যান্য তাফসীরের মধ্যে এসেছে যে, (পবিত্র কুরআনের আয়াতের মধ্যে যে مــن يشفع شفاعة حسنة রয়েছে) شفاعة حسنة হচ্ছে ঐ সুপারিশ যার উদ্দেশ্য হবে কোন মুসলমানের হককে পূর্ণ করা বা তাকে বৈধ কোন উপকার করা কিংবা ক্ষতির থেকে রক্ষা করা। আর এই সুপারিশের কাজ কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য হবে না বরং নিছক আল্লাহর জন্য দুর্বলের ওপর সহযোগিতা করা উদ্দেশ্য থাকবে এবং সুপারিশটা এমন কোন প্রমাণিত অপরাধের ক্ষমার জন্য হতে পারবে না, যার শাস্তি কুরআনের মধ্যে নির্ধারিত আছে। (ফাতহুল বারী- খঃ ১০, পৃঃ ৩৭০)

তাফসীরে বাহরে মুহীত, মাজহারী এবং অন্যান্য তাফসীরে এসেছে, কোন মুসলমানের হাজত পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করাও شفاعة حسنة এর অন্তর্ভুক্ত। (মাআরেফুল কুরআন- পাঃ ৫)

বড় দুঃখের বিষয় এবং বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আজ আমাদের সমাজ ও পরিবেশ গোনাহকে গোনাহ মনে করে না এবং গোনাহ বোঝার পরেও যখন আর্থিক স্বার্থ দেখতে পায়, তখন এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রস্তুত থাকে না।

যদি কোন ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করে এবং তার সুপারিশ দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ হয়ে যায়, তাহলে আর্থিকভাবে বা দাওয়াত ও হাদিয়ার

আকৃতিতে স্বার্থ হাসিল করা স্বীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রাপ্য অধিকার বলে অনেকে মনে করে থাকে। অনেক সময় তো বদলা বা কমিশন পূর্ব থেকেই স্থির করে নেয়। এ জাতীয় সব প্রয়াসই হারাম এবং নাজায়েয। মুসিবতের উপর মুসিবত যে, সুপারিশের চেষ্টার জন্য বদলা গ্রহণকে নিজের অধিকার মনে করা হয়। যা নিতান্তই ভুল এবং নাজায়েয। যখন গোনাহকে এবং আল্লাহ রাসূলের হারামকৃত বস্তুকে সম্পদের লালসায় পড়ে নিজের অধিকার মনে করা হবে, তাহলে এর ফলে ধ্বংস এবং আল্লাহর গযব নাযিল হবে না তো কী হবে? আল্লাহ পাক বুঝ দান করুন।

www.pathagar.com

সুধারণা

আল্লাহর ওপর ভাল ধারণা রাখবে

হযরত ওয়াসেলা রা. বলেন, আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি বান্দাদের সাথে তাদের ধারণা অনুযায়ী আচরণ করি। হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা ছাড়া মৃত্যুবরণ না করে। (খ: ৮, পৃ: ১১)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি বান্দাদের ব্যাপারে তাদের ধারণা অনুযায়ী ফায়সালা করে থাকি। (তিরমিযী- পৃ: ৬৫)

ফায়দা : অনেকে আমল করেও তার কাছে ধরা খাওয়াকে ভয় পায়। ইবাদত বন্দেগী কবুল না হওয়াকে ভয় পায়। আমল না করে কল্যাণের আশা নেই, বরং তা কাল্পনিক। ইবনে আবিদ্দুনয়া বর্ণনা করেন যে, আমল ছাড়া আশার ওপর ভরসা করে থাকা আল্লাহর কাছে বীরত্ব (প্রদর্শনের নামান্তর)।

(বায়হাকী- খ: ২, পৃ: ১০)

আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখার নির্দেশ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হে মানব সম্প্রদায়! আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখবে। কারণ আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দার ধারণা অনুসারে কাজ করেন। (বায়হাকী- পৃ: ৮)

ফায়দা : বান্দা আল্লাহ পাকের ব্যাপারে যেমন ধারণা করে তার ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ বান্দার সাথে আচরণ করেন।

আল্লাহর ওপর ভয় এবং আশা

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে মুমিনের অন্তরে ভয় ও আশা একত্রিত হবে আল্লাহ পাক তার আশাগুলোকে পূর্ণ করে থাকেন এবং ভীতি হতে মুক্ত করে দেন। (বায়হাকী)

www.pathagar.com

ফায়দা : শুধু ভয়ই করে না যে, আল্লাহ্ পাক আমাকে ক্ষমা করবেন না। আবার আশার প্রতি এমনভাবে ভরসা করে বসে থাকে না যে, আমলে শিথিলতা এসে পড়ে। যেমন আবু উসমান মাগরিবী বলেন, যে ব্যক্তি নিজের নফসকে শুধু আশার ওপর রাখবে সে বেকার হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি নিজেকে শুধু ভীতির মধ্যেই ফেলে রাখবে, সে রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাবে। (বায়হাকী- খঃ ২, পৃঃ ২২)

ভয় ও আশার সমন্বয়

মুহাদ্দিস বায়হাকী র. সিররী র. -এর বাণী নকল করেছেন যে, ভয় আশার চেয়ে উত্তম, যতক্ষণ মানুষ সুস্থ থাকে। আর যখন মৃত্যুর নিদর্শন এসে যায়, তখন আশা উত্তম ভয় থেকে। (বায়হাকী- খঃ ২, পৃঃ ৮)

মতলব হচ্ছে সুস্থাবস্থায় ভয় ভীতি রাখা উত্তম, যাতে নেক আমল বেশি হয়। আর যখন আমলের সময় থাকবে না তখন আশা এবং সন্তুষ্টি উত্তম। ইমাম বায়হাকী বলেন যে, ভয় রাখার অর্থ হল আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত থাকা এবং ইবাদত বন্দেগীর প্রতি উৎসাহিত হওয়া। এমনকি যখন মৃত্যুর সময় আসবে, তখন আল্লাহর রহমতের সাথে তার আশাটা অধিক সংযুক্ত হবে এবং তার দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি দিলটা অধিক ধাবিত হয়ে যাবে। ইমাম নববী র. রিয়াজুস সালেহীন গ্রন্থে বলেন, সুস্থাবস্থায় ভয়-আশা উভয়টি সমান সমান থাকবে। আর অসুস্থাবস্থায় শুধু আশা এবং সুধারণা থাকবে। (খঃ ২, পৃঃ ৩৬৪)

হযরত লোকমান হাকীম আ. স্বীয় পুত্রকে বলেন, হে আমার বৎস! আল্লাহর প্রতি আশা যেন তোমাকে গোনাহের প্রতি উৎসাহিত না করে। আল্লাহর প্রতি এমন ভয় রেখ, যেন তা তোমাকে রহমত থেকে নিরাশ না করে। (বায়হাকী- খঃ ২, পৃঃ ১৮)

ইমাম বায়হাকী র. বর্ণনা করেন, আল্লাহর প্রতি এমন ভয় রাখবে না যে, তা তার দয়া থেকে নিরাশ করে দেয়, অনুরূপভাবে এমন আশা রাখবে না যে, আল্লাহর ধরা হতে চিন্তামুক্ত হয়ে যাও এবং গোনাহে দুঃসাহসী হয়ে ওঠো।

আশার কারণে আল্লাহর অনুগ্রহের ঘটনা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তার এক বান্দাকে জাহান্নামের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর সে জাহান্নামের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে বলল, হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার ধারণা খুব ভাল ছিল (যে, আপনি ক্ষমা করে দিবেন) তখন আল্লাহ পাক বললেন, একে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। আমি আমার বান্দাদের সাথে তাদের ধারণা অনুযায়ী আচরণ করে থাকি। (বায়হাকী- পৃঃ ৯)

www.pathagar.com

মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখার নির্দেশ

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. তার ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কারো যেন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখা ছাড়া মৃত্যু না হয়। (মুসলিম- পৃ: ৩৮৭)

ইবনে আলান র. বলেন, মৃত্যুর সময় যখন নিকটবর্তী হয়ে যায়, তখন আশা আকাঙ্ক্ষাকে নিজের ওপর প্রবল করে রাখবে।

আল্লামা কুরতুবী র. বলেন, মৃত্যুর সময় ভাল ধারণা না রাখা অনুচিত।

ইবনে আলান র. বলেন, এখন তো আমাল করা এবং গোনাহের থেকে বিরত থাকার সময় নেই। সুতরাং সুধারণা রাখা ছাড়া এখন আর কী করতে পারে? সুধারণার অর্থ হল আল্লাহ্ পাকের রহমতে গোনাহ থেকে ক্ষমার আশা রাখবে।

বান্দাদের ওপর সুধারণা রাখার নির্দেশ

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সুধারণা রাখা ইবাদত।

ফায়দা : মানুষের প্রতি ভাল ধারণা রাখা গুরুত্ব ও ফযীলতের দিক দিয়ে ইবাদাতের সমতুল্য। কারণ এর দ্বারা বান্দাদের সাথে সম্পর্ক ভালো হয়। সুধারণা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ও মহব্বত সৃষ্টি হয়। যা প্রশংসনীয়। আর এ কারণেই মুমিনদের প্রতি সুধারণা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(তাফসীরে কাবীর- খ: ১৪, পৃ: ১৩৪)

হ্যাঁ, তবে দলীল প্রমাণ এবং প্রকাশ্য আলামত দ্বারা যদি কোন কথা অসমীচীন মনে হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। তারপরও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা এর ভাল দিক খুঁজে বের করবে, যাতে বদগুমানী থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

স্পষ্টভাবে যদি কোন অসমীচীন বিষয় পরিদৃষ্ট হয় তাহলে কোন কথা নেই। তারপরও যদি এর ভাল ব্যাখ্যা বের করে নিতে পারে সেটাই ভাল। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র. হযরত ইবনে ওমর রা. -এর বাণী নকল করেছেন যে, তিনি বলতেন, যখন আমি কোন ব্যক্তিকে ইশার জামাতে পেতাম না তখন তার প্রতি বদগুমানী করতাম না। হাফেয ইবনে হাজার এর ব্যাখ্যা লিখেছেন যে, হয়তো সে কোন শারীরিক অসুস্থতার কারণে শরীক হয়নি বা দীনের ক্ষেত্রে অলসতা ও দুর্বলতার কারণে শরীক হয়নি। (ফাতহুল বারী- খ: ১০, পৃ: ৩৯৯)

মানুষের ওপর বদগুমানী করবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সাবধান! বদগুমানী থেকে দূরে থাকবে। বদগুমানী খারাপ জিনিস।

(বুখারী- খ: ২, পৃ: ৭৯৬)

www.pathagar.com

ফায়দা : আল্লামা নববী র. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন এর দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ওপর বদগুমানী করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়। অবশ্য কারো ব্যাপারে যদি মস্তিষ্কে বা দিলের মধ্যে কোন খটকা থাকে তাহলে নিষিদ্ধ নয়। তবে একে অন্তরে স্থান না দিয়ে সম্পূর্ণরূপে বের করে দিবে।

(শরহে মুসলিম- পৃঃ ৩১৬)

অনুরূপভাবে কারো ব্যাপারে যদি কোন শরীয়ত বিরোধী অসমীচীন কথা শুনতে পাও, তাহলে সাথে সাথে তার প্রতি বদগুমানী করতে আরম্ভ করে দিবে না। প্রভাবিতও হবে না। বরং মস্তিষ্ক থেকে তা বের করে দিবে এবং এর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। অথবা তার ভাল ব্যাখ্যা খুঁজে বের করে নিবে। যেমন কুরআনে পাকের মধ্যে এ ব্যাপারে তাকীদ এসেছে যে, কোন মুমিন ব্যক্তি যার সততা এবং ভালোর দিক প্রকাশ্য, তার ব্যাপারে কোন অসমীচীন সংবাদ শুনে ফায়সালা করবে না।

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا.

(সূরা নূর)

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, কোন মুসলিমের ব্যাপারে কোন গোনাহ্ বা দোষ শরয়ী প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়, ততক্ষণ তার প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং বিনা প্রমাণে তাকে অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত করাকে অন্যায় ও অনুচিত মনে করা ঈমানের প্রকৃত দাবী। (মাআরেফুল কুরআন)

www.pathagar.com

মাশওয়ারা বা পরামর্শ

পরামর্শ সম্পর্কে কুরআনের বাণী

কুরআনে কারীম দুই জায়গায় পরামর্শের প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। সূরা শুআরার মধ্যে কামেল মুমিনের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ

তাদের কার্যক্রম পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, পরামর্শের সম্পর্ক ঈমানের পূর্ণতার সাথে। স্বৈরাচারী ও অহংকারী ব্যক্তিদের নিয়ম হল সে নিজেকে নিজে সর্বাধিক সিদ্ধান্ত দানকারী এবং অধিক বুদ্ধিমান মনে করে বিনা পরামর্শে কার্যক্রম সম্পাদন করে। নবী করীম সা. কেও পরামর্শের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন নবী করীম সা. বদর যুদ্ধের কয়েদীদের সম্পর্কে সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেছেন। উহুদ যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার সন্ধিক্ষেত্রে গুরুত্বসহকারে পরামর্শ করেছেন। খুলাফায়ে রাশেদীনগণও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। হযরত ওমর ফারুক সা. তো সাধারণ সাধারণ ব্যাপারেও ছোটদের সাথে পরামর্শ করেছেন।

সুতরাং এমন সব দীনী ও দুনিয়াবী বিষয় যার মধ্যে কুরআন-হাদীসের বিধান স্পষ্ট নয় সেখানে পরামর্শ করা রাসূলে পাক রা. সাহাবায়ে কেরাম রা. এবং পূর্বসূরীদের সুন্নত এবং বরকতের কারণ। আর ফলাফলের দিক দিয়ে শরয়ী বিধানের মর্যাদাসম্পন্ন।

পরামর্শের ক্ষেত্র

স্মরণ রাখবেন, পরামর্শের নির্দেশ সর্বক্ষেত্রে নয়। পরামর্শের নির্দেশ ঐ সমস্ত বিষয়ে যে ব্যাপারে কুরআন হাদীসের স্পষ্ট বিধান বিদ্যমান নেই। যেমন ইলমে দীন অর্জন করবে কি করবে না এ ব্যাপারে পরামর্শ করবে না। হ্যাঁ, তবে এতটুকু পরামর্শ করতে পারে যে, কোথায় যাবে? কোন ধারা, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনামূলক বিষয়ে পরামর্শের গুরুত্ব

স্মরণ রাখবেন, ব্যবস্থাপনামূলক বিষয়ে এন্তেজামী সদস্য যারা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে, তাদের সাথে চূড়ান্ত পরামর্শ করা জরুরী। চাই তারা অধিনস্তই হোক না কেন।

এতে ব্যবস্থাপনামূলক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তার অবস্থা ও অর্থের গতি কোনদিকে ধাবিত হতে যাচ্ছে অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত এর কতটুকু সাফল্য প্রকাশ পাবে এবং পরবর্তীতে এর কী ফলাফল সামনে আসবে। আজকাল সাধারণত আত্মসম্মানবোধ এবং স্বীয় কাল্পনিক প্রতিপত্তি ও পদের নেশায় মত্ত হয়ে পরামর্শকে নিজের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে থাকে। যার ফলাফল স্পষ্ট ও দৃশ্যমান হয়ে যায়। তার ব্যবস্থাপনা অন্যদের দৃষ্টিতে ব্যর্থ গণ্য হয়। অথচ সে তা উপলব্ধি করতে পারে না। যখন ত্রুটি এবং অনভিজ্ঞতার আভা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তখন সে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করে বা করানো হয়।

যদি এ লোকটি সুন্নত অনুযায়ী পরামর্শের মাধ্যমে কার্যাবলী সম্পাদন করত তাহলে ব্যর্থতার শিকার হতে হতো না।

নামকাওয়াস্তে পরামর্শ

আজকাল সাধারণতঃ পরামর্শ করাই হয় না। যদি হয়েও থাকে তাও শুধু দায় সারার জন্য। মাশওয়ারার পূর্ব থেকেই একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত মনে মনে স্থির করে নেওয়া হয়, অতঃপর মজলিসে এর সত্যায়ন করা উদ্দেশ্য থাকে, অধিনস্থগণ দায়ে পড়ে সমর্থন দিয়ে দেয় অথবা পূর্ব থেকে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করে নেওয়া হয় এবং মজলিসে সেটাকেই দৃঢ় করা হয়।

পরামর্শ কার সাথে হবে?

যে কাজের ব্যাপারে পরামর্শ করবে, তা সে বিষয়ে অবগত এবং যথার্থ অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করবে। যেমন চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ করবে ভাল চিকিৎসকের সাথে। কোন বাবুর্চী বা ঘাস কাটা লোকের সাথে করবে না। মাশওয়ারার ব্যাপারে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে যে, সে যেন দীনদার হয়। যাতে দুনিয়াবী কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে দীনের মধ্যে ঘাটতি সৃষ্টি না করে। সুতরাং নির্দেশ হচ্ছে যে, মাশওয়ারা করবে বুঝবান দীনদার লোকের সাথে, যাতে দীনের ক্ষতি না হয়।

www.pathagar.com

মাশওয়ারা দ্বারা কল্যাণকর দিক বের হয়ে আসে

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানের সাথে পরামর্শ করল, আল্লাহ্ পাক তাকে কল্যাণময় পথের দিক নির্দেশনা দান করবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ৯৬)

ফায়দা : যে মাশওয়ারার মাধ্যমে নিজের গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য কল্যাণের পথ উম্মুক্ত করে দেন এবং এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হাসান বসরী র. বলেন, যখন কোন জাতি মাশওয়ারা করে কাজ করে, তখন অবশ্যই তাকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৮৭)

যে মাশওয়ারা করে সে সঙ্কটে পড়ে না

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এস্তেখারা করল সে সঙ্কটের মধ্যে পতিত হবে না। যে ব্যক্তি মাশওয়ারা করল, সে লজ্জিত হবে না। যে ব্যক্তি খরচার ক্ষেত্রে মিতব্যায়িতা অবলম্বন করল সে অভাবগ্রস্ত হবে না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ৮)

ফায়দা : মাশওয়ারার দ্বারা যেহেতু কল্যাণের পথ খুলে যায়, এজন্য লজ্জার সম্মুখীন হবে না। যদি কোন কারণে খোদা না করুন কোন সমস্যা দেখা যায়ও, তবু মনে সান্ত্বনা আসবে যে, আমি মাশওয়ারা করে কাজ করেছি। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর সাহায্য আসবে। খাস করে মাদরাসা, মসজিদ এবং জাতীয় ধর্মীয় বিষয়ে মাশওয়ারা করে কাজ করা খুবই কল্যাণকর এবং ফেতনা ফাসাদ নিরসনে উপকারী। এজন্য সকল মাদরাসাগুলোতে শূরার নেজাম থাকে।

বুঝবান লোকের সাথে পরামর্শ করবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সঠিক সিদ্ধান্তদানকারী বুঝবান লোকের সাথে পরামর্শ করবে, সঠিক দিক নির্দেশনা পাবে। আর পরামর্শের বিপরীত কাজ করবে না, তাহলে লজ্জিত হবে। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৪১০)

ফায়দা : মাশওয়ারায় যেটা পাশ হয়ে যায়, আল্লাহর ওপর ভরসা করে সেটাই করবে। এর বিপরীত করবে না, তাহলে লজ্জিত হতে হবে এবং আল্লাহর সাহায্য পাবে না।

www.pathagar.com

কার সাথে পরামর্শ করবে?

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মাশওয়ারা বা পরামর্শ করবে দীনদার, বুঝবান এবং আমলওয়ালা লোকের সাথে। নিজের মতামতকে সেখানে চাপিয়ে দিবে না। (তাবরানী, কানয- পৃঃ ৪১১)

ফায়দা : পরামর্শ করবে সর্বদা দীনদার লোকের সাথে। যাতে দীনকে সামনে রেখে পরামর্শ দান করে। যেমন কোন দুনিয়াদার লোকের সাথে নাজায়েয সুদী ব্যবসা সম্পর্কে পরামর্শ চায় তাহলে সে তা গ্রহণের জন্য অবশ্যই পরামর্শ দিবে। পক্ষান্তরে দীনদার ব্যক্তি তাকে কখনো এর পরামর্শ দিবে না। অনুরূপভাবে মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর ব্যাপারে, টেলিভিশনের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে দুনিয়াদার লোক তা সমর্থন করবে কিন্তু কোন দীনদার লোক তা সমর্থন করবে না। সুতরাং পরামর্শ করবে কোন নেককার লোকের সাথে।

পরামর্শ দ্বারা কল্যাণের দিকে দিক নির্দেশনা

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা করে সে যেন অত্র বিষয়ে কোন মুসলমানের সাথে পরামর্শ করে। তাহলে আল্লাহ পাক তাকে সে বিষয়ে কল্যাণের দিক নির্দেশনা দান করেন। (তাবরানী, কানয- পৃঃ ৪০৯)

পরামর্শ কল্যাণের কারণ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের শাসকবর্গ সৎ হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজ পরস্পরের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্তমাফিক হবে। তখন ভূপৃষ্ঠ ভূগর্ভ হতে উত্তম হবে। (তিরমিযী- পৃঃ ৫২)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল যে, এলাকার এন্তেজামী বিষয়গুলো পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান হওয়া কল্যাণের কারণ। পক্ষান্তরে ব্যবস্থাপক এবং শাসক যদি নিজের মর্জি অনুযায়ী যা ইচ্ছা তাই করে তাহলে এটা সমস্যা এবং ফিতনার কারণ। এটা এমন একটা যুগ, শাসক এবং ব্যবস্থাপক পরামর্শ ছাড়া মনমত যা ইচ্ছা তাই করে। এটা একটা ফেতনার যুগ সুতরাং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যারা আছেন তাদের মধ্যে এ বিষয়টিই প্রকটভাবে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। পরামর্শ এ জন্য করে না যে, কাউকে সঠিক সিদ্ধান্ত দানকারী মনে না অথবা আস্থা নেই কিংবা এ জন্য করে না যে, নিজের মন মত হবে না অথবা নিজের দুর্বলতার কারণে ভয় পায় যে, স্বীয় মতামতকে উপরে রাখতে পারবে না। ঠিক এই কারণেই কার্যক্ষেত্রে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে ভাল ফলাফল প্রকাশ পায় না।

www.pathagar.com

কার সাথে পরামর্শ করবে?

হযরত তালহা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, ছিলায়ে রেহমী (দান সদকা) এর ক্ষেত্রে কৃপণের সাথে, জিহাদের ক্ষেত্রে কাপুরুষের সাথে, বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে যুবকের সাথে পরামর্শ করবে না।

(মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৭৬০, কানযুল উম্মাল- খঃ ৩, পৃঃ ৭৯০)

ফায়দা : যেহেতু এরা নিজেরাই কল্যাণের ওপর নেই, তাহলে অন্যকে কীভাবে কল্যাণের পরামর্শ দিবে। কবির ভাষায়-

নিজেই যারা দিশাহারা, দিশা দিবে কেমনে তারা?

বিবাহশাদীর ক্ষেত্রে প্রবীণ লোকের সাথে পরামর্শ করবে, যেহেতু সে অভিজ্ঞতার যুগ পেরিয়ে এসেছে। নবীন বয়সী তরুণ প্রবৃত্তিকে সামনে রেখে পরামর্শ দিবে, যা সাময়িকভাবে আকর্ষণীয় দেখা যাবে কিন্তু পরিণামের দিক দিয়ে তা ধ্বংসাত্মক হবে। যেমন সে বিবাহের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও সম্পদকে বুনিয়াদ বানাবে। আখলাক, চরিত্র এবং সামাজিক কল্যাণ, পারস্পরিক কল্যাণের কথা বিবেচনা করবে না।

ভুল পরামর্শদাতা খেয়ানতকারী

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার নিকট কোন মুসলমান ব্যক্তি পরামর্শ চাইল এবং সে না বুঝে শুনে চিন্তা ফিকির না করে পরামর্শ দিল, সে খেয়ানত করল। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৮৭)
অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে ব্যক্তি জেনে বুঝে কল্যাণ বিরোধী পরামর্শ দিল সে খেয়ানত করল। (কানযুল উম্মাল)

পরামর্শদাতা দায়িত্বশীল হয়ে থাকে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যার থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় সে দায়িত্বশীল হয়ে থাকে। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৯৯)

ফায়দা : কতিপয় লোক কল্যাণের দিক জানা থাকা সত্ত্বেও উল্টো পরামর্শ দান করে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়। এটা নিতান্তই খারাপ। এ ধরনের লোক খেয়ানতকারী। যেমন কোন ব্যক্তি পরামর্শ চাইল যে, অমুক জায়গায় শিক্ষা অর্জন করতে চাই অথবা অমুকের ওখানে কাজ করতে চাই আর সে জানে যে ভাল এবং কল্যাণকর কিন্তু ঐ ব্যক্তির উক্ত স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে ভাল ধারণা বা সুসম্পর্ক নেই অথবা ভাবছে যে, সে যদি এরূপ করে তাহলে আমার চেয়ে অগ্রসর হয়ে যাবে। সুতরাং সে তার বিপরীত পরামর্শ দিল।

www.pathagar.com

সাধারণতঃ যে ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করা হয় তার দায়িত্বের অর্থ হচ্ছে কল্যাণ কামনা এবং প্রত্যেকটা দিক লক্ষ্য করে চিন্তা-ভাবনা করে পরামর্শ দান করবে। এমন যেন না হয় যে, শত্রুতা, বিরোধিতা বা হিংসার কারণে অসমীচীন পরামর্শ দিয়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করল। যেমন কতিপয় অসৎ লোক এমন করে অন্যকে পেরেশানীর মধ্যে ফেলে দেয়। কিছু খারাপ স্বভাববিশিষ্ট মানুষ কল্যাণবিরোধী ক্ষতিকর পরামর্শ দান করে ফাঁসিয়ে দেওয়াটাকে যোগ্যতা মনে করে থাকে। এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। এটা শুধু ইসলামই নয় বরং মানবতারও পরিপন্থী।

ছোটদের সাথেও পরামর্শ করবে

ইবনে শিহাব যুহরী র. বলেন, ওমর ফারুক রা. কোন ব্যাপারে প্রয়োজন হলে যুবকদেরকে ডেকে পরামর্শ করতেন এবং তাদের তীক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা উপকৃত হতেন। (কানযুল উম্মাল- পৃ: ৭৮৯)

ফায়দা : জানা নেই কে কি ধরনের বুদ্ধির অধিকারী এবং কার নিকট মুয়ামালার লাভক্ষতি স্পষ্ট। সুতরাং নিজের থেকে কম বয়সীদের সাথেও পরামর্শ করবে। এ দ্বারা বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তরুণদের বুদ্ধি ও মেধা দ্বারা কল্যাণ ও উপকারের দিকগুলোও স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাদের সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। ইমাম আব্দুল বার মালেকী র. جامع بيان العلم এর মধ্যে লিখেছেন, হযরত ওমর রা. -এর মজলিসে তরুণ, বয়স্ক, কারীগণের সমাবেশ ঘটত। তিনি তাদের সাথে অধিকাংশ সময় পরামর্শ করতেন।

কল্যাণ ও বরকতের জন্য পরামর্শের নির্দেশ

হযরত যাহহাক র. হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা নবী করীম সা.কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, পরামর্শ করবে, কারণ পরামর্শের রয়েছে মধ্যে কল্যাণ ও বরকত। (সুবুলুল হুদা- খ: ৯, পৃ: ৩৯৮)

ফায়দা: নবী করীম সা. কে যখন পরামর্শের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন উম্মতের প্রতি তো অবশ্যই নির্দেশ থাকবে এবং তাকীদ থাকবে। আজকাল পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করা হয় না। যার ফলে কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হয়। বরকতের পরিবর্তে বেবরকতী হয়। যখন দিলের মধ্য কোন বিষয়কে হক ও ইনসাফের বিপরীত বাস্তবায়িত করার প্রতিজ্ঞা থাকে, অন্যভাবে বলতে গেলে দিলের মধ্যে যখন চোর ঢুকে, তখন পরামর্শ করা হয় না। যেহেতু নফসের পূজার ওপর ভিত্তি তাই ফলাফল ভাল হয় না। সঠিকভাবে এবং সুন্নত অনুসারে পরামর্শ করলে অনিষ্ট হবে না এবং ভবিষ্যতে কল্যাণের দিকটা প্রকাশ হবে। যদ্বারা দীন দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই কল্যাণের ওপর থাকবে।

www.pathagar.com

ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা

ইনসাফ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ইনসাফের নির্দেশ দিচ্ছেন।

কালামুল্লাহ্ শরীফের অসংখ্য আয়াতে ইনসাফ সম্পর্কে নির্দেশ এসেছে। উক্ত আয়াতের মধ্যে যে কয়টা ভাল কথার নির্দেশ এসেছে তার মধ্যে ইনসাফের নির্দেশ সর্বপ্রথম। ইনসাফ আইন কানুনের সাথে সম্পৃক্ত এবং ইহসান করা ও ক্ষমা করা আখলাকের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ্ পাক বিশ্বের নেজাম ও শৃঙ্খলাকে ঠিক রাখার জন্য সর্বপ্রথম ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর ইহসানের প্রতি তাকীদ করেছেন। সাধারণ মুআমালা তথা দৈনন্দিন বেচাকেনা এবং পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় আদল এবং ইনসাফের। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোটখাট মুআমালায় যখন ইনসাফের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে সেখানে ইন্তেজামী মুআমালা যার অধিনে অনেক মানুষ কাজ করে, সেখানে তো অবশ্যই প্রয়োজন। ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে প্রশাসন ও রাজত্বের সফলতার স্তম্ভ এবং বুনিয়াদ, চাই সে প্রশাসন ও রাজত্ব যে পর্যায়েরই হোক না কেন (যেমন সচিবের দায়িত্ব, প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব, মুহতামিমের দায়িত্ব)। উন্নতি ও সাফল্যের প্রাণ হচ্ছে আদল ও ইনসাফ। এমন যেন না হয় যে, আপন পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও দূরবর্তীর মতো পার্থক্য হয়ে যাবে। কারো মতানৈক্য ও বিরোধিতা যেন ইনসাফের আঁচলকে হাত থেকে ছাড়াতে না পারে। কারণ এটা বিরাট নাজুক ব্যাপার। এ কারণে কুরআন মজীদ তাকীদ করে বলেছে- ولا يجرمنكم شنان قوم

মুনসিফ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী হবে

হযরত আবু সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হবে যে মুনসিফ এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক। আর সবচেয়ে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর গজবে আক্রান্ত হবে ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা মানুষের হক নষ্ট করে। (মেশকাত- পৃঃ ৩২২)

www.pathagar.com

আল্লাহর ছায়ায় কে অগ্রগামী হবে?

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান কেয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ায় কে অগ্রগামী হবে? নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঐ সমস্ত লোক যাদেরকে হক কথা বললে গ্রহণ করে, তাদের কাছে হাত পাতলে দান করে এবং মানুষের ক্ষেত্রে ফায়সালা করে নিজের ক্ষেত্রে যেমন ফায়সালা করে। (মেশকাত- পৃ: ৩২২)

ইনসাফকারীদের অবস্থান

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে সমস্ত লোক নিজেদের ব্যাপারে ইনসাফকারী হবে তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটবর্তী স্থানে ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বারের উপর অবস্থান করবে।

(মেশকাত- খ: ২, পৃ: ১২১)

ফায়দা : যেহেতু ইনসাফ করা একটি কঠিন ব্যাপার। সৌভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক, যারা পরকালে এহেন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে- একথা চিন্তা করে হক ও ইনসাফের আঁচল ছেড়ে যায় না।

প্রত্যেককে অধিনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি দায়িত্বশীল। প্রত্যেককে তাদের অধিনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে (যে, অধিনস্তদের প্রতি ইনসাফ করেছে কি না)। সুতরাং যে শাসক জনগণের প্রতিনিধি, তাকে প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ লোকেরা তাদের পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণকারী। সুতরাং তাদেরকে পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মহিলা গৃহকর্ত্রীকে স্বামীর ঘর, সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম মালিকের সম্পদের জিম্মাদার, তাকে মালিকের সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সাবধান! শুনে রাখ! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (বুখারী, মেশকাত- পৃ: ৭৭৯)

ন্যায়পরায়ণ শাসক মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির দুআ ফেরত দেয়া হয় না। রোজাদারের দুআ, ইফতার করা পর্যন্ত। ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ এবং মজলুমের দুআ। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ১৬৬)

www.pathagar.com

ইনসাফপূর্ণ একটি মুহূর্তের ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হে আবু হুরায়রা! ইনসাফপূর্ণ একটি মুহূর্ত সত্তর বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (তারগীব- পৃঃ ১৬৮)

ইনসাফ এবং দায়িত্ব পালন না করার শাস্তি

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দশজন ব্যক্তির দায়িত্বশীল হবে তাকে হাত বেঁধে উপস্থিত করা হবে। তার ইনসাফই কেবল তাকে বন্ধন মুক্ত করতে পারবে। (তারগীব- পৃঃ ১৭৪)

হযরত আবু দারদা রা. এর বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি তিন ব্যক্তির জিম্মাদার হবে, তার ডান হাত বাঁধা থাকবে, ইনসাফই কেবল তাকে মুক্ত করতে পারবে। নয়তো তার জুলুম তাকে আরো আটকে দিবে। (তারগীব- পৃঃ ১৭৪)

ফায়দা : বড় ভয় ও আশঙ্কার কথা যে, যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়ে দায়িত্ব পালন করবে না, কিয়ামতের দিন তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত করা হবে না, যতক্ষণ না তার ইনসাফের কথা প্রমাণিত হয়।

দায়িত্বে অবহেলাকারী জান্নাতের সুগন্ধীও পাবে না

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে যাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে তা সেভাবে পালন করেনি, যেভাবে সে নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালন করে থাকে, সে জান্নাতের সুগন্ধীও পাবে না। (তারগীব- পৃঃ ১৭৫)

ফায়দা : অর্থাৎ যে ব্যক্তিকে কোন ধরনের দায়িত্ব অধিনস্তদের ইন্তেজাম অথবা কোন জাতীয় কর্মকাণ্ড অর্পণ করা হল এবং সে এটাকে যথার্থভাবে পালন করল না। অবহেলা করল, স্বীয় স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকল, অন্যদের ক্ষতি হয় হোক তাতে কী? এমন ব্যক্তি উক্ত ধমকের উপযুক্ত হবে।

যে ব্যক্তি স্বীয় অধিনস্তদের মঙ্গল কামনা করবে না ......

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কায়-কারবারের দায়িত্ব গ্রহণ করে অতঃপর তার জন্য চেষ্টা করে না ও তাদের মঙ্গল কামনা করে না, সে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, তারগীব- পৃঃ ১৭৬)

ফায়দা : দায়িত্ব পালনে অলসতা বা অবহেলা করবে না। স্বীয় অধিনস্ত দেরকে ক্ষতির মধ্যে নিপতিত করে নিজের লাভ খুঁজবে না। সর্বদা তাদের কল্যাণের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে অধিনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তিই দায়িত্বশীল হবে তাকে অধিনস্তদের ব্যপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তাদের হক আদায় করেছ নাকি নষ্ট করেছ।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৫, পৃঃ ২১০)

ফায়দা : দায়িত্ব বড় হোক বা ছোট হোক, জাতির হোক বা পরিবার-পরিজনের হোক- প্রত্যেক দায়িত্বের ব্যাপারেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ব্যবস্থাপক মাদরাসার হোক বা মক্তবের, রাজনৈতিক হোক বা জাতীয় ও ধর্মীয় হোক, প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি শুধু নাম ও শাসন চালানোর জন্য ছিলে, নাকি সেবা ও কল্যাণ সাধনের জন্য?

উম্মত কতক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে?

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, এই উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে, যতক্ষণ কথা বলবে সত্য বলবে, ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবে ও কেউ করুণা প্রার্থনা করলে তাকে করুণা করবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৫, পৃঃ ১৯৯)

ফায়দা : অর্থাৎ ফায়সালার ক্ষেত্রে আত্মীয়তা, স্বজনপ্রীতি অথবা স্বার্থ ও সম্পর্কের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না, হক ফায়সালা করবে। এতে যদি পার্থিব সম্পর্ক খারাপ হয় তাও পরোয়া করবে না। সত্য জিনিস বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অধিকারী প্রার্থীরা যেন তাদের অধিকার ঠিকমত পেয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

নবী করীম সা. -এর ইনসাফের একটি ঘটনা

হযরত জাবের রা. বলেন, আমি নিজের ঘরে ছিলাম। নবী করীম সা. আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, আমার কাছে এসো। (কাছে গেলে) আমার হাত ধরলেন এবং উম্মে সালমা ও জয়নাবের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং ভিতরে গিয়ে আমার ব্যাপারে অনুমতি নিয়ে এলেন। আমি প্রবেশ করলাম। সেখানে পর্দার ব্যবস্থা ছিল। নবী করীম সা. তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের নিকট খানা আছে? তারা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনটি রুটি আনা হল, রাখা হলো পরিষ্কার দস্তরখানার উপর। নবী করীম সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তরকারী নেই? তারা বললেন, অল্প কিছু সিরকা আছে। নবী করীম সা. বললেন, নিয়ে এসো। সুতরাং আনা হল। এরপর নবী

www.pathagar.com

করীম সা. একটা রুটি নিজের সামনে ও একটি আমার সামনে রাখলেন, অতঃপর আরেকটি দ্বিখণ্ডিত করে অর্ধেক নিজের সামনে এবং অর্ধেক আমার সামনে রাখলেন। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৩৭১)

ফায়দা : দেখুন অন্যের হকের ব্যাপারে কেমন খেয়াল! নিজের জন্য যতটুকু অন্যের জন্যও ঠিক ততটুকুই। এই হলো ইনসাফের নমুনা।

www.pathagar.com

সংঘবদ্ধতা ও ঐক্য

সংঘবদ্ধতা রহমত

হযরত নোমান ইবনে বাশীর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সংঘবদ্ধতা এবং ঐক্যের পরিমাণ রহমত আর বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্যের পরিমাণ শাস্তি। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৫, পৃঃ ২২০)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন, এখানে যে মতানৈক্যের নিন্দা করা হয়েছে তার দ্বারা ইলমী মতানৈক্য উদ্দেশ্য নয়, কারণ তাতে রয়েছে রহমত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মতানৈক্য যা দীন, সুন্নত ও আল্লাহর থেকে দূরে সরে গিয়ে হবে।

দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বিপদের কারণ

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, শয়তান মানুষের জন্য বাঘের মত। সে একা পেলে মানুষ শিকার করে নিয়ে যায়। চিতাবাঘ যেমন ছাগল ধরে নিয়ে যায়। সুতরাং সাবধান তোমরা বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য হতে বেঁচে থাক। তোমরা অবশ্যই সংঘবদ্ধ থাকবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৫, পৃঃ ২২২)

দল এবং দলবদ্ধতা আল্লাহর রজ্জু

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য দলের অনুসরণ এবং দলবদ্ধতা আবশ্যক। এটা আল্লাহর রজ্জু, যা ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৫, পৃঃ ২২৫)

দল থেকে বিচ্ছিন্নতা জাহান্নামের কারণ

হযরত সাঈদ ইবনে জানাদাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দল থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করল সে উপুড় হয়ে জাহান্নামের মধ্যে পতিত হল। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৫, পৃঃ ২২৪)

ফায়দা : সংঘবদ্ধতা এবং দলবদ্ধতার দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসলাম ও আকায়েদে ইসলামের ব্যাপারে ঐক্য। সমাজে দীন, দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়ার আমল নেই। যদি কেউ তাকওয়া, পরহেজগারী ও দীন রক্ষার

www.pathagar.com

জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে একাগ্রতার সাথে ইবাদতে মগ্ন হয় তাহলে নিন্দনীয় হবে না বরং প্রশংসনীয় হবে।

জামাতের সাথে আল্লাহর সাহায্য

হযরত আরফাজা রা. বলেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জামাত বা দলের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। আর জামাত হতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সাথে রয়েছে শয়তান। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৫, পৃ: ১০১)

ফায়দা : যে কাজ সংঘবদ্ধতার মাপকাঠির ওপর থাকবে ইসলাম ও মুসলমানের জামাত তার দ্বারা উপকৃত হবে। কোন ব্যক্তি, গোত্র বা বংশের জন্য খাস হবে না। উক্ত কাজের ওপর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। আর যে কাজের দ্বারা ইসলাম এবং সাধারণ মুসলমানের উপকার হচ্ছে তার বিরুদ্ধাচরণকারী শয়তান।

জামাত থেকে বিচ্ছিন্নতা, ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্নতা

হযরত আবু জর রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জামাত বা দল থেকে এক বিঘৎ পরিমাণ পৃথক হল সে ইসলামের রজ্জুকে গরদান থেকে দূরে নিক্ষেপ করল। (মেশকাত)

জামাতের মর্মার্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের বাতলানো আকীদা বিশ্বাস ও সাহাবা রা. গণের আদর্শ এবং তাবেঈন র. এর তরীকা যে গুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছে সমগ্র উম্মত।

বৃহৎ দলের অনুসরণের নির্দেশ

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, বৃহৎ দলের অনুসরণ কর। যে এর থেকে পৃথক হয়ে গেল সে জাহান্নামে নিপতিত হল। (মেশকাত- পৃ: ৩০)

বৃহৎ দল বলতে উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরাম রা. তাবেঈন র. এবং তাদের তরীকার অনুসারীগণ। এর দ্বারা ঐ বিদআতী দল উদ্দেশ্য নয় যারা দীনের মধ্যে বিদআতকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে এবং সুন্নতের প্রতি উদাসীন হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রা. এবং তাবেঈন র. এর পথ ছেড়ে নফস এবং দুনিয়ার স্বার্থ যার মধ্যে আছে, সেগুলোর অনুসরণ করেছে। اللهم احفظنا।

জামাতের মধ্যে বরকত রয়েছে

হযরত সালমান ফারসী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তিন জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে। ১. জামাতের মধ্যে (সংঘবদ্ধতা এবং

www.pathagar.com

ঐক্যের সাথে থাকার মধ্যে) ২. সারীদ (গোশতের ঝোলের মধ্যে রুটি দিয়ে প্রস্তুতকৃত খাবার) এর মধ্যে এবং ৩. সাহরীর মধ্যে। (বায়হাকী- পৃ: ৬৮)

ফায়দা : উদ্দেশ্য হল মুসলিম উম্মাহর সাথে জুড়ে থাকা। যৌথ এবং জাতীয়, ধর্মীয় এবং সামাজিক কার্যক্রম পরস্পর মিলিত হয়ে থাকা ছাড়া বাস্তবায়িত হয় না। সংঘবদ্ধতার মধ্যে মুসলমানদের যে শক্তি রয়েছে, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তা নেই।

স্মরণ রাখবেন! এখানে উদ্দেশ্য হলো ঈমানদারদের জামাত। দুরাচার-পাপিষ্ঠ ও স্বেচ্ছাচারীদের জামাত নয়। কারণ তাদের সাথে মিল রেখে চললে দীন ও ঈমানদারী ধ্বংস হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

মানুষের মাঝে মীমাংসা ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি

মানুষের মাঝে মীমাংসা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُم وَاتَّقُوْا اللهَ.

মুমিনগণ পরস্পর একে অপরের ভাই। সুতরাং নিজের ভাই বেরাদারের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর (অর্থাৎ যদি দুই ব্যক্তি বা দু'টি দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব অথবা মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দাও)। (তাফসীরে কুরতুবী- খঃ ১৬, পৃঃ ৩০৮)

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধিতার সময় মীমাংসা এবং পরস্পরের মাঝে মিল-মহব্বত করে দেওয়া দীন ও দুনিয়ার বিরাট ফায়দার কারণ। বিবাদ ও মতবিরোধিতা জিইয়ে রাখলে শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং অসংখ্য স্বভাবগত উল্টাপাল্টা ও ক্ষতি দেখা দেয়। মতবিরোধ যত দীর্ঘ হয় শিকড়ও তত শক্ত হতে থাকে, এমনকি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে খাড়া করে। এরপর শুধু ঐ ব্যক্তি একাই প্রভাবিত হয় না বরং তার সথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং মহব্বতের যারা আছে সকলকে জড়িয়ে নেয়। অতঃপর মীমাংসা, সন্ধি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক পুনরায় গড়ে তোলার সম্ভাবনা সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে আসে। এজন্য সূচনালগ্নেই যেন মীমাংসা এবং মহব্বত সৃষ্টির পথ অবলম্বন করা হয়, যেন এই কুচক্রী জীবাণু বেঁচে থেকে খারাপ ফলাফল এবং অশুভ পরিণতি ডেকে আনতে না পারে এবং এই একক ও ব্যক্তিগত বিবাদ যেন পরে বংশগত এবং আঞ্চলিক বিবাদের রূপ ধারণ না করতে পারে।

বিবাদ মীমাংসা করে দেয়া নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের রোযা, নামায, সদকা হতে উত্তম আমল বলে দিব কি? (সাহাবাগণ) বললেন, জি হ্যাঁ। নবী করীম সা. বললেন, দুই ব্যক্তির মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দেওয়া। কারণ দুই ব্যক্তির মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং ফাসাদ ন্যাড়া করে দেয়। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৭৩)

www.pathagar.com

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, (দ্বন্দ্ব) ন্যাড়া করে দেয় অর্থ আমি এ বলছি না যে, চুলকে ন্যাড়া করে দেয় বরং আমি বলছি যে দীনকে ন্যাড়া করে দেয়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, নামায এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করার চেয়ে বড় আর কোন আমল নেই। (তারগীব- পৃঃ ৪৮৯)

ফায়দা : অর্থাৎ নফল এবং মুস্তাহাবের চেয়ে বড় আমল হচ্ছে দুই ব্যক্তির মধ্যকার বিবাদ দূর করে দিয়ে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দেওয়া। কারণ এর দ্বারা অনেক প্রকার কল্যাণ লাভ হয়, অনেক প্রকার অনিষ্টতা দূর হয়।

আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টিমূলক আমল

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের আমল বলে দিব কি?

(সাহাবাগণ) বললেন, হ্যাঁ, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের মাঝে যখন বিবাদ ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে, তখন তোমরা সন্ধি সৃষ্টি করে দাও। তারা যদি তোমাদের থেকে দূরে থাকে তাহলে তোমরা তাদের কাছে এগিয়ে যাও। কারণ তোমরাও যদি দূরে থাক, তাহলে হক নষ্ট হবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪৮৯)

প্রিয়তম সদকা কী?

হযরত আইয়ুব রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. আমাকে বলেন, হে আইয়ুব! আমি তোমাকে এমন একটি সদকার কথা বলে দিব কি, যা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট প্রিয়? মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দাও, যখন তাদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিবাদ সৃষ্টি হয়। (তারগীব- পৃঃ ৪৮৯)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. এর বর্ণনায় এসেছে দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া সর্বোত্তম সদকা। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ৪৮৯)

প্রতিটি শব্দের জন্য একটি করে গোলাম আযাদের সওয়াব

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা এবং সুসম্পর্কের জন্য চেষ্টা করবে আল্লাহ্ পাক তার মুয়ামালাকে দুরস্ত করে দিবেন এবং প্রত্যেক শব্দের পরিবর্তে একটি করে গোলাম আযাদ করার সওয়াব দান করবে। ফলে সে নিজের অতীত গোনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪৮৯)

নামায এবং দান থেকেও অধিক সওয়াব

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ র. বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব আমাকে বললেন, তোমাকে নামায রোযা হতেও অধিক সওয়াবের জিনিস বলে দিব কি? বলা

www.pathagar.com

হল, হ্যাঁ, বলুন। তিনি বললেন, দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া। সাবধান! শত্রুতা ও বিবাদ থেকে বিরত থেক। এটি দীনকে ন্যাড়া করে দেয়। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত নামায, রোযা হতেও বড় জিনিস হচ্ছে দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া। (কানযুল উম্মাল- খ: ৩, পৃ: ৫৮)

ফায়দা : উপরোক্ত সমস্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা গেল যে, দুই ব্যক্তি বা দু'টি দলের মাঝে যদি কোন বিবাদ. মতবিরোধ, শত্রুতা, বৈরিতা সৃষ্টি হয় তাহলে তাদের মাঝে বন্ধন, মিলতাল এবং সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়া বিরাট সওয়াবের কাজ। নামায রোযার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দ্বন্দ্ব কলহ দীন দুনিয়ার বড় বড় ক্ষতি ডেকে আনে। অনেক সময় হত্যাকাণ্ডেরও অবকাশ এসে যায়। এজন্যই শরীয়ত এর প্রতি অনেক তাকীদ করেছে, এর প্রতি উৎসাহিত করেছে। বর্তমান যুগে মানুষ এ ধরনের মুয়ামালার দিকে অগ্রসর হয় না। বলে যে, আমাদের কি দরকার? যা ইচ্ছে তাই করুক। অনেকে তো এ পর্যন্তও বলে ফেলে যে, ভাল হয়েছে। ওদের গণ্ডগোলে আমাদের ফায়দা আছে। এ শ্রেণীর লোক মূলতঃ উত্তম আখলাকের অভ্যাস, এর মহান সওয়াব, পরিবেশগত পবিত্রতা ও তার উপকারিতা সম্পর্কে উদাসীন। তারা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত লাভ ও স্বার্থের প্রবক্তা। ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের মনমানসিকতা ও ধ্যানধারণাকে পছন্দ করে না।

কারণ এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সামাজিক শৃংখলা রক্ষার জন্য খুবই জরুরী। এমনকি এর জন্য মিথ্যা কথা বলাও অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

মীমাংসার ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা মিথ্যা নয়

উম্মে কুলসুম রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য (মিথ্যা) কথা বলবে, তা মিথ্যা হবে না। হয়তো সে কল্যাণের কথা বলবে নয়তো কল্যাণ সাধন করবে।

(মুসলিম- পৃ: ৩২৫)

ইবনে শিহাব যুহরী র. বর্ণনা করেন, মিথ্যা কথা বলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তিনটি ক্ষেত্রে। ১. দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করার ক্ষেত্রে। ২. স্বামীর জন্য ৩. স্ত্রীর জন্য স্বামীর সাথে ভালবাসা এবং মহব্বতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

ফায়দা : মীমাংসা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এর উপকারিতা ও ফলাফল যেহেতু বিরাট গুরুত্বের দাবীদার। তাই মীমাংসার ব্যাপারে কোন

www.pathagar.com

কথা যদি বাস্তবতার বিপরীত বলার অবকাশও এসে যায়, তাহলে গোনাহগার হবে না। যেমন একে অন্যের ব্যাপারে অনর্থকভাবে অসমীচীন কথা বলল, যদ্বারা গোলমাল ও বিবাদের আগুন আরো অধিক মাত্রায় প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। এহেন মুহূর্তে সে বলবে- না, এমন কথা তো সে বলেনি। বরং সে তো এই ধরনের কথা বলেছে। ওরা তো লোক খারাপ নয়। কেউ হয়ত তোমাদেরকে ভুল সংবাদ দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্মরণ রাখবেন! মীমাংসার চেষ্টা করবে এমন লোক বর্তমান যুগে খুবই বিরল। এখন বরং কলহ বিবাদ বৃদ্ধির পথ ও উপকরণ অবলম্বন করে থাকে, বিবাদের অশুভ পরিণতিতে আনন্দিত হয় এবং এটাকে নিজের যোগ্যতা মনে করে। আল্লাহর আশ্রয় চাই।

www.pathagar.com

নেককার ব্যক্তিদের সাহচর্য ও সংশ্রব

আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ.

হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সাদেকীন (নেককার ব্যক্তিগণ) এর সাথে থাক।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ.

আপনি নিজেকে ঐ সমস্ত লোকদের সাথে জমিয়ে রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় (সর্বদা) স্বীয় রবের ইবাদত করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য।

ফায়দা : আল্লাহ্ পাক প্রথমত তাকওয়া পরহেজগারীর নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকীদ দিয়ে বলেছেন যে, নেককার লোকের সংশ্রব অবলম্বন কর। আর তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা, পরকালের চিন্তা ও মারেফাত নিছক ইলম দ্বারা অর্জিত হয় না বরং পরহেজগার ও নেককার লোকদের সংশ্রব দ্বারা অর্জিত হয়। কেননা এগুলো হচ্ছে আধ্যাত্মিক অবস্থা। আর এ অবস্থা অর্জন করা যাবে ঐ অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ যারা ঐ দৌলত লাভ করেছে তাদের কাছ থেকে।
لَا دِيْنَ اِلَّا بِالصُّحْبَةِ প্রকৃত দীন কোন দীনদার লোকের সংশ্রব ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

বর্তমান যুগে পরহেজগার নেককার ব্যক্তিদের সংশ্রবের প্রতি চরম উদাসীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই কারণেই পূর্ণাঙ্গ এবং প্রকৃত দীন যা হৃদয় ও কলিজার মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকে, তা খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জুটছে।

এই শ্রেণীর নেককার বুযুর্গদের সংশ্রবের গুরুত্ব মর্যাদার কারণে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী করীম সা. নির্দেশ দিয়েছেন- মুখলিস বান্দাদের কাছে এবং তাদের সংশ্রবে সময় ব্যয় করবে। জাকেরীন, নেককার, পরহেজগার বুযুর্গদের সংশ্রব এবং তাদের সাথে সময় কাটানোর ব্যাপারে রাসূল সা.কেই যখন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন উম্মতের প্রতি তো অবশ্যই এ ব্যাপারে তাকীদ হবে।

www.pathagar.com

দীন, তাকওয়া, মারেফাত, মহব্বত অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে মহব্বত, বন্ধন ও সম্পর্ক রাখা।

সাহাবায়ে কেরামের উচ্চ মর্তবা এই সোহবতের কারণেই ছিল। তারা নবী করীম সা. এর সোহবত দ্বারা শরীয়ত ও মারেফাতে যে যোগ্যতা ও পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন, তা মহামনীষীগণ শত রিয়াযাত-মুজাহাদা করেও অর্জন করতে পারবে না।

কার সংশ্রব অর্জন করবে?

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রা. বলেন, হযরত ঈসা আ. এর বাণী রয়েছে যে, এমন লোকের সংশ্রব অবলম্বন কর যাদের চেহারা দেখলে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যাদের কথাবার্তা তোমাদের ইলমকে বৃদ্ধি করে দেয়, যাদের আমল তোমাদের পরকালের প্রতি আকৃষ্ট করে।

(আল ইলমু ওয়াল ওলামা- পৃঃ ১৯৪)

শা'বী বলেন, আহলে ইলমদের সংশ্রব অবলম্বন করবে, যারা কাউকে দেখলে তার প্রশংসা করেন, মন্দ কিছু ঘটে গেলে ক্ষমা করে দেন, ভুল করলে ধমক দেন না এবং নির্বোধের মত কাজ করলে জ্ঞান শিক্ষা দেন।

(আল ইলমু ওয়াল ওলামা- পৃঃ ৭৫)

রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আবু যরীন রা. কে বলেন, আমি তোমাকে এমন জিনিস বাতলে দিব যদ্বারা তুমি এমন জিনিসের শক্তি লাভ করবে, যা তোমার উভয় জগতের কল্যাণের কারণ হবে। আল্লাহর যিকিরকারীদের মজলিসে অংশগ্রহণ করবে। যখন তোমরা একা থাকবে তখন যতদূর সম্ভব আল্লাহর যিকির দ্বারা স্বীয় জবানকে স্পন্দিত করতে থাকবে। আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করবে এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা রাখবে। (ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃঃ ১১৪)

ফায়দা : হাদীসে ব্যাপারে তাকীদ এসেছে যে, নেককার, পরহেজগার ব্যক্তির সোহবত ও সংশ্রব অর্জন করবে, যারা আখেরাতের কথা আলোচনা করে, আল্লাহর কথা স্মরণ করে। কারণ তাদের সংশ্রব দ্বারা ধর্মীয় মনমস্তিষ্ক তৈরী হয়। এ কারণেই হাদীস বিশারদগণ, নেককারদের মজলিস মুস্তাহাব বলে অধ্যায় কায়েম করেছেন। যেমন মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে- باب استحباب مجالسة الصالحين (খঃ ২, পৃঃ ৩৩০)

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নেককার ও পরহেজগারদের সাথে বিশেষ বন্ধন ও সম্পর্ক রাখবে এবং তাদের মজলিসে গুরুত্বের সাথে যাবে।

www.pathagar.com

ঈমানদার ব্যক্তিদের সংশ্রব গ্রহণ করবে

হযরত আবু সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুমিন ব্যতীত অন্য কারো সংশ্রব অবলম্বন করবে না এবং পরহেজগার ব্যতীত অন্য কাউকে খানা খাওয়াবে না। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৬৪)

সৎসঙ্গীর উদাহরণ

হযরত আবু মূসা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সৎসঙ্গীর উদাহরণ আতর বিক্রেতার মত। সে যদি তোমাকে আতর নাও দেয়, তবুও তুমি তার সুগন্ধ পাবে। আর অসৎসঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে কর্মকারের চুল্লীর মত। এর শিখা যদি তোমাকে পুড়িয়ে নাও দেয়, তাও তার ধোঁয়া তো তোমার অবশ্যই লাগবে। (আবু দাউদ- পৃঃ ৬৬৪)

ফায়দা : নেককার বুযুর্গদের কাছে বসলে তাদের তাকওয়া পরহেজগারী যদি অর্জিত নাও হয়, তবুও পরহেজগারী ও নেকীর আনন্দ এবং তার ক্রিয়া তো নিশ্চয়ই পাবে।

এ কারণেই যারা নেককার এবং ভাল লোকদের সাথে উঠাবসা করে এবং যারা কোন ধরনের কোন যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখে না, উভয়ের ধার্মিকতা, ধর্মীয় মন-মেজাযের মধ্যে আপনারা অনেক ব্যবধান দেখতে পাবেন। বিশেষ করে এই যুগে নেককার লোকের সংশ্রব বিরাট জরুরী জিনিস। বদদীনীর ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য এবং বাঁচানোর জন্য এসব বুযুর্গ শক্তিশালী কিল্লা। সর্বযুগের সর্ববয়সের নেককার সঙ্গী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে হারাম ও নাজায়েয বস্তু থেকে দূরে থাকে। নামাযের মধ্যে সর্বসাধারণ মানুষের তুলনায় তার দীনদারী, তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখিতা, আখেরাতের চিন্তা সবচেয়ে বেশি হবে। ব্যাস! এ শ্রেণীর লোকের সংশ্রব অবলম্বন করবে।

এ যুগে জুনায়েদ র. এবং শিবলী র. কে সন্ধান করা বিরাট বোকামী এবং বঞ্চিত হওয়ার কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

ফাসেক এবং বিদআতীদের থেকে সাবধান

আল্লাহর নির্দেশ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ.

হে ঈমানদার শ্রেণী! আমার দুশমন ও তোমাদের নিজেদের দুশমনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ.

আপনি তাদের কথা মানবেন না, যাদের দিল আমার স্মরণ থেকে গাফেল এবং যারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

ফায়দা : উপরোক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন আল্লাহর দুশমন, ইসলামের দুশমন এবং ফাসেক নাফরমান- যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন ও বেপরোয়া, যাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিছক মনস্কামনা এবং খাহেশাতে নফসানী পূর্ণ করা এবং দুনিয়ার আনন্দ বিনোদন শখ ও সাধ পূর্ণ করা। এ ধরনের লোকের সাথে কখনো কোন সম্পর্ক রাখবে না। কারণ সংশ্রব ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, ভাল জিনিসের তুলনায় মন্দ জিনিসের ক্রিয়া অধিক দ্রুত হয়ে থাকে। এ কারণেই কাফের, মুশরিক, ফাসিক এবং বেপরোয়া নাফরমানদের সংশ্রব ও সংসর্গ হতে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। বর্তমান অধিকাংশ দুশ্চরিত্র এবং পাপাচার যা সমাজে প্রচলিত রয়েছে সেখানে সংশ্রবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অন্যকে গোনাহে আক্রান্ত দেখে নিজেও আক্রান্ত হয়ে যায়। যেহেতু গোনাহের মধ্যে সাধারণত নফসানী চাহিদা থাকে এবং তা থেকে সে স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করে। এ অশুভ পরিণতির প্রতি কোন পরোয়া করে না। এ কারণে শরীয়ত কখনো গোনাহই নয় শুধু গোনাহের উপকরণ থেকেও বাঁধা দিয়েছে। আর এই সংশ্রবই হচ্ছে গোনাহের সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণ।

www.pathagar.com

মুশরিকদের সাথে মিলে মিশে থাকা ক্ষতিকর

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মূর্তিপূজারী মুশরিকদের সাথে উঠাবসা করে, আল্লাহ্ তাআলা তার থেকে দায়িত্বমুক্ত। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ৪৩)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল, ফাসেকের সাথে সম্পর্ক ও মহব্বত রাখবে না। এর দ্বারা তাদের খারাপ গুণগুলো নিজের মধ্যে আসতে আরম্ভ করবে। কারণ সংশ্রব ও মহব্বতের দ্বারা মারাত্মক খারাপ প্রভাব। অবশ্য দুনিয়াবী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মেলামেশায় কোন সমস্যা নেই।

মানুষ স্বীয় সাথীর মতবাদের ওপর থাকে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ স্বীয় সাথীর ধর্মের ওপর থাকে। সুতরাং লক্ষ্য রাখবেন কার সাথে মেলামেশা করছে। (মেশকাত- পৃঃ ৪২৭)

ফায়দা : যার সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক হয়ে থাকে, তার পথ অবলম্বন করে। সুতরাং মানুষের উচিত যার সাথে উঠাবসা করবে তার রীতিনীতি, মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা যাচাই করে নিবে। এমন যেন না হয় যে, তার বদদীনীর কারণে এই ব্যক্তি বদদীন হয়ে যাবে।

বিধর্মীদের অনুষ্ঠান ও মেলায় অংশগ্রহণ করবে না

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর দুশমন ইহুদী, খৃস্টান (ও কাফির)দের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা মেলায় কখনো অংশগ্রহণ করবে না। তাদের থেকে দূরে থাকবে। কারণ তাদের প্রতি আল্লাহর গজব নাযিল হয়, আমার ভয় হয় যে, তোমরাও আক্রান্ত না হয়ে যাও। তাদের সাথে কখনো মেলামেশা করবে না। নচেৎ তাদের অভ্যাস ও রীতিনীতি (তোমার ভেতর) এসে যাবে। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ৪৩)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল, শরীয়তবিরোধী মেলায়, অমুসলিমদের আচার-অনুষ্ঠান এবং বৈঠকে অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করা, তাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলাও বৈধ নয়। বর্তমানে আমাদের সমাজ বিশেষ করে শহরে-বন্দরে আল্লাহ ও রাসূলকে অসন্তুষ্ট করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে। যাতে তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে ভালবাসা ও আন্তরিকতা বহাল থাকে। এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং আল্লাহর গজবের কারণ। হ্যাঁ, তবে সামাজিক এবং ব্যবসায়িক প্রভৃতি জরুরী সম্পর্ক জায়েয আছে।

www.pathagar.com

নাফরমানদের সংসর্গ লাভ করবে না

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কাদরিয়াদের (যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে) সংসর্গ অবলম্বন করবে না।

(আবু দাউদ, মেশকাত- পৃ: ২২)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন! ফাসেক নাফরমান থেকে দূরে থাকা, তাদের সংশ্রব বর্জন করা এবং তাদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক না রাখা শরীয়তসম্মত। প্রথমতঃ এই কারণে যে, এর বর্জনে প্রভাবিত হয়ে যেন খারাপ কাজ ত্যাগ করে। দ্বিতীয়তঃ এই কারণে যে, ওদের খারাপ ক্রিয়া যেন তাদের মধ্যে সংক্রমিত না হয়।

যেমন ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীর মধ্যে অধ্যায় কায়েম করেছেন- باب ما يجوز من الهجران لمن عصى এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল নাফরমানদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করা শরীয়তসম্মত। (বুখারী- খ: ২, পৃ: ৮৯৭)

সাথীর সংসর্গ ক্রিয়াশীল হয়

হযরত আবু মূসা রা. নবী করীম সা. থেকে নকল করেন, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের উদাহরণ মেশকওয়ালা এবং কর্মকারের মত। মেশক যদি ক্রয় করে তাহলে ভাল কথা, না হলেও তার সুগন্ধি তো অবশ্যই পাবে এবং কর্মকার হয়তো তার অগ্নিশিখার দ্বারা কাপড় পুড়িয়ে দেবে নয়তো কমপক্ষে তার ধোঁয়া অবশ্যই লাগবে। (মেশকাত- পৃ: ৪২৬, বুখারী ও মুসলিম- পৃ: ৩৩০)

ফায়দা : উক্ত হাদীস দ্বারা নেককার লোকের সংশ্রবের ভাল ক্রিয়া এবং খারাপ লোকের কথা বোঝা গেল। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী র. বলেন, খারাপ লোক, বিদআতী লোক এবং যারা গীবত করে বা যারা পাপ কর্মে অভ্যস্ত, তাদের সংশ্রব হতে দূরে থাকার নির্দেশ রয়েছে। এই কারণেই মুহাদ্দিসীনে কেরাম খারাপ লোকের সংশ্রব বর্জন করা উত্তম বলে অধ্যায় কায়েম করেছেন। যেমন মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে- باب مجانبة قرناء السوء (শরহে মুসলিম- খ: ২, পৃ: ৩৩০)

বিদআতী ব্যক্তির সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক রাখবে না

হযরত ইবরাহীম ইবনে মাইসারা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআতী ব্যক্তির সম্মান করল সে ইলমকে বিধ্বস্ত করতে সাহায্য করল। (মেশকাত- পৃ: ৩১)

ফায়দা : বিদআতী ব্যক্তিকে সম্মান, শ্রদ্ধা করা সুন্নতকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার নামান্তর। এজন্যই তা জায়েয নেই। তাছাড়া সম্মান করা মহব্বত ও

www.pathagar.com

ভক্তির নিদর্শন। অথচ তা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে, যেন মহব্বত এবং মেলামেশার দ্বারা ঐ সমস্ত খারাপ জিনিসগুলো সংক্রমিত না হয়।

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন! কুরআন হাদীসে সৎ সঙ্গ লাভের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন كونوا مع الصادقين এবং واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم আয়াতগুলো দ্বারা বোঝা যায়, খারাপ লোকদের সংশ্রব, ফাসেক, বিদআতী, কাফের, নাস্তিকদের সংশ্রব ও সংসর্গ হতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- ولا تطع كل حلاف مهين ولا تطع منهم أثما او كفروا

এ ধরনের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়- মানুষ যে ধরনের লোকের সাথে অধিক উঠাবসা করে ঐ ধরনের ক্রিয়া তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ওপরই ভিত্তি করে নবী করীম সা. এর একটি ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে যে, তোমার ঘরে মুত্তাকী পরহেজগার লোকেরা ব্যতীত আর কেউ যেন প্রবেশ না করে অর্থাৎ তাদের সাথে উঠাবসা হলে তাদের প্রভাব সৃষ্টি হবে। নেককার সঙ্গীর উদাহরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মেশক বিক্রেতার নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তি ক্রয় যদি করে তাও উপকৃত হবে আর ক্রয় যদি নাও করে তাও সুগন্ধ পৌঁছে যাবে। অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ কর্মকারের চুল্লীর নিকট উপবিষ্ট ব্যক্তির মত। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে যদি লাগে তাহলে শরীর এবং কাপড়কে জ্বালিয়ে দেবে আর জ্বালিয়ে যদি নাও দেয়, কমপক্ষে দুর্গন্ধ এবং ধোঁয়া তো অবশ্যই লাগবে। এজন্যই নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, মানুষ স্বীয় বন্ধু-বান্ধবের মতবাদ এবং ধ্যান-ধারণা লালন করে থাকে। সুতরাং ভালভাবে লক্ষ্য করবে যে, কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।

মতলব হচ্ছে, কাছে বসার এবং সংশ্রবের ক্রিয়া ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সংক্রমিত হতেই থাকে। এমনকি এক সময় মানুষ তার মতবাদ গ্রহণ করে নেয়। যে ব্যক্তি রাজনৈতিক মানসিকতার ব্যক্তির নিকট বসে সেও রাজনীতিবিদ হয়ে যায় এবং ঐ রাজনীতির পথ অবলম্বন করে থাকে। যে ব্যক্তি ডাক্তার, ব্যবসায়ীর নিকট বসে সে যদি ডাক্তার ব্যবসায়ী নাও হতে পারে কিন্তু সন্তানদেরকে উক্ত পথের দিক নির্দেশনা দেয় এবং সেই দিকেই নিয়ে যায়। এজন্যই কাছে বসার পূর্বে দীনী হালতের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। কারণ বদদীনদের নিকট অধিক উঠাবসা করলে বদ দীনী সৃষ্টি হয়। একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম সা. হযরত যরীন রা.কে বললেন, আমি তোমাকে এমন জিনিস বাতলে দিব কি, যদ্বারা ঐ জিনিসের ক্ষমতা সৃষ্টি হবে, যা উভয় জগতের কল্যাণের কারণ হবে। আল্লাহর যিকিরকারীদের মজলিস অবলম্বন

www.pathagar.com

করবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যতদূর সম্ভব স্বীয় যবানকে আল্লাহর যিকির দ্বারা আন্দোলিত করতে থাকবে আর আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করবে এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা রাখবে। (মেশকাত)

অর্থাৎ কারো সাথে যদি বন্ধুত্ব বা শত্রুতাই হয় তাও যেন আল্লাহর জন্যই হয়। নিজের নফসানীর কারণে যেন না হয়। কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের সংশ্রব অবলম্বন করবে এ ব্যাপারে ইমাম গাযালী র. বলেন, যে ব্যক্তির সংশ্রব অবলম্বন করবে তার মধ্যে পাঁচটা গুণ থাকা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ বুদ্ধিমান হতে হবে। কারণ বুদ্ধি-বিবেক হচ্ছে প্রধান পুঁজি। নির্বোধের সংশ্রবে কোন উপকারিতা নেই। তার সম্পদ ও কার্যক্রম আশঙ্কাজনক এবং আত্মীয়তা ছেদনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত সুফিয়ান সাওরী র. তো একথাও নকল করেন যে, নির্বোধ লোকের চেহারা দর্শনও অপরাধ।

দ্বিতীয়তঃ তার আখলাক সুন্দর হবে। কারণ মানুষের আখলাক যদি খারাপ হয়, তাহলে তা অনেক সময় বিবেককে পরাজিত করে দেয়।

তৃতীয়তঃ সে যেন ফাসেক না হয়। কারণ যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর ভয় না থাকবে, তার বন্ধুত্বের ওপর কোন আস্থা নেই। না জানি কোথায় কোন মুসিবতে ফাঁসিয়ে দেয়।

চতুর্থতঃ সে যেন বিদআতী না হয়, কারণ তার সম্পর্কের কারণে বিদাত দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার অশুভ কর্মকাণ্ড সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা। বিদআতীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত কাজ হচ্ছে সম্পর্ক হয়ে গেলে তা ছিন্ন করে দেওয়া এবং সম্পর্ক না গড়া।

পঞ্চমতঃ সে যেন সম্পদের প্রতি লালায়িত না হয়। এমন ব্যক্তির সংশ্রব ধ্বংসাত্মক। কারণ মানুষ সামঞ্জস্য অবলম্বন ও অনুসরণ করতে বাধ্য হয়ে যায় এবং পরোক্ষভাবে অন্যের ক্রিয়া গ্রহণ করে নেয়। যদ্দরুণ সেও দুনিয়ার প্রতি লোভী হয়ে যায়। আর দুনিয়ার লোভ পারলৌকিক কাজকর্মকে পিছনে ফেলে দেয় এবং আখেরাতের আমলসমূহকে বরবাদ করে দেয়। সে দুনিয়ার পিছনেই সময় সম্পদ অধিক ব্যয় করে এবং আখেরাতের ঘাটতি ও ক্ষতির পরোয়া করে না।

হযরত ইমাম বাকের র. বলেন, আমাকে আমার পিতা যায়নুল আবেদীন র. অসিয়ত করেন, পাঁচ প্রকার ব্যক্তির সংসর্গে যাবে না, তাদের সাথে কথা বলবে না। এমনকি তাদের সাথে পথও চলবে না।

১. ফাসেক ব্যক্তি। কারণ সে তোমাকে এক লোকমার চেয়েও কম খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করে দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এক লোকমার কমে

www.pathagar.com

বিক্রয়ের মতলব কি? উত্তরে বললেন, এক লোকমার আশায় তোমাকে বিক্রি করে দিবে। অতঃপর সে প্রত্যাশিত লোকমাটিও পাবে না। (শুধু আশার ওপর বিক্রয় করবে)।

২. কৃপণের নিকট যাবে না। কারণ সে এমন এক মুহূর্তে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিবে, যখন তাকে তোমার খুব প্রয়োজন হবে।

৩. মিথ্যুকের নিকট যাবে না। কারণ সে মরীচিকার (ধোঁকা) মত নিকটকে দূর এবং দূরকে নিকট বানিয়ে প্রকাশ করবে।

৪. নির্বোধের নিকট যাবে না। কারণ সে চাইবে তোমার উপকার করতে; কিন্তু করে ফেলবে ক্ষতি।

৫. আত্মীয়তা ছেদনকারীর কাছে যাবে না, কারণ আমি কুরআনে পাকের তিন জায়গায় তাদের প্রতি অভিশাপের কথা পেয়েছি।

(ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃ: ১১৫)

উপরোক্ত সমস্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই সংশ্রব ও সংসর্গের উপযুক্ত হয় না। হ্যাঁ, তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু সম্পর্ক রাখাতে কোন দোষ নেই। এটা হল অক্রিয়াশীল সংশ্রব। যেমন প্রয়োজনের তাকিদে মানুষ বেনিয়া বা দোকানদারের নিকট যায় কিন্তু দোকানীর মানসিকতা তৈরী হয় না। হ্যাঁ, যদি সংশ্রবের উপযুক্ত মানুষ না পাওয়া যায়, যেমন বর্তমান সমাজের পরিস্থিতি, তখন দু'টি পথ অবলম্বন করবে। জরুরত পূর্ণ করা ব্যতীত সময়টিতে নির্জনতা ও একাকীত্ব অবলম্বন করবে। কারণ নিরাপত্তা একাকীত্বের মধ্যেই নিহিত।

কিয়ামতের নিকটবর্তী মুহূর্তেও এটাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে নির্জনে গিয়ে ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানকালে এই সমাজে ও অঞ্চলে যে ব্যক্তিকে সর্বাধিক নেককার মনে হবে, তার সাথে সম্পর্ক রাখবে এবং তার সংশ্রব অবলম্বন করবে। এমন লোক স্বল্প সংখ্যক হলেও প্রত্যেক যুগেই থাকবে। এভাবে এক সময় কিয়ামত এসে পড়বে। পূর্ব যুগের নেককার লোকদের মত নেককার খুঁজবে না। তাহলে আজীবন বঞ্চিত হয়ে থাকবে। কারণ ঐ যুগে তারা ছিল শ্রেষ্ঠ লোক। আর এই যুগের জন্য এরাই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

www.pathagar.com

সন্দেহযুক্ত জিনিস হতে বিরত থাকা

সন্দেহযুক্ত জিনিস হতে বিরত থাকবে

হযরত নোমান বিন বাশীর হতে বর্ণিত আছে, আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি, হালাল সম্পূর্ণ স্পষ্ট এবং হারামও সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এ দুয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সন্দেহযুক্ত জিনিস, যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক অবগত নয়, সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বিরত থাকল সে তার দীন এবং ইজ্জতকে রক্ষা করে নিল আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত জিনিসে আক্রান্ত হয়ে গেল (অর্থাৎ তা ব্যবহার করল) সে হারামের মধ্যে পতিত হয়ে গেল। যেমন ছাগলকে যদি (অন্যের জমীনের) সীমানার পাশে চড়ায়, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, ছাগল সীমানার (ক্ষেতের) মধ্যে ঢুকে পড়বে। হ্যাঁ, প্রত্যেক মালিকানার একেকটি সীমানা রয়েছে। আল্লাহ্ পাকের সীমানা হচ্ছে আল্লাহর হারামকৃত বস্তু। (বুখারী- পৃঃ ২৭৫)

ফায়দা : অনেক বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে জায়েয বা নাজায়েয বলা যাবে না, হতে পারে যে, সেটা নাজায়েয। অথবা জায়েয নাজায়েয উভয়টার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা জায়েযের সাথে নাজায়েযের সংমিশ্রণ হয়ে গিয়েছে, তাহলে এমন সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বিরত থাকা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহের মধ্যে একটি। যাতে মানুষ হারামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে না যায়। কারণ মানুষ ধীরে ধীরে খারাপের দিকে ধাবিত হয়ে যায়। সন্দেহযুক্ত কাজ নির্দ্বিধায় করতে করতে নাজায়েয কাজ করার দুঃসাহস সৃষ্টি হয়ে যায়। এই কারণে শরীয়ত ভবিষ্যৎ আশঙ্কা থেকে বাঁচানোর জন্য সূচনাতেই সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে সতর্ক ও বেঁচে থাকতে তাকীদ দিয়েছে।

সন্দেহের কারণে নবী করীম সা. খাননি

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. রাস্তায় খেজুর পেয়েছেন, তখন নবী করীম সা. বললেন, আমার যদি সদকার আশঙ্কা না থাকত তাহলে তা খেয়ে নিতাম। (বুখারী ও মুসলিম- খঃ ১, পৃঃ ৩২৮)

www.pathagar.com

ফায়দা : নবী করীম সা. সদকার সন্দেহ করে খাননি, অথচ হুযুর সা. এর খাওয়ার জরুরত ছিল। জরুরতের ক্ষেত্রেও মানুষ সন্দেহ হতে বেঁচে থাকবে। এটাতেই পূর্ণ সাবধানতা।

সন্দেহ হলে তা বর্জন করবে

হযরত হাসান ইবনে আলী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম সা. -এর এই কথাটি সংরক্ষণ করে রেখেছি যে, সন্দেহ সংশয়পূর্ণ বস্তুকে বর্জন করবে এবং যার মধ্যে কোন রূপ সন্দেহ থাকবে না তা গ্রহণ করবে।

(তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৮৫৮)

মুত্তাকী কখন হতে পারবে?

আতিয়া ইবনে উরওয়া বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পরহেজগারদের মধ্যে গণ্য হবে না, যতক্ষণ সন্দেহযুক্ত বস্তু বর্জন না করবে। (ধরপাকড় থেকে বাঁচার জন্য) কারণ এমন না হয়ে যায় যে, সন্দেহ বাস্তব ও সঠিক হয়ে গেল আর সেটি ভুল ও নিষিদ্ধ। ফলে তা করে জবাবদিহি করতে হল। (তিরমিযী, রিয়াজুস সালেহীন- পৃঃ ২৭৯)

অন্তরে খটকা আসলে বর্জন করবে

নাওয়াস ইবনে সাময়ান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, উত্তম আখলাক কল্যাণ। আর গোনাহ ঐ জিনিস যার ব্যাপারে তোমাদের সংশয় হবে, অন্তরের মধ্যে খটকা হবে এবং সে কাজটি মানুষের সামনে প্রকাশ করতে সঙ্কোচ হবে (অর্থাৎ জানা নেই যে, এটা ভুল না ঠিক)। সুতরাং সংশয়পূর্ণ মাসআলার মধ্যে যাবে না। নিশ্চিত বিষয়ের উপর আমল করবে।

(মুসলিম, রিয়াজুস সালেহীন- পৃঃ ২৭৭)

সন্দেহযুক্ত জিনিসকে বর্জন করাই তাকওয়া

হযরত ওয়াছিলা ইবনুল আসকা রা. বর্ণনা করেন যে, সংশয়পূর্ণ জিনিস হতে বিরত থাকা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

(তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৫৫৮)

ভাল এবং মন্দের নিদর্শন

আবু ছা'লাবা খাশানী রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম সা. -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে হারাম হালাল শিক্ষা দান করুন। নবী করীম সা. বললেন, নেক বা ভাল কাজ ঐ জিনিস, যার ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসবে এবং সে ব্যাপারে তোমাদের অন্তর নিরব হয়ে যাবে। আর

www.pathagar.com

গোনাহ্ বা খারাপ কাজ হচ্ছে ঐ জিনিস যার ব্যাপারে তোমাদের মনে প্রশান্তি আসবে না। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৫৫৮)

ফায়দা : মুমিনের বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শন হচ্ছে খারাপ বিষয়ে তার অন্তরের মধ্যে খটকা সৃষ্টি হয়, অন্তরে কোন প্রশান্তি আসে না এবং ভাল কাজের ব্যাপারে তার মনে প্রশান্তি থাকে। সুতরাং যে বিষয় অন্তরের প্রশান্তিকে নষ্ট করে দেয়, কখনো সে কাজ করবে না। কেউ যদি তাকে সে ব্যাপারে পরামর্শ এবং নির্দেশও দেয় যে, মনের ব্যাপারই তো আসল, তাও।

কার ঈমান পরিপূর্ণ

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বিষয় বিদ্যমান সে সওয়াবকে ওয়াজিব করে নিল এবং ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নিল। এমন আখলাক যদ্বারা মানুষের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন করতে পারে। এমন সাবধানতা, যা তাকে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু হতে রক্ষা করতে পারে। এমন সহনশীলতা, যা তাকে জাহেলের বর্বরতা থেকে রক্ষা করতে পারে। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৫৬০)

ফায়দা : এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে সাবধানতা অবলম্বন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমান অর্জন করতে পারবে না। আফসোস! বর্তমানে মানুষ সংশয়পূর্ণ বিষয় তো দূরের কথা, হারাম থেকেও সাবধান হয় না এবং নিজের জন্য জাহান্নামকে ওয়াজিব করে নেয়।

হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. -এর একটি ঘটনা

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. -এর একটি গোলাম ছিল যে তাকে আয় করে দিত। আবু বকর সিদ্দীক রা. তার আয়কৃত সম্পদ ব্যবহার করতেন। একদিন ঐ গোলাম কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এল। হযরত আবু বকর রা. তা খেয়ে নিলেন। গোলাম তখন বলল, আপনি কি জানেন এটা কোত্থেকে এসেছে? আবু বকর জিজ্ঞাসা করলেন, কোত্থেকে এসেছে, কে দিয়েছে, কেমন ছিলেন তিনি? সে বলল, আমি জাহেলী যুগে যখন গণক হিসেবে ভবিষ্যদ্বাণী করতাম এবং আমার বাণীকে আকর্ষণীয় করার জন্য খুব ধোঁকাবাজী করতাম অর্থাৎ মিথ্যা বলতাম, এটি তার সঞ্চয় ছিল যা সেই অতীতের গণক পেশার জন্য দিয়েছিল। অতঃপর আবু বকর রা. যখন একথা শুনলেন, তখন গলার মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে যা খেয়েছিলেন, সব পেট থেকে বের করে দিলেন। (বুখারী, তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৫৫৯)

www.pathagar.com

ফায়দা : অনুরূপভাবে যারা গায়েবের খবর বলে, ভাগ্য নির্ণয় করে তাদের আয় বৈধ নয়। ভবিষ্যতে ঘটবে এমন জিনিসকে অসত্যভাবে বর্ণনা করার নাম হচ্ছে জ্যোতির্শাস্ত্র বা গণক পেশা। জাহেলী যুগে মানুষ গণক পেশায় অভ্যস্ত ছিল। এর আয় তারা ভোগ করত। এ আয় ছিল হারাম। ঐ ভবিষ্যদ্বাণী করে যে হাদিয়া পেয়েছিল, তা হযরত আবু বকর রা. অবগত হওয়ার পর বমি করে বের করে দিয়েছেন। বর্তমান যুগে কবিরাজরাও যে ফাল বের করে তাও ঐ শ্রেণীর পেশা, যার আয় অবৈধ। গায়েব এবং অদৃশ্যের কথা কারোই জানা নেই। এসব লোকেরা মিথ্যা কথা বলে মহিলা এবং মূর্খ লোকদেরকে প্রতারিত করে। এহেন মিথ্যা এবং প্রতারণার ওপর ভিত্তি করে যা গ্রহণ করে তা নাজায়েয।

www.pathagar.com

কল্যাণ সাধন এবং মঙ্গল কামনা করা

আল্লাহর প্রিয় কে?

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, গোটা মাখলুক আল্লাহর পরিবার, মাখলুকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে ঐ পরিবারের, অর্থাৎ মাখলুকের কল্যাণ সাধন করে।

(মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৪২)

মানুষের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে মানুষের কল্যাণ সাধন করে। (জামে ছগীর- পৃঃ ২৪২)

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যার দ্বারা কল্যাণের প্রত্যাশা করা যায় এবং তার হাত হতে মানুষ নিরাপদ থাকে। (জামে ছগীর- পৃঃ ২৫০)

ফায়দা : উক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, ঈমানদারগণের বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামের উন্নত আখলাকের মধ্যে একটা হচ্ছে অন্যদের সর্বপ্রকারের সম্ভাব্য পদ্ধতিতে কল্যাণ সাধন করা। এমন মুয়ামালা এবং পদ্ধতি অবলম্বন করবে যেন অন্যের মঙ্গল সাধিত হয়। ক্ষতি এবং অনিষ্ট হয় এমন কোন পন্থা অবলম্বন করবে না। কারণ যে ব্যক্তি অন্যদের ক্ষতি সাধনের পথ অবলম্বন করে। সে কুদরতের পক্ষ হতে এমনভাবে গ্রেফতার হয়ে যায় যে, সে নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমান আমাদের অবস্থা উক্ত হাদীসের সম্পূর্ণ উল্টো চলছে, আমরা যতদূর সম্ভব নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং অন্যদের ক্ষতি সাধনে ব্যস্ত থাকি। এটাকে বুদ্ধির তীক্ষ্নতা এবং চতুরতা মনে করি। অথচ এটা আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নামের কারণ। আল্লাহ পাক হেফাযত করুন। এজন্য হাদীসে ঐ শ্রেণীর লোকদেরকে কল্যাণকামী বলা হয়েছে। আর কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ দুনিয়াতেও কল্যাণ ও সৌভাগ্য নিয়ে থাকবে আবার পরকালেও।

কল্যাণ কামনার নাম দীন

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, দীন হচ্ছে কল্যাণ কামনার নাম। একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ১৪)

www.pathagar.com

হযরত জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন যে, আমি নবী করীম সা. -এর নিকট বায়আত হয়েছি এ কথার ওপর যে, নামায কায়েম করব, যাকাত আদায় করব এবং একথার ওপর যে, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করব। (বুখারী- পৃ: ২৮৯, তিরমিযী- খ: ২, পৃ: ১৪)

ফায়দা : কারো মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করা এবং তার জন্য কল্যাণের পথ সুগম করা এটা দীন এবং দীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্মরণ রাখবেন! দীন শুধু ইবাদত, যিকির এবং ওযীফার নাম নয় বরং দীন হচ্ছে আল্লাহর হক আদায় করার পর বান্দাদের সাথে উত্তম আচরণ বজায় রাখা। দুঃখ এবং কষ্ট না দেওয়া। অধিকাংশ মানুষকে দেখা যায়, ইবাদত তো কোন রকমে করে কিন্তু মানুষের সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করে থাকে। সাধারণতঃ যারা সমাজে দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর হয়ে থাকে, তাদের অপদস্তি এবং ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় মেতে থাকে। এসব ঈমানের শানের পরিপন্থী।

এমন মানসিকতা সম্পন্ন অনেক মানুষ আছে, যারা নিজের স্বার্থটাকেই কেবল প্রাধান্য দেয়। অন্যদের লাভ হোক বা ক্ষতি হোক তাতে তার কোন পরোয়া নেই। এটাও নিন্দনীয়। ঈমানের পূর্ণতার দাবী হচ্ছে অন্যদের উপকার করবে এতে নিজের যদি কিছু ক্ষতিও হয়, তাও মেনে নিবে। যদি এতটুকু সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে নিজের স্বার্থ হাসিলের পাশাপাশি অন্যদের ক্ষতি করবে না। এটা মানবতার দাবী।

www.pathagar.com

পারস্পরিক সহযোগিতা

একে অপরের সাথে সম্পর্ক ও সহযোগিতা

হযরত আবু মূসা রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুমিন একটা দেয়ালের মত একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ থাকে (যেরূপ দেয়ালের ইট একটা অন্যটার সাথে সংযুক্ত থাকে অনুরূপভাবে মুমিনও একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকে)। কথাটি নবী করীম সা. এক হাত অন্য হাতের মধ্যে রেখে বললেন। এরপর নবী করীম সা. প্রস্থান করছেন, ঠিক সে মুহূর্তে একজন ভিক্ষুক এসে উপস্থিত হল বা কোন অভাবী ব্যক্তি, সে আমাদের দিকে মনোনিবেশ করল (অর্থাৎ চাইতে লাগল)। নবী করীম সা. বললেন, সুপারিশ কর সওয়াব পাবে। (বুখারী- পৃঃ ৮৯০)

ঈমানদার পরস্পর কী রূপ?

নোমান ইবনে বাশীর রা. বলেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন মুমিন একে অপরের প্রতি অনুগ্রহশীল, মহব্বতকারী এবং সহানুভূতিশীল হবে একটি দেহের মত। যদি একটি অঙ্গ যন্ত্রণাকাতর হয়, তাহলে গোটা দেহ বিনিদ্রা এবং অসুস্থতায় অংশগ্রহণ করে। (বুখারী- খঃ ৯, পৃঃ ৮৮৯)

ফায়দা : ঈমানদার সকলে পরস্পর ভাই ভাই। এই ঈমানী ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্বের দাবী হল, একে অন্যের সহযোগিতা করবে। একে অন্যের উপকারে আসবে। একে অন্যের সুখ দুঃখে অংশগ্রহণ করবে। যদি এমন না করতে পারে, তাহলে সে জানোয়ার থেকেও নিকৃষ্ট। সে কিসের মানুষ, যে অন্যের উপকারে আসে না?

www.pathagar.com

খানা খাওয়ানো

কুরআনের মধ্যে খানা খাওয়ানোর গুরুত্ব ও তাকীদ

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا -

ঈমানদারগণ আল্লাহর মহব্বতের ওপর ভিত্তি করে ইয়াতীম, মিসকীন এবং কয়েদীদের খানা খাওয়ায়।

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ. قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ.

(সূরা দাহর)

কোন জিনিস তোমাদের জাহান্নামের দিকে ধাবিত করল, তারা বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না এবং মিসকীনদের খানা খাওয়াতাম না।

মানুষকে খানা খাওয়ানো আল্লাহ পাকের নিকট খুব পছন্দনীয় আমল। আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের এই গুণটি বর্ণনা করেছেন যে, তারা মিসকীনদের, ইয়াতীমদের এবং কাফের কয়েদীদেরকে মহব্বত ও করুণার ভিত্তিতে খানা খাওয়ায়। অমুসলিমদেরকে খানা খাওয়ানোও বিরাট সওয়াবের বিষয়। সূরা দাহরের মধ্যে যে কয়েদীদের খানা খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য বদরের কাফের কয়েদী, যাদেরকে সাহাবা কেরাম রা. আহার করিয়েছিলেন। কাফেরদেরকে খাওয়ালে যদি এমন সওয়াব হয় তাহলে মুমিনদেরকে খাওয়ালে কেমন সওয়াব হবে? যেমন আল্লামা সূয়ুতী র. উক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদাহ র. এর বাণী বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ পাক কয়েদীদেরকে খানা খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন- যারা ছিল মুশরিক, তাহলে মুসলমান ভাইদেরকে খানা খাওয়ানোর কী সওয়াব হতে পারে? কারণ তারা সম্মানের উপযুক্ত এবং খানার অধিক হকদার। (দুররে মানসূর- খঃ ৮, পৃঃ ৩৭১)

খানা খাওয়ানো এবং ব্যাপারে উদারতা ও বদান্যতার মানসিকতা জান্নাতবাসীদের গুণ। কারণ আল্লাহ পাক এটাকে জান্নাতবাসীদের আমলের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে খানা না খাওয়ানো, এ বিষয়ে কৃপণতা করা,

www.pathagar.com

প্রয়োজন সত্ত্বেও এ ব্যাপারে সঙ্কীর্ণতা করা কিংবা খাওয়ানোর মানসিকতা একেবারে না থাকা- এসব জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য। مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ তোমাদের কোন জিনিসে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করল? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা নামায না পড়ার কথা, মিসকীনদেরকে খানা না খাওয়ানোর কথা, অনর্থক বাজে কাজে লিপ্ত থাকার কথা উল্লেখ করবে। لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ .... الخ অনুরূপভাবে সূরা মাউনে উল্লেখ করা হয়েছে দীনকে যারা অস্বীকার করে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য থেকে একটা হচ্ছে وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ এবং তারা নিজেদের এবং অন্যদের উৎসাহিত করে না। গরীবদেরকে খানা খাওয়ানোর প্রতি। উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, খানা খাওয়ানো ঈমানদার এবং জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে খানা না খাওয়ানো জাহান্নামবাসীদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের অভ্যাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাতবাসীদের গুণাবলী দান করুন এবং জাহান্নামবাসীদের বৈশিষ্ট্য হতে হেফাযত করুন। আমীন।

জান্নাতে যাওয়ার সহজ আমল

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করীম সা. এর নিকট আবেদন করেছি যে, আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যদ্বারা আমি জান্নাতে যেতে পারব। নবী করীম সা. বললেন, অন্যকে খানা খাওয়াবে। সালাম চালু করবে। আত্মীয়তা সম্পর্ক জুড়ে রাখবে। মানুষ রাতে যখন ঘুমিয়ে যায় তখন তাহাজ্জুদের নামায পড়বে। তাহলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তারগীব- পৃঃ ৬২)

হযরত বারা রা. হতে বর্ণিত আছে, একজন গ্রাম্য আগন্তুক আবেদন করল, আমাকে জান্নাত লাভের আমল বাতলে দিন। নবী করীম সা. ইরশাদ করলেন গোলাম আযাদ করবে, এর সামর্থ্য না থাকলে ক্ষুধার্তদের খানা খাওয়াবে ও তৃষ্ণার্তদেরকে পানি পান করাবে।

জান্নাতের উত্তরসূরী কে?

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. আমাদের পাশ দিয়ে একথা বলতে বলতে চলে গেলেন, মানুষকে খানা খাওয়াও, সালাম চালু কর। জান্নাতের উত্তরসূরী হয়ে যাবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৪, পৃঃ ২০)

জান্নাত কার জন্য ওয়াজিব

মিকদাম ইবনে শুরাইহ পিতা থেকে এবং পিতা দাদার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম সা. এর নিকট আবেদন করলেন, এমন আমল বাতলে দিন

www.pathagar.com

যদ্বারা জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। নবী করীম সা. বললেন, মানুষকে খানা খাওয়ানো, সালাম চালু করা জান্নাতকে ওয়াজিব করে দেয়।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৪, পৃঃ ২০)

জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে

মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে উদরপূর্ণ করে খাওয়াবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সেই দরজা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি দিবেন। ঐ সব লোক যারা এইরূপ আমল করবে তারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। (তাবরানী, তারগীব- পৃঃ ৬৬০)

জান্নাতের কাঁচ নির্মিত প্রাসাদ কার জন্য?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতের মধ্যে এমন একটি প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর বাহির থেকে এবং বাহির ভিতর থেকে দেখা যায়। আবু মূসা আশয়ারী র. বললেন, এই প্রাসাদ কার জন্য? নবী করীম সা. বললেন, এটা তো তার জন্য, যে নম্র সুরে কথা বলে, মানুষকে খানা খাওয়ায় এবং মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়ে। (তারগীব- পৃঃ ৬৩)

অনুরূপভাবে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতের মধ্যে এমন প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর বাহির থেকে এবং বাহির ভিতর থেকে পরিদৃষ্ট হয়। এটা এমন ব্যক্তিদের জন্য, যে নম্র সুরে কথা বলে, মানুষকে খানা খাওয়ায় এবং মানুষ যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে তখন নামায পড়ে।

কিয়ামতের ভয়াবহতা হতে রক্ষা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের কোন ভাইকে একটি সুস্বাদু লোকমা আস্বাদন করাবে সে কিয়ামতের ভয়াবহতা আস্বাদন হতে রক্ষা পাবে। (কিতাবুল বির- পৃঃ ২৪৪)

ফায়দা : একটি লোকমার যদি এত সওয়াব হয়, তাহলে পুরো খানার সওয়াব কীরূপ হবে?

মানুষের মধ্যে উত্তম কে? হযরত হামজা ইবনে ছুহাইব রা. বলেন যে, আমি নবী করীম সা.কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে মানুষকে খানা খাওয়ায়। (মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৩২৯),

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, রহমত লাভের মাধ্যম হচ্ছে গরীব মুসলমানদেরকে খানা খাওয়ানো। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৬৪)

www.pathagar.com

কার জন্য জাহান্নামের মাঝে সাত খন্দক অন্তরায়?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় ভাইকে উদর পূর্ণ করে খানা খাওয়াল এবং তৃপ্তিপূর্ণ করে পানি পান করালো, আল্লাহ পাক তার ও জাহান্নামের মাঝে সাত খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন আর প্রত্যেক খন্দকের দূরত্ব পাঁচশত বছরের সমান।

(মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৩৭১)

জান্নাতের ফল কে তুলবে?

হযরত আবু সাঈদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত লোককে খানা খাওয়াবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি মুমিনের তৃষ্ণা নিবারণ করবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের খাঁটি শরবত পান করাবেন। যে ব্যক্তি কোন বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাবেন। (তারগীব- পৃঃ ৬৬)

আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন

হযরত জাফর আবদী এবং হযরত হাসান রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের সামনে ঐ ব্যক্তিদের নিয়ে গর্ব করেন যারা, তাঁর বান্দাদেরকে খানা খাওয়ায়। (তারগীব- পৃঃ ৬৮)

খানা খাওয়ানোর কারণে তিন ব্যক্তি জান্নাতের অধিকারী

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা একটি লোকমার কারণে বা একটি খেজুর অথবা এর সমতুল্য কিছু যা অভাবী ব্যক্তির উপকারে আসে (এর কারণে) তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি, যে খানা খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তার স্ত্রী, যে খানা তৈরী করেছে। তৃতীয়তঃ ঐ খাদেম, যে গরীরকে (খেদমত করে) খাওয়াল। অতঃপর নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঐ আল্লাহর প্রশংসা যিনি খাদেমকেও ভুলে যাননি। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৬৫)

ক্ষমার উপকরণ

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ক্ষমার মাধ্যমসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে অভাবী লোককে খানা খাওয়ানো।

(মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৭০)

হযরত মিকদাম রা. -এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ক্ষমার উপকরণ হচ্ছে খানা খাওয়ানো এবং সালাম করা।

www.pathagar.com

আরশের ছায়ায় অবস্থান

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অভাবী লোককে খানা খওয়াবে, আল্লাহ্ পাক তাকে আরশের নিচে ছায়া দান করবেন। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৭৩)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন ছায়া দান করবেন। যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। ১. কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অযু করে (যেমন ঠাণ্ডার সময়) ২. অন্ধকারে মসজিদে গমনকারী ৩. ক্ষুধার্তদেরকে অন্নদানকারী। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৬৫)

যে ব্যক্তি কাউকে এক লোকমা খানা খাওয়াবে.........

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের কোন ভাইকে একটি মিঠা বা সুস্বাদু লোকমা খাওয়াবে আল্লাহ্ পাক তাকে কিয়ামতের দিন হাশরের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিরাপদ রাখবেন। (মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৭৩)

ফিরিশতাদের রহমতের দুআ কতক্ষণ পর্যন্ত?

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষকে খানা খাওয়ানোর জন্য দস্তরখানা যতক্ষণ পর্যন্ত বিছানো থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশিতারা রহমতের দুআ করতে থাকেন।

(মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৭২)

ফায়দা : মানুষকে খানা খাওয়ানো, দস্তরখানা প্রশস্ত রাখা উত্তম আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, আলেম, বুযুর্গ এবং দীনের খেদমতকারীদের জন্য দস্তরখানা উম্মুক্ত রাখা পৃথিবীতে সুনাম এবং পরকালে বিরাট সওয়াবের উসিলা। যার বর্ণনা অতিবাহিত হয়ে গেছে। আহলে ইলম এবং দীনের খেদমতকারীদের খাওয়ানোর অনেক সওয়াব। তাদেরকে খানা খাওয়ানোর সওয়াব সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মোবারক এবং সৌভাগ্যবান ঐ সমস্ত লোক, যারা উক্ত ফাযায়েলের অধিকারী। এরা দীন ও দুনিয়া উভয় জগতের স্বার্থ লুফে নিচ্ছে।

www.pathagar.com

বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করা

জান্নাতের সবুজ পোশাক

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ, মাকারেমে তাবরানী- পৃঃ ৩৮১)

জান্নাতের পোশাক

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে মুমিন কোন মুমিনকে ক্ষুধার্তাবস্থায় খানা খাওয়াবে, আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। যে মুমিন কোন মুমিনকে পিপাসার্ত অবস্থায় পানি পান করাবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাকে নির্মল শরবত পান করাবেন। যে মুমিন কোন মুমিনকে বিবস্ত্রাবস্থায় বস্ত্র পরিধান করাবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাবেন। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৬৬)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, উত্তম আমল কী? নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, মুমিনকে খুশি করা, ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো, কোন মানুষের সতর আবৃত করা (অর্থাৎ বস্ত্র পরিধান করানো) অথবা তার কোন প্রয়োজন পূর্ণ করা। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ১৭)

হযরত সাহাল বিন সায়াদ রা. এর বর্ণনায় এসেছে, জনৈকা মহিলা নবী করীম সা. -এর খেদমতে একটি চাদর নিয়ে আগমন করল। যার কিনারায় নকশা করা ছিল। মহিলা বলল, এটি আমি নিজ হাতে তৈরী করেছি, আপনাকে পরিধান করাবার জন্য। আপনি তা মেহেরবানী করে কবুল করুন। নবী করীম সা. এর প্রয়োজন ছিল তাই তিনি গ্রহণ করে নিলেন। নবী করীম সা. এর দ্বারা লুঙ্গী তৈরী করে তাশরীফ আনলেন, তখন জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ওটা দান করুন। অতঃপর নবী করীম সা. যতক্ষণ মজলিসে ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিহিত ছিলেন। অতঃপর যখন ফিরে এলেন, তখন লুঙ্গিটাকে ভাজ করে তার হাতে দিয়ে দিলেন। সে জানত যে, তিনি কোন সওয়ালকারীকে ফিরিয়ে দেন না। সে

www.pathagar.com

বলল, আমি এটা পরিধান করার জন্য চাইনি। বরং তা দ্বারা কাফন তৈরী করব সেই জন্য চেয়েছি। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ- খ: ৭, পৃ: ৫০)

কাপড় থাকাবস্থায় আল্লাহর হেফাযতে

আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারুক রা. একদিন সাহাবায়ে কেরাম রা. -এর মজলিসে একটি নতুন জামা দ্বারা দেহ সজ্জিত করলেন। গর্দান পর্যন্তও ফেলতে পারেননি। এমন সময়ে এ দুআটি পড়লেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا وَارَىٰ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ حَيَاتِىْ

অতঃপর বললেন, আমি রাসূলে পাক সা.কে দেখেছি এমন করতে। আবার বললেন, ঐ সত্তার কসম, যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যখন কোন মুসলমান বান্দা কোন নতুন পোশাক পরিধান করে অতঃপর উক্ত দুআটি পাঠ করে এরপর নিজের পুরাতন পোশাকের দিকে মনোনিবেশ করে এবং অন্য কোন মুসলমান ভাইকে পরিধান করিয়ে দেয় অথবা কোন গরীব মিসকীনকে দান করে দেয়। আর তা করে নিছক আল্লাহর জন্য, সুনামের জন্য নয়। তাহলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হেফাযতে, দায়িত্বে এবং তার আশ্রয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত এক টুকরা আবরণও তার শরীরের উপর থাকে, চাই সে মুর্দা হোক বা জিন্দা হোক। (মাকারেমে তাবরানী)

এমন ব্যক্তি আল্লাহর হেফাযতে এবং আশ্রয়ের মধ্যে থাকে। এর ক্রিয়া হবে এমন যে, সে যে কোন হঠাৎ দুর্ঘটনা এবং আকস্মিক মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকবে। যে ব্যক্তি হেফাযতে এবং নিরাপদে থাকতে চায়, সে যেন বস্ত্র দান করে। এর বরকতে জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ দুর্ঘটনা থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

www.pathagar.com

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা

কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সদকা

হযরত আবু বুরায়দা রা. বলেন, আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি মানুষের শরীরের মধ্যে হাড়ের তিনশত জোড়া রয়েছে। প্রত্যেক জোড়ার পরিবর্তে একটি করে সদকা রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার এমন সামর্থ্য আছে?

নবী করীম সা. বললেন, মসজিদে যদি ময়লা লাগে পরিষ্কার করে দাফন করে দাও। রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু থাকলে দূর করে দাও। যদি তাও সম্ভব না হয়। তাহলে চাশতের দুই রাকাত নামায এর জন্য যথেষ্ট।(আবু দাউদ- পৃঃ ৭১১)

ফায়দা : এর দ্বারা চাশতের নামাযের ফযীলত বুঝা গেল যে, তা মানুষের জোড়ার সদকা আদায় হয়।

হযরত আবু যর গিফারী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, পথের কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া সদকা। (আবু দাউদ- পৃঃ ৭১১)

এমন জিনিস যদ্বারা পথচারীদের চলাচলে কষ্ট হয় তা দূর করে দেওয়া সদকা।

জনৈক ব্যক্তির ক্ষমার ঘটনা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জনৈক ব্যক্তি ইন্তেকাল করল, তার কোন নেকী ছিল না। হ্যাঁ, তবে সে রাস্তা থেকে কাটা বিশিষ্ট একটি ডাল তুলে দূরে নিক্ষেপ করেছে অথবা রাস্তার মাঝে কোন বৃক্ষ ছিল তা কেটে পথের পাশে ফেলে দিয়েছিল। আল্লাহ পাক তাকে এর পরিবর্তে জান্নাত দান করলেন। (আবু দাউদ- পৃঃ ৭১২)

ফায়দা : এর দ্বারা বুঝা গেল যে, সাধারণ নেক কাজকে সাধারণ মনে করে বর্জন করবে না। হতে পারে এ-ই তার জন্য নাজাতের কারণ হয়ে গেল। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, মানুষের বিরাট বিরাট নেক আমল পড়ে আছে, অথচ সাধারণ একটি নেক কাজ তার কাছে যেটার কোন গুরুত্বই ছিল না, তা ক্ষমার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

উম্মতের উত্তম আমল

হযরত আবু যর রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের উত্তম এবং মন্দ আমল আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। তখন আমি উত্তম আমলের মধ্যে পেয়েছি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া।

ফায়দা : সাধারণ নেক কাজটিও শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চ আমলসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ একজন মানুষ কষ্ট এবং ক্ষতি থেকে বেঁচে যায়। এর দ্বারা যে কোন মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর গুরুত্ব বুঝা গেল। (ইবনে মাজা- পৃঃ ২৬২)

উপকারী আমল

হযরত আবু বরজা সালামী রা. হতে বর্ণিত আছে, আমি নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কোন আমল আমাকে বাতলে দিন, যদ্বারা আমার উপকার হবে। নবী করীম সা. বললেন, মুসলমানদের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দাও। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ৫১২)

যার নেকী কবুল হবে সে জান্নাতে যাবে

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার রা. বলেন, আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিবে, তার জন্য নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়, আর যার নেকী কবুল হয়ে যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৬১৭)

ফায়দা : প্রকৃতপক্ষে মাকবুল নেকীর প্রতিদান জান্নাত। আল্লাহ পাক আমাদের নেকীগুলো কবুল করুন।

নেকী বৃদ্ধি

আনাস রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সা. বলেন, হে আনাস! মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দাও, তোমাদের নেকী বৃদ্ধি পাবে।

(মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ৫১৬)

জান্নাতের স্বাদ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত আছে, একটি বৃক্ষ রাস্তার উপর পড়ে ছিল যা মানুষকে কষ্ট দিচ্ছিল। জনৈক ব্যক্তি উক্ত বৃক্ষটিকে উপড়ে ফেলে স্থানান্তরিত করে দিল। নবী করীম সা. বললেন, আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যে উক্ত বৃক্ষের নিচে হেলান দিয়ে থাকতে দেখেছি। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৬২১)

ফায়দা : দেখুন, একটি সাধারণ নেককাজের জন্য কত বড় সওয়াব। এজন্য নেক কাজ ছোট হোক বা বড় হোক তার কদর করবে।

www.pathagar.com

একটি পাথর সরানোর জন্যও জান্নাত

হযরত মুয়ায রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে একটি পাথরও সরিয়ে দিবে, তার একটি নেকী হবে। আর যার নেকী হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ৫১৬)

একটি হাড় তুলে নেওয়াও সদকা

হযরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, রাস্তা থেকে একটি হাড় তুলে নেওয়াও সদকা। (বায়হাকী- খঃ ৭, পৃঃ ৫১৬)

ঈমানের শাখা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা রয়েছে। সর্বনিম্ন (সর্বশেষ) শাখা হচ্ছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(ইবনে মাজা- পৃঃ ৮, বুখারী ও মুসলিম)

ফায়দা : উপরোক্ত সব বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে বা দূর করে দেওয়া আপাত দৃষ্টিতে একটা সাধারণ কাজ কিন্তু এর সওয়াব অনেক বেশি এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট এর বিরাট মূল্য। পক্ষান্তরে রাস্তায় এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা যদ্বারা পথিকদের কষ্ট হবে, চলতে পেরেশানী হবে এটা করা গোনাহ, অমানবিকতা এবং জুলুম। যেমন রাস্তায় পানি প্রবাহিত করে দেওয়া, যাতে কাদা সৃষ্টি হয়। আবর্জনা ফেলে দেওয়া, পঁচা জিনিস ফেলে দেওয়া। অনুরূপভাবে সাইকেল, মটর সাইকেল বা গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখা, যাতে পথচারীদের কষ্ট এবং পেরেশানী হয়- এসব জায়েয নেই। অনুরূপভাবে দেখা যায় মানুষ গলির মধ্যে বা রাস্তায় দরজা খুলে দেয়, দরজার সিঁড়ি তৈরী করে। এটাও বৈধ নয়। এটা জুলুম ও গোনাহের বিষয়। কারণ এটা হচ্ছে অন্যের জমি নিজের দখলে ও অধিকারে রাখা। সাধারণ লোকের হক নষ্ট করা। অনুরূপভাবে শিশুদেরকে রাস্তার উপর পায়খানা করায়, যদ্বারা অতিক্রমকারীদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। এটা অত্যন্ত জঘন্য ও অভিশাপের কাজ। নবী করীম সা. এগুলো থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অভিশাপ করেছেন। আজকাল ব্যাপকভাবে রাস্তার উপর এমন জিনিস রেখে দেওয়া হয়, যা পথচারীদের কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ হয়। মানুষ বদদীনী অমানবতা এবং মূর্খপনার কারণে এ সমস্ত জিনিসের কোন পরোয়া করে না। ফলে মানুষের অভিশাপ এবং আল্লাহর গ্রেফতারীতে আক্রান্ত হয়।

www.pathagar.com

পরিচিত লোকদের আগমনে আনন্দ প্রকাশ

আগমনকারীদের স্বাগতম জানাবে

হযরত উম্মে হানী রা. হতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী করীম সা. এর নিকটে এলাম। তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতেমা রা. কাপড় দ্বারা আড়াল করে রেখেছিল। আমি সালাম করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি বললাম, উম্মে হানী। নবী করীম সা. বললেন, মারহাবা, হে উম্মে হানী। (বুখারী- পৃঃ ৯১২)

ইকরামা ইবনে আবি জাহল বলেন, আমি যখন নবী করীম সা. এর খেদমতে হাজির হলাম তখন তিনি বললেন, মারহাবা! হে মুহাজির সোয়ার।

(তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ১০২)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সা. এর দরবারে যখন ওয়াফদে কায়েস তথা কায়েস গোত্রের দলটি এসেছিল তখন তিনি বললেন, মারহাবা। (বুখারী- পৃঃ ৯১২)

হযরত উম্মে হানী রা. বলেন, আমি যখন নবী করীম সা. এর খেদমতে যেতাম, তখন তিনি বলতেন, মারহাবা।

ফায়দা : উপরোক্ত সকল বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, পরিচিত ও মহব্বতের লোক যখন আগমন করে, তখন আনন্দ বা খুশি প্রকাশ করা সুন্নত এবং শ্রেষ্ঠ আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের ভাষায় উক্ত মারহাবার অর্থ স্বাগতম।

www.pathagar.com

সালাম

কুরআন মজীদের মধ্যে সালাম

কুরআন মজীদে ইরশাদ হচ্ছে

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا. (سورة نساء)

যখন তোমাদেরকে সালাম করা হয়, তখন তোমরা তা থেকে উত্তমরূপে সালাম কর অথবা তা ফেরত দাও (অন্তত ঐ পর্যায়ের উত্তর দাও)।

(তাফসীরে মাজেদী- খ: ১, পৃ: ৭৭৬)

জাসসাস রাজী আহকামুল কুরআনে বলেছেন, আহলে আরব একে অপরকে حياك الله (আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুক) বলে সালাম করত। ইসলাম সেটাকে السلام عليكم -এ পাল্টে দিয়েছে।

হযরত আবু যর রা. বলেন যে, আমি সবার আগে রাসূলে কারীম সা. কে ইসলামসম্মতভাবে (আয়াত নাযিল হওয়ার পর) সালাম করেছি এবং বলেছি السلام عليكم ورحمة الله

হাসান বসরী র. বলেন সালাম করা মুস্তাহাব এবং জবাব দেয়া ওয়াজিব। সালামের উত্তরে সালাম তো যে কোন অবস্থাতেই ওয়াজিব। তবে এরপর দু'টি এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। প্রথমত সালামের উত্তর যেন সালামের থেকে উত্তম হয়। যেমন কেউ যদি বলে السلام عليكم তাহলে উত্তরে والسلام عليكم ورحمة الله বলতে হবে। আর السلام عليكم ورحمة الله বললে والسلام عليكم ورحمة الله وبركته বলতে হবে।

হাসান বসরী র. বলেন যে, কাফিরকে সালামের উত্তর অনুরূপই দিতে হবে এবং মুসলমানকে উত্তর দিতে হবে বৃদ্ধি করে। (আহকামুল কুরআন- পৃ: ৩০৯)

পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে এ প্রচলন রয়েছে যে, পরস্পর সাক্ষাত করলে মহব্বত প্রকাশমূলক কোন বাক্য উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ইসলাম ধর্মে প্রচলিত সালাম যতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ এতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য আর কোন ধর্মে নেই। কারণ এর মধ্যে কেবল মহব্বতের

www.pathagar.com

বহিঃপ্রকাশই নয় শুধু বরং সাথে সাথে মহব্বতের হকও আদায় করা হচ্ছে। যেহেতু আল্লাহর নিকট দুআ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ পাক আপনাকে সমস্ত বালা-মুসিবত থেকে এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। এছাড়া সালাম আরবদের মত শুধু বেঁচে থাকারই দুআ নয় বরং শান্তিময় জীবন যাপনের দুআ। অর্থাৎ সমস্ত বিপদ-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকার দুআর সাথে সাথে একথারও বহিঃপ্রকাশ যে, আমরা এবং তোমরা সকলে আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে না।

এদিক দিয়ে বাক্যটি একটি ইবাদত এবং অন্য মুসলিম ভাইকে আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দেয়ার একটি মাধ্যমও বটে।

সারকথা হচ্ছে, ইসলামী অভিবাদন ব্যাপকতা এবং পূর্ণাঙ্গতার অধিকারী। এর মধ্যে ১. আল্লাহর যিকিরও রয়েছে। ২. تــذكير তথা আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মত যোগ্যতাও রয়েছে। ৩. নিজের মুসলিম ভাইয়ের সাথে মহব্বতের বহিঃপ্রকাশও রয়েছে। ৪. তার জন্য উত্তম দুআও রয়েছে এবং ৫. তার সাথে এই অঙ্গীকারও হয়ে যাচ্ছে যে, আমার হাত এবং যবান দ্বারা আপনাকে কোন কষ্ট দেয়া হবে না। (মাআরেফুল কুরআন- পাঃ ৫, পৃঃ ১৫৩)

সালাম চালু করার নির্দেশ

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. আমাদের সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন। রোগীর শুশ্রূষা, জানাযার সাথে চলা, হাঁচির জবাব দেয়া, মেহমানের খেদমত করা, মজলুমের সাহায্য করা, সালামের উত্তর দেয়া, শপথ পূর্ণ করা। (বুখারী- পৃঃ ৯৩১)

ফায়দা : হাদীস শরীফে সালামের প্রচলনের কথা এসেছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত লোকের মধ্যে সালাম অধিক পরিমাণে চালু করবে। এটাকে বিস্তার করবে। প্রত্যেককে সালাম করবে। পরিচিত হোক চাই অপরিচিত হোক, ছোট হোক চাই বড় হোক, সাধারণ লোক হোক, খাস লোক হোক, নেককার বুযুর্গ এবং দুনিয়াবিমুখ হোক কিংবা না হোক। যখনই সাক্ষাৎ হবে সালাম করবে এবং সালাম আগে দিবে।

সালাম আল্লাহর নিরানব্বই নামের অন্যতম

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, সালাম আল্লাহ পাকের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। যা আল্লাহ পাক জমীনের উপর রেখেছেন। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে সালামকে বিস্তার করবে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ২৯৩)

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সালাম আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। এটাকে পরস্পরের মাঝে (সালামের মাধ্যমে) চালু করবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ২৯)

ফায়দা : সালাম আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের মধ্যে একটি নাম। এর অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রার্থনারূপে বান্দাদের মধ্যে চালু করা হয়েছে। সুতরাং এটা খুব প্রসার কর।

সর্বপ্রথম সালাম

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ তাআলা আদম আ. কে তার নিজস্ব আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টির সময় তার দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেন, যাও ফিরিশতাদের দল বসে আছে। তাদেরকে সালাম কর এবং লক্ষ্য কর, তারা তোমাকে কী উত্তর প্রদান করে। সেটাই হবে তোমার আওলাদের সালাম। অতঃপর তিনি বললেন, السلام عليكم তখন তারা উত্তরে বললেন, السلام عليك ورحمة الله। তারা ورحمة الله বৃদ্ধি করলেন। (আদাবুল মুফরাদ, বুখারী- পৃঃ ৯১৯)

হযরত আবু হুরায়রা রা. -এর অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ পাক যখন আদম আ. কে সৃষ্টি করলেন এবং রূহ দান করলেন, তখন আদম আ. -এর হাঁচি এলো, তখন الحمد لله বললেন আল্লাহর নির্দেশে। আল্লাহ পাক বললেন, يرحمك الله হে আদম ফিরিশতাদের মজলিসে যাও এবং তাদেরকে السلام عليكم বল। তিনি السلام عليكم বললেন। তখন ফিরিশতাগণ উত্তরে وعليك السلام ورحمة الله বললেন। পুনরায় আবার আল্লাহর নিকট ফিরে গেলেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সালাম এবং জবাব এটাই। (মেশকাত- পৃঃ ৪০০)

কথাবার্তা ও আলাপচারিতার পূর্বে সালাম

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আলাপচারিতার পূর্বে সালাম। (তিরমিযী- পৃঃ ৯৮)

ফায়দা : ইসলামী রীতি-নীতি এবং সুন্নত তরীকা হচ্ছে আলাপচারিতা এবং সাক্ষাতে প্রথমেই সালাম করবে। সালাম না করে কথাবার্তা বলবে না।

অধিক সালামে অধিক নেকী

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, স্বীয় ঘরের মধ্যে অধিক পরিমাণে নামায পড়। তোমাদের ঘরের মধ্যে কল্যাণ এবং মঙ্গল বৃদ্ধি পাবে।

www.pathagar.com

আমার উম্মতের মধ্যে যার সাথেই সাক্ষাত হবে সালাম করবে। তোমাদের নেকী বৃদ্ধি পাবে। (বায়হাকী, জামে ছগীর- খঃ ১, পৃঃ ৮৬)

জান্নাতের আমল

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, হে মানব সম্প্রদায়! সালামের প্রচলন কর। মানুষকে খানা খাওয়াও। রাতে নামায পড়, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। সহজে এবং শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৪২৫)

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর ইবাদত কর, সালাম বিস্তার কর, মানুষকে খানা খাওয়াও, জান্নাতে প্রবেশ কর। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪২৪)

কোন আমলে জান্নাত ওয়াজিব?

হযরত আবু শুরাইহ রা. নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের এমন আমল বাতলে দিন, যদ্বারা জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। নবী করীম সা. বললেন, মনোরম আলাপচারিতা, সালামের বিস্তার ঘটানো, মানুষকে খানা খাওয়ানো। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৪২৪)

ফায়দা ঃ অসংখ্য হাদীস দ্বারা একথা বোঝা যায় যে, এ আমলটি জান্নাত লাভের কারণ। যদি কোন ব্যক্তি কবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত থাকে, তার জিম্মায় বান্দার হক না থাকে, ফারায়েজ এবং আহকামের পাবন্দী করে তাহলে এ আমলটি অবশ্যই জান্নাতকে ওয়াজিব করবে।

মাগফিরাতের উপকরণ

হযরত জায়্যিদাহ হতে তাবরানী র. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে সমস্ত জিনিস মাগফিরাত ওয়াজিব করে, তা হচ্ছে সালামকে চালু করা এবং উত্তম আলাপচারিতা। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪৬৬)

সালাম পারস্পরিক মহব্বতের উপকরণ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরকে মহব্বত না করবে। মহব্বত কীসে হবে তোমাদেরকে বলব কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করীম সা. বললেন, সালামকে চালু কর।

(আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ২৯০)

www.pathagar.com

ফায়দা : সালাম-মুসাফাহা পারস্পরিক মহব্বত ও ভালবাসার কারণ, সুসম্পর্ক এবং পারস্পরিক বদগুমানী হতে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যম।

সালাম হচ্ছে উম্মতের দুআ ও অভিবাদন

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলে পাক সা. কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তাআলা সালামকে আমাদের উম্মাতের অভিবাদন বানিয়েছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ২৯)

ফায়দা : অর্থাৎ পরস্পর একে অপরকে দুআ দেয়ার কালিমা বানিয়েছেন, যা কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের অর্থ বহন করে।

প্রথমে যে সালাম করে সে অহংকারমুক্ত

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, প্রথমে সালাম দানকারী অহংকারী হতে পারে না। কারণ অহংকারী তো কামনা করবে যে, মানুষ আমাকে সালাম করুক। বোঝা গেল আগে সালাম দেয়া বিনয়ের নিদর্শন, যা হযরত আম্বিয়া আ. -এর বৈশিষ্ট্য।

সালামকে ব্যাপকভাবে বিস্তার করা মুক্তি ও শান্তির কারণ

হযরত বারা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সালামকে ব্যাপক কর (সেটাকে বিস্তার কর)। মুক্তি পাবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৪২৫)

ফায়দা : সালাম হচ্ছে দুআর বাণী। প্রকাশ থাকে যে, শান্তির দুআর দ্বারা নিশ্চয়ই মুক্তি হবে।

সালাম মর্তবা বৃদ্ধির কারণ

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সালামকে ব্যাপক কর, মর্তবা উঁচু হবে। (তারগীব, মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ৩০)

ফায়দা : সালাম প্রশংসনীয় উন্নত আখলাকের মধ্যে একটি। আগে সালাম করা বিনয় ও নম্রতার নিদর্শন এবং দীন দুনিয়ার মর্তবা বুলন্দীর প্রমাণ। সালামকে খুব বিস্তার কর। এতে আল্লাহ তোমাদের মর্তবা বুলন্দ করবেন। এটা হচ্ছে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের অভ্যাস, যা আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং পছন্দনীয়। তাছাড়া নেককার লোকদের মাঝে তোমার মর্তবা আখলাকের দিক দিয়ে উঁচু হয়ে থাকবে।

একদিনের মধ্যে ২০ সালামের ফযীলত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. নবী করীম সা. হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. বলেন, যে ব্যক্তি একদিনের মধ্যে ২০বার সালাম করল, চাই

www.pathagar.com

জামাতকে করুক কিংবা ব্যক্তিগতভাবে একেকজনকে করুক আর ঐদিনই তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ৩০)

অধিক সালামের ফযীলতের ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষ্যণীয় যে, যে ব্যক্তি দিনরাত চব্বিশ ঘন্টায় ২০বার সালাম করবে জান্নাত তার জন্য ওয়াজিব।

অনেক আমল আছে অত্যন্ত সহজ এবং আসান, অথচ তার সওয়াব অনেক বেশি। তার মধ্যে এটিও একটি। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রা. হতে অধিক সালামের কথা বর্ণিত রয়েছে। কতিপয় সাহাবা রা. তো বাজারে যেতেন শুধু সালামকে উদ্দেশ্য করে। যাতে অধিক সালামের অবকাশ পাওয়া যায় এবং দীন দুনিয়ার অধিক কল্যাণ লাভ করা যায়।

পারস্পরিক হক কী?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, একজন মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। ১. সাক্ষাৎ হতেই সালাম করবে। ২. দাওয়াত দিলে কবুল করবে। ৩. নসীহত চাইলে নসীহত করবে। ৪. হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলবে। ৫. অসুস্থ হলে শুশ্রূষা করবে। ৬. মৃত্যুবরণ করলে জানাযায় অংশগ্রহণ করবে। (তারগীব- খঃ ২, পৃঃ ৪৩৬)

ফায়দা : অন্য বর্ণনায় এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু হকের কথাও বলা হয়েছে। আর সালাম করা ইসলামের উন্নত আখলাকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক যেটা চালু করেছেন মুসলমানদের মাঝে মহব্বত ও ভালবাসা কায়েম রাখার জন্য।

যে প্রথমে সালাম দিবে সে শ্রেষ্ঠ

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যারা প্রথমে সালাম দিবে তারা উত্তম। (আবু দাউদ- পৃঃ ৭০৬)

ফায়দা : প্রথমে সালাম দেয়া ফযীলতের কারণ। কিছু লোক অপেক্ষায় থাকে এবং ভাবে যে, ঐ লোক আগে সালাম করবে। এটা অহংকার এবং ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নিদর্শন।

সালামের সুন্নত তরীকা

হযরত জাবের ইবনে সুলাইম রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি স্বীয় ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন এভাবে সালাম করবে السلام عليكم ورحمة الله (ইবনে মুছান্না,, আবু দাউদ)

www.pathagar.com

ফায়দা : সালাম প্রথমে করা অধিক সওয়াব লাভের কারণ এবং বিনয় ও নম্রতার নিদর্শন। নবী করীম সা. -এর অভ্যাস ছিল প্রথমে সালাম দেয়া। অহংকারী ও গম্ভীর লোকেরা প্রথমে সালাম কম করে, তারা অন্যদের সালামের অপেক্ষায় থাকে। এটা ভাল কথা নয়।

সালামের উত্তর না দেয়ার কারণে ধমকি

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শিবলী রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সালামের উত্তর দিবে না, সে আমার উম্মত নয়।

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন! প্রথমে সালাম করা সুন্নত এবং জবাব দেয়া ওয়াজিব। ইবনে আব্দুল বার মালেকী র. সালামের উত্তর ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইজমার কথা বলেছেন। الـشبه ابـن السنى দ্বারা বুঝা গেল যে, কিছু লোক, যারা কোনরূপ অসন্তুষ্টি এবং অভিযোগ কিংবা পারস্পরিক মতবিরোধের কারণে জবাব দেয় না। এ রকম করা জায়েয নেই। এটা অহংকার এবং কবীরা গোনাহ।

চিঠিপত্রে লিখিত সালাম

নবী করীম সা. হযরত মুয়ায রা. -এর নামে তার সন্তানের ইন্তেকালের পর শোক প্রকাশ করে পত্র লিখেছিলেন। তিনি বিসমিল্লাহর পর সালাম দ্বারা শুরু এভাবে করেছেন-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ _ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ اِلٰى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَمَّا بَعْدُ :

ফায়দা : নবী করীম সা. যখনই কাউকে দিয়ে চিঠিপত্র লিখিয়েছেন, প্রথমে সালাম লিখিয়েছেন অতঃপর বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদের মধ্যে অধ্যায় কায়েম করেছেন كَـيْفَ يَكْـتُبُ صَـدْرُ الْكِتَابِ চিঠিপত্রের সূচনা কীভাবে করবে। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের ঐ বর্ণনাগুলোকে পেশ করেছেন যেগুলোর মধ্যে চিঠিপত্রের আরম্ভ বিসমিল্লাহ এবং সালাম দ্বারা হয়েছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বায়আত সম্পর্কে আব্দুল মালেককে পত্র লিখলেন। তখন এভাবে লিখলেন- بسم الله الرحمن الرحيم _ لِعَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ المؤمنينَ مِن عبد اللهِ بن عمر سلامٌ عليكَ

(আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৩২৭)

www.pathagar.com

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. হযরত মুয়াবিয়া রা. কে চিঠি লিখলেন তখন بسم الله الرحمن الرحيم এরপর লিখলেন- سلام عليك امير المؤمنين ورحمة الله

(আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ৩২৭)

স্মরণ রাখবেন, হাদীসে এসেছে السلام قبل الكلام প্রত্যেকটা আলাপচারিতা এবং কথাবার্তার প্রারম্ভে সালাম সুন্নত। প্রকাশ থাকে যে, লিখিত চিঠিপত্র এক ধরনের কথাবার্তা, সুতরাং এর শুরুটাও সালাম দ্বারা হওয়া উচিত। এর ওপরই আমলে অভ্যস্ত ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম রা. এবং স্বর্ণযুগ ও তার পরবর্তী যুগের মহামনীষীগণ। সুতরাং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য চিঠিপত্রের মধ্যে বিসমিল্লাহ এবং তারপর সালাম লেখা সুন্নত পদ্ধতিই নয় শুধু বরং ইসলামী রীতিনীতিও বটে।

৭৮৬ লেখা সুন্নতের খেলাফ

স্মরণ রাখবেন! চিঠিপত্রের মধ্যে ৭৮৬ লেখার যে ব্যাপার প্রচলন রয়েছে, এটা সম্পূর্ণ ভুল এবং সুন্নত ও পূর্বসূরীদের খেলাফ। এটা লিখলে কখনো সুন্নত আদায় হয় না এবং সওয়াব পাওয়া যায় না। হাদীস ও আসার দ্বারা যে সমস্ত পদ্ধতি প্রমাণিত রয়েছে, তা হচ্ছে بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك অথবা السلام عليكم। এটাই স্বর্ণযুগের আমল। স্বর্ণযুগ এবং তার পরবর্তী কোন মুহাক্কিক ইমাম থেকে এই সংখ্যা লেখাটি প্রমাণিত নয়। সুতরাং এই পদ্ধতিকে ত্যাগ করে সুন্নত চালু করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে এই ওজর গ্রহণযোগ্য নয় যে, বিসমিল্লাহ লিখলে বেয়াদবী হয়। কারণ বেয়াদবী হতে বাঁচতে হলে এ ধরনের কাগজগুলোকে সংক্ষিপ্ত স্থানে রেখে দাফন করে দিবে অথবা জ্বালিয়ে জমীনের নিচে দাফন করে দিবে।

অনুরূপভাবে السلام عليكم এর পরিবর্তে শুধু سلام مسنون লেখাও ভাল কথা নয়। এর দ্বারা সালামের যে সওয়াবের কথা এসেছে তা পাওয়া যাবে না। আম লোক নয় শুধু খাস লোকও এ বিষয়ে আজ উদাসীন। আসলে সমাজে যখন কোন জিনিস চালু হয়ে যায়, তখন এর বিপরীত দিকে মন ধাবিত হয় না। আর যে বিষয়গুলো সমাজে প্রচলিত হয়ে যায়, তা শরীয়তসম্মতই মনে হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দীনের বুঝ ও জ্ঞান এবং এর প্রতি আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন।

www.pathagar.com

উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি নিম্ন ব্যক্তিকে সালাম করবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আরোহী ব্যক্তি পদাতিক ব্যক্তিকে সালাম করবে এবং চলন্ত ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম করবে এবং স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সালাম করবে। (বুখারী- পৃঃ ৯৯২১)

ফায়দাঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সালাম করবে। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি নিম্ন ব্যক্তিকে সালাম করবে। যাতে বিনয় সম্পর্ক এবং মহব্বতের পথ সুগম হয়। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিম্ন মর্যাদসম্পন্ন ব্যক্তিকে সালাম করবে। তাহলেই নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও সালাম করবে। অন্য ধর্মের মত নিয়ম আমাদের ধর্মে এ বিধান নেই যে, নিম্নপদস্থ ব্যক্তি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে এবং ছোট বড়কে সালাম দিবে বরং প্রত্যেক মুমিন একজন অন্যজনকে আগে সালামের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে। অনুরূপভাবে পরিচিত হোক, অপরিচিত হোক সকলকে সালাম করবে।

তিনবার পর্যন্ত সালাম করবে

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. যখন সালাম করতেন, তখন তিনবার সালাম করতেন এবং কথা বললে তিনবার এটাকে পুনরাবৃত্তি করতেন। (বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৯৩২)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে নবী করীম সা. প্রবেশের অনুমতির জন্য সালাম করতেন তখন প্রথমবার, দ্বিতীয়বারে উত্তর না পেলে তৃতীয়বারও সালাম করতেন। যদি তৃতীয়বারেও উত্তর না পাওয়া যেত, তখন ফিরে যেতেন।

ঘুমন্ত ব্যক্তিকে কীভাবে সালাম করবে?

হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. রাত্রে যখন (নিজের ঘরে) তাশরীফ রাখতেন, তখন এভাবে সালাম করতেন যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হত না এবং জাগ্রত অবস্থায় থাকলে শুনতে পেত।

(আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৩০৩)

ফায়দা : অর্থাৎ নবী করীম সা. নিম্নস্বরে সালাম করতেন, যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হয়ে যায় এবং তার ঘুমে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, ঘুমন্ত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যেন তার ঘুম না ভাঙ্গে। এর দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশে শব্দ করে কথা বলা যাবে না এবং এমন কোন কাজও করা যাবে না, যাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। অনেকের অভ্যাস থাকে যে, কোন কারণে যদি তার ঘুম ভেঙ্গে যায় তাহলে

www.pathagar.com

দ্বিতীয়বার আর ঘুম আসে না, যা তার পেরেশানীর কারণ হয়। আর কোন মুমিনকে কোন কষ্ট দেয়া এবং পেরেশানীর মধ্যে ফেলে দেয়া বৈধ নয়।

সালাম ব্যতীত অনুমতি নেই

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অনুমতি নেয়ার পূর্বে সালাম দিবে না, তাকে অনুমতি দিবে না।

(মেশকাত- পৃঃ ৪০১)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে, কোন ব্যক্তি যদি কারো ঘরে বা মজলিসে আসার অনুমতি চায় এবং প্রথমে সালাম না করে তাহলে প্রবেশের অনুমতি দিবে না। সুন্নত তরীকা হচ্ছে প্রথমে সালাম দিবে, তারপর অনুমতি চাইবে।

সালাম ছাড়া প্রবেশ করলে ফিরিয়ে দিবে

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সা. এর কাছে গেলেন। অনুমতি নেননি, সালামও করেননি। তখন নবী করীম সা. তাকে বললেন, ফিরে যাও এবং বল السلام عليكم আমি কি প্রবেশ করতে পারি?

(তিরমিযী- পৃঃ ১০০)

ফায়দা : কারো ঘরে বা রুমে গেলে সালাম করে অনুমতি নিবে। এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল কেউ যদি সালাম ব্যতীত প্রবেশ করে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দিবে এবং সালামের সাথে প্রবেশের তাকীদ করবে। অনেকে ফিরিয়ে দেয়ার কারণে অসন্তুষ্ট হয় এবং একে কঠোরতা মনে করে থাকে। স্মরণ রাখবেন! নবী করীম সা. ন্যায়ের পথে ছিলেন। তিনি কঠোর ছিলেন না। এটা তো সুন্নত তরীকার প্রচলন এবং চর্চা।

কৃপণ কে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কৃপণ ঐ ব্যক্তি যে, সালামের মধ্যে কৃপণতা করবে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ২৯৯)

ফায়দাঃ অর্থাৎ যে ব্যক্তি সালামে অভ্যস্ত নয়, মানুষকে সালাম করে না, সে কৃপণ এবং হাদীসে কৃপণতার যে নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই নিন্দার উপযুক্ত।

সালামের উত্তর কিভাবে দিবে?

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. তাকে বললেন, তোমাকে জিবরীল আমীন সালাম দিয়েছেন। তখন আয়েশা রা. বললেন, وعليك السلام ورحمة الله وبركته

(তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ৯৯)

ফায়দা : সালামের উত্তরে সালাম দানকারীর তুলনায় দুআর বাণী বৃদ্ধি করা উত্তম।

www.pathagar.com

অন্য কাউকে সালাম প্রেরণ করা

গালেব ইবনে কাত্তান এর বর্ণনায় এসেছে যে, আমাকে আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ সা. -এর নিকট পাঠালেন ও বললেন, তার কাছে যাও এবং (আমার পক্ষ হতে) সালাম পেশ কর। সুতরাং আমি নবী করীম সা. এর খেদমতে পিতার সালাম পেশ করলাম। তখন নবী করীম সা. বললেন, عليك و ابيك السلام (নাজালুল আবরার- পৃ: ৩৫০)

ফায়দা : এ হাদীস থেকে বোঝা গেল গায়েবানাভাবে সালাম পাঠানো সুন্নত এবং শরীয়তসম্মত। গায়েবানা সালামের উত্তরের ক্ষেত্রে সালাম বহনকারীকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং উত্তর এভাবে দিবে وعليك و عليه السلام

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত জিবরীল আমীন আসলেন। তখন নবী করীম সা. এর নিকট হযরত খাদীজা রা. বসা ছিলেন। হযরত জিবরীল আ. বললেন, আল্লাহ্ তাআলা হযরত খাদীজা রা. কে সালাম পাঠিয়েছেন। (নাসায়ী, নাযাল- পৃ: ৩৫০)

ফায়দা : سبحان الله হযরত খাদীজা রা. কী মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ হতে সালাম পাঠানো হচ্ছে! কাউকে সালাম পাঠানো এটা আল্লাহ্ পাক এবং জিবরীলে আমীন আ. -এর মোবারক কাজ।

মজলিসে আগমন এবং প্রস্থানকালে সালাম

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন মজলিসে আগমন করবে, তখন সালাম করবে। এরপর যদি বসে যায় এবং মজলিস সমাপ্তির পূর্বেই প্রস্থানের প্রয়োজন হয় তাহলে সালাম করবে (অতঃপর প্রস্থান করবে)। (আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ২৯৮)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে প্রথম সালাম যথেষ্ট নয়, বরং প্রস্থানের সময় পুনরায় সালাম করবে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন! মজলিসের লোক যদি তখন বয়ান বা যিকিরে ব্যস্ত থাকবে, তাহলে সালাম করবে না।

সালামের জওয়াব

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. হযরত আলী রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আলী! যে ব্যক্তি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং মজলিসের লোকদেরকে সালাম করে, তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ২১)

www.pathagar.com

সালামের সওয়াব কম বেশি

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. -এর খেদমতে উপস্থিত হল এবং বলল السلام عليكم।

নবী করীম সা. বললেন, ১০ নেকী।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে বলল, السلام عليكم ورحمة الله

নবী করীম সা. বললেন, ২০ নেকী।

এরপর আরেক ব্যক্তি এল এবং বলল, السلام عليكم ورحمة الله وبركته

নবী করীম সা. বললেন, ৩০ নেকী।

সাহল ইবনে হানীফ রা. হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি السلام عليكم বলল সে ১০ নেকী এবং যে ব্যক্তি السلام عليكم ورحمة الله বলল, সে ২০ নেকী এবং যে ব্যক্তি السلام عليكم ورحمة الله وبركته বলল, সে ৩০ নেকী প্রাপ্ত হবে। একটি বর্ণনায় ৫০ নেকীর কথা এসেছে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ৩১)

অল্প সময় অতিক্রান্ত হলেও সালাম করবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তোমাদের কেউ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করলে সালাম করবে। এমনকি যদি গাছের কিংবা দেয়ালের অন্তরাল সৃষ্টি হয় এবং পুনরায় সামনে পড়ে তাহলে ফের সালাম করবে।
(মেশকাত- পৃ: ৩৯৯)

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম রা. একসাথে পথ চলতেন এবং বৃক্ষ অন্তরায় সৃষ্টি করত। যদ্দরুণ তারা দু'দিকে সরে যেতেন। কেউ ডানে, কেউ বামে। অতঃপর যখন মিলিত হতেন, তখন একে অন্যকে সালাম করতেন। (তারগীব- পৃ: ৪২৮, আদাবুল মুফরাদ- খ: ২৯৮, পৃ:)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল সালামের পর অল্প সময়ও যদি অতিক্রান্ত হয় তাও সালাম করবে। আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, সালাম দেয়ার পর যদি অল্প সময় অতিবাহিত হয়ে থাকে এবং পুনরায় সাক্ষাত হয় তাহলে সালাম করা হয় না। মনে করা হয়, কিছুক্ষণ পূর্বেই তো সালাম করা হল। অথচ উক্ত বর্ণনা এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. -এর আমল দ্বারা বোঝা গেল যে, অত্যন্ত সামান্য সময়ও যদি অতিক্রান্ত হয়ে থাকে সালামের পর, তাও পুনরায় সালাম করবে। কারণ এটি তো দুআ। যত বেশি হোক, ততই ভাল এবং সওয়াবের কারণ।

www.pathagar.com

সালামের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ কতটুকু ব্যবহার করবে?

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. -এর দরবারে আসল এবং বলল, السلام عليكم। নবী করীম সা. উত্তর দিলেন এবং বললেন, ২০ নেকী। পুনরায় আরেক ব্যক্তি এল এবং বলল السلام عليكم ورحمة الله وبركته । নবী করীম সা. উত্তর দিলেন। অতঃপর লোকটি বসে পড়ল এবং তিনি সা. বললেন, ৩০ নেকী।

মুয়ায ইবনে আনাসের বর্ণনায় এসেছে, পুনরায় আরেক ব্যক্তি এল, সে বলল السلام عليكم ورحمة الله وبركته ومغفرته নবী করীম সা. বললেন, ৪০ নেকী।

(মেশকাত- পৃ: ৩৯৯)

ফায়দা : এ থেকে বোঝা গেল যে, সালামের মধ্যে مغفرة পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। একথা বহুসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অবশ্য مغفرة এর হাদীসটি দুর্বল। আবু দাউদ গ্রন্থের প্রণেতা বলেন যে, এ হাদীস ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং সালাম ঐ শব্দ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বরং এরপর رضوانه এর বর্ণনায় বাড়তি অংশ যুক্ত করার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লামা নববী র. ইবনে সুন্নী র. -এর عمل اليوم والليله এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. জনৈক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যে স্বীয় সাথীদের ছাগল চরাচ্ছিল। সে বলল السلام يا رسول الله নবী করীম সা. এর উত্তরে বললেন, وعليك السلام ورحمة الله وبركته ومغفرته ورضوانه

(আল আযকার- পৃ: ২০৯)

অনুরূপভাবে হাফেজ ইবনে হাজার র. ফাতহুল বারী গ্রন্থে বায়হাকী শরীফের উদ্বৃতি দিয়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, যায়েদ ইবনে আরকাম রা. বলেন, আমাদেরকে নবী করীম সা. সালাম দিতেন। তখন আমরা উত্তরে বলতাম وعليك السلام ورحمة الله وبركته ومغفرته।

উক্ত বর্ণনাগুলো উল্লেখ করে হাফেজ ইবনে হাজার র. বলেন যে, উক্ত দুর্বল হাদীসগুলো সংযোজিত করলে শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং بركته এরপর বৃদ্ধির (অর্থাৎ مغفرته পর্যন্ত) অবকাশ এসে যাবে। اوجز المسالك شرح مؤطا امام مالك গ্রন্থেও مغفرته পর্যন্ত বৃদ্ধিকে জায়েয সাব্যস্ত করেছে। তবে সুন্নত হল (যার প্রতি নবী করীম সা. নিয়মিত আমল করতেন) প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহের মধ্যে بركته পর্যন্ত আছে। আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে ইমাম বুখারী র. منتهى السلام

www.pathagar.com

শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করেছেন যে, সালামের শেষ কোন পর্যন্ত হবে। অতঃপর খারিজা ইবনে যায়েদ সাবেত এর উক্ত আসারটি পেশ করেছেন। তিনি পত্রে সালামকে এভাবে লিখেছেন-

السلام عليكم يَا اميرَ المؤمنينَ ورحمةُ الله وبركاتُه ومغفرتُه وَطِيِّبُ صَلَوٰتِهِ

এর দ্বারা ইমাম বুখারী একথা প্রমাণ করতে চাইছেন যে, بـــركاته এর পরে সংযোজন করা যায়। (পৃ: ৩৯৬)

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী র. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর রা. এর একটি আসার নকল করে بـــركاته এরপর বৃদ্ধির বিষয়টি প্রমাণ করেছেন যে, তার গোলাম সালেম বর্ণনা করেন, আমি একবার তাকে এভাবে সালাম করেছি السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। তখন তিনি উত্তর দিয়েছেন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلوته। (আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ৩০০)

উপরোক্ত সমস্ত হাদীস ও আসারের সার সংক্ষেপ হলো بركاته এরপর বৃদ্ধির অবকাশ রয়েছে।

পক্ষান্তরে হযরত ইবনে ওমর রা. -এর বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, بـــركاته পর্যন্ত সালামের শেষ। এরপর বৃদ্ধি করার অনুমতি নেই। যেমন হাফেয ইবনে হাজার র. ফাতহুল বারীর নকল করেছেন, যা বায়হাকীর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর রা. -এর খেদমতে এসে এভাবে সালাম করলেন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته। তখন হযরত ইবনে ওমর রা. বললে بركاته পর্যন্তই ক্ষান্ত। এ পর্যন্তই যথেষ্ট।

(ফাতহুল বারী- খ: ১১, পৃ: ৬)

এ বর্ণনার উপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে আহনাফের কিতাবাদির মধ্যে بركاته পর্যন্ত অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লামা শামী লিখেছেন এবং ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর মধ্যেও রয়েছে- لا ينبغى ان يزاد على البركات। (খ: ৫, পৃ: ৩২৫)

কিন্তু হাদীস ও আসারে সাহাবার প্রতি দৃষ্টি দিলে بـــركاته এরপর مغفرته এর অনুমতি পাওয়া যায়। স্বয়ং ইবনে ওমর রা. -এর বর্ণনার মধ্যে আমলীভাবে এর প্রমাণ রয়েছে। সম্ভবত ইবনে ওমর রা. -এর নিষেধ করার উদ্দেশ্য সুন্নতী তরীকাকে গ্রহণ করে নেয়া, যার প্রতি নবী করীম সা. আমল করেছেন এবং স্বীয় আমলের মধ্যে مغفـــرته প্রভৃতিকে সংযোজন করেছেন জায়েযের সীমানার মধ্যে গিয়ে।

www.pathagar.com

পরিচিত লোককেই সালাম করা কিয়ামতের আলামত

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ (কেবল) পরিচিত এবং জানাশোনা লোককে সালাম করবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ৩২)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে যে, কিয়ামতের পূর্বে সালাম খাস লোকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ৩০৮)

ফায়দা : প্রত্যেক ঈমানদারের হক হচ্ছে, একে অপরকে পরস্পর সালাম করবে, চাই একে অপরকে চিনুক বা না চিনুক। শুধু পরিচিত এবং জানাশোনা লোককে সালাম করা নিন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় অভ্যাস, যা কিয়ামতের আলামত। যেমন কিছু লোককে দেখা যায়, তারা যার সাথে পরিচয় থাকে, শুধু তাকেই সালাম করে থাকে (অন্যকে নয়)।

প্রত্যেক মুমিনকে সালাম করবে

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, ইসলামের উত্তম পছন্দনীয় আমল কী? নবী করীম সা. বললেন, মানুষকে খানা খাওয়াও এবং সালাম কর, পরিচিত হোক বা অপরিচিত হোক। (বুখারী- পৃ: ৯২১)

সম্মিলিত বৈঠকেও সালাম দিবে

হযরত উসামা বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এমন একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, যেখানে মুসলিম এবং ইহুদী সম্মিলিতভাবে বসেছিল। তখন নবী করীম সা. সালাম করলেন।

(বুখারী- পৃ: ৯২৪)

ফায়দা : অর্থাৎ এমন মজলিসেও সালাম করবে যেখানে অমুসলিমও থাকে। যেহেতু সেখানে উদ্দেশ্য থাকবে শুধু মুসলমান এবং উত্তর তারাই প্রদান করবে। অর্থাৎ মুসলমানকে সালামের নিয়ত করবে এবং উত্তরও মুসলমানদেরই দেয়া উচিত।

মহিলারা আপনজন এবং মাহরামকেই সালাম করবে

হযরত উম্মে হানী রা. বলেন যে, আমি রাসূলে পাক সা. এর নিকট গেলাম। তিনি গোসল করছিলেন এবং হযরত ফাতেমা রা. তাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। আমি রাসূল সা. কে সালাম করলাম।

(মুসলিম, নুযুলুল আবরার- পৃ: ৩৫১)

www.pathagar.com

হযরত জরীর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তাদেরকে সালাম করলেন।(মেশকাত- পৃঃ ৩৯৯)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন! স্বীয় মা, বোন, চাচী, ফুফী এবং মাহরাম আপনজনদের সালাম করার অনুমতি রয়েছে। নিকটতম আপনজনের মধ্যে চাচাত বোন, মামাতো বোন, ফুফাত বোন, যারা যুবতী তাদেরকে সালাম করার অনুমতি নেই। অনুরূপভাবে কোন বেগানা মহিলাকে সালাম করা বৈধ নয়। (হাশিয়ায়ে বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৯২৩)

বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম দেয়ার অনুমতি আছে, যখন অপবাদের ভয় থাকবে না। বেগানা মহিলাকে কেউ যদি সালাম করে, তবে তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। যদি উত্তর দিতে চায় তাহলে মনে মনে দিতে পারে। জোরে উত্তর দেয়া বৈধ নয়।

মহিলারা বেগানা পুরুষকে সালাম করবে না

হযরত ওয়াসিলা ইবনে আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, পুরুষ মহিলাদের সালাম করবে (যখন বেগানা হবে না ও ফেৎনার ভয় থাকবে না) এবং মহিলা পুরুষদেরকে সালাম করবে না। (যখন বেগানা হবে বা ফেতনার আশঙ্কা থাকবে,অপবাদের আশঙ্কা থাকবে)।

(ইবনে সুন্নী- পৃঃ ২১৬)

ফায়দা : মহিলারা শুধু নিজের মাহরাম এবং আপনজনদেরকে সালাম করতে পারবে। যখন ফেতনার সম্ভাবনা থাকবে না। কারণ তাদের কণ্ঠস্বরও সতর। এ জন্যই তাদের ইকামত নিষিদ্ধ। সুতরাং কোন পুরুষ এবং গায়রে মাহরাম আপনজনকে সালাম করবে না। (ফাতহুল বারী- পৃঃ ৩৪)

ঘরে প্রবেশের সময়ে সালাম করবে

হযরত সালমান ফারসী রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করে যে, শয়তান তার খানায় শরীক না হোক, তার সাথে ঘুমে ও রাত যাপনে অংশগ্রহণ না করুক, তাহলে সে যখন ঘরে প্রবেশ করবে, তখন সালাম করবে এবং যখন খানা খাবে, তখন আল্লাহর নাম নিবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ৩৮)

ফায়দা : যে জিনিসে, যে কাজে আল্লাহর নাম নেয়া হয়, শয়তান এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ থেকে সে কাজে সে নিরাপদ হয়ে যায়। যখন ঘরে প্রবেশের সময়ে আল্লাহর নাম নেয়া হবে, তখন তার সাথে শয়তান ঘরে প্রবেশ করবে না।

www.pathagar.com

সালাম শয়তান হতে হেফাযতের কারণ

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমরা নিজ ঘরে প্রবেশ করবে ঘরের লোকজনকে সালাম করবে। যখন তোমরা সালাম করবে, তখন তোমাদের সাথে শয়তান ঘরে প্রবেশ করবে না। (মাকারেমে খায়রাতী- খঃ ২, পৃঃ ৮১৬)

সালাম ঘরে কল্যাণ ও বরকতের কারণ

হযরত আনাস রা. বলেন যে, আমি আট বছর পর্যন্ত রাসূল সা. -এর খিদমত করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, হে আনাস! অযু পরিপূর্ণভাবে আদায় কর, বয়স বৃদ্ধি পাবে। উম্মতের মধ্যে যার সাথে সাক্ষাৎ হবে (পরিচিত হোক চাই না হোক) সালাম করবে। এতে নেকী বৃদ্ধি পাবে এবং যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন গৃহবাসীদেরকে সালাম করবে, কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে।
(তাবরানী- খঃ ২, পৃঃ ২০)

এই তিনটি উপদেশ বিরাট মূল্যবান। ঘরে প্রবেশের সময়ে সালাম করাটা নিরাপত্তা এবং কল্যাণ ও বরকতের কারণ। যে ব্যক্তি নিজের ঘরকে কল্যাণ ও বরকত দ্বারা পরিপূর্ণ দেখতে চায়, সে যেন সালামের অভ্যাস করে। নিজেও যেন করে, বাচ্চাদেরকেও যেন অভ্যস্ত করে।

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রা. -এর বর্ণনায় এসেছে, হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক সা. আমাকে বলেন, হে আমার বৎস! যখন তুমি নিজ ঘরে প্রবেশ করবে তখন সালাম করবে। এটা তোমার জন্য এবং তোমার ঘরবাসীর জন্য বরকতের কারণ। (তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ৯৯)

ঘর থেকে বের হওয়ার সময়েও সালাম করবে

হযরত কাতাদাহ্ রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে, তখন সালাম করবে এবং যখন তোমরা ঘর থেকে বের হবে তখন তাদেরকে সালাম করে বিদায় হবে। (মেশকাত- পৃঃ ৩৯৯)

ফায়দা : ঘরে প্রবেশের সময় যেমন সালাম সুন্নত, অনুরূপভাবে ঘর হতে বিদায় নেয়ার সময়েও সালাম করা সুন্নত।

কে আল্লাহর হেফাযতে?

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর দায়িত্বে। জীবিত থাকলে আল্লাহর হেফাযতে থাকবে। মৃত্যু এসে গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ১. যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময়ে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে সে আল্লাহর দায়িত্বে এবং হেফাযতে। ২. মসজিদ থেকে

www.pathagar.com

ইবাদত করে যে বের হল সে আল্লাহর দায়িত্বে ও হেফাযতে। ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, সেও আল্লাহর দায়িত্বে ও হেফাযতে।

(আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৩২০)

ফায়দা : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহর দায়িত্ব ও হেফাযতের প্রয়োজন আছে, কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না। আমল অনেক হালকা, কিন্তু সওয়াব এরূপ গুরুত্বপূর্ণ। স্মরণ রাখবেন! ঘরে প্রবেশের সময় সালামের বিরাট তাকীদ এসেছে এবং এতে দীনী এবং দুনিয়াবী অনেক বরকত ও ফায়দা রয়েছে।

শিশুদেরকেও সালাম করা সুন্নত

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। (বুখারী- পৃঃ ৯২৩)

ফায়দা : নবী করীম সা. শিশুদেরকে খুব মহব্বতের সাথে সালাম করতেন। যদ্বারা তার আখলাকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া শিশুদের সালাম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের শিক্ষা দেয়া, যাতে তারা সালামে অভ্যস্ত হয়। এ কারণে ইমাম বুখারী র. باب التسليم على الصبيان শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, শিশুদেরকে সালাম করা সুন্নত। আল্লামা নববী র.ও একে মুস্তাহাব বলে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার র. বলেন, দাড়িবিহীন এবং সাবালিকাপ্রায় কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে যদি ফেতনার আশঙ্কা থাকে, যেমন সুদর্শন চেহারা, তাহলে এসব ক্ষেত্রে সালাম করতে নিষেধ করা হয়েছে। (হাশিয়ায়ে ইবনে সুন্নী- পৃঃ ৯৮৮)

ছোট বড়কে সালাম করবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ছোট বড়কে সালাম করবে। চলন্ত ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে এবং কম সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।

ফায়দা : উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকে প্রত্যেককে সালাম করবে। তারপরও আদব এবং ভদ্রতার দাবী হচ্ছে, ছোটদের তুলনায় বড়রা সম্মানিত। সুতরাং ছোটরা বড়দেরকে সালাম করবে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আগে সালাম দেয়া ছোটদেরই দায়িত্ব। বরং বড়রাও ছোটদেরকে সালাম করবে, যাতে শিশুদের শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়।

বিধর্মীদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ইহুদী এবং খৃস্টানদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না। (মেশকাত- পৃঃ ৩৯৮)

www.pathagar.com

ফায়দা : যখন আহলে কিতাবদেরকে আগে সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে তাহলে মুশরিক, মুর্তিপূজারীদের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। কারণ হচ্ছে, আগে সালাম করা সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের নিদর্শন এবং ওরা এর উপযুক্ত নয়। এ থেকে একথা বোঝা গেল যে, তারা সালাম করলে উত্তর দেয়া যাবে। কিন্তু عليكم السلام বলা যাবে না। বরং বলতে হবে يهديكم الله ।

মজলিসের একজনের উত্তরই যথেষ্ট

হযরত হাসান ইবনে আলী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করা হল, লোকজন ঘরে আসার অনুমতি চায়। এক্ষেত্রে আমাদের একজনের অনুমতি কি সকলের জন্য যথেষ্ট হবে? নবী করীম সা. বললেন, হ্যাঁ। একজনের অনুমতিই যথেষ্ট। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, মানুষ অতিক্রম করে এবং তাদের মধ্যে একজন সালাম করে। এটা কি জামাতের পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে? নবী করীম সা. বললেন, হ্যাঁ। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, দলের একজনই যদি উত্তর দেয়, এটা কি সকলের জন্য যথেষ্ট? নবী করীম সা. বললেন, হ্যাঁ। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ৩৫)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে, জামাতের এক ব্যক্তি যদি অনুমতির জন্য সালাম করে, তা যথেষ্ট উত্তরের ক্ষেত্রে। পূর্ণ জামাতের জন্য জরুরী নয় যে, প্রত্যেকে সালাম করবে এবং প্রত্যেকে উত্তর দেবে।

একাকী ব্যক্তি জামাতকে সালাম করবে

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. কোন বিবাহ থেকে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে একটি দলের সাথে সাক্ষাৎ হল। যাদের মধ্যে ছিল মহিলা, শিশু, গোলাম প্রভৃতি। নবী করীম সা. তাদের সকলকে সালাম দিলেন। (বুখারী, ইবনে সুন্নী- পৃঃ ১৮৯)

মতলব হচ্ছে একাকী ব্যক্তি জামাতকে সালাম করবে এই কারণে যে, ইমাম বুখারী র. এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম রা. রাসূল সা. এর বাণী- 'কমসংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে' -কথাটির উপর ভিত্তি করে سلام القليل على الكثير শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করে এটা সুন্নত -এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। নবী করীম সা. সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, নবী-রাসূল ও গোটা মানবজাতির সর্দার হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে স্তরের লোকই হোক না কেন তাদেরকে আগে সালাম করতেন। আফসোসের বিষয় যে, অধিকাংশ সময়ে সমাজে পরিবেশে বড়দেরকে দেখা যায় তারা আগে সালাম দেয়ার

www.pathagar.com

পরিবর্তে অন্যের সালাম পাওয়াকে মর্যাদার কারণ মনে করে। খাস করে দীনী ও দুনিয়াবী পদে অধিষ্ঠিতদের ক্ষেত্রে আগে সালাম দেয়াতে লজ্জাবোধ হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা নিন্দনীয়।

বয়ান ও খুতবার পূর্বে সালাম

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. যখন মেম্বারের উপর তাশরীফ নিতেন, তখন মানুষের দিকে মনোনিবেশ করতেন এবং তাদের সালাম করতেন। (উমদাতুল কারী)

হযরত শাবী র. বয়ান করেন যে, নবী করীম সা. জুমার দিনে যখন মিম্বারের উপর তাশরীফ রাখতেন, তখন মানুষের দিকে মনোনিবেশ এবং সালাম বলতেন। অতঃপর খুতবা দিতেন। হযরত আবু বকর এবং ওমর রা.ও অনুরূপ করতেন।

আবু নাফুরা র. বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান রা. যখন মেম্বারের উপর তাশরীফ রাখতেন, তখন মানুষকে সালাম করতেন। আমার ইবনে মুহাজির র. বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে আ. আজীজ র. যখন মিম্বারের উপর তাশরীফ রাখতেন, তখন মানুষকে সালাম করতেন।

(মুছান্নেফে ইবনে আবী শায়বা- খঃ ২, পৃঃ ১১৪)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল যে, বয়ান এবং খুতবার পূর্বে সালামের বিষয়টি প্রমাণিত আছে। কেউ কেউ এ বিষয়টি অস্বীকার করেন। এটা ঠিক নয়। এটা অজ্ঞতার কারণে হয়। অবশ্য আহনাফের নিকট খুতবার পূর্বে সালাম করা খুতবার সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, একে ফিক্বহী সুন্নত হিসাবে গুরুত্ব দিতে হবে (অর্থাৎ খুতবার অংশ হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে এমন নয়)। (বাহরুর রায়েক- খঃ ২, পৃঃ ১৫৮)

طحطاوی علی المراقی গ্রন্থে হাদ্দাদী র. এবং মাশায়েখে আহনাফ র. -এর একটি জামাতের ভাষ্য হচ্ছে যে, খতীব সালাম করবে।

আল্লামা শামী র.ও জাওহারা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে لا بأس বলে অনুমতি প্রদান করে কারাহাতের সম্ভাব্য সন্দেহকে দূর করেছেন। (খঃ ২, পৃঃ ১৫০)

স্মরণ রাখবেন! এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো দুর্বল। কিন্তু অত্র হাদীসগুলো দ্বারা কেবল বৈধতাই নয়, বরং মুস্তাহাবও প্রমাণিত হয়। যেমন ইবনে হুমাম র. এর ফাতহুল কাদীরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুর্বল বর্ণনা দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

সুতরাং দুই ঈদের ও জুমার খুতবার পূর্বে এবং বয়ান-ভাষণের পূর্বে মিম্বারে বা মঞ্চে উঠে বসে সালাম করা শরীয়তসম্মত। একে অস্বীকার করা ঠিক নয়।

প্রস্রাবে লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম করবে না

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. কে জনৈক ব্যক্তি প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম করল। তখন নবী করীম সা. উত্তর দিলেন না।

(তিরমিযী- খ: ২, পৃ: ১০১)

ফায়দা : প্রস্রাব পায়খানায় লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম করা নিষিদ্ধ এবং উত্তর দেয়াও নিষিদ্ধ। অনুরূপ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সালাম করা নিষিদ্ধ। ১. দরস বা সবকের মজলিসে অবস্থানরত ব্যক্তিকে। ২. নামাযে লিপ্ত ব্যক্তিকে ৩. যিকির ও তিলাওয়াতে রত ব্যক্তিকে। ৪. আহারে লিপ্ত ব্যক্তিকে ৫. ইলমী আলোচনা পর্যালোচনায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে।

عليك السلام বলা নিষিদ্ধ

হযরত জাবের ইবনে সুলাইম রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম সা. এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং عليك السلام বললাম। তখন নবী করীম সা. বললেন, عليك السلام বল না। (এটি মৃত ব্যক্তিদের সালাম) বরং বল السلام عليكم।

ফায়দা : মৃত ব্যক্তিদেরকে যে শব্দ দ্বারা সালাম করা হয় জীবিত ব্যক্তিদেরকে ঐ শব্দ দ্বারা সালাম করা নিষেধ। মৃত ব্যক্তিদের সালাম عليك السلام। স্মরণ রাখবেন! জান্নাতবাসীদের পারস্পরিক সালাম হবে سلام عليك (الف ও لام) ব্যতীত। অমুসলিমদেরকে সালাম ও আদাব দিবে না।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ইহুদী এবং খৃস্টানদেরকে আগে সালাম করবে না। (মেশকাত- পৃ: ৩৯৮)

ফায়দা : যদি কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে অথবা কোন প্রয়োজন হয় তাহলে বাধ্যতামূলকভাবে করা যেতে পারে। নিছক খুশি করার জন্য করা নিন্দনীয়।

মদখোরকে সালাম করবে না

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর ইবনুল আস রা. বলেন যে, মদখোরদেরকে সালাম করবে না। (বুখারী- খ: ২, পৃ: ৯২৫)

জুয়ারীকে সালাম করবে না

হযরত আলী ইবনে আব্দুল্লাহ র. বলেন যে, যে ব্যক্তি দাবা খেলে তাকে সালাম করো না, কারণ সে জুয়ারী।

www.pathagar.com

হযরত হাসান রা. বলেন যে, তোমাদের মধ্যে ফাসেক ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য নয় (অর্থাৎ সালামের উপযুক্ত নয়, যেহেতু সালামটি সম্মান প্রকাশক)।

(আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ৩০০)

ফায়দা : যার নাফরমানী প্রকাশ্য অথবা মানুষকে গালি-গালাজ করে অথবা অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকে এমন ব্যক্তিকে সালাম করবে না। (শামী- খ: ৬, পৃ: ৪১০)

হাত বা আঙ্গুলের ইশারায় সালাম করা নিষিদ্ধ

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব রা. এর বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি অমুসলিমদের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর ইহুদী খৃস্টানদের সামঞ্জস্য রাখবে না। ইহুদীরা আঙ্গুলের ইশারায় সালাম করে এবং খৃস্টানরা সালাম করে হাতের ইশারায়।

(তিরমিযী- খ: ২, পৃ: ৯৯)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন! বিধর্মীদের রীতিনীতি, সংস্কৃতি, তাদের নির্দিষ্ট চিহ্ন এবং আচার-ব্যবহার অবলম্বন করতে মুসলমানদেরকে নবী করীম সা. অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে মানুষ এ রোগেই আক্রান্ত। ইসলাম নিজেই একটা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম। এর নিজস্ব একটা সভ্যতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিজাতীয় সভ্যতা অবলম্বনের কী প্রয়োজন? হাত বা মাথার ইশারায় সালাম করা নিষিদ্ধ। সালাম শব্দ উল্লেখ করে ইশারা ব্যতীত সালাম করতে হবে।

সালামের কতিপয় আদাব ও মাসায়িল

১. সালাম করা সুন্নত, উত্তর দেয়া ওয়াজিব।
২. সালাম এভাবে করতে হবে যেন সে শুনতে পায়, যাকে করছে।
৩. সালাম করার পর সে যদি না শুনে থাকে, তাহলে উত্তর দেয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়।
৪. উত্তরদানকারীও এমনভাবে উত্তর দিবে যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়।
৫. যদি কারো সালামের উত্তরে وعليكم বলে তাও উত্তর হয়ে যাবে।
৬. চিঠিপত্রের মাধ্যমে যে সালাম দেয়া হয়, তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব। মৌখিকভাবে দিবে কিংবা চিঠির উপরে লিখে দিবে।
৭. সালামের উত্তর ঐ সময়ে ওয়াজিব হয় যখন সালাম করা হয়।
৮. কোন ব্যক্তি যদি অন্যের সালাম বহন করে নিয়ে আসে, তাহলে প্রথমে বহনকারী ব্যক্তিকে উত্তর দিবে। অতঃপর অনুপস্থিত প্রেরণকারী ব্যক্তির উত্তর দিবে। এভাবে দিবে- عليك وعليه السلام

www.pathagar.com

৯. শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম হচ্ছে সালাম এবং উত্তর উভয়টিই بـــركـه পর্যন্ত করবে। অর্থাৎ السلام عليكم ورحمة الله وبركته

১০. যদি সাক্ষাতকারী দলের প্রত্যেকে একসঙ্গে সালাম করে, তাহলে هندية গ্রন্থে লিখেছে সবার পক্ষ হতে একটি উত্তরই যথেষ্ট।

১১. প্রত্যেক আগন্তুক ব্যক্তি সালাম করবে।

১২. যদি কারো নাম নিয়ে সালাম করে, তাহলে তার ওপর উত্তর ওয়াজিব। অন্য কেউ উত্তর দিলে উত্তর হবে না এবং তার ওপর জওয়াব ওয়াজিব থেকে যাবে। যেমন কেউ বলল, الســلام علــيكم হে খালেদ! তাহলে খালেদের ওপরই উত্তর ওয়াজিব হবে।

১৩. ঘরে যদি কেউ না থাকে তাও সালাম করবে এবং এভাবে সালাম করবে السلام علينا وعلى عباده الصالحين।

১৪. অমুসলিমকে সালাম করলে এভাবে করবে السلام على من اتبع الهدى।

১৫. মজলিসে যদি নারী-পুরুষ উভয়ে থাকে তাহলে পুরুষের নিয়ত করবে। আদব হচ্ছে পিছন দিক দিয়ে আগন্তুক ব্যক্তি সামনে চলন্ত ব্যক্তিকে সালাম করবে।

১৬. সালামের ক্ষেত্রে একবচন অপেক্ষা বহুবচন ব্যবহার করা উত্তম।

১৭. কোন ব্যক্তি যদি কারো মারফত সালাম প্রেরণ করে তাহলে পৌঁছে দেয়া তার জন্য ওয়াজিব। কারণ এটা আমানত।

১৮. লিখিত সালাম যা চিঠিপত্রে লেখা থাকে, তার উত্তর দিতে হবে। সাধারণত মানুষ পত্রের সালাম পাঠ করে থাকে কিন্তু তার উত্তর দেয় না। লিখিতও না, মৌখিকও না। এটা এক প্রকার উদাসীনতা। তারা বোঝেই না যে, এর উত্তর দিতে হবে। এ সালামের উত্তর চিঠিতে কিংবা মৌখিকভাবে দেয়া ওয়াজিব। (শামী, হিন্দিয়াহ)

যে সব পরিস্থিতিগুলোতে সালাম করা মাকরূহ

১. নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম করা জায়েয নেই।

২. কুরআন পাক তিলাওয়াতরত ব্যক্তিকে সালাম করা মাকরূহ। তবে কেউ যদি সালাম করে বসে, তাহলে বিশুদ্ধমত হচ্ছে উত্তর প্রদান করা ওয়াজিব হবে।

৩. যে ব্যক্তি যিকির ওযীফায় লিপ্ত থাকবে, তাকে সালাম করা মাকরূহ।

৪. অনুরূপভাবে ওয়াজ নসীহত ও বক্তৃতায় রত ব্যক্তিকে সালাম করা মাকরূহ।

www.pathagar.com

৫. তাকরার, ইলমী আলোচনার সময়ে সালাম করা মাকরূহ।
৬. সবকের সময়ে যখন ছাত্ররা উস্তাদের নিকট পড়ছে, তখন সালাম করা মাকরূহ।
৭. জুমুয়া ও দুই ঈদের খুতবার সময়ে সালাম করা মাকরূহ।
৮. খুতবা শ্রবণরত ব্যক্তি এবং হাদীস বা বয়ানের শ্রোতাকে সালাম করা মাকরূহ।
৯. আজানে মগ্ন ব্যক্তিকে সালাম করা মাকরূহ।
১০. ইকামতে রত ব্যক্তিকে সালাম করা মাকরূহ।
১১. প্রস্রাব পায়খানায় রত ব্যক্তিকে সালাম করা মাকরূহ। (শামী, হিন্দিয়াহ)

যাদেরকে সালাম করা মাকরূহ

নিম্নলিখিত লোকদেরকে সালাম করা ফুকাহায়ে কেরাম মাকরূহ লিখেছেন-
১. এমন ফাসেক নাফরমান ব্যক্তি, যার গোনাহ্ প্রকাশ্য এবং ব্যাপক। তাকে আগে সালাম করবে না।
২. বেগানা মহিলাদের সালাম করবে না। যদি কেউ সালাম করে, তাহলে মহিলার সালামের উত্তর দিবে না।
৩. মহিলা কোন বেগানা পুরুষকে সালাম দিবে না। যদি বৃদ্ধা বয়স্কা মহিলা হয়, তাহলে সালাম করতে পারবে এবং তার উত্তরও দেয়া যেতে পারে।
৪. আত্মীয় গায়রে মাহরাম যুবতীকে সালাম করবে না।
৫. মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তিকে সালাম করবে না।
৬. বিদ্রূপকারী, মানুষের মনে কষ্ট দেয় এমন ব্যক্তি, অবাস্তব কাহিনী বা হাসি-ঠাট্টায় অভ্যস্ত ব্যক্তিকে সালাম করা মাকরূহ।
৭. অনর্থক কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত এবং গাজাখুরী কথা বলে এমন ব্যক্তিকে সালাম করা মাকরূহ।
৮. যে ব্যক্তি গালিগালাজে অভ্যস্ত, মুখে সর্বদা গালি থাকে, এমন ব্যক্তিকে সালাম করা মাকরূহ।
৯. যে ব্যক্তি দৃষ্টির হেফাযত করে না, বাজারে সড়কে বসে কুদৃষ্টি দেয়াতে লিপ্ত থাকে। এমন স্থানে যায়, যেখানে কুদৃষ্টিতে জড়িয়ে পড়তে হয় এমন ব্যক্তিকেও সালাম করা মাকরূহ।
১০. বিদআতীকে সালাম করা মাকরূহ। হ্যাঁ, তবে কোন মুসলিহাত বা ক্ষতি ও ফেতনা নিবারণের জন্য বৈধ আছে।
১১. যাঞ্চাকারী বা ভিক্ষুক সালাম করলে উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়।

(শামী, হিন্দিয়াহ)

www.pathagar.com

মুসাফাহা (করমর্দন)

মুসাফাহার ফযীলত

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন দুইজন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং একে অন্যের সাথে মিলিত হয় (মুসাফাহা করে), তখন আল্লাহর ওপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের প্রার্থনাকে কবুল করা এবং দু'টি হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের ক্ষমা করে দেয়া।

(বায়হাকী- খ: ২, পৃ: ৪৭২)

হযরত বারা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়বে সে যেন শবে কদরে নামায পড়ল এবং মুসলমান যখন মুসাফাহা করে তখন কোন গোনাহ অবশিষ্ট থাকে না। (বায়হাকী- খ: ২, পৃ: ৪৭৪)

মুসাফাহার দ্বারা গোনাহ ঝরে যায়

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. বলেন যে, নবী করীম সা. বলেন, একজন মুমিন যখন অন্য মুমিনকে সালাম করে, মুসাফাহা করে তখন তার গোনাহ এভাবে ঝরে যায়, যেভাবে বৃক্ষের পাতা গ্রীষ্মকালে ঝরে যায়।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪৩৩)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন যে, নবী করীম সা. -এর সাক্ষাত হল হুযাইফা রা. -এর সাথে। নবী করীম সা. মুসাফাহা করতে চাইলেন (তিনি সরে গেলেন) এবং বললেন, আমি অপবিত্র অবস্থায় আছি। নবী করীম সা. বললেন, মুসলমান যখন নিজ ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে, তখন গোনাহ এভাবে ঝরে যায়। যেভাবে বৃক্ষের পাতারহ গ্রীষ্মকালে ঝরে যায়। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪৩৩)

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. এর বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন দুইজন মুসলমান সাক্ষাৎ করে এবং মুসাফাহা করে অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করে। তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (বায়হাকী- পৃ: ৩৭৪)

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি হাসিখুশির সাথে মুসাফাহা করে

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, যখন দু'জন মুসলমান একে অন্যের সাথে মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে তখন সত্তরটা মাগফেরাত তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। ৬৯টা তার জন্য, যার মুখটা ছিল হাসি-খুশি।

(মাকারেমে খায়রাতী- পৃঃ ৮২০)

সালামের পর মুসাফাহাও করবে

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. বলেন যে, সালাম তখন পরিপূর্ণ হবে যখন তোমরা নিজ ভাইয়ের সাথে মুসাফাহাও করবে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৯৬৮)

মতলব হচ্ছে অবকাশ হলে মুসাফাহাও করবে। তাছাড়া মুসাফাহা যেহেতু সালামের নতীজা। এজন্য প্রথমে সালাম করবে, তারপর মুসাফাহা করবে।

শিশুদের সাথেও মুসাফাহা করবে

ইমাম বুখারী র. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে مصافحة الصبيان শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করে হযরত আনাস রা. এই হাদীসটি পেশ করেছেন যে, তিনি সমস্ত লোকের সাথে মুসাফাহা করছিলেন। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ২৮৬)

ফায়দা : তাদের মধ্যে সুলহা বিন দরদানও ছিল। যে ছিল শিশু।

মুসাফাহার পূর্বে সালাম হবে

হযরত জুন্দুব রা. এর বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম সা. সালাম না করা পর্যন্ত মুসাফাহা করতেন না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ৩৬)

স্মরণ রাখবেন! মুসাফাহা সালামের নতীজা। সুতরাং মুসাফাহার পর সালাম কিংবা শুধু মুসাফাহা সালাম ব্যতীত যেন না হয়। এটা সুন্নতের খেলাফ। অধিকাংশ সময়ে মানুষ ভীড়ের পরিস্থিতিতে মুসাফাহা করে, সালাম করে না। এটা সুন্নতের খেলাফ। নবী করীম সা. এবং সাহাবায়ে কিরাম রা. হতে সালাম ব্যতীত মুসাফাহার বর্ণনা নেই।

মুসাফাহা সালামের পরিপূরক

হযরত আবু উমামা রা. নবী করীম সা. হতে বর্ণনা করেন যে, রোগীর শুশ্রূষার পরিপূরক হচ্ছে যে, তার দেহের উপর হাত রাখবে এবং অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে। সালামের পরিপূরক হচ্ছে সে মুসাফাহা করবে। (তিরমিযী- পৃঃ ১০২)

www.pathagar.com

মুসাফাহার দ্বারা দিল পরিষ্কার হয়

হযরত আতা খুরাসানী রা. বলেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুসাফাহা কর। এর দ্বারা হিংসা, আবর্জনা বের হয়ে যায়। পরস্পর একে অপরকে হাদিয়া কর। মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং শত্রুতার অবসান হবে।

(তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৪৩৪)

ফিরিশতাগণও মানুষের সাথে মুসাফাহা করে থাকেন

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, ফিরিশতাগণ আরোহী হাজীদের সাথে মুসাফাহা করেন এবং পদাতিকদের সাথে মুয়ানাকা করেন। (বায়হাকী- খ: ৩, পৃ: ৪৭৪)

মুসাফাহা এবং মুয়ানাকা কখন করবে

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন সাক্ষাৎ হবে তখন মুসাফাহা করবে এবং যখন সফর থেকে আসবে, তখন মুয়ানাকা করবে। (তাবরানী, তারগীব- পৃ: ৩৩৪)

মুসাফাহার দ্বারা মহব্বত বৃদ্ধি পায়

যহরত হাসান রা. বলেন যে, মুসাফাহার দ্বারা মহব্বত বৃদ্ধি পায়।

(মাকারেমে তাবরানী)

সাক্ষাৎ, মুসাফাহা ও আলাপচারিতায় একশ রহমত অবতীর্ণ হয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মুসলমান যখন সাক্ষাৎ করে, মুসাফাহা করে এবং একে অন্যের কুশল জিজ্ঞাসা করে। তখন আল্লাহ্ পাক তাদের মাঝে একশ রহমত নাযিল করেন। (তারগীব- পৃ: ৪৩৪)

যে প্রথমে করবে তার উপর নব্বইটি রহমাত

হযরত ওমর ফারুক রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাৎ করে এবং এক সাথী অপর সাথীকে সালাম করে তখন ঐ দু'জনের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে, স্বীয় সাথীর সাথে হাসিমুখে মিলিত হবে। এরপর যখন উভয়ে মুসাফাহা করে তখন তাদের প্রতি একশ রহমত অবতীর্ণ হয়। যে প্রথমে করে তার প্রতি ৯০টি এবং অন্যজনের প্রতি ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (মাজমা'- খ: ৮, পৃ: ৩৭)

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, সালাম এবং মুসাফাহার ক্ষেত্রে যে প্রথম করবে এবং অগ্রসর হবে সে বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে। দুঃখের বিষয় যে,

www.pathagar.com

বর্তমান আমরা এ বিষয়টির প্রতি খুবই উদাসীন। অন্যের অপেক্ষায় থাকি, যে যদি করে, তাহলে আমি করব। অধিকাংশ সময়ে এর কারণেই অহংকার ও আত্মগৌরব সৃষ্টি হয়। আল্লাহ পাক এ থেকে হেফাযত করুন।

হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই ক্ষমা নেয়া হয়ে যায়

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যখন দু'জন মুসলমান মুসাফাহা করে, তখন পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা করা হয়ে যায়। (তিরমিযী- পৃঃ ১০২)

ফায়দা : এই সাধারণ আমল, যা খুবই সহজ, অথচ কত বিরাট সওয়াব রয়েছে এর মধ্যে।

মুসাফাহার জন্য হাতে সুগন্ধী ব্যবহার করা

হযরত সাবেত কানানী র. বলেন যে, আনাস রা. প্রতিদিন সকালে মুসাফাহা করার জন্য স্বীয় হাতে সুগন্ধী তেল ব্যবহার করতেন। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ২৯৯)

ফায়দা : আগন্তুক এবং মুসাফাহাকারীদের সম্মানে আনাস রা. এরূপ করতেন।

বিদায়ের সময়ে মুসাফাহা সুন্নত

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. যখন কাউকে বিদায় দিতেন, তখন তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে যেতেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়তেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে রাসূল রা. এর হাতকে নিজে না ছাড়ত। সেই সাথে বলতেন তোমাদের দীন তোমাদের আমানত এবং শেষ আমল সবকিছু আল্লাহর সোপর্দ। (তিরমিযী, আযকার- পৃঃ ২৫২)

ফায়দা : উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, প্রস্থান এবং বিদায়ের সময়েও মুসাফাহা করা সুন্নত। যেমন আগমন ও প্রথম সাক্ষাতে মুসাফাহা সুন্নত। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেক নামাযের পর কিংবা আছরের নামাযের পর কিছু কিছু অঞ্চলে কতিপয় লোকের মধ্যে মুসাফাহার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, তা বিদআত। তা না কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে না সাহাবা রা., তাবেঈন হতে প্রমাণিত আছে।

দুই ঈদ বা নামাযের পরে মুসাফাহা

স্মরণ রাখবেন! মুসাফাহা সাক্ষাতের সময়ে সুন্নত। এর সময় হচ্ছে সাক্ষাতের মুহূর্তে। কোন নামাযের পরে চাই ঈদুল আযহা হোক না কেন, মুসাফাহা সুন্নত নয় বরং বিদআত এবং মাকরূহ। নামাযের পর মজলিসে বসে বসে মুসাফাহার প্রচলন সুন্নত দ্বারাও প্রমাণিত নয়। স্বর্ণযুগের মধ্যেও এ আমলের প্রমাণ মেলে

www.pathagar.com

না। কোন হাদীস ও আসার থেকেও এর কোন নাম নিশানা পাওয়া যায় না। এজন্য মুহাক্কিক ওলামায়ে কিরাম এটিকে উপেক্ষা করেছেন। মোল্লা আলী কারী র. মিশকাত শরীফের শরাহ্ মিরকাতের মধ্যে লিখেছেন- صـــرح بعد علمائنا انها مكروهة وحينئذ انها من البدع المذمومة (হাশিয়ায়ে মেশকাত-পৃ: ৪০১)

শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী র. মিরকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, কিছু লোক যে জুমআর নামাযের পর মুসাফাহা করে তা সুন্নত তো হবেই না, বরং বিদআত। (আশআতে লমআত)

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার তয়্যিবী লিখেছেন-

يكره المصافحة بعد الصلوة على كل حال لانها من سنن الروافض وهكذا الحاكم فى المعانقة.

দেখুন আল্লামা তয়্যিবী একে রাফেযীদের অভ্যাস বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা শামী র. ও একে মাকরূহ লিখেছেন।

قد صرح بعد علمائنا وعندهم بكراة المصافحة المعتادة عقيب الصلوة۔

অনরূপভাবে অন্যান্য কিতাবের মধ্যে যেমন খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ফাতাওয়ায়ে ইবরাহীম শামী, মাজালিসুল আবরার, মাদখাল, ফাতাওয়ায়ে ইবনে হাজার র. ইত্যাদির মধ্যেও একে মাকরূহ লিখেছে। এহেন পরিস্থিতিতে উভয় ঈদের পর মুসাফাহা এবং মুয়ানাকা অনুরূপভাবে আসরের পর মুসাফাহা বিদআত ও মাকরূহ হওয়ার কারণে বর্জন করা আবশ্যক। কারণ রসম এবং বিদআতের উপর বহাল থাকা ভ্রষ্টতা এবং গোমরাহী। যেহেতু নবী করীম সা. ইরশাদ করেন প্রত্যেক বিদআত গোমরাহী।

www.pathagar.com

মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার

আল্লাহর নিকট প্রিয়তম আমল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা, হতে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী করীম সা.কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল কী? নবী করীম সা. উত্তর দিলেন, যথাসময়ে নামায আদায় করা। জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর? তিনি সা. উত্তর দিলেন, মাতাপিতার সাথে উত্তম ব্যবহার।

(বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৮৮২)

মাতাপিতার খেদমত হজ্জ, ওমরা ও জিহাদের সমতুল্য

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল আমার জিহাদ করার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু সামর্থ্য নেই। নবী করীম সা. বললেন, তোমার মাতাপিতার মধ্যে কেউ কি বেঁচে আছে? সে বলল, মা আছে। তিনি বললেন, তার সাথে উত্তম আচরণ এবং সদ্ব্যবহারকে আল্লাহর সামনে পেশ কর। যদি এরূপ করতে পার, তাহলে তুমি হজ্জ, ওমরা এবং জিহাদকারী বলে বিবেচিত হবে।

(আবু এয়া'লা, তারগীব- পৃঃ ৩১৫)

ফায়দা : মাতাপিতার খেদমত ও আনুগত্য জিহাদের উপর প্রাধান্য পাওয়ার কথা অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে নফল হজ্জের পরিবর্তে মাতাপিতার খেদমতের কথাও এসেছে। তাদের দেখাশুনা করাটা নফল হজ্জ ও নফল ওমরার সমতুল্য। কত বড় ফযীলতের কথা! অথচ আজ সাধারণ লোকের ব্যাপার তো আছেই, শিক্ষিত লোকেরাও মাতাপিতার খেদমতের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে।

জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে

হযরত জাহামা রা. নবী করীম সা. এর নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। এ ব্যাপারে আমি আপনার থেকে পরামর্শ নিতে এসেছি। নবী করীম সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম সা. বললেন, তাহলে তার খেদমত কর (এবং জিহাদে যেও না)। জান্নাত তার পায়ের নিচে। (মেশকাত- পৃঃ ৬২১)

www.pathagar.com

ফায়দা : মতলব হচ্ছে মাতাপিতার সাথে বিনয়ী আচরণ, নম্রতা, খেদমত ও সহযোগিতার মাধ্যমে সে জান্নাতের হকদার হবে।

জিহাদের চেয়েও মাতাপিতার খেদমত অগ্রগণ্য

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. -এর খেদমতে জনৈক সাহাবী এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করল। নবী করীম সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাতাপিতা আছে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম সা. বললেন, তাদের কাছে জিহাদ কর। অর্থাৎ খেদমত কর। (বুখারী- পৃঃ ৮৮৩)

মাতাপিতা যদি জিহাদে বাঁধা দেয় তাহলে ....

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. এর নিকট এক মহিলা এল। তার সাথে এক ছেলেও ছিল। সে জিহাদে যেতে চাচ্ছিল এবং মহিলা তাকে বাঁধা দিচ্ছিল। নবী করীম সা. তাকে বললেন, তুমি তোমার মাতাপিতার কাছেই থাক। সওয়াব যা চাচ্ছ, তা এর মধ্যেই পাবে। (কিতাবুল বির- পৃঃ ৫০)

মাতাপিতার খেদমত হিযরতের উপরও প্রাধান্য পাবে

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. -এর নিকট এসে বলল যে, আমি হিযরতের উপর আপনার হাতে বায়আত হচ্ছি এবং আমার মাতাপিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে এসেছি। নবী করীম সা. বললেন, ফিরে যাও। তাদেরকে থামাও, যেভাবে তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ।

ফায়দা : মাতাপিতা যদি খেদমতের মুখাপেক্ষী হয় এবং জিহাদ ও হিযরতের কারণে যদি তাদের দুঃখ কষ্ট হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের খেদমত ও আনুগত্য অগ্রগণ্য।

মাতাপিতার খেদমত ও আনুগত্যে বয়সে বরকত হয়

হযরত সাহল ইবনে মুয়ায স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতার খেদমত করল সে ধন্য। আল্লাহ পাক তার বয়সে সমৃদ্ধি দান করবেন। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ২০)

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করে যে আল্লাহ পাক তার বয়সকে বৃদ্ধি করে দিক, তার রিযিকে সমৃদ্ধি দান করুক, সে যেন স্বীয় পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের ওপর ইহসান করে। (মুসনাদে আহমদ- খঃ ৩, পৃঃ ২২৯)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এবং হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! স্বীয় পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ কর এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দৃষ্টি রেখ। তোমাদের জন্য

www.pathagar.com

(জীবন নির্বাহ) সহজ হবে। তোমাদের বয়সে সমৃদ্ধি আসবে। স্বীয় রবের আনুগত্য কর, তোমাকে বুদ্ধিমান বলা হবে। তার নাফরমানী করো না, অন্যথায় তোমাকে মুর্খ বলা হবে। (কিতাবুল বির- পৃঃ ৫৩)

ফায়দা : বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, মাতাপিতার খেদমত এবং উত্তম আচরণ দ্বারা বয়সে বরকত ও সমৃদ্ধি আসে। সাধারণত আত্মীয়তা সম্পর্ক জুঁড়ে রাখার বৈশিষ্ট্যও এটাই। তাই মাতাপিতার সাথে তো অবশ্যই সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া তাদের অন্তরের দুআরও বিশেষ দখল আছে। এ কারণেই ইমাম বুখারী র. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে 'মাতাপিতার খেদমত বয়স বৃদ্ধির কারণ'- এ বিষয়ের ওপর অধ্যায় কায়েম করেছেন।

মৃত্যুতে বিলম্ব

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রা. বলেন, একদিন নবী করীম সা. আমাদের মাঝে তাশরীফ রাখলেন, আমরা তখন মদীনার ছুফফাতে বসেছিলাম। রাসূলে করীম সা. বললেন, আমি গত রাতে আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখেছি। আমার উম্মতের এক ব্যক্তির কাছে মালাকুল মউত আসল তার রূহ কবজ. করার জন্য। মাতাপিতার সাথে সদাচরণ এসে মালাকুল মউতকে বাঁধা দিল। মালাকুল মউত তাকে ছেড়ে দিল (কিছু সময় দিল)।

জান্নাতের দ্বার কার জন্য উন্মুক্ত?

হযরত আবু দারদা রা. রাসূলে করীম সা. এর থেকে বর্ণনা করেন যে, মাতাপিতার খেদমতকারীদের জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত। সুতরাং যে উভয়ের খেদমত করবে, তার জন্য জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হবে এবং যে অবাধ্য হবে তার জন্য জান্নাতের দ্বার বন্ধ। (জামে কাবীর, কিতাবুল বির- পৃঃ ৭৯)

সর্বোচ্চ মর্তবায় কে অবস্থান করবে?

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মাতাপিতার অনুগত ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত। সে জান্নাতে আমার সাথে সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করবে।

ফায়দা : অর্থাৎ যদি ফরজ ওয়াজিবসমূহ পালনের পাশাপাশি মাতাপিতার খেদমত ও আনুগত্য করে, সে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্তবা লাভ করবে।

(কিতাবুল বির- পৃঃ ৭৯)

জান্নাতের দরজাসমূহ কার জন্য খুলে দেয়া হয়?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতার ব্যাপারে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে সকাল কাটায় তার

www.pathagar.com

জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আর যদি একজনের (খেদমত করল এবং তাকে খুশি করল) তার জন্য একটি দরজা খুলে দেয়া হয়।

(মেশকাত- পৃ: ৪২১)

মাতাপিতার খেদমত করে জান্নাত লাভ করতে পারল না......

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে মাতাপিতার উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল এবং (তাদের খেদমত করে) জান্নাত লাভ করতে পারল না।

(মুসলিম, মেশকাত- পৃ: ৪১৮)

ফায়দা : বার্ধক্য এবং শেষ বয়সে মাতাপিতার খেদমত এবং অর্থের বেশ মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং এই বয়সে তাদের মেজাযে সহনশীলতা ও ভারসাম্যও হ্রাস পায়। এদিকে সন্তানরাও পরিবার-পরিজনের মালিক হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে তাদের খেদমত করা এবং তাদেরকে খুশি করা, তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিরাট মুশকিল হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে খুব কম লোকই তাদের খেদমত করে তাদেরকে খুশি করতে পারে। হাদীসে এ ব্যাপারে তাকীদ এসেছে, যে এমন মুহূর্ত পেল অথচ খেদমত করে তাদের সন্তুষ্ট করে জান্নাত লাভ করতে পারল না, সে বিরাট ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল। কারণ সে খেদমত করে খুশি করতে পারলে জান্নাত লাভ করতে পারত।

আল্লাহর সন্তুষ্টি কীসের মধ্যে নিহিত?

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, পিতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিই আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

(মেশকাত- পৃ: ৪১৯)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন, এই অসন্তুষ্টি তখনই ধর্তব্য, যখন শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে পিতার কর্তব্য অধিকারে ত্রুটি করবে। যেমন আদব, শ্রদ্ধা, ইহসান প্রভৃতির অভাব কিংবা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তার খেদমত করল না এবং তার প্রতি লক্ষ্য রাখল না। তখনই তার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি। তবে তিনি যদি শরীয়তবিরোধী কাজ না করার কারণে অসন্তুষ্ট হন, যেমন টেলিভিশন না আনা, প্রচলিত রসম রেওয়াজ অনুযায়ী বিয়ে-শাদী না করা অথবা স্কুলে না পড়া ইত্যাদির জন্য অথবা শরীয়ত অনুযায়ী চললে অসন্তুষ্ট হন, তাহলে এই ধরনের অসন্তুষ্টি ধর্তব্য নয়।

মাতাপিতার খেদমতে রিযিকে বৃদ্ধি এবং বরকত

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার বয়স বর্ধিত হোক, তার রিজিক সমৃদ্ধ হোক, সে যেন

www.pathagar.com

মাতাপিতার সাথে উত্তম আচরণ করে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (মাকারেমে ইবনে আবীদ্দুনয়া- পৃ: ১৭৮)

ফায়দা : মাতাপিতার খেদমত ও আনুগত্যের কারণে রিযিকে বরকত হয় এবং আয় রোজগারে পেরেশানী দূর হয়। পক্ষান্তরে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, যারা মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়, তারা পরকালের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়াতে পেরেশানীর মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করে।

মাতাপিতার দিকে তাকানো কবুল হজ্জের সওয়াব

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, যে নেককার সন্তান মহব্বতের দৃষ্টিতে স্বীয় মাতাপিতার দিকে তাকাবে সে প্রত্যেক দৃষ্টিতে একটি করে কবুল হজ্জের সওয়াব পাবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, যদি দিনের মধ্যে একশবার তাকায়, তাহলে? বললেন, তাহলেও। আল্লাহ পাক মহান এবং পবিত্র (অর্থাৎ প্রত্যেকবারই তাকানোর প্রতিদানে কবুল হজ্জের সওয়াব দিবেন)। (মেশকাত- পৃ: ৪২১)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন যে, মাতাপিতার দিকে তাকানোও ইবাদত। (কিতাবুল বির- পৃ: ৬২)

ফায়দা : উক্ত বর্ণনাগুলো থেকেই মাতাপিতার মর্যাদার গুরুত্ব বোঝা যায় যে, শ্রদ্ধা ও মহব্বতের দৃষ্টিতে শুধু তাকালেই কবুল হজ্জের সমতুল্য মহান প্রতিদান প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে কাবাঘর এবং কুরআন মজীদের দিকে শুধু তাকানোটাও সওয়াবের কারণ। (বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ১৮৬)

মাতাপিতা জান্নাত ও জাহান্নামের কারণ

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সা.কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, মাতাপিতার হক কী? নবী করীম সা. বললেন, তারা তোমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম। (ইবনে মাজা- পৃ: ৪২১)

ফায়দা : অর্থাৎ তাদের সন্তুষ্টি এবং আনন্দ জান্নাতের কারণ এবং অসন্তুষ্টি জাহান্নামের কারণ।

মাতাপিতাকে অসন্তুষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেই

হযরত আবু বকর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন, তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করেন, হ্যাঁ, তবে মাতাপিতার নাফরমানী এবং অসন্তুষ্টির শাস্তি এই পৃথিবী থেকেই মৃত্যুর পূর্বে আস্বাদন করে যাবে। (হাকেম- খ: ৪, পৃ: ১৫৬)

www.pathagar.com

ফায়দা : মতলব হচ্ছে আল্লাহ্ পাক নিজের সমস্ত হক ক্ষমা করেছেন। কিন্তু মাতাপিতার নাফরমানী এবং তাদের প্রাপ্য হকের প্রতি যারা অবহেলা ও ত্রুটি করবে, তাদের শাস্তি মৃত্যুর পূর্বে এই দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। বিরাট বিপজ্জনক ব্যাপার! অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, তারা এই দুনিয়াতেই এর শাস্তি পেয়ে যায় অথবা তাদের নিরাপদ, শান্ত ও সুস্থ জীবনের অবসান ঘটে যায়। তাদের সম্পদে বরকত থাকে না, পারিবারিক জীবনে থাকে পেরেশানী। অনেক সময়ে এমনও দেখা যায় যে, তার সন্তানরাও তার অবাধ্য হয়ে যায়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এবং বার্ধক্যের মুহূর্তে খেদমত ও লক্ষ্য রাখা তো দূরের কথা। সে সময় তাদের কষ্ট দেয় এবং অত্যাচার করে। অনেক সময় ঘর থেকে বেরও করে দিয়ে থাকে। তাদের ধন-সম্পত্তি নিজের মুখে নিয়ে তাদেরকে ক্ষুধায় মারে। কিন্তু তারপরও তারা জাগ্রত হয় না এবং শিক্ষা গ্রহণ করে না।

মাতাপিতার সাথে হাসি-খুশি ব্যবহার জিহাদ থেকে উত্তম

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের শয়নের সময় মাতাপিতার সাথে কৌতুক করা, হাসা-হাসানো আল্লাহর রাস্তায় তরবারী দ্বারা জিহাদ করার চেয়ে উত্তম। (বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ১৭৯)

ফায়দা : উক্ত হাদীসে মাতাপিতার সাথে কৌতুক করা বা আনন্দ করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। ঘুমানোর সময়ে সাধারণতঃ কিছু সময় পাওয়া যায়। ঐ সময়ে কিছু কৌতুক, হাস্যরসাত্মক কথাবার্তা বলবে, তা জিহাদ থেকে উত্তম হবে। উল্লেখ্য যে, এই হাসি, রস ও আনন্দ তখনই হবে, যখন উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হবে মনোরম। বর্তমান যুগে মনের মধ্যে বদগুমানী এবং কালিমা বোঝাই থাকে। সুতরাং এই হাসি রসের অবকাশ কোথায়?

সারমর্ম হল, তাদের মনকে খুশি করা উত্তম জিহাদ। দেখুন কেমন সাধারণ আমল এবং তাতে কত বড় সওয়াব!

মাতাপিতার খেদমতের কারণে জান্নাত

হযরত আয়েশা রা. বলেন যে, আমি ঘুমিয়ে গেলাম এবং নিজেকে নিজে জান্নাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। অতঃপর একজন কুরআন তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াতের ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? বলা হল হারেসা ইবনে নোমান। একথার পর রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, নেকী এমনই হয়ে থাকে। সে তার মাতার খেদমতে বেশ তৎপর ছিল।

(বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ১৮৩)

ফায়দা : সে মাতার খেদমতের কারণে জান্নাত লাভ করেছে এবং তার সুসংবাদ দুনিয়া থেকে নবী করীম সা. -এর মুখ থেকে পেয়ে গেছে।

www.pathagar.com

মাতাপিতার অবাধ্য যদি না হয়

আমর ইবনে মাররা জুহাইনি রা. বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম সা. -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল একথার সাক্ষ্য প্রদান করছি, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ছি, মালের যাকাত দিচ্ছি, রমযান মাসের রোযা রাখছি। রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, উক্ত আমলের ওপর যদি তোমার মৃত্যু হয় তাহলে কিয়ামতের দিন তুমি আম্বিয়া আ. সিদ্দীকীন এবং শুহাদায়ে কেরামের সাথে থাকবে। নবী করীম সা. আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন, হ্যাঁ, তবে এ কথা তখনকার জন্য, যদি মাতাপিতার নাফরমানী না করে থাক। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ১৪৭)

মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান অভিশপ্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে মাতাপিতার অবাধ্য (এবং যে তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে রাখে)। (কিতাবুল বির- পৃঃ ১০১)

ফায়দা : অর্থাৎ যে ব্যক্তি মাতাপিতার শরয়ী হকসমূহ পদদলিত করে তাদেরকে নারাজ রাখে।

কষ্ট পেলেও তাদের আনুগত্য ও খেদমত ওয়াজিব

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার মাতাপিতার সন্তুষ্টি নিয়ে সকাল করবে, তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে যায়। আর যে ব্যক্তি মাতাপিতার অসন্তুষ্টি নিয়ে গোধূলি যাপন করে তার জন্য জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে যায়। যদি একজনকে অসন্তুষ্ট করে তাহলে একটি দরজা খুলে যায়। জিজ্ঞাসা করা হল, যদি উভয়ে জুলুম করে, তাও। উত্তরে বলা হল, যদি তারা উভয়ে জুলুম করে তাও।

(দারে কুতনী, মেশকাত- পৃঃ ৪২১)

ফায়দা : উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, মাতাপিতার পক্ষ হতে যদি কোন কষ্টদায়ক বেইনসাফী আচরণ প্রকাশ পায়, তাও তাদের সাথে কটূ কথা এবং কষ্টদায়ক আলাপ করবে না, বরং ক্ষমা করে দিবে এবং এ অবস্থায়ও তাদের খেদমত করা, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা, উত্তম আচরণ করা ওয়াজিব। অনেকে মাতাপিতার সাথে সাধারণতঃ সাংসারিক বিষয় নিয়ে কষ্টদায়ক মোয়ামালার সম্মুখীন হয় এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয় এবং সদাচরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে তাদের অসন্তুষ্টির কোন পরোয়া করে না। হাদীসে এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। তারা যেরূপ আচরণই করুক না কেন, সহ্য করে নিবে এবং ক্ষমা করে দিবে। তাদের প্রতি খেদমত ও করুণার দৃষ্টি রাখবে। যাতে তাদের অসন্তুষ্টির কারণে শাস্তির উপযুক্ত না হতে হয়।

ক্ষমা পাবে না

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মাতাপিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীদেরকে বলা হয়, যত আমলই কর না কেন, তোমাদের ক্ষমা করব না এবং যারা খেদমত করে সন্তুষ্ট রাখে তাদেরকে বলা হয়, যা ইচ্ছা আমল কর, তোমাদের ক্ষমা করে দিব।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল বির- পৃঃ ১০২)

শরীয়তবিরোধী কাজে মাতাপিতার আনুগত্য নেই

হাসান বসরী র. এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহারের অর্থ কী? তিনি বললেন, তাদের জন্য স্বীয় সম্পদ ব্যয় কর এবং গোনাহ ও শরীয়তবিরোধী বিষয় ব্যতীত সমস্ত ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করবে। (কিতাবুল বির- পৃঃ ৬০)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন! মাতাপিতার প্রতি আনুগত্য ও মান্যতার নির্দেশ সে ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী হবে না। শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপে তাদের প্রতি আনুগত্যের ভ্রুক্ষেপ করা চলবে না। এ কারণেই ইমাম বুখারী র. আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে باب يبر ولديه مالم معصية শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করেছেন। এ শিরোনামের দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চেয়েছেন যে, শরীয়তবিরোধী গোনাহের কাজে মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না। হাদীসে এসেছে لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ যে ক্ষেত্রে আল্লাহর নাফরমানী হয়, সে ক্ষেত্রে বান্দা তথা মাখলুকের কথা মান্য করা যাবে না। সুতরাং যদি তারা শিরক, কুফর, বিদআতের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করে, অনুরূপভাবে যদি শরীয়তবিরোধী বিবাহ-শাদীর নির্দেশ দেয়, মাজারের বিদআতী কাজের নির্দেশ দেয়, ওরসে এবং মাজারে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, সুদী কারবারের নির্দেশ দেয়, সুদী ব্যাংকে চাকুরীর নির্দেশ দেয়, বিবাহকে হজ্জের উপর প্রাধান্য দিতে বলে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে এ ধরনের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা যাবে না এবং তাদের অসন্তুষ্টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।

মাতাপিতার খেদমত গোনাহের কাফফারা

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সা. এর খেদমতে জনৈক ব্যক্তি হাজির হয়ে বলল, আমার দ্বারা একটি বড় গোনাহ হয়ে গিয়েছে। আমার

www.pathagar.com

কি কোন তওবা আছে? নবী করীম সা. বললেন, তোমার মাতাপিতা কি বেঁচে আছে? সে বলল, না। জিজ্ঞাসা করলেন, খালা আছে? লোকটি বলল, হ্যাঁ। বললেন, তার সাথে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযী, মেশকাত- পৃঃ ৪২০)

ফায়দা : জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তির মা যদি বেঁচে থাকত, তাহলে তার খেদমত ও আনুগত্যের নির্দেশ দিতেন। মা নেই বিধায় খালার খেদমতের নির্দেশ দিলেন। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার গোনাহ্ মাফের কারণ।

মাতাপিতা কাফির-মুশরিক হলেও সদ্ব্যবহার ও খেদমতের নির্দেশ

হযরত আসমা বিনতে আবী বকর রা. বলেন যে, নবুওয়াতের যুগে আমার মা কুফর অবস্থায় মদীনাতে আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূল সা.কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি তো আমার নিকট এসেছেন। আমি কি তার খেদমত ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারি? নবী করীম সা. বললেন, হ্যাঁ, তার খেদমত কর।

(বুখারী, মুসলিম, তারগীব- পৃঃ ৩২২)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মাতাপিতা যদি কাফিরও হয়, তাও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর, যে কোন ধরনের প্রয়োজনীয় খেদমত এবং সন্তুষ্টিমূলক আচরণ প্রদর্শন করা যেতে পারে। হ্যাঁ, তবে কুফর, শিরকের ক্ষেত্রে তাদের কোন কথা মান্য করা যাবে না। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন-

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

এবং যদি তারা তোমাকে কাফির বানানোর চেষ্টা করে, তাহলে কখনও তাদের আনুগত্য করবে না। ইমাম বুখারী র. সহীহ্ বুখারীর মধ্যে باب صلة الوالد المشترك শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করে উক্ত হাদীস দ্বারা এ বিষয়টিকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মাতাপিতা যদি কাফিরও হয়, তাদের খেদমত ও সাহায্য এবং সহযোগিতা ওয়াজিব। (পৃঃ ৮৮৪)

মাতার হক অগ্রগণ্য

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক আগন্তুক এসে রাসূলে করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করল যে, খেদমত ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, মা। পুনরায় একই প্রশ্ন করল। উত্তরে বললেন, মা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, উত্তরে বললেন, মা। চতুর্থবার যখন প্রশ্ন করল, তখন বললেন, পিতা। (বুখারী- খঃ ২, পৃঃ ৩৮৩)

www.pathagar.com

কায়াব ইবনে আলকামা রা. হতে বর্ণিত আছে, হযরত মূসা আ. আল্লাহর নিকট নসীহত প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কারণ সে গর্ভের কষ্ট সহ্য করেছে। জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর কার সাথে? বললেন, পিতার সাথে। (কিতাবুল বির- পৃ: ৭২)

হাসান বসরী র. বলেন যে, মায়ের খেদমতের হক দুই-তৃতীয়াংশ এবং পিতার হক এক-তৃতীয়াংশ। (বায়হাকী- খ: ৬, পৃ: ১৮৭)

বাহাজ স্বীয় দাদার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলে করীম সা. -এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সর্বাধিক সদাচরণ কার সাথে করব? নবী করীম সা. বললেন, মায়ের সাথে। অনুরূপভাবে তিনবার প্রশ্ন করা হল, নবী করীম সা. বললেন, মা। এরপর নবী করীম সা. বললেন, পিতা। অতঃপর ঐ শ্রেণী, যারা নিকটাত্মীয়-স্বজন।

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের র. বর্ণনা করেন যে, তোমাদেরকে মাতাপিতা উভয়ে যদি নামাযরত অবস্থায় ডাকে তাহলে মায়ের ডাকে সাড়া দিবে। পিতার ডাকে নয় (কারণ মা অধিক মুখাপেক্ষী এবং খেদমতের ক্ষেত্রে তার হকও বেশি)। (তাবরানী, কিতাবুল বির- পৃ: ৬৪)

ফায়দা : উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে বোঝা গেল যে, খেদমত ও করুণা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মায়ের হক বেশি। এটা সুস্পষ্ট বিষয় যে, সন্তানদের লালন-পালন এবং সেবা শুশ্রূষার ক্ষেত্রে মা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন।

মৃত্যুর সময় কালিমা নসীব না হওয়ার আশঙ্কা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সা. -এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, নবীন বয়সের এক নেককার তরুণকে (মৃত্যুর সময়ে) যখন কালিমা পড়তে বলা হল, পড়তে পারে না। রাসূলে করীম সা. জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি নামায পড়ত? বলা হল, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. উঠলেন, আমরাও উঠলাম এবং ঐ যুবকের কাছে গেলাম। নবী করীম সা. তাকে তালকীন করলেন এবং বললেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ বল। সে বলল, আমি বলতে পারছি না। সে তার মাতাকে অসন্তুষ্ট করে রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তার মা জীবিত আছে কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, মহানবী সা. বললেন, আচ্ছা তাকে ডাক। তাকে ডাকা হলে তিনি আসলেন। মহানবী সা. জিজ্ঞাসা করলেন, এই তরুণ কি তোমার পুত্র? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মহানবী সা. বললেন, আচ্ছা বলতো, যদি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হয় এবং তোমাকে বলা হয় যে, তুমি সুপারিশ করলে তাকে ছেড়ে দিব,

www.pathagar.com

নচেৎ তাকে আগুনে ছেড়ে দিব। তাহলে তুমি কি তার ব্যাপারে সুপারিশ করবে (যে, তোমার সম্মুখে তাকে আগুনে না জ্বালানো হোক)? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তার ব্যাপারে সুপারিশ করব। মহানবী সা. বললেন, তুমি আল্লাহকে এবং আমাকে সাক্ষী রেখে বল যে, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। অতঃপর মহিলা বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে এবং তোমার রাসূলকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার সন্তানের উপর সন্তুষ্ট। অতঃপর মহানবী সা. যুবককে বললেন, হে তরুণ! বল-

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

সাথে সাথে সে বলে দিল। মহানবী সা. বললেন, আমার কারণে লোকটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। (বায়হাকী- খঃ ৬, পৃঃ ১৯৭)

ফায়দা : কত বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে, মাতাপিতার অসন্তুষ্টি ধ্বংসাত্মক পরিণামের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনাটি বিরাট একটি শিক্ষণীয় পাঠ। বর্তমান দুনিয়া এভাবে আবর্তিত হচ্ছে। কত শত সহস্র লোক যে তাদের পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করে রেখেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। অথচ তাদের অন্তরে এ ব্যাপারে কোন ভয়ভীতিও নেই।

সর্বাবস্থায় মাতাপিতার আনুগত্য

হযরত মুয়ায রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক সা. আমাকে অসীয়ত করেছেন যে, আমি যেন কখনো মাতাপিতার নাফরমানী না করি। তারা যদি আমাকে পরিবার-পরিজন হতে পৃথক হয়ে যেতে বলেন, তারপরও।

(মুসনাদে আহমদ- খঃ ৫, পৃঃ ২৩৮)

হযরত উবাদা বিন সামেত রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, স্বীয় মাতাপিতার নাফরমানী কর না। তারা যদি দুনিয়ার সবকিছুকে ত্যাগ করতে বলেন, তাও।

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, স্বীয় পিতামাতার আনুগত্য কর। তারা যদি দুনিয়ার সবকিছুকে ত্যাগ করতে বলেন, তাও করবে। (কিতাবুল বির- পৃঃ ৪৭)

ফায়দা : স্মরণ রাখবে, মাতাপিতার আনুগত্য কেবল সেক্ষেত্রে নিষিদ্ধ, যেখানে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ পায়, বিষয়টি শরীয়তবিরোধী হয়। যা শরীয়তবিরোধী হবে না এবং বৈধ কাজ হয়, তাহলে সে ব্যাপারে আনুগত্য ওয়াজিব। প্রথমতঃ মাতাপিতা যদি বুঝমান হয়, শরীয়তের অনুগত হয়, তাহলে তো এমন জিনিসের নির্দেশই তারা দেবে না, যা অস্বীকার্য হতে পারে। এতদসত্ত্বেও যদি তারা এমন জিনিসের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে, যা

www.pathagar.com

শরীয়তবিরোধী না হয়, যেমন দুনিয়াবী কোন কাজে বাধা প্রদান করে, সম্পদ আয়ের কোন পন্থা হতে নিষেধ করে অথবা তাদের খেদমতের প্রয়োজন তাই আয়ের উৎস প্রভৃতি যে কোন কাজে আত্মনিয়োগ করতে নিষেধ করে এবং তাতে যদি কারো হক নষ্ট না হয়, তাহলে আনুগত্য করা ওয়াজিব। পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও মান্যতা হল শরীয়তবিরোধী এবং ফরজ ওয়াজিব ব্যতীত সর্বকাজে তাদের আনুগত্য ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে।

মাতাপিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতের সুগন্ধীও পাবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতের সুগন্ধী পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায় তারপরও জান্নাতের সুগন্ধী পাবে না উপকার করে খোঁটাদানকারী, মাতাপিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩২৭)

আল্লাহর অভিশাপ কার প্রতি?

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর অভিশাপ ঐ ব্যক্তির প্রতি যে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করে, আল্লাহর অভিশাপ ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে জমীনের সীমানাকে নষ্ট করে দেয়, আল্লাহর অভিশাপ ঐ ব্যক্তির প্রতি যে মাতাপিতার নিন্দাবাদ করে।

(ইবনে হিব্বান, তারগীব- পৃ: ৩২৯)

ফায়দা : সাধারণতঃ মানুষ আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য এবং পারস্পরিক মতানৈক্যের সুযোগে ভাল মন্দ বলা শুরু করে দেয়। এটা নাজায়েয ও হারাম এবং অভিশম্পাতের উপযুক্ত। এমন ব্যক্তির কোন আমল উপকারে আসবে না।

হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, তিনটি জিনিসের সাথে কোন আমল উপকারে আসবে না যথা- ১. শিরক, ২. মাতাপিতার নাফরমানী ৩. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩২৮)

মাতাপিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গোনাহ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উনাইস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ হচ্ছে শিরক, মাতাপিতার নাফরমানী এবং মিথ্যা কসম। (তিরমিযী- খ: ২, পৃ: ১৩১)

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সা. এর একটি কবীরা গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন নবী কারীমে সা. বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক, মানব হত্যা এবং মাতাপিতার নাফরমানী। (বুখারী- পৃ: ৮৮৪)

www.pathagar.com

ফায়দা : বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে এটাকে اكبر الكبائر (কবীরাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়) গণ্য করা হয়েছে এবং একে শিরকের পরপরই স্থান দেয়া হয়েছে। যদ্বারা একথা স্পষ্টভাবে অনুমিত হয়েছে যে, মাতাপিতাকে অসন্তুষ্ট করা বিরাট গোনাহ এবং তাকে সন্তুষ্ট করা পর্যন্ত এর প্রায়শ্চিত্ত বা ক্ষতিপূরণ হবে না।

মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (দারেমী- খঃ ২, পৃঃ ১১২)

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, মাতাপিতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিতাবুল বির- পৃঃ ৯২)

মাতাপিতা যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়ার নির্দেশ দেয় ......

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন যে, আমার এক স্ত্রী ছিল। আব্বাজান তাকে অপছন্দ করতেন, তিনি বললেন, তাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি দেইনি। হযরত ওমর রা. (পিতা) রাসূল সা. কে বিষয়টি অবহিত করলেন। রাসূল সা. বললেন, পিতার কথা মান্য কর (অর্থাৎ তাকে তালাক দিয়ে দাও)।

(আবু দাউদ, তিরমিযী- খঃ ১, পৃঃ ২২৬)

তিরমিযী শরীফের মধ্যে এসেছে যে, আমি তাকে পছন্দ করি এবং হযরত ওমর রা. তাকে অপছন্দ করেন। (পৃঃ ২২৬)

ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে ওমর রা. বলেন, অতঃপর আমি তাকে (পিতার কথা অনুযায়ী) তালাক দিয়ে দিলাম। (পৃঃ ১৫১)

ফায়দা : হযরত ওমর ফারুক রা. কে উক্ত মহিলাটি কষ্ট দিয়েছিল। যদি কারো পিতামাতা তার স্ত্রী দ্বারা কষ্ট পায়, যেমন পিতামাতাকে সর্বদা ধিক্কার তিরস্কার করতে থাকে, কটূ কথা বলতে থাকে, মাতাপিতা ও সন্তানের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে যদ্দরুণ মাতাপিতা তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে তাহলে এহেন পরিস্থিতিতে তাকে তালাক প্রদান করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব। পক্ষান্তরে মাতাপিতা বাস্তবে যদি কোন কষ্ট না পেয়ে থাকে, বরং মাতাপিতা অনর্থক যদি তাকে তালাক দিতে বলে, তাহলে এমতাবস্থায় মাতাপিতার নির্দেশ মান্য করা জরুরী নয়, বরং এমন মুহূর্তে তালাক প্রদান করা মহিলার ওপর জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়। তালাক আল্লাহ পাকের নিকট অত্যন্ত খারাপ একটি জিনিস। কেবল অপারগ অবস্থায় এটা বৈধ রাখা হয়েছে।

(দরসে তিরমিযী- খঃ ৩, পৃঃ ৫০৪)

www.pathagar.com

মাতাপিতার জন্য ব্যয় করা, আল্লাহর পথে ব্যয় করা

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, মজলিসের পাশ দিয়ে জনৈক ব্যক্তি অতিক্রম করছিল, যে ছিল দুর্বল এবং হালকা দেহ বিশিষ্ট। মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বলল যে, কত ভাল হত যদি এই দেহটা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদ করে) এমন (দুর্বল) হত! একথার পর রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, আহ! যদি লোকটি মাতাপিতার জন্য মেহনত (আয় ও ব্যয়) করার কারণে দুর্বল হতো, তাহলে সেটা আল্লাহর রাস্তায় বলে গণ্য করা হত। পুনরায় আবার বললেন, আহ! লোকটি যদি ছোট বাচ্চাদের জন্য মেহনত করত, তাহলে এই মেহনত (শ্রম ও ব্যয়) আল্লাহর রাস্তায় মেহনত বলে পরিগণিত হত। আহ! যদি লোকটি স্বীয় জীবিকার জন্য মেহনত করত এ উদ্দেশ্যে যে, সে মানুষের মুখাপেক্ষী হবে না, তাহলে সেটাও আল্লাহর রাস্তায় (মেহনত বলে) পরিগণিত হত। (দুররে মানসূর- খঃ ১, পৃঃ ১৭৩)

ফায়দা : উক্ত হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, শুধু জিহাদের জন্য বা রণাঙ্গণে ব্যয় করাই ফী সাবিলিল্লাহ নয়। বরং অন্যান্য পথে আয় করা, পরিশ্রম করা এবং ব্যয় করাও ফী সাবিলিল্লাহ এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

যেমন স্বীয় মাতাপিতার জন্য বা জিহাদের জন্য ব্যয় করা। ফী সাবিলিল্লাহ এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং স্বীয় মাতাপিতার জন্য আয় করা, মেহনত করা, তাদের জন্য তাদের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে কষ্ট সহ্য করা, সওয়াবের দিক থেকে আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করা এবং ব্যয় করার সমতুল্য। অনুরূপভাবে স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য কিংবা নিজের জন্য আয় করা এবং শরীয়ত মোতাবেক খরচ করাও আল্লাহর রাহে ব্যয় করার মত। যেহেতু আল্লাহ পাক এর নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর প্রতি তাকীদ করেছেন।

মাতাপিতার জন্য ব্যয় করা সর্বোত্তম ব্যয়

হযরত মুয়াররাক আযালী রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম সা. বলেন, সর্বোত্তম ব্যয় কোনটি তোমরা জান কি? লোকেরা বলল, আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল সা. বললেন, মাতাপিতার প্রতি ব্যয় করাই সর্বোত্তম ব্যয়। (কিতাবুল বির- পৃঃ ৬১)

মাতাপিতার খেদমত করলে, সন্তানের খেদমত পাবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের স্ত্রীদের থেকে নিজেকে পবিত্র রাখ। তোমাদের স্ত্রীরাও পবিত্র থাকবে। স্বীয় মাতাপিতার খেদমত ও আনুগত্য কর, তোমাদের সন্তানরাও

www.pathagar.com

তোমাদের আনুগত্য ও খেদমত করবে। তোমাদের ভাই যদি তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বা মিনতি করে তার মিনতি গ্রহণ কর, চাই সেটা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক। যদি তোমরা তা না কর, তাহলে আমার হাউজে কাউসারের নিকট আসতে পারবে না। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩১৮)

ফায়দা : বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গিয়েছে যে সমস্ত লোকেরা স্বীয় মাতাপিতার সম্মান করেছে, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছে। আজ তাদের সন্তানরাও তাদের সাথে উত্তম আচরণ করছে এবং তাদের খেদমত করছে। পক্ষান্তরে যারা মাতাপিতাকে কষ্ট দিয়েছে তাদের হক নষ্ট করেছে, তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করেনি, আজ তাদের সন্তানরা তাদের সাথে খারাপ এবং কষ্টদায়ক আচরণ করছে।

মাতাপিতার খেদমত বালা-মুসিবত হতে নিষ্কৃতির কারণ

বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত ইবনে ওমর রা. -এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে যাচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি এসে তাদের গতিরোধ করল এবং একটি গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। এদিকে পাহাড় থেকে বিরাট এক পাথর গড়িয়ে এসে গুহার মুখে পড়ল এবং গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন একে অপরকে বলতে লাগল, নিজের ঐ আমলটির অসীলা দিয়ে দুআ কর, যা নিছক আল্লাহর জন্য করেছ। হয়তো তার বরকতে আল্লাহ পাক সমস্যার সমাধান করে দিবেন। তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা ছিল এবং ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তানও ছিল। যখন সন্ধ্যায় আমি বাড়িতে ফিরতাম, তখন ছাগলের দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানের আগে মাতাপিতাকে পান করাতাম। একদিন আমার আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, যদ্দরুণ তারা ঘুমিয়ে গিয়েছিল। আমি অন্যান্য দিনের মত দুধ দোহন করলাম এবং দুধ নিয়ে তাদের কাছে আসলাম এবং তাদেরকে ঘুম থেকে জাগানো অশোভনীয় মনে করে তাদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম আর তাদের পূর্বে সন্তানদেরকে পান করানোও ভাল মনে হচ্ছিল না। এদিকে বাচ্চারা আমার পায়ের কাছে ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। এভাবেই আমার সময় কাটছিল। এক সময় সকাল হয়ে গেল। হে আল্লাহ! যদি এ খেদমত আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে আপনি আমাদের গর্তের মুখ খুলে দিন যেন আসমান দেখতে পাই। অতঃপর আল্লাহ পাক গুহার মুখ খুলে দিলেন। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। (বুখারী ও মুসলিম- খঃ ২, পৃঃ ৩৫৩)

ফায়দা : মাতাপিতার খেদমতের বরকতে সে দুনিয়াবী মুসিবত হতে নিস্কৃতি পেল এবং গুহার মুখের উপর যে বিরাট পাথর পড়ে ছিল, তা সরে গেল। এ

www.pathagar.com

ঘটনা দ্বারা বোঝা গেল যে. মাতাপিতার খেদমত দুআ কবুল এবং মুসিবত হতে নিষ্কৃতির কারণ। আল্লামা নববী র. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন যে, এর দ্বারা বোঝা গেল যে, মাতাপিতাকে সন্তানদের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ মাতাপিতার সাথে যখন স্ত্রী-সন্তানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মাতাপিতা মুখাপেক্ষী ও অভাবী হয়, তখন স্ত্রী-সন্তানদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিবে।

মাতাপিতার বদদুআর বিস্ময়কর এক ঘটনা

আওয়াম ইবনে হাওশাব রা. বর্ণনা করেন যে, একবার আমি একটি স্থানে অবস্থান করলাম। উক্ত মহল্লার এক প্রান্তে একটি কবরস্থান ছিল। যখন বিকাল হল, তখন একটি কবর ফেটে গেল। তা থেকে একটি মানব দেহ বের হল, যার মাথা ছিল গাধার মত আর পুরো দেহ ছিল মানুষের মত। সে গাধার মত তিনবার চিৎকার দিল, অতঃপর কবরে ঢুকে গেল। এদিকে এক বৃদ্ধা মহিলাকে দেখলাম যে, মহিলাটি পশমী সুতা তৈরী করছে। জনৈকা মহিলা বলল, এই বৃদ্ধা মহিলাকে দেখেছেন? আমি বললাম, কেন? কী বিষয়? সে বলল, এ বৃদ্ধা মহিলাটি ঐ লোকটির মা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঘটনা কী? সে বলল, এই লোকটি ছিল মদ্যপায়ী। মদপান করে সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসত, তখন তার মা বলত, হে আমার বৎস! আল্লাহকে ভয় কর, কতদিন আর মদ্যপানে লিপ্ত থাকবে? তখন সে উত্তরে বলত, গাধা যেমন চিৎকার করে, তুমিও তদ্রূপ চিৎকার কর। উক্ত বৃদ্ধা মহিলাটি বলল, ঐ লোকটি (একদিন) আসরের পর মৃত্যুবরণ করল। তারপর থেকে প্রতিদিন তার কবর ফেটে যায় এবং তিনবার গাধার মত চিৎকার করে আবার কবরে ঢুকে যেত। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ২৩২)

ফায়দা : সারকথা হচ্ছে, সে নিজের মার কথাকে গাধার চিৎকারের সাথে তুলনা করত, যার শাস্তি হিসাবে কবরের মধ্যে গাধা হয়ে গিয়েছে এবং গাধার মত চিৎকার করতে শুরু করেছে। কোন কোন জায়গায় ঘটনার মধ্য লিখেছে তার মা তাকে বলেছিল, তুই আমাকে গাধা বলিস, তোকে আল্লাহ পাক গাধা বানিয়ে দিন। এর পরিণামে তার এই অশুভ পরিণতি। আল্লাহর আশ্রয় চাই। কেমন লোমহর্ষক ঘটনা! আল্লাহ পাক ঘটনাটিকে শ্রবণকারীদের জন্য শিক্ষণীয় বানিয়ে দিন। লক্ষ্যণীয় উক্ত ঘটনাটিকে অসংখ্য মুহাক্কিক হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন মুহাদ্দিস মুনজিরী র.তারগীব গ্রন্থের মধ্যে, ইবনে জাওযী র. কিতাবুল বির -এর মধ্যে বিভিন্ন সনদে এবং বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে মুহাদ্দিস الاصبهانی رح ও উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিস আবুল আব্বাস আল আসাম র. উক্ত বর্ণনাকে হাদীসের হাফেজদের একটি বৃহৎ সমাবেশের মধ্যে লিখিয়ে দিলেন। কোন ব্যক্তিই এ ঘটনাটি অস্বীকার করেনি।

www.pathagar.com

মাতাপিতার বদদুআর প্রতিক্রিয়া

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জুরাইয নামক একজন বিখ্যাত পরহেজগার আবেদ ছিল। সে একটি খানকায় থাকত। খানকার পাশে থাকত জনৈক রাখাল। গ্রামের একটি মেয়ে ঐ রাখালের কাছে আসত। একদিন জুরাইজের মা এসে তাকে ডাক দিলেন, হে জুরাইজ! তখন জুরাইজ ছিল (নফল) নামাযে রত। সে নামাযের মধ্যে মনে মনে ভাবল, মাকে প্রাধান্য দিব, নাকি নামাযকে প্রাধান্য দিব (অর্থাৎ উত্তর দিব, নাকি নামাযে লিপ্ত থাকব)? অতঃপর সে নামাযকেই প্রাধান্য দিল। মা দ্বিতীয়বার ডাকলেন, সে মনে মনে একই ভাবনা ভাবল যে, মাকে প্রাধান্য দিব, নাকি নামাযকে? অতঃপর নামাযকেই প্রাধান্য দিল (এবং মায়ের ডাকে সাড়া দিল না)। যখন সে মায়ের কথার উত্তর দিল না, তখন মা তাকে বললেন, হে জুরাইজ! বেহায়া নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত যেন তোর মৃত্যু না হয়। এ কথা বলে তার মা চলে গেলেন (এবং জুরাইজ নামাযে লিপ্ত থাকল)।

(এদিকে) সেই মেয়েটিকে বাদশাহর দরবারে হাজির করা হল। কারণ সে একটি সন্তান প্রসব করেছে (অথচ সে ছিল অবিবাহিত)। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করল, বাচ্চাটা কার ঔরষে হয়েছে? সে বলল, জুরাইজ থেকে। বাদশাহ বলল, ঐ খানকাওয়ালা! মেয়েটি বলল, হ্যাঁ। বাদশা নির্দেশ দিল, তার খানকাহ চুরমার করে দাও এবং তাকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতঃপর তার খানকা ভেঙ্গে দেয়া হল এবং গলায় রশি বেঁধে তাকে উপস্থিত করানো হল। পথিমধ্যে বেহায়া মহিলারা তার দিকে তাকাল। জুরাইজ মুচকি হাসি দিল। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কী? ঐ মহিলা বলল, বাচ্চাটি ঐ আবেদ থেকে। জুরাইজ জিজ্ঞাসা করল, কোথায় সে বাচ্চাটি? বলল, ঐ মেয়েটির কোলে। সে বাচ্চাটিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার পিতা কে? শিশুটি (যে ছিল নবজাতক) উত্তর দিল, রাখাল। বাদশাহ যখন এই কাহিনী দেখল যে, আবেদকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং তার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে দুগ্ধপোষ্য নবজাতক শিশু। যেটা জুরাইজের জন্য কারামতি প্রমাণিত হল। তখন বাদশা বলল, তোমার খানকাটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করে দেই? আবেদ বলল, না। বাদশা পুনরায় বল, তাহলে রৌপ্য দিয়ে তৈরী করে দেই? সে বলল, না। জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কীভাবে বানিয়ে দেব? আবেদ বলল, যেমন ছিল, তেমন বানিয়ে দিন (অর্থাৎ মাটি দিয়ে)। অতঃপর বাদশাহ জিজ্ঞাসা করল, তুমি (বেহায়া মহিলাদের দেখে) মুচকি হাসি দিলে কেন? সে বলল, একটি ঘটনা মনে পড়েছিল (আমার মা বলে ছিল বেহায়া নারীদের মুখ দেখতে পাবে। আজ তা পূর্ণ হল) যে, আমার মা বদদুআ দিয়েছিল। অতঃপর সে মায়ের ঘটনাটি শোনাল। (আদাবুল মুফরাদ- পৃ: ২৪)

www.pathagar.com

ফায়দা : উপরিউক্ত ঘটনার দ্বারা বোঝা গেল যে, মাতাপিতার বদদুআ কার্যকরী হয়। এর ক্রিয়া পরকালে প্রকাশিত হোক আর না হোক, দুনিয়াতে সে পেরেশানীতে অবশ্যই আক্রান্ত হবে। আল্লামা নববী র. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এই লোকটি নফল নামাযে লিপ্ত ছিল। মায়ের ডাকে সাড়া দেয়া তার জন্য জরুরী ছিল। তার উচিত ছিল নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে উত্তর দেয়া। মাতাপিতা, নফল নামাযের ওপর প্রাধান্য পাবে। (মুসলিম- পৃ: ৩১৩)
হতে পারে মা তাকে কোন প্রয়োজনের জন্য ডেকে ছিলেন এবং ছেলে নফল নামাযে লিপ্ত ছিল। সে নামায ছেড়ে উত্তর দেয়া উচিত ছিল। তা না করায় মা বদদুআ করেছেন এবং সেই বদদুআর কারণে ঘটে গেল এমন কাহিনী। এর দ্বারা বোঝা গেল, মাতাপিতার বদদুআ থেকে বেঁচে থাকবে। তাদেরকে অসন্তুষ্ট করবে না। যদি খোদা না করুন ভুল বুঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে বদদুআ দিয়ে বসে তাহলে পার্থিব বালা-মুসিবত এবং পেরেশানীতে ঠিকই আক্রান্ত হবে। কিন্তু পরকালে এর কোন ক্রিয়া হবে না। কিন্তু যদি অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়, ভাল মন্দ বলে তাহলে তার ইহকাল-পরকাল উভয় জগতে ধ্বংস ও পেরেশানী ভোগ করতে হবে।

ইন্তেকালের পর মাতাপিতার অনুগত কীভাবে হবে?

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির মাতাপিতা উভয়ে বা যে কোন একজন ইন্তেকাল করল এবং সে ব্যক্তি জীবদ্দশায় তাদের অবাধ্য ছিল, তাহলে সে যদি তাদের জন্য সর্বদা মাগফিরাত কামনা করতে থাকে এবং দুআ করতে থাকে, তাহলে (এর কারণে) ঐ ব্যক্তি তাদের বাধ্যগত ও অনুগত বলে গণ্য হবে। (মেশকাত- পৃ: ৪২১)
ফায়দা : কী সোনালী সুযোগ পাওয়া গেল, যে ব্যক্তি তাদের জীবদ্দশায় কোন কারণে খেদমত ও সদ্ব্যবহার করে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তার ক্ষতিপূরণ তাদের ইন্তেকালের পর মাগফিরাত কামনা ও দুআর মাধ্যমে হতে পারে। ইবাদত ও দান-খায়রাতের মাধ্যমে তাদের ইসালে সওয়াব করতে থাকবে। আল্লাহ্ পাকের কত বড় করুণা যে, জীবদ্দশায় করতে পারেনি বিধায় মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণের অবকাশ দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি তাদের ইন্তেকালের পরও মাগফিরাতের কামনা, দুআ ও ইসালে সওয়াবের মাধ্যমে অনুগতদের কাতারে শামিল না হতে পারে, তার চেয়ে হতভাগা আর কে থাকতে পারে?

মাতাপিতার ইছালে সওয়াবের দুআ

আল্লামা আইনী র. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি এই দুআটি একবার পাঠ করবে

www.pathagar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم - لِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَهُ الْعَظَمَةُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعٰلَمِيْنَ وَلَهُ النُّوْرُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

অতঃপর এই দুআ করবে যে, হে আল্লাহ এর সওয়াব আমার মাতাপিতার রূহের উপর পৌঁছিয়ে দিন। সে মাতাপিতার হক আদায় করল।

(ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃ: ২০৬)

মাতাপিতার পক্ষ হতে সদকা

সায়াদ ইবনে উবাদা রা. হতে বর্ণিত আছে, তার অনুপস্থিতিতে তার মাতার ইন্তেকাল হয়ে গেল। তিনি রাসূলে করীম সা. -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি তার পক্ষ হতে সদকা করতে পারি? রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন আমি তার জন্য একটি বাগান সদকা করে দিলাম।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করল, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন এবং কোন অসীয়ত করে যাননি। আমি যদি তার পক্ষ হতে সদকা করি, তাহলে তার রূহের ওপর পৌঁছবে তো? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, হ্যাঁ। (মুসলিম- খ: ১, পৃ: ৩২৪)

ফায়দা : মাতাপিতার ইন্তেকালের পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি হল তাদের পক্ষ হতে কোন সদকায়ে জারিয়া করে দিবে, যাতে এর সওয়াব তারা পেতে থাকে। যদি কোন সদকায়ে জারিয়া না করতে পারে, তাহলে সওয়াব রেসানীর জন্য বিভিন্ন সময়ে দান খয়রাত করতে থাকবে অথবা তিলাওয়াত ও ইবাদতের সওয়াব তাদের নামে পাঠাতে থাকবে।

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সা. -এর নিকট আরজ করল, আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন। আমার মনে হয় আমি যদি তাকে বলার সুযোগ পেতাম, তাহলে তিনি সদকা করতেন। আমি যদি এখন তার পক্ষ হতে সদকা করি, তাহলে কি তিনি সওয়াব পাবেন? রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ, তিনি সওয়াব পাবেন। (মুসলিম- খ: ৬, পৃ: ৩২৪)

ফায়দা : দান খয়রাত করলে তার সওয়াব পাওয়া যায়। মাতাপিতা সন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রে সহস্র নয়, লক্ষ লক্ষ টাকাও ব্যয় করে থাকে। জন্ম

www.pathagar.com

থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত প্রতিপালনে অত্যন্ত সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেছে। এতে যেমন তেমন ব্যয় হয় না। তারা আজ দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। সামান্য কিছু টাকা পয়সা যদি আমরা তাদের সওয়াব রেসানীর জন্য ব্যয় করি, তাহলে কতটুকু আর খরচ হবে? সুতরাং মাঝে মাঝে কিছু দান খয়রাত করার অভ্যাস গড়ে তুলবে। যেমন কাউকে খানা খাওয়াল, সুযোগ মত বস্ত্র দান করল, মসজিদে কুরআন শরীফ দান করল। মাদরাসায় কিতাব দিল এবং এর সওয়াবের ক্ষেত্রে মাতাপিতার নিয়ত করল। অনুরূপভাবে নফল নামায পড়ে তার সওয়াব বখশিশ দিল, কুরআন পাঠ করল। তার সওয়াব বখশিশ দিল। উত্তম হল, এগুলোকে দৈনন্দিন আমল বানিয়ে নেয়া। যেমন মাগরিবের পর ছয় রাকাত আওয়াবীন পড়ে নিবে এবং তার সওয়াব বখশিশ করবে। প্রত্যেক জুমার দিনে বা মোবারক মাসে তাদের নামে কিছু দান-খয়রাত করবে। এভাবে করলে কষ্টও হবে না, বোঝাও হবে না আবার মাতাপিতার সাথে উত্তম আচরণও হবে। কবরে তাদের আত্মা শান্তি পাবে ও খুশি হবে। যদি কেউ তাদের মাতাপিতার জন্য করে, তাহলে তাদের সন্তানরাও তাদের জন্য করবে।

স্মরণ রাখবেন! অন্যদেরকে সওয়াব বখশিশ করলে নিজের সওয়াবহ্রাস পায় না। আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহের দ্বারা তাদেরকেও সওয়াব দান করবেন। আল্লাহ পাক বান্দাদের প্রতি কত দয়াশীল! এজন্য উত্তম হল কুরআন থেকে যতটুকু তেলাওয়াত করবে, দরূদ অজীফা যতটুকু পাঠ করবে, তার সওয়াব পুরো উম্মত, সাধারণ মুমিন-মুমিনাত এবং আত্মীয়-স্বজন, আকাবিরীন, আওলিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীনের নামে বখশিশ করবে। তাদের আত্মাও খুশি হবে আবার নিজেদের সওয়াবওহ্রাস পাবে না।

ঋণ পরিশোধ করার মাধ্যমে অনুগতদের কাতারে শামিল

হযরত ইমাম আওযায়ী র. বলেন, আমার নিকট এ বর্ণনাটি পৌঁছেছে, যে ব্যক্তি মাতাপিতার জীবদ্দশায় তাদেরকে কষ্ট দিয়েছিল। এরপর তাদের জিম্মায় যে ঋণ ছিল তা পরিশোধ করে দিল এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করল। তাদের সম্মান রক্ষার্থে কাউকে গালি দিল তাহলে সদ্ব্যবহারকারীদের তালিকায় তার নাম লিখে দেয়া হবে।

আর যে ব্যক্তি মাতাপিতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে, কিন্তু (তাদের মৃত্যুর পর) তাদের ঋণ পরিশোধ করে না, তাদের জন্য মাগফিরাত কামনাও করে না এবং তাদেরকে গালমন্দ করল, তাহলে মাতাপিতাকে যারা কষ্ট দেয় তাদের তালিকায় তার নাম লিখে দেয়া হবে।

(আদ্দুররে মানসুর- খঃ ৪, পৃঃ ১৭৪)

www.pathagar.com

ফায়দা : দেখুন মাতাপিতার ঋণ পরিশোধ করা কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ফযীলতের কথা! এর কারণে জীবদ্দশাতে যে নাফরমান মৃত্যুর পরে সে অনুগত বলে গণ্য হবে। এর কারণ হল, ঋণের জন্য মানুষকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা হয়। যখন তাদের ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হয়, তখন তারা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি পায়। এটা তাদের জন্য কতই না আনন্দ ও খুশির কথা! সন্তানের যে আমল মাতাপিতার জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্তির কারণ হয়, তাদের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উপকার ও কল্যাণের আর কী হতে পারে?

মাতাপিতার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ ও ওমরা

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতার পক্ষ হতে হজ্জ করবে অথবা তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিবে, সে কিয়ামতের দিন নেককারদের দলভুক্ত হয়ে উঠবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ১৪৮)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি মাতাপিতার পক্ষ হতে হজ্জ করবে এটা তাদের জন্য বদলী হজ্জ বলে গণ্য হতে পারে। আসমানে তাদের রূহকে এর সুসংবাদ দেয়া হয় এবং এই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অনুগত বলে গণ্য হয়, আগে যদিও সে অবাধ্য ছিল।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতার উভয়ের কোন একজনের পক্ষ হতে হজ্জ করে, তাহলে তাদেরকে একটি হজ্জের সওয়াব দান করা হয় এবং যে হজ্জ করল, তাকে নয়টি হজ্জের সওয়াব দান করা হয়। (ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃ: ২০৬)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা বা মাতার পক্ষ হতে হজ্জ করল, উক্ত হজ্জের সওয়াব সেও পাবে এবং তার মাতাপিতাও পাবে।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৩, পৃ: ২৮৫)

ফায়দা : মাতাপিতার পক্ষ হতে যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, সে নিজেও হজ্জের সওয়াব পাবে, সওয়াব থেকে সে বঞ্চিত থাকবে না। প্রত্যেকটি নেক কাজের বিধানই অনুরূপ। অন্যদের সওয়াব বখশিশ করলে বা অন্যদের জন্য আমল করলে নিজের সওয়াব হ্রাস পায় না।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম সা. -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। বেঁচে থাকাকালীন সময়ে তিনি হজ্জ করতে পারেননি। এখন আমার করণীয় কী? নবী করীম সা. বললেন, আচ্ছা বল তো! তোমার পিতা

যদি ঋণী থাকে আর তুমি তার পক্ষ হতে ঋণ পরিশোধ করে দাও, তাহলে তার ঋণ পরিশোধ হবে কি না? সে বলল, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলে করীম সা. বললেন, এটাও তো একটা ঋণ। তাঁর পক্ষ থেকে তুমি পরিশোধ করে দাও।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৩, পৃঃ ২৮৫)

ফায়দা : অসংখ্য সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে, তাদের মাতাপিতার জিম্মায় হজ্জ ছিল। রাসূল সা. -এর কাছ থেকে অবগত হওয়ার পর তারা তাদের পক্ষ হতে হজ্জ করে দিল।

স্মরণ রাখবেন, মাতাপিতা উভয়ে কিংবা যে কোন একজনের ওপর হজ্জ ফরজ হয়ে থাকে অথচ তারা শারীরিক অসুস্থতা, অলসতা বা দীনের সহীহ বুঝ না থাকায় হজ্জ পালন না করে। তাহলে আর্থিক সামর্থ্য সাপেক্ষে তাদের সন্তানদের ওপর ওয়াজিব তাদের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করে দেয়া অথবা অন্য কারো দ্বারা আদায় করানো। যাতে তারা কবরের জগতে এবং কিয়ামতের ময়দানে গ্রেফতারী থেকে নিরাপদ থাকে।

যদি তারা অসীয়ত করে, তখন ফিকহী বিধান অনুযায়ী তাদের পক্ষ হতে হজ্জ করা ওয়াজিব। যদি অসীয়ত নাও করে, তথাপি সন্তাদের ওপর নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে যাদের অসিলায় আল্লাহর হুকুমে তাদের পার্থিব জগত তৈরী হল, তারা যেন মাতাপিতার পারলৌকিক জগত তৈরীর কারণ হয়।

মাতাপিতার ইন্তেকালের পর সদ্ব্যবহারের পদ্ধতি

আবু সাঈদ সায়িদী রা. বলেন, আমরা রাসূলে করীম সা. এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময়ে বনী সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হল এবং জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন কোন উত্তম আচরণ আছে কি যা মাতাপিতার ইন্তেকালের পর তাদের প্রতি প্রদর্শন করা যায়? রাসূলে করীম সা. বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা, দুআ করা, তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে উত্তম আচরণ করার মাধ্যমে তাদের সাথে তাদের ইন্তেকালের পরও সদ্ব্যবহার করা যায়। (মেশকাত- পৃঃ ৪২০)

ফায়দা : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে মাতার মৃত্যুর পর, দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়ার পরও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদের জীবদ্দশায় যদি তাদের প্রতি খেদমত, আনুগত্য, সদ্ব্যবহার সম্ভব না হয়ে থাকে, তারপরও এর সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি, বরং মৃত্যুর পরও এর ক্ষতিপূরণ করে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারকারী ও অনুগত সাব্যস্ত হতে পারে। রাসূলে করীম সা. প্রশ্নকারীর উত্তরে এমন পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেগুলো তাদের ইন্তেকালের পর করলে সদ্ব্যবহার বলে বিবেচিত হবে। যথা-

www.pathagar.com

১. তাদের জন্য রহমতের দুআ করতে হবে।
২. মাগফিরাত এবং নাজাতের জন্য দুআ করতে হবে।
৩. তাদের প্রতিশ্রুতি, অসীয়ত প্রভৃতি বাস্তবায়ন করতে হবে বা যে সমস্ত বিষয়ে তারা প্রত্যাশা করেছিল এবং বলে গিয়েছিল, সেগুলো পূর্ণ করতে হবে। যেমন বলে গেল, অমুককে অমুক জিনিসটি দিবে অথবা অমুককে অমুক কাজটি করতে বলবে অথবা সন্তানদের মধ্যে কাউকে হাফেয বা আলেম বানাতে বলে গেল অথবা বিবাহের ব্যাপারে বলে গেল। তাহলে এগুলো পূর্ণ করা সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য ধন সম্পদের ব্যাপারে যে অসীয়ত করবে, তা কোন আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিবে।
৪. মাতাপিতার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে হবে, অসুস্থতার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ইত্যাদি।
৫. মাতাপিতার বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে হবে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে, প্রয়োজনমত তাদের উপকার করতে হবে।

রাসূলে করীম সা. হযরত খাদীজা রা. এর ইন্তেকালের পর তার সহচারীদের প্রতি বেশ লক্ষ্য রাখতেন। আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে ইমাম বুখারী র. উল্লেখ করেছেন যে, কোন এক সফরে হযরত ইবনে ওমর রা. -এর সাক্ষাত হল জনৈক বেদুঈনের সাথে, যিনি ছিলেন হযরত ওমর রা. -এর বন্ধুদের অন্যতম। হযরত ইবনে ওমর রা. তাকে একটি গাধা এবং মাথার পাগড়ী খুলে হাদিয়া দিলেন। পরে সাথীরা বলল, তাকে দু'টি দিরহাম দিলেই তো যথেষ্ট ছিল। তখন ইবনে ওমর রা. বললেন, আমি আমার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছি। কারণ রাসূলে করীম সা. বলেছেন, আপন পিতার বন্ধুদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তা ছিন্ন করবে না। অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমার নূর ছিনিয়ে নিবেন। (মুসলিম- খ: ২, পৃ: ২১৪)

মূলতঃ এ সমস্ত কাজে তাদের আত্মা খুশি হয়। এ কারণেই এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বুরদা রা. বলেন যে, আমি মদীনাতে আসলাম। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. তাশরীফ রাখলেন এবং বললেন, আমি কী জন্য আপনার নিকট ছুটে এসেছি তা জানেন কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি রাসূলে করীম সা. কে বলতে শুনেছি যারা কবরবাসী মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করতে চায়, তারা যেন তাদের ভাইদের প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করে।

হযরত আব্দুল্লাহ রা. -এর পিতা এবং তার পিতার মাঝে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল (এদিকে লক্ষ্য করে আমি ইচ্ছা করেছি) আপনার প্রতি উত্তম আচরণ প্রদর্শন করব। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩২৩)

www.pathagar.com

ফায়দা : অসংখ্য হাদীসে এসেছে যে, মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করা যেন স্বীয় মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। সুতরাং যাদের পিতামাতা ইন্তেকাল করেছে, তারা যদি তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের ফযীলত ও সওয়াব লাভ করতে চায়, তাহলে তাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে যেন সদ্ব্যবহার করে।

ইন্তেকালের পর পিতামাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার

হযরত ইবনে ওমর রা. হুযুর সা. -এর একটি বাণী নকল করেছেন যে, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা হল তাদের ইন্তেকালের পর বন্ধু-বান্ধব ও সম্পৃক্ত লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। (মুসলিম- পৃ: ৪১৯)

ইবনে দীনার বলেন, ইবনে ওমর রা. মক্কার পথে ছিলেন। পথিমধ্যে একজন বেদুঈনের সাথে সাক্ষাত হল। ইবনে ওমর রা. সালাম করলেন, তাকে নিজের বাহনটি দিয়ে দিলেন এবং মাথার পাগড়ীও দিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার র. বললেন যে, সে তো একজন গ্রাম্য লোক। এর চেয়ে কমেও সে সন্তুষ্ট হয়ে যেত। হযরত ইবনে ওমর রা. বললেন, তার পিতা ছিল আমার পিতার বন্ধুদের একজন। আমি রাসূলে পাক সা. এর নিকট শুনেছি যে, সদ্ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে পিতার বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩২৩)

মাতাপিতার জন্য দুআ করা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ সওয়াবের দরজা বন্ধ হয়ে যায়)। কিন্তু তিনটি জিনিসের দ্বারা সে উপকৃত হতে থাকে। (মুসলিম- পৃ: ২১)

১. এমন দান-খয়রাত, যার ফায়দা বা সওয়াবের ধারা চালু থাকে। যেমন মসজিদ মাদরাসা প্রভৃতি তৈরী করে দিল।
২. ইলমের ধারা চালু করে দিল, যদ্বারা মৃত্যুর পর মানুষ উপকৃত হতে থাকল। যেমন কিতাব লিখে দিল, স্থায়ীভাবে দরস তাদরীসের ধারা চালু করে দিল অথবা হাফেয আলেম তৈরী করল ইত্যাদি।
৩. মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তাদের জন্য রহমত, মাগফিরাত এবং মর্তবা বৃদ্ধির জন্য যে দুআ করবে, তার দ্বারা পরকালে ফায়দা হবে। সন্তানদের দুআয় মাতাপিতার কবর জগতের বিরাট উপকার হয়। এর কারণে তাদের আযাব বন্ধ হয় বা হালকা হয় এবং মাগফিরাত লাভ হয়। দোয়ার দ্বারা তাদের মর্তবা বৃদ্ধি পায়। মাতাপিতার জন্য দুআ করা সন্তানদের কর্তব্য। কারণ তাদের প্রতি রয়েছে মাতাপিতার বিরাট অবদান দীন ও দুনিয়া

www.pathagar.com

সর্ববিষয়ে। আল্লাহর পর সর্বোপরি তাদের করুণা ও অবদানেই তারা বেঁচে থাকার উপযুক্ত হয়েছে।

মাতাপিতার নিন্দা না করা

আবু কাসেম রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতার সাথে তাদের জীবদ্দশায় এবং তাদের মৃত্যুর পর সদাচরণ করল, কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মৃত্যুর পর সদাচরণ কিভাবে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, মাতাপিতার নিন্দা করবে না। কারণ তখন অন্যরাও তার মাতাপিতার নিন্দাবাদে লিপ্ত হয়ে যাবে। (কিতাবুল বির- পৃঃ ১৩২)

মাগফিরাতের দোয়ার কারণে মাতাপিতার মর্তবা বৃদ্ধি পায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক জান্নাতে নেককার বান্দাদের মর্তবা বুলন্দ করে দিবেন। তারা জিজ্ঞাসা করবে, হে প্রভূ! এই মর্তবাটি কীভাবে লাভ করলাম (কারণ আমার তো এমন কোন আমল ছিল না)? আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করেছে, এই কারণে। (মেশকাত- পৃঃ ২০৬)

ফায়দা : বোঝা গেল যে, ইন্তেকালের পর তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা বিরাট ইহসান। কারণ মাগফিরাতের দুআর দ্বারা অতীতের গোনাহও ক্ষমা হয়ে যায় এবং তাদের মর্তবাও বুলন্দ হয়। সন্তানের এই ধরনের ভূমিকা তাদের ক্ষেত্রে কতই না খুশির কারণ হবে! এটা হল জীবিতদের পক্ষ হতে মুর্দাদের প্রতি হাদিয়া, যদ্বারা তারা উপকৃত হয়ে থাকে। এই কারণেই যে সমস্ত সন্তান-সন্ততি জীবদ্দশায় মাতাপিতার অবাধ্য থাকে, তাদের ইন্তেকালের পর তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার কারণে তারা অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

মায়ের পর খালার স্থান

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, খালা মায়ের সমতুল্য। (বুখারী, তিরমিযী- খঃ ২, পৃঃ ১২)

হযরত ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. -এর খেদমতে হাজির হল এবং বলল, আমি বিরাট একটা গোনাহ করে ফেলেছি। তওবার কোন অবকাশ আছে কি? নবী করীম সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? বলল, না। অতঃপর বললেন, খালা আছে কি? বলল, হ্যাঁ। বললেন, তাহলে তার প্রতি ইহসান তথা উত্তম আচরণ করবে।(মেশকাত- পৃঃ ৪২০)

www.pathagar.com

ফায়দা : উক্ত হাদীস শরীফ থেকে বোঝা গেল, মায়ের ইন্তেকালের পর খালার সাথে সদাচরণ করা, মায়ের সাথে সদাচরণ বলে গণ্য হবে। রাসূলে করীম সা. মায়ের পরে খালার স্থান দিয়েছেন। এ কারণে লালন পালনের ক্ষেত্রে মায়ের অবর্তমানে খালাকে বিবেচনায় রাখতে হবে। খালার হক দাদী ও বোন হতে অগ্রগণ্য। কারণ তিনি বোনের সন্তানদের মায়ের মতই স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন এবং তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করে থাকেন। বোঝা গেল, মায়ের ইন্তেকালের পর খালার সাথে বিশেষভাবে সদাচরণ করা উচিত এবং তার সাথে মায়ের মত আচরণ করা উচিত। কারণ খালার খেদমতও গোনাহ্ মাফের কারণ।

মাতাপিতার কবর যিয়ারত

মুহাম্মাদ ইবনে নোমান রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতার উভয়ের কিংবা একজনের কবর প্রত্যেক জুমার দিনে একবার যিয়ারত করে, তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (মাকারেমে আবীদ্দুনয়া- পৃঃ ১৭৯)

যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতা উভয়ের কিংবা একজনের কবর প্রত্যেক জুমার দিনে যিয়ারত করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাকে অনুগতদের তালিকাভুক্ত করে দেয়া হয়। (জামে ছগীর- পৃঃ ৮৭১৮)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি মাতাপিতা উভয়ের কিংবা যে কোন একজনের কবর প্রতি জুমার দিনে যিয়ারত করবে এবং সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (জামে ছগীর- খঃ ২, পৃঃ ৫২৮)

জুমার দিনে যিয়ারতের একটি ঘটনা

'রওজ' গ্রন্থে জনৈকা নেককার মহিলার ঘটনা লেখা হয়েছে, তিনি 'বাহিয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি খুব ইবাদত বন্দেগী করতেন। যখন তিনি মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন, তখন তিনি আকাশের দিকে মুখ তুললেন এবং বললেন, হে পাক জাত! যিনি আমার পাথেয় ও সম্বল, হায়াতে মউতে যার উপরই আমার একমাত্র ভরসা, আমাকে মউতের সময় লাঞ্ছিত করো না, কবরে আমাকে বিভীষিকার মধ্যে রেখ না। মহিলা ইন্তেকাল করার পর তার ছেলে গুরুত্বসহকারে নিয়মিত প্রত্যেক জুমার দিনে মায়ের কবরের কাছে যেতে আরম্ভ করে এবং কুরআন পাঠ করে সওয়াব বখশিশ দেয় এবং মায়ের জন্য ও সকল কবরবাসীর জন্য দোয়া করতে থাকে। একদিন ছেলেটি মাকে স্বপ্নে দেখে এবং জিজ্ঞাসা করে, মা! তোমার কী অবস্থা? উত্তরে মা বললেন, মৃত্যুর যন্ত্রণা অনেক কঠিন। তবে আমি

www.pathagar.com

আল্লাহ্ পাকের অশেষ কৃপায় শান্তিতে আছি। আমার নিচে রায়হান বিছানো আছে। রেশমী বালিশ রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত এ ধরনের আচরণ আমার অনুকূলে থাকবে। ছেলে জিজ্ঞাসা করল, আমি আপনার কী খেদমত করতে পারি? তিনি বললেন, তুমি প্রত্যেক শুক্রবারে যে কুরআন পাঠ কর, তা বর্জন করবে না। যখন তুমি আগমন কর, তখন সমস্ত কবরবাসী খুশি হয়ে আমাকে সুসংবাদ দিতে ছুটে আসে, তোমার ছেলে এসে গেছে। তোমার আগমনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই এবং তারা সকলেও খুব আনন্দিত হয়। ঐ ছেলেটি বর্ণনা করে যে, আমি এভাবেই প্রত্যেক শুক্রবারে গুরুত্বসহকারে যেতাম। একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, পুরুষ মহিলার বিরাট একটি সমাবেশ আমার নিকট আসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কারা? কেন এসেছ? সকলে বলল, আমরা অমুক কবরস্থানের অধিবাসী। তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে এসেছি। তুমি প্রত্যেক শুক্রবারে আমাদের কাছে আস এবং আমাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করে থাক। এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। এটা চালু রাখবে।

এরপর থেকে আমি আরো এহ্তেমামের সাথে যিয়ারত করতে আরম্ভ করেছিলাম। (ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃঃ ৯৯)

www.pathagar.com

সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার

শরীয়তসম্মতভাবে সন্তানদের প্রতি ব্যয় করা সদকা

হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, পরিবার-পরিজনের প্রতি মানুষ যা ব্যয় করে, তা সদকা। (বুখারী- পৃঃ ৮০৫)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের যে অর্থ আল্লাহর রাহে ব্যয় করে থাক, যে অর্থ গোলামদের প্রতি ব্যয় করা হয়, যে অর্থ তোমরা দান করে দাও এবং যে দীনার তোমরা পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে থাক, এগুলো মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ঐ ব্যয়, যেটা পরিবারের জন্য করে থাক। (মুসলিম- পৃঃ ৩২২)

হযরত মিকদাম রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যেগুলো তোমরা নিজেরা খাও, সেগুলো সদকা। যা তোমাদের সন্তানদেরকে খাওয়াও; তাও সদকা। যা নিজের স্ত্রীকে খাওয়াও, তাও সদকা। যা নিজের খাদেমদেরকে খাওয়াও, তাও সদকা। অর্থাৎ প্রথমতঃ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা উত্তম।

হযরত সাওবান রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ ঐগুলো, যা পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা হয়।

(মুসলিম- খঃ ১, পৃঃ ৩২২)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল মানুষ তার পরিবার-পরিজন এবং স্ত্রী-সন্তানদের জন্য ব্যয় করে থাকে, তার জন্য সওয়াব লাভ করে থাকে। তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে ব্যয় শরীয়তসম্মত হতে হবে এবং তাতে অপচয় ও সীমালঙ্ঘন হতে পারবে না। সুতরাং শরীয়তবিরোধী পোশাক পরিচ্ছদ ও বিলাসিতার জন্য যে ব্যয় করা হয়, তাতে সওয়াব তো হবেই না বরং গোনাহ হবে। যেমন টেলিভিশনের জন্য ব্যয় করা, বেপর্দা ও শরীয়তবিরোধী ফ্যাশনের জন্য ব্যয় করা প্রভৃতি।

পরিবার-পরিজন অগ্রগণ্য

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, প্রথম ব্যয় নিজের থেকে আরম্ভ কর। উদ্বৃত্ত থাকলে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় কর।

www.pathagar.com

তারপর উদ্বৃত্ত থাকলে আত্মীয়-স্বজনের জন্য ব্যয় কর, তারপর উদ্বৃত্ত থাকলে ঈমানদারদের জন্য ব্যয় কর। সামনে, পেছনে, ডানে, বামে সর্বদিক থেকে।

(মুসলিম- খ: ১, পৃ: ৩২২)

ফায়দা : উক্ত হাদীসে মাসরাফের তারতীব বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমতঃ নিজের প্রতি এতটুকু পরিমাণ ব্যয় করবে যে, স্বাস্থ্য ঠিক থাকে, জরুরত পূর্ণ হয়। এরপর পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করবে। এরপর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, তারপর সাধারণ মুমিনদের প্রতি। স্মরণ রাখবেন, পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করার অর্থ হচ্ছে প্রয়োজনীয় খরচা। বিলাসিতার পূঁজা এবং অঢেল খরচ করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ এ সুরতে তো বিত্তশালীদের জন্য কখনো দ্বিতীয় নাম্বারে পা রাখার সুযোগ হবে না। কারণ বিলাসবহুল জীবনের ব্যয় তো অসীম। এদিকে সম্পদের মধ্যে প্রত্যেকেরই হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এমন সম্পদশালী ব্যক্তি, যার নিজের বিলাসবহুল খরচাই পূর্ণ হয় না, যে নিজের বিলাসিতা নিয়ে কেবল ব্যস্ত থাকে, নবী করীম সা. তাদের ব্যাপারে هالكون (ধ্বংসশীল) বলেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাহে উদারতার সাথে খরচ না করবে।

পরিবার-পরিজনের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ

হযরত ইবনে মাসউদ রা. রাসূলে করীম সা. -এর একটি বাণী নকল করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে বাছাই করে আনা হবে। আপাত দৃষ্টিতে তার এমন কোন নেকী থাকবে না, যদ্দারা জান্নাতের আশা করা যেতে পারে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, একে জান্নাতে দাখিল করে দাও, কারণ এ ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ওপর বেশ স্নেহপরায়ণ ছিল। (কিতাবুল বির- পৃ: ১৪৫)

তিনটি কন্যা সন্তান প্রতিপালনে জান্নাত ওয়াজিব

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যার তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনজন বোন থাকবে এবং তাদের প্রতিপালন করবে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। অতঃপর চারটি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। অর্থাৎ যেরূপ আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলে থাকে, অনুরূপভাবে তারাও আমার সাথে মিলিত হয়ে থাকবে। তাদের মাঝে এবং আমার মাঝে কোন দূরত্ব থাকবে না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ১৫৮)

হযরত আবুল মুহাব্বার রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তান বা দু'জন বোন কিংবা দু'জন খালা বা দু'জন ফুফু বা দু'জন দাদীর দেখাশোনা করল এবং তাদের জিম্মাদারী নিল সে আমার সাথে

www.pathagar.com

জান্নাতে এমনভাবে থাকবে, যেরূপ এই দুই আঙ্গুল। এরপর রাসূলে করীম সা. শাহাদাত এবং মধ্যমা আঙ্গুল মিলিত করে দেখালেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৮, পৃ: ১৫৮)

উপহার উপঢৌকন এবং যাবতীয় খরচ-খরচার ব্যবস্থা করে বিয়ে দেয়াটা আম-খাস সকলের জন্য একটা পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের অর্থ সম্পদ, জীবন যাপনের সহায় সম্বল সব শেষ হয়ে যায়। সমাজে কন্যা সন্তানের জন্ম অতঃপর তার লালন-পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এরপরও তার লালন-পালন এবং শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা পার্থিব কোন উপকার হয় না। সে অন্যের ঘরে চলে যায়। এ জন্যই শরীয়ত তার লালন-পালন এবং সুশিক্ষার শ্রেষ্ঠতম প্রতিদান করেছেন জান্নাতকে।

কন্যা সন্তান জাহান্নাম থেকে রক্ষার কারণ

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যাকে আল্লাহ পাক কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা নিলেন, তার সাথে তিনি উত্তম আচরণ করলেন। (কারণ) এটা তার জন্য জাহান্নাম থেকে রক্ষার কারণ হবে। (বুখারী- পৃ: ১৯০)

ফায়দা : কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে সাধারণত অনেক খরচ। মানুষ এক্ষেত্রে এক প্রকার অস্বস্তি বোধ করে থাকে, অনেক সময়ে তিরস্কারও করে থাকে। এ কারণে শরীয়ত উত্তম আচরণের তাকীদ দিয়েছে এবং ফযীলত বর্ণনা করেছে।

প্রথম কন্যা সন্তান জন্মদান বরকতের কারণ

আল্লামা কুরতুবী র. বর্ণনা করেন যে, হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রা. বলেন, মহিলাদের জন্য বরকতের কারণ হচ্ছে সর্বপ্রথম কন্যা সন্তান জন্ম দেয়া। (জামেউ লিআহকামিল কুরআন- খ: ১৬, পৃ: ৪৭)

ফায়দা : সম্পত্তিতে সন্তানদের অংশ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কন্যা সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর পুত্র সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত আয়াতের ইঙ্গিত থেকে হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রা. বলেন যে, যে মহিলার গর্ভে প্রথম কন্যা সন্তানের জন্ম হবে, সে হচ্ছে মোবারক মহিলা। (মাআরেফুল কুরআন- পারা: ২৫, পৃ: ৫৪)

ফায়দা : এ ফেতনার যুগে কন্যা সন্তানের জন্মকে অশুভ এবং অমঙ্গল মনে করা হয়। আল্লাহর আশ্রয় চাই। কুরআন হাদীস দ্বারা একথাই বোঝা যায়, প্রথমে কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়া বরকতের কারণ। অথচ আমরা একে খারাপ ও অশুভ মনে করে থাকি। অপসংস্কৃতিপূর্ণ বিয়ে-শাদীর ফেতনাই এ সমাজে মেয়েদের মান ক্ষুণ্ন করে দিয়েছে। আল্লাহর আশ্রয় চাই। অনেক সময় শোনা যায়, কন্যা জন্ম দেয়ার কারণে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। আল্লাহ

www.pathagar.com

পাক রক্ষা করুন। তার কী দোষ ছিল? মূলতঃ সে আল্লাহ্ পাকের ঐ নির্ধারিত ফয়সালাকে উপেক্ষা করছে। কোন বুযুর্গ কবিতা রচনা করেছেন-

হয় না খুশি সিদ্ধান্তে আমার যে সব কপালপোড়া,
খোঁজে যেন অন্য রব আমি খোদা ছাড়া।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন রব নেই। সুতরাং বান্দার কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার প্রতি রাজী হয়ে যাওয়া।

বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার ও প্রতিপালন

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোন রয়েছে অথবা দু'টি কন্যা বা দু'টি বোন রয়েছে। সে তাদের লালন পালন করল এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৩৬)

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যার তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে বা তিনটি বোন রয়েছে। সে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করল, তাদের দেখাশোনা করল, (অর্থাৎ ঐ বোন বা কন্যাদের উত্তমভাবে লালন-পালন করল), তাহলে সে আমার সাথে এভাবে জান্নাতে থাকবে। (অর্থাৎ আঙ্গুলের সাথে আঙ্গুল যেভাবে মিলে থাকে, আমার সাথে সে এভাবে মিলিত হবে।) (মাকারেমে খারায়েতী- খঃ ২, পৃঃ ৬৪৫)

ফায়দা : বর্তমান যুগে নিজের বিবি-বাচ্চাদের লালন পালনই মুশকিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় বোন, খালা, ফুফুদের কথা আর কে জিজ্ঞাসা করে? এরপরও যারা পিতার বার্ধক্য, দুর্বলতা বা ইন্তেকালের কারণে ঐ অসহায় বোন ও অন্যান্য, যাদের দেখা-শোনা করার মত লোক নেই, তাদের লালন পালন করবে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

তালাকপ্রাপ্ত কন্যার ভরণ-পোষণের ফযীলত

সুরাকা বিন মালেক রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের উত্তম সদকার কথা বলে দিব কি? তোমার ঐ কন্যা, যে প্রত্যাবর্তন করে তোমার নিকট এসে গেছে, যার জন্য তুমি ব্যতীত আর কোন উপার্জনকারী নেই। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৩৭)

ফায়দা : প্রত্যাবর্তন করে আসার অর্থ হল- তার স্বামী তালাক দিয়েছে, যাতে সে তোমাদের দায়িত্বে এসে গেছে। তখন তার জন্য পিতামাতার ব্যয় করা, তার প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং দেখাশোনা করা শ্রেষ্ঠতম সদকা। এতে পাঁচ প্রকার সওয়াব। ১. সদকার সওয়াব, ২. বিপদগ্রস্তদের প্রতি সাহায্যের সওয়াব, ৩. আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখার সওয়াব ৪. সন্তান প্রতিপালনের সওয়াব, ৫. দুর্দশাগ্রস্তের প্রতি সহমর্মিতার সওয়াব।

www.pathagar.com

সন্তান প্রতিপালনের খাতিরে বিধবা থাকার ফযীলত

হযরত আউফ ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, আমি এবং ঐ বিধবা মহিলা, যার চেহারা মলিন হয়ে গিয়েছে, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিধবা হয়ে গিয়েছে এবং সন্তান লালন-পালনের খাতিরে ধৈর্য ধারণ করে বসে আছে; জান্নাতের মধ্যে এমনভাবে পাশাপাশি অবস্থান করব, যেমন এই দু'টি আঙ্গুল। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৫৪)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে এমন মহিলা, যে নিছক ইয়াতীম সন্তান লালন পালনের খাতিরে নিজ সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়েছে, স্বীয় আবেগ উৎসাহকে গলা টিপে হত্যা করেছে, দুঃখ-পেরেশানী, লালন-পালনের দায়িত্ব এবং ব্যয়ভার বহন করার কারণে চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, ফিকে হয়ে গিয়েছে। লাবণ্য বিদায় নিয়েছে। এমন ধৈর্যশীলা নারীর মর্তবা এমন হবে যে, সে রাসূলুল্লাহ সা. -এর সাথে জান্নাতে যাবে। আল্লাহু আকবার! কত বড় মর্তবা! যদি এমন মহিলা ফরজ, ওয়াজিবসমূহের পাবন্দী করে, যবান এবং আখলাক ঠিক রাখে, তাহলে জান্নাতে প্রবেশ এবং উচ্চ মর্তবা প্রাপ্তির দিক দিয়ে পুরুষের থেকেও অগ্রগামী হবে।

জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে রাসূল সা. -এর থেকেও অগ্রগামী কে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. -এর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতের দরজা সর্বপ্রথম আমিই খুলব, কিন্তু ঐ মহিলাকে আমি দেখতে পাব, আমার আগে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করব, কে তুমি এবং এত ব্যস্ততার কারণই বা কী? সে বলবে, আমি ঐ মহিলা যে ইয়াতীমের লালন পালনের খাতিরে অন্য কারো বিবাহ বন্ধনে যাইনি। এমনিতেই জীবন অতিবাহিত করেছি। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৩৪)

ফায়দা : স্বামীর তালাক বা মৃত্যুর কারণে মহিলা বিধবা হয়ে গিয়েছে। এদিকে বাচ্চারা সব ছোট ছোট। শুধু তাদের লালন-পালনের খাতিরে বিবাহ বন্ধনে না গিয়ে যৌবন এবং স্বাস্থ্যকে কুরবানী করে দিল। তখন ঐ মহিলা এমন ফযীলত লাভ করবে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, মহিলা যদি অল্পবয়স্কা হয়, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনের মধ্যে প্রতিপালন ও দেখাশোনা করার মত কেউ যদি না থাকে তাহলে বিবাহ করে নেয়া উত্তম, যাতে ফেতনা হতে নিরাপদ থাকতে পারে। অথবা বাচ্চারা যখন বালেগ হবে বা স্বাবলম্বী হবে, তখন বিবাহ করে নেয়া সমীচীন। বর্তমানে মহিলাদের জন্য স্বামী ছাড়া থাকা ফেতনা ও মুসিবতের কারণ। এজন্য বিধবা মহিলাদের বিবাহ করার প্রতি বিরাট গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ

আত্মীয়-স্বজনদের দান সদকা করলে দ্বিগুণ সওয়াব

সালমান ইবনে আমের রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, গরীব মিসকীন (আত্মীয়)দের প্রতি ব্যয় করলে দ্বিগুণ সওয়াব। একটি হচ্ছে দানের সওয়াব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আত্মীয়তা রক্ষার সওয়াব। (তিরমিযী- খ: ১, পৃ: ১৪২)

আমের জবী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ যদি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ব্যয় করে তাহলে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করে থাকে। দানের এবং আত্মীয়তা রক্ষার। (মুসনাদে আহমদ - খ: ৪, পৃ: ২১৪)

হযরত মাইমুনা রা. বর্ণনা করেন, আমি একটি দাসী মুক্ত করেছিলাম। নবী করীম সা. আগমন করলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সা.কে তার মুক্তির ব্যাপারে অবহিত করলাম। তখন রাসূলে করীম সা. বললেন, আল্লাহ পাক তোমাকে উত্তম জাযা দান করুন। তুমি যদি তোমার মামাকে দান করতে তাহলে আরো অধিক সওয়াবের অধিকারী হতে। (বুখারী ও মুসলিম- পৃ: ৩২৩)

ফায়দা : মনে রাখবেন, দানের হাদিয়া, তোহফা, উপহার ও উপঢৌকন সাধারণ লোকদের তুলনায় আত্মীয়-স্বজনকে দিলে অধিক সওয়াব। আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা সাধারণ লোকদের প্রতি সহানুভূতির চেয়ে উত্তম ও দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ।

বৈরীতা পোষণকারী আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ব্যয় করার সওয়াব

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম দান সদকা হচ্ছে, যা তোমরা শত্রুতা ও বৈরীতা পোষণকারী আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ব্যয় করে থাক। (মুসনাদে আহমদ- খ: ৫, পৃ: ৪১৬)

ফায়দা : এতে অধিক সওয়াব এ কারণে যে, মন সেদিকে ধাবিত হতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যে আমার বিরোধিতা করে, তাকে আমি দান করব এটা অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। ফলে এমন সদকা নিছক আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে।

নিকৃষ্ট মৃত্যু হতে রক্ষার কারণ

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কামনা করবে যে, তার বয়স বর্ধিত হোক, রিযিক প্রশস্ত হয়ে যাক, নিকৃষ্ট মৃত্যু হতে রক্ষা পেয়ে যাক

www.pathagar.com

সে যেন তাকওয়া অবলম্বন করে এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৩৫)

বয়স বর্ধিত হওয়ার মতলব এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক তার বয়সকে সমৃদ্ধশীল ও ভাল কাজের সাথে যুক্ত করে রাখবেন অথবা তার বয়সে বরকত হবে। অর্থাৎ তার সময়ে বরকত হবে।

নিকৃষ্ট মৃত্যু হতে রক্ষার দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ ২. মৃত্যুর সময় শয়তানের ফাঁদ এবং এর ফেতনার থেকে রক্ষা। যেটাই হোক না কেন, এটা বিরাট একটি নিয়ামত, যা কেবল সদাচরণ দ্বারা লাভ করা যায়।

রিযিকে বরকতের কারণ

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক, তার পদচিহ্ন দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি এবং ইহসান করে। (বুখারী- খ: ২, পৃ: ৮৮৫)

হযরত আবু হুরায়রা রা. -এর অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, বংশ তালিকা শিক্ষা কর। অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনদের পরিচয় লাভ কর, যাতে তাদের হক আদায় ও তাদের সাথে সহানুভূতিসূলভ আচরণ প্রদর্শন করতে পার। কারণ আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষা বংশের সাথে মহব্বত রক্ষা করার নামান্তর, যা সম্পদকে বৃদ্ধি করে পদচিহ্ন দীর্ঘায়িত করে। (তারগীব- পৃ: ৩৩৫)

ফায়দা : রিযিকে বরকত এবং প্রশস্ততা বিশেষ করে এই যুগে কে কামনা না করে? যে ব্যক্তি রিযিকে বরকত কামনা করে সে যেন সদ্ব্যবহার শুরু করে দেয়। পদচিহ্ন দীর্ঘায়িত হওয়ার মতলব এটা হতে পারে যে, তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক অর্থাৎ বয়সে বরকত হোক। এটাও মতলব হতে পারে যে, সন্তান-সন্ততিতে বরকত হোক, যার ধারা দীর্ঘদিন চলতে থাকে। এটাও মতলব হতে পারে যে, ইন্তেকালের পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার সুনাম বাকী থাকে, ইহসান ও সদ্ব্যবহারের কারণে মানুষের মাঝে তার প্রশংসনীয় আলোচনা দীর্ঘদিন চলতে থাকে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি ও সদ্ব্যবহার দীর্ঘায়ুর কারণ

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার বয়স সমৃদ্ধ হোক, রিযিক প্রশস্ত হোক, অপমৃত্যু হতে সুরক্ষা হোক সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে। (তারগীব- পৃ: ৩৩৫)

www.pathagar.com

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, সদকার দ্বারা এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ইহসানের কারণে আল্লাহ পাক বয়সে সমৃদ্ধি দান করেন। অপমৃত্যু হতে রক্ষা করেন। দুঃখ দুর্দশা হতে রক্ষা করেন। (তারগীব- পৃ: ৩৩৫)

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের প্রতি ইহসান ও সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে হাদীসে বিরাট ফযীলত, তারগীব ও তাকীদ এসেছে এবং এর ব্যতিক্রম করলে কঠোর ধমকও এসেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে এটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মাকবুল আমল যে, এ কারণে বয়সে সমৃদ্ধি এবং বরকত আসে। আফসোসের বিষয়, আজকের সমাজটা আত্মীয়তা ছেদনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভিন্ন লোকের সাথে, পরের সাথে আমরা সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে থাকি, তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করি। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ঘৃণা এবং শত্রুতা পোষণ করি। এটা বড় ধরনের নৈতিক অবক্ষয়। সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়তা বন্ধনের বয়োবৃদ্ধি এবং রিযিকের প্রশস্ততার ক্ষেত্রে বিরাট দখল রয়েছে। এ কারণেই ইমাম বুখারী র. অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন باب من بسط له فى الرزق بصلة الرحم। (পৃ: ৮৮৫)

অনুরূপভাবে অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও এ ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করে এ বিষয়টাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এর দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায়।

এ মর্মে হযরত আলী রা. হতে বর্ণনা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি বিষয়ের দায়িত্ব নেবে, আমি তার চারটি বিষয়ের দায়িত্ব নেব। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে, তার আয়ু দীর্ঘায়িত হবে। আত্মীয়-স্বজন আপনজন তাকে মহব্বত করবে। তার রিযিক প্রশস্ত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(ফাযায়েলে সাদাকাত- খ: ১, পৃ: ২০৩)

ছয়টি জিনিসের প্রতি জান্নাতের গ্যারান্টি

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে মাকবুল সা. ইরশাদ করেন, তোমরা ছয়টি জিনিসের দায়িত্ব নাও। আমি তোমাদের জান্নাতের দায়িত্ব নেব। ১. কথা বললে সত্য বলবে, ২. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করবে না। ৩. আমানত রাখা হলে খেয়ানত করবে না। ৪. দৃষ্টির হেফাযত করবে। ৫. লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, ৬. আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ইহসান ও সদ্ব্যবহার করবে।(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃ: ৩০৪)

গৃহ আবাদ ও স্বচ্ছলতা

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ইহসান করা, উত্তম আখলাক অবলম্বন করা, প্রতিবেশীর

www.pathagar.com

সাথে সদাচরণ করা গৃহকে আবাদ করে, স্বচ্ছলতা বয়ে আনে এবং আয়ু বৃদ্ধি করে। (কিতাবুল বির- পৃঃ ১৫৫)

জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়ার আমল

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. কে জনৈক বেদুঈন আবেদন করল, আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরার আমল বাতলে দিন। রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহর ইবাদত কর, কাউকে তার সাথে শরীক করো না। নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে ইহসানপূর্ণ আচরণ কর। (কিতাবুল বির- পৃঃ ১৬৩)

গোনাহ্ সত্ত্বেও যে আমলে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি আসে

আবু সালামা রা. স্বীয় পুত্র হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে মাকবুল সা. ইরশাদ করেন, সবচেয়ে দ্রুত পাওয়া যায় আত্মীয়তা বন্ধনের প্রতিদান। এমনকি গৃহবাসী যদি গোনাহগারও হয়। যখন সে মানুষের সাথে ইহসান ও সদ্ব্যবহার করে, তখন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি আসতে থাকে।

(মাকারেমে খারায়েতী- পৃঃ ২৬৪)

ফায়দা : সুবহানাল্লাহ! কতইনা আকর্ষণীয় এবং উপকারী আমল। যে গোনাহের কারণে রিযিক সংকীর্ণ হয়ে যায়, সেই গোনাহ থাকা সত্ত্বেও মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার সম্পদে সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি বয়ে আনে। আমলটি আল্লাহ পাকের নিকট কতই না প্রিয়!

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহারের দশটি উপকারিতা

ফকীহ আবুল লাঈস র. বলেন, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ইহসান ও সদ্ব্যবহারের মধ্যে দশটি উপকারিতা। যথা-

১. এর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। যেহেতু আল্লাহ আত্মীয়তা বন্ধন অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।
২. আত্মীয়-স্বজনের অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করা হয়। এ মর্মে নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে মুমিনকে সন্তুষ্ট করা।
৩. এর দ্বারা আত্মীয়-স্বজন অত্যন্ত খুশি হয়।
৪. মুসলমানরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।
৫. শয়তান তার ব্যাপারে বিরাট দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
৬. এর কারণে আয়ু বৃদ্ধি পায়।
৭. রিযিকে বরকত হয়।

www.pathagar.com

৮. মৃত ব্যক্তিরা তার প্রতি খুশি হন। বাপ দাদা ইন্তেকাল করেছেন, তারা যখন এ বিষয়ে অবগত হবেন, তখন তারা অত্যন্ত খুশি হবেন।

৯. এর দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়। যখন তুমি কারো সাহায্য করবে, তার প্রতি ইহসান করবে, তোমার জরুরত এবং কষ্টের সময়ে সে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করতে উদগ্রীব হয়ে পড়বে।

১০. মৃত্যুর পর তুমি সওয়াব পেতে থাকবে। তুমি যে কোন ব্যক্তিরই সাহায্য করো না কেন তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে স্মরণ করে দুআ করতে থাকবে। (ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃ: ২০৩)

সম্পদ বৃদ্ধি পায় কোন আমলে?

রাসূলে করীম সা. আবু বকর সিদ্দীক রা.কে বলেছেন, তিনটি বিষয় সম্পূর্ণই যথার্থ এবং পাকাপোক্ত। ১. যে ব্যক্তির ওপর অত্যাচার করা হয় এবং সে যদি তা গোপন রাখে, তাহলে তার ইজ্জত বৃদ্ধি পায়। ২. যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সওয়াল করে তার সম্পদ হ্রাস পায়। ৩. যে ব্যক্তি দান এবং আত্মীয়তা বন্ধনের দ্বার মুক্ত করে দেয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

(ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃ: ২০৩)

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কবে, তার আয়ুতে বরকত হবে এবং সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট সে প্রিয়পাত্র হবে।

তিন ব্যক্তির সহজ হিসাব

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তির হিসাব আল্লাহ পাক সহজে নিবেন এবং তাদেরকে একমাত্র স্বীয় করুণায় জান্নাতে দাখিল করাবেন। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চরণে আমার মাতাপিতা কুরবান হোক, তারা কারা? রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, ১. যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তাকে তুমি দান করবে। ২. যে তোমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, তাকে তুমি জুড়ে রাখবে। ৩. যে তোমার প্রতি জুলুম করবে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে। যদি তুমি এ কাজগুলো করতে পারো, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। (তারগীব- পৃ: ৩৪২)

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের শ্রেষ্ঠতম আখলাক

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের শ্রেষ্ঠতম আখলাক বলে দিব

www.pathagar.com

কি? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন। রাসূল সা. বললেন, যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তাকে তুমি দান কর। যে তোমার প্রতি অত্যাচার করবে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। যে তোমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাকে তুমি জুড়ে রাখ। (তারগীব- পৃঃ ৩৪২)

শ্রেষ্ঠতম সদকা

হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের শ্রেষ্ঠতম সদকা হচ্ছে ঐ সদকা, যা শত্রুতা পোষণকারী আত্মীয়কে দেয়া হয়। (তারগীব- পৃঃ ৩৪১)

ফায়দা : এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন আত্মীয়-স্বজন, যার সাথে মিল হয় না, যার সাথে দ্বন্দ্ব এবং মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। তাকে দান করলে সেটি হবে শ্রেষ্ঠতম সদকা।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক দ্বারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঘোষণা করে দিবে, যে ব্যক্তি আমাকে জুড়ে রেখেছে আল্লাহ পাক তাকে জুড়ে রাখুন। আর যে আমাকে ছিন্ন করেছে আল্লাহ পাক তাকে ছিন্ন করে দিন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ১৫১)

জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতের সুঘ্রাণ এক হাজার বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছেদনকারী এর সুঘ্রাণ পাবে না।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ১২৯, পৃঃ ১৫১)

আত্মীয়তার সম্পর্ক আরশ পাকের উপর লটকানো রয়েছে

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ইরশাদ করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক পবিত্র আরশের উপর লটকানো রয়েছে এবং সে বলে, যে আমাকে জুড়ে রাখে, আল্লাহ পাক তাকে জুড়ে রাখুন। যে আমাকে ছিন্ন করে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করুন। (মেশকাত- পৃঃ ৪১৯)

আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায় কখন?

হযরত হাসান র. রাসূল সা. এর একটি বাণী নকল করেছেন যে, মানুষ যখন বিদ্যা জাহির করবে, অন্তরে বিদ্বেষ লালন করবে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করতে

www.pathagar.com

শুরু করবে তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দিবেন এবং অন্ধ, বধির করে দিবেন। (দুররে মানসুর, ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃঃ ১৯৬)

পরকাল ছাড়া দুনিয়াতেও শাস্তি

আবু বকর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ইরশাদ করেন, জুলুম এবং আত্মীয়তা ছেদন ব্যতীত কোন গোনাহ্ এমন নেই যার ফলাফল আখিরাতের জন্য পুঞ্জিভূত থাকা ছাড়া দুনিয়াতেও দ্রুত পাওয়া যায়।

ফায়দা : জুলুম অত্যাচার, কাউকে সংকীর্ণ করা এবং কষ্ট দেয়ার শাস্তি এই দুনিয়াতেও পেয়ে যাবে। সবচেয়ে দ্রুত পাওয়া যায় সদ্ব্যবহারের প্রতিদান। সবচেয়ে দ্রুত শাস্তি হয় জুলুমের। (তারগীব- পৃঃ ৩৪৩)

কার ওপর আল্লাহ্ পাকের রহমত বর্ষিত হয় না?

معجم طبرانی গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, সে জাতির উপর ফিরিশতারা রহমত নিয়ে অবতরণ করে না, যে জাতির মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বর্তমান থাকে। (তারগীব- পৃঃ ৩৪৫)

কোন আমল কবুল হয় না?

হযরত হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম ইরশাদ করেন, জুমার রাতে সব মানুষের আমল পেশ করা হয়, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারীর আমল কবুল (গ্রহণ) করা হয় না। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৩২)

ফায়দা : বৃহস্পতিবার দিবাগত জুমার রাতে বান্দাদের আমল পেশ করা হয়। কত বড় আশঙ্কাজনক ব্যাপার যে, তখন আত্মীয়তা ছেদনকারীর আমলসমূহ উপেক্ষিত হয়!

কার জন্য আসমানের দরজা বন্ধ?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. একবার ফজরের নামাযের পর কোন একটি সমাবেশে বলতে লাগলেন, আমি তোমাদের কসম করে বলছি। এই সমাবেশে যদি কোন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী থাকে, সে যেন চলে যায়। আমরা আল্লাহ পাকের নিকট একটি দুআ করতে যাচ্ছি। আসমানের দরজা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদকারীদের জন্য বন্ধ থাকে। অর্থাৎ তার দুআ আসমানে ওঠে না। তার আগেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। যখন তার সাথে আমাদের দুআও যুক্ত হবে তখন দরজা বন্ধ থাকার কারণে দুআ নিচে থেকে যাবে।

(ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃঃ ২১৮)

www.pathagar.com

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারীদের প্রতি অভিশাপ

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ র. বলেন যে, যে ব্যাক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারী, তার সাথে কোন সম্পর্ক সৃষ্টি করবে না। আমি কুরআন মজীদে তাদের প্রতি অভিশাপের কথা পেয়েছি। (ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃঃ ১৯৫)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদন কিয়ামতের আলামত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক ইরশাদ করেন, তিনটি জিনিস কিয়ামতের আলামত। ১. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া, ২. আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সম্পর্ক না থাকা ৩. জিহাদ বন্ধ হয়ে যাওয়া।

(আহকামুল কুরআন- পৃঃ ৯৭৭)

ফায়দা : বর্তমান যুগে আত্মীয়তা ছেদন বিষয়টি খুব বিস্তার লাভ করেছে। পার্থিব সামান্য বিষয় নিয়েও মানুষ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে বসে, যা অত্যন্ত গোনাহ ও অভিশাপের কাজ এবং আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে দূরে নিক্ষেপকারী।

আত্মীয়তা ছেদনের মতলব হচ্ছে মানুষ আসা-যাওয়া করে না। বিয়ে-শাদী, দুঃখ-পেরেশানীতে অংশগ্রহণ করে না, রোগীর শুশ্রূষা করে না, প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য করে না, তার প্রতি কোন প্রত্যাশা রাখে না, কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে না। তাকে সন্তুষ্ট করার কোন উপকরণও অবলম্বন করে না। দেখুন বর্তমান যুগে তিনটি আলামতের সবই পাওয়া যাচ্ছে, যা রাসূলে করীম সা. বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ তো প্রচলিত আছে। কিন্তু আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ জিহাদ বিলকুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার

কুরআন মজীদে প্রতিবেশীদের হকসমূহ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى - الخ

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কোন জিনিসকে শরীক কর না এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। ইয়াতীমদের সাথে, গরীব গোরাবাদের সাথে, পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর সাথে, সঙ্গীদের সাথে, পথিকদের সাথে এবং গোলামের সাথেও সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। (সূরা নিসা)

ফায়দা : আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহ্ পাক প্রথমতঃ নিজের হক বর্ণনা করেছেন, আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। এটাই ইসলামের বুনিয়াদ বা ভিত্তি। এরপর মানুষের হক বর্ণনা করেছেন। যার মতলব একেবারেই স্পষ্ট। কারণ আল্লাহর পরে যদি কারো ইহসান থাকে তাহলে তারা হচ্ছে মাতাপিতা। কেননা মানুষ তাদের ইহসানের প্রতি মজবুর। আল্লাহর ইহসানকে মানুষ যেমন উপেক্ষা করতে পারে না তেমনি মাতাপিতার ইহসানকেও উপেক্ষা করতে পারে না।

এরপর মানুষ যে সমাজে যে পরিবেশে থাকে তাদের ইহসানের সাথে সংশ্লিষ্ট। এজন্যই তৃতীয় নম্বরে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ দিয়েছেন। এরপর ঘরের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী যারা নিকটে ও পাশে থাকার কারণে অনেক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

বিয়ে-শাদী এবং অন্যান্য সাংসারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পাশে থাকার কারণে অনেক সময়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। এ কারণে চতুর্থ নাম্বারে প্রতিবেশীর হক বর্ণনা করেছেন এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ করেছেন। এক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের মধ্যে দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جار ذى القربى এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ প্রতিবেশী যে ঘরের সাথে মিলিত হয়ে আছে। দ্বিতীয় শব্দ جارالجنب দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ প্রতিবেশী যারা ঘর হতে সামান্য দূরত্বে অবস্থান করছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা

www.pathagar.com

করেন যে, جار ذى القربى দ্বারা ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে প্রতিবেশী এবং আত্মীয়ও। এভাবে তার মধ্যে দ্বিগুণ হক সংশ্লিষ্ট হয়েছে এবং جارالجنب দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে শুধু প্রতিবেশী, আত্মীয় নয়। এজন্য তার স্থান পরে রাখা হয়েছে।

কতিপয় মুফাচ্ছিরীন বর্ণনা করেছেন যে, جار ذى القربى ঐ প্রতিবেশী; যিনি মুসলিম এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ এবং جارالجنب দ্বারা উদ্দেশ্য অমুসলিম প্রতিবেশী। তবে একথার ওপর সবাই একমত যে, প্রতিবেশী নিকটতম হোক বা দূরবর্তী হোক। আত্মীয় হোক বা পর হোক, মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক তার হক রয়েছে। যথাসাধ্য তাদের সাহায্য সহযোগিতা এবং দেখাশুনা করা কর্তব্য। (মাআরিফুল কুরআন- পৃঃ ৬৩)

আবু বকর রাজী র. احكام القران গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, প্রতিবেশী তিন প্রকার। প্রথমতঃ যাদের তিনটি হক রয়েছে। প্রতিবেশী, আত্মীয় এবং মুসলিম। দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রতিবেশী, যার দু'টি হক রয়েছে। প্রতিবেশী এবং মুসলিম। তৃতীয়তঃ ঐ প্রতিবেশী যার একটি মাত্র হক রয়েছে। সে হচ্ছে ঐ প্রতিবেশী, যে অমুসলিম। (আহকামুল কুরআন- খঃ ২, পৃঃ ২৭৬)

বুঝা গেল যে, অমুসলিম প্রতিবেশীরও হক রয়েছে। তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না। তাহলে মুসলিম প্রতিবেশীর হক কী পরিমাণ হতে পারে? কিন্তু আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে, এ যুগে এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর জন্য দুঃখ কষ্টের কারণ হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

প্রতিবেশীর প্রতি ইকরাম

ঈমানদার ব্যক্তি যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এর পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। (বুখারী- পৃঃ ৮৮৯)

সুখ-শান্তি না দিতে পারলেও কাউকে দুঃখ কষ্ট দিবে না। এটা প্রতিবেশীর সাথেই নয় শুধু, বরং সাধারণ মুসলমানেরও হক। অবশ্য যদি মুমিন হয় এরপর প্রতিবেশীও হয়, তাহলে তার হকের মধ্যে আরো তাকীদ এসেছে যে, তাকে কোনরূপ দুঃখ কষ্ট দেয়া যাবে না। কিন্তু আফসোস! আজকের সমাজ এর উল্টো। নিকটতম ব্যক্তিদের প্রতি অভিযোগ এবং দূরবর্তীদের কাছে শান্তি।

প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে জান্নাতে যাবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার অনিষ্ট হতে প্রতিবেশী নিরাপদ থাকবে না। (মুসলিম, তারগীব- পৃঃ ৩৫২)

মুমিন হতে পারবে না

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ না থাকবে এবং তার ক্ষতি হতে নিরাপদে রাত না কাটাবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৫৩)

জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত নয়

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, মুমিন ঐ ব্যক্তি, যার থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে। মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও যবান থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে। মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যিনি গোনাহ বর্জন করেন। আল্লাহর কসম! যার মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার অনিষ্ট হতে প্রতিবেশী নিরাপদ না হবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৫৩)

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সা. কে কষ্ট দেয়ার সমতুল্য

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল, সে আমাকে কষ্ট দিল, আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৫৪)

আল্লাহর সাথে লড়াই

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সাথে লড়াই করল সে আমার সাথে লড়াই করল এবং যে আমার সাথে লড়াই করল, সে আল্লাহর সাথে লড়াই করল। (আবু শায়খ, তারগীব- পৃঃ ২৫৪)

ফায়দা : প্রতিবেশীর সাথে লড়াই করা আল্লাহর সাথে লড়াইয়ের নামান্তর কেন হবে না? কারণ তারা আল্লাহরই বান্দা এবং তারই সৃষ্ট। আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দেয়ার তার কী অধিকার আছে?

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম প্রতিবেশীদের মোকাদ্দামা

উকবা ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম দুই প্রতিবেশীর মোকাদ্দামা পেশ করা হবে।

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৫৫)

ফায়দা : আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রতিবেশীদের বিষয়টি এত বড় গুরুত্বপূর্ণ যে, সর্বপ্রথম এরই হিসাব হবে।

অধিক নামায রোযা এবং দান সদকা সত্ত্বেও জাহান্নামে স্থান

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে করীম সা.কে জিজ্ঞাসা করল, অমুক মহিলা নামায, রোযা, দান খয়রাত অধিক পরিমাণে করে। তবে স্বীয় যবান দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূল সা. বললেন, সে জাহান্নামী। পুনরায় সে বলল, অমুক মহিলা নামায রোযা কম করে এবং পনিরের টুকরা সদকা করে এবং প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না। রাসূলে করীম সা. বললেন, সে জান্নাতে যাবে। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৫৬)

ফায়দা : অসংখ্য হাদীসে রোযা নামায আদায় করা সত্ত্বেও প্রথমোক্ত মহিলাকে জাহান্নামী বলা হয়েছে। প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া আল্লাহর গজবের কারণ। এজন্য এর বদ আসর ইবাদতকেও ম্লান করে দিয়েছে। বর্তমান সমাজে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আর প্রতিবেশী যদি দরিদ্র হয় বা স্থানীয় না হয়, তাহলে তাকে দুর্বল মনে করে বাচ্চারা পর্যন্ত উত্ত্যক্ত করে থাকে। কতইনা অশুভ পরিণামের বিষয়!

www.pathagar.com

ঈমানদার ব্যক্তি প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে

আবু শুরাইহ্ রাবী রা. বলেন, আমি রাসূলে করীম সা. কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। (মাকারেম- পৃঃ ৩৮৮)

ফায়দা : মানুষের সাথে সদাচরণ করা ঈমানের আলামত। এর অধিক উপযুক্ত হচ্ছে প্রতিবেশী। যাতে পরস্পরের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

মুমিন হলে স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। (বুখারী ও মুসলিম- পৃঃ ৮৮৯)

প্রতিবেশীর শ্রদ্ধা পিতার শ্রদ্ধার সমতুল্য

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর প্রতি পিতার সমতুল্য শ্রদ্ধা রাখবে। (মাকারেমে ইবনে আবীদ্দুনয়া)

যার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত সে মুমিন নয়

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, যার নিজের উদর পূর্ণ থাকে, অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত। (কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ৫৭)

ফায়দা : বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রতিবেশীর সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করা হচ্ছে। সামান্য কথায় ঝগড়া, গালি-গালাজের পথ অবলম্বন করা হচ্ছে। কোন ক্ষতি দেখলে অকারণে বিনা প্রমাণে বদগুমানী করা হয়। প্রতিবেশী যদি দরিদ্র হয় বা স্থানীয় না হয় অথবা সামাজিকভাবে দুর্বল হয়, তাহলে জুলুম, অত্যাচার, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের অন্ত থাকে না। সার্বিকভাবে তাকে পদানত করে রাখার চেষ্টা করা হয়। তাকে হীনম্মন্য করে তার সাথে কষ্টদায়ক আচরণ করা হয়। এটা কিয়ামতের আলামত।

ঘরে সমৃদ্ধি এবং আয়ু বৃদ্ধি কখন?

হযরত আয়েশা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, তিনটি জিনিস গৃহ আবাদী ও আয়ু বৃদ্ধির কারণ। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়-বন্ধন এবং উত্তম আখলাক। (মাকারেমে ইবনে আবীদ্দুনয়া)

ফায়দা : প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহারের কতইনা উত্তম প্রতিদান! অন্যের মনকে খুশি করলে আল্লাহ পাক খুশি হন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি হতেই এ সমস্ত জিনিস অর্জিত হয়।

www.pathagar.com

প্রতিবেশীর জন্য ঝোল বাড়তি রাখবে

হযরত আবু জর গিফারী র. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, হে আবু যর! যখন তোমরা ঝোল পাক করবে তখন পানি বেশি দিবে। যাতে প্রতিবেশীর জন্যও কিছু বাকী থাকে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৪৭)

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তোমরা কোন (তরকারীর) কড়াই তুলে দিবে তখন ঝোল বেশি রাখবে, যাতে প্রতিবেশীকে দিতে পার।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ৫০)

উত্তম প্রতিবেশী সৌভাগ্যের কারণ

ইবনুল হারেস রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক ইরশাদ করেন, মানুষের সৌভাগ্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার জন্য একটি প্রশস্ত গৃহ থাকবে, উত্তম প্রতিবেশী হবে এবং উত্তম যানবাহন হবে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৪৭)

ফায়দা : বাস্তবেই উত্তম প্রতিবেশী দ্বারা বিরাট শান্তি পাওয়া যায়। প্রয়োজনের সময় তার দ্বারা সহযোগিতা এবং আসানী পাওয়া যায়। যেমন প্রয়োজন হল, বাজারে পাঠিয়ে বাজার করালেন। খানাপিনা বা উৎসবে কোন উপকরণ প্রয়োজন হল, তাকে দিয়ে খরিদ করালেন। আসা যাওয়া এবং সুসম্পর্ক ও আলাপচারিতার দ্বারা মন আনন্দিত হয়ে গেল। মোটকথা, সামাজিক পরিবেশে তার দ্বারা অনেক সহযোগিতা পাওয়া যায়। এজন্যই উত্তম প্রতিবেশী তালাশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেশীর প্রতি উদারতা

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কেউ তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে পেরেক লাগাতে নিষেধ করবে না। (ইবনে মাজা- পৃঃ ১৬৯)

ফায়দা : সাধারণ প্রয়োজনে তার দেয়ালে; যা প্রতিবেশীর দিকে ফিরানো তাতে যদি কোন পেরেক বা অন্য লাগাতে চায় তাহলে বাধা দিবে না। কারণ এটা বদ আখলাকী এবং মানবতা পরিপন্থী। সামান্য পেরেকে তার কী ক্ষতি হবে? অথচ তার প্রতিবেশীর কত বড় উপকার হয়ে যাচ্ছে!

দুর্ভাগ্যজনক বিষয়

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের আলামত। ১. দুষ্ট প্রতিবেশী। ২. খারাপ মহিলা ৩. কষ্টদায়ক যানবাহন এবং ৪. সংকীর্ণ ঘর।

(তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৬৩)

www.pathagar.com

যেই প্রতিবেশীর কারণে মানুষের দরজা বন্ধ রাখে

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে, যে প্রতিবেশীর ভয়ে এবং সম্পদহানির আশঙ্কায় দরজা বন্ধ করে রাখে, সে মুমিন নয়।

(কানযুল উম্মাল- খঃ ৯, পৃঃ ৫৭)

ফায়দা : উদ্দেশ্য হচ্ছে, দরজা খোলা রাখার সুরতে প্রতিবেশীর পক্ষ হতে ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্কা। যেমন কোন অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বা সাংসারিক কোন সুখ শান্তি দেখলে পেরেশান ভোগ করতে উদগ্রীব হয়। কোন জিনিস দেখলে চাইতে আরম্ভ করে। না দিলে কষ্ট দিতে শুরু করে। হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া ঘরে ঢুকে বিরক্ত করে এবং কিছু বললে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যায়। ঘর খোলা দেখলে মালপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। প্রতিবেশীর এ সমস্ত ভয়ের কারণে যদি অন্যরা দরজা বন্ধ রাখে তাহলে সে প্রতিবেশী ঈমান থেকে মুক্ত। কারণ মুমিন ঐ ব্যক্তি যে কারো কষ্টের কারণ হয় না।

প্রতিবেশীর শিশু ঘরে আসলে ....

রাসূলে করীম সা. আয়েশা রা. কে বললেন, হে আয়েশা! প্রতিবেশীর বাচ্চা যদি তোমার ঘরে আসে তাহলে তাকে কিছু দিয়ে দাও। এটা পারস্পরিক মহব্বতের কারণ।

ফায়দা : মতলব হচ্ছে, প্রতিবেশীর কোন ছোট বাচ্চা যদি আসে তাহলে তার হাতে বিস্কুট প্রভৃতি খাবার জিনিস বা কোন পানীয় হাতে দিবে। এটা তার মাতাপিতার অন্তরে রেখাপাত করবে এবং সুসম্পর্ক তৈরীর উপকরণ হিসেবে কাজ করবে। বিশেষ করে যদি ঘরে ছোট বাচ্চা কিছু খেতে থাকে বা তাদের হাতে যদি মিষ্টি প্রভৃতি জিনিস থাকে এবং প্রতিবেশীর শিশু যদি ঐ সময়ে এসে যায়, তাহলে ঐ শিশুকে অবশ্যই দিবে। এমন যেন না হয় তাকে তাড়িয়ে দিল বা ঘর থেকে বের করে দিল, এটা খুবই অমানবিক ব্যাপার। যদি বড়দের সাথে কোন মতবিরোধও থাকে তথাপি বাচ্চাদের সাথে এমন অশোভনীয় আচরণ করবে না।

প্রতিবেশীর সাধারণ হাদিয়াকেও তুচ্ছ মনে করবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে মুসলিম রমণীগণ! স্বীয় প্রতিবেশীর হাদিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান কর না, চাই তা ছাগলের ক্ষুরই হোক না কেন। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৪৯)

ফায়দা : সাধারণতঃ মহিলাদের ক্ষেত্রে এমন অবকাশ আসে যে, কারো সাধারণ হাদিয়াকে তুচ্ছ, হেয় দৃষ্টিতে দেখে ফিরিয়ে দেয়। যার কারণে গরীব

www.pathagar.com

প্রতিবেশী কষ্ট পায়। যদি খালেস মহব্বতের ওপর ভিত্তি করে কেউ কিছু দেয় তাহলে তা ফিরিয়ে দিবে না। কারণ এতে তার মন ভেঙ্গে যায়।

দেয়ালের উপর লাকড়ি রাখতে প্রতিবেশীকে নিষেধ করবে না

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কোন মুমিন ভাই কাউকে দেয়ালের উপর লাকড়ি রাখতে নিষেধ করবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর অন্য একটি বর্ণনার মধ্যে এসেছে, যখন তোমাদের প্রতিবেশী তোমাদের দেয়ালের উপর কোন কাঠ (ভীম বা স্তম্ভ) রাখতে চায়, তাকে নিষেধ করো না। (বায়হাকী, কানযুল উম্মাল- খ: ২, পৃ: ৬১)

ফায়দা : আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে যে, নিজের দেয়াল থেকে কাউকে উপকৃত হতে দেয় না। প্রত্যেকে নিজস্ব দেয়াল তৈরী করে নেয়। কোন ব্যক্তি যদি কারো দেয়ালের উপর ছাদ বা খুঁটি রাখতে চায় তাহলে তাকে বাধা দেয়া হয়। বাস্তব কথা হল, এটা আখলাক এবং মানবতার খেলাফ। এর দ্বারা দরিদ্র প্রতিবেশীর উপকার হয়ে যায় এবং কারো দ্বারা যদি অন্যের উপকার হয় তাহলে এটা তার জন্য বিরাট সৌভাগ্যের কথা।

এক প্রতিবেশীর প্রতি অন্য প্রতিবেশীর কী হক রয়েছে?

হযরত বাহায ইবনে হাকীম রা. হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর দাদা রাসূলে করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার প্রতিবেশীর ওপর আমার হক কী? রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, ১. সে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষা করবে। ২. যদি সে ইন্তেকাল করে তাহলে তার জানাযার পিছে চলবে। ৩. যদি ধার চায় তাহলে ধার দিবে। ৪. যদি কাপড় চায় তাহলে তাকে কাপড় দিবে। ৫. সে যদি খুশি হয়, তাহলে তাকে মোবারকবাদ জানাবে। ৬. যদি বিপদ মুসিবতে আক্রান্ত হয় তাহলে সমবেদনা প্রকাশ করবে। তার ঘরের পাশে এমনভাবে ঘর করো না যে, বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। নিজের হাড়ি পাতিল দ্বারা তাকে কষ্ট দিবে না। হ্যাঁ, তবে তার পাত্রে কিছু ঢেলে দিবে (অর্থাৎ সুস্বাদু জিনিসের সুগন্ধ দ্বারা যেন সে লালায়িত না হয়, তাকেও কিছু দাও। যাতে অভাবের দরুণ তার আফসোস না হয়।)

ফায়দা : প্রতিবেশীর হকের ক্ষেত্রে হাদীসটি অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ও যথার্থ উক্ত হাদীসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হক বর্ণনা করা হয়েছে এবং বুনিয়াদী হকসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে। এর আলোকে আমাদের চিন্তা করা উচিত, এ সমস্ত হক আমাদের দ্বারা আদায় হচ্ছে কি না?

www.pathagar.com

জিহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি নেই

ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. কোন যুদ্ধের জন্য বের হলেন, তখন বললেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে যেন আজকে আমার সাথে অংশগ্রহণ না করে। এক ব্যক্তি বলল, আমি প্রতিবেশীর দেয়ালের উপর প্রস্রাব করেছি। রাসূলে করীম সা. বললেন, আমার সাথে আজকে এসো না। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১৭০)

ফায়দা : রাসূলুল্লাহ সা. প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারীকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে মানুষ এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। বুঝতে পারে যে, সামাজিক পরিবেশে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া কত বড় জঘন্যতম একটি বিষয়।

প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতির তাকীদ

হযরত আয়েশা রা. বলেন যে, প্রতিবেশীদের ব্যাপারে হযরত জিবরাইল আ. আমাদেরকে এত অধিক পরিমাণ নসীহত করছিলেন যে আমরা ভেবেছিলাম যে, তাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী- পৃঃ ৮৮৯)

অমুসলিম প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর এখানে একটি বকরী জবাই করা হল। তখন স্বীয় গোলামকে বারবার বলেছিলেন, আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীর জন্য কি হাদিয়া পাঠিয়েছ? আমি রাসূলে পাক সা. এর নিকট শুনেছি, জিবরাইল আ. সর্বদা এ বিষয়ে তাকীদ করেছিলেন। এক পর্যায়ে আমরা ভেবেছিলাম যে, তাকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিবেন। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৪৪)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন, প্রতিবেশী হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত নয়। তাকওয়াও শর্ত নয়। সর্বপ্রকৃতির মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত।

হাফেয ইবনে হাজার র. লিখেছেন যে, প্রতিবেশীর মধ্যে মুসলিম, কাফির, আবেদ, ফাসেক, শত্রু-বন্ধু, স্থানীয়-অস্থানীয়, উপকারী, ক্ষতিসাধনকারী, আপন-পর সকলেই অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল বারী- খঃ ১০, পৃঃ ৩৬২)

কিয়ামতের আলামত

আবু মূসা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বীয় প্রতিবেশীকে, ভাইকে, পিতাকে হত্যা না করবে। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ৪৮)

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে একটি আলামত হচ্ছে প্রতিবেশী অসৎ হওয়া। (আহকামুল কুরআন- খ: ২, পৃ: ২৭৭)

প্রতিবেশীর সীমানা

কায়াব ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম সা. -এর খেদমতে উপস্থিত হল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অমুক এলাকায় অবস্থান করছি এবং যে প্রতিবেশী সবচেয়ে কাছে, সেই আমাকে বেশি কষ্ট দিচ্ছে। রাসূলে করীম সা. হযরত আবু বকর রা. হযরত ওমর রা. এবং হযরত আলীকে মসজিদে পাঠালেন। তাঁরা মসজিদে আসলেন এবং এর দরজার উপর দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগলেন, সাবধান! চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী এবং সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার প্রতিবেশী তার দ্বারা কষ্ট পায়। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩৫৩)

ফায়দা : প্রতিবেশীর সীমানা চল্লিশ ঘর পর্যন্ত। অনুরূপভাবে একটি ছোট মহল্লা পরস্পর একে অপরের প্রতিবেশী। প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক আচরণ থেকে প্রতিবেশীকে নিরাপদ রাখা।

প্রতিবেশীর হক কম লোকেই আদায় করে থাকে

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রা. হতে বর্ণিত, আমরা রাসূলে করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রতিবেশীর হক কী? রাসূল বললেন, করয চাইলে তাকে করয (ঋণ) দিবে। সাহায্য প্রার্থনা করলে তাকে সাহায্য করবে। অভাবগ্রস্ত হলে তাকে সহায়তা করবে। অসুস্থ হলে, তার সেবা শুশ্রূষা করবে। পরিশেষে তিনি বলেন, আমি যা বলছি তা বুঝতে পারছ তো? খুব কম লোকই আছে, যারা প্রতিবেশীর হক রক্ষা করে। আল্লাহ পাক রহম করুন।

ফায়দাঃ বাস্তবেই প্রতিবেশীর হক আদায় করা হচ্ছে না। একে পদদলিত করা হচ্ছে। দরিদ্র ও দুর্বল প্রতিবেশী হলে তাকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে।

নেককার এবং সৎ প্রতিবেশীর বরকত

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক মুসলিম নেককার প্রতিবেশীর কারণে একশ ঘরের বালা-মুসিবত দূর করে দেন। (তারগীব- খ: ৩, পৃ: ৩২৩)

ফায়দা : নেককার প্রতিবেশীর কিরূপ বিস্ময়কর মহান বরকত যে, তার নেককারী এবং সততার অসিলায় আল্লাহ তাআলা শত ঘরে বালা-মুসিবত দূর

www.pathagar.com

করে দেন। উক্ত বৈশিষ্ট্য ও বরকতের প্রতি লক্ষ্য রেখে সৎ এবং নেককার প্রতিবেশীকে স্থান দেবে। তার সাথে শান্তি ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করবে। মহল্লায় যদি এমন লোক থাকে তাহলে তাকে স্থান করে দেবে। যাতে তার সততার বরকতে মহল্লার উপকার হয়। আফসোস! মানুষ কতটা অসভ্য হয়ে যাচ্ছে যে, নেককার ও সৎ প্রতিবেশীকে কষ্ট দিচ্ছে এবং অসৎ ফাসেক প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছে। এ কারণেই বর্তমানে বরকত বিদায় নিয়েছে।

এর দ্বারা বোঝা গেল, যে মহল্লায় সৎ ও নেককার আলিম এবং বুযুর্গ ব্যক্তি থাকে, সেই মহল্লা বিরাট মোবারক। তাদের উপস্থিতি, বসবাস ও অবস্থান কল্যাণের বাহন এবং ক্ষতি ও ফেতনা দমনের কারণ মনে করে তাদের ইকরাম করবে।

অসৎ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা. এই দুআ করতেন اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِى دَارِ الْمُقَامَةِ। হে আল্লাহ আমি অসৎ প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তারগীব- খঃ ৩, পৃঃ ৩৫৫)

ফায়দা : অর্থাৎ মহল্লা এবং বসবাসের প্রতিবেশী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সফরের প্রতিবেশী হতে নয়। তার পক্ষ হতে এত কষ্ট-পেরেশানী হয় না। কেননা সে সামান্য সময়ের সঙ্গী।

www.pathagar.com

সমস্ত মাখলুকের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ

সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবার

হযরত আনাস রা. এবং আব্দুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবারভুক্ত। সুতরাং আল্লাহর নিকট প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তার পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে। (মেশকাত- পৃঃ ২১২)

ফায়দা : মাখলুকের মধ্যে মুসলিম, কাফের, মানব পশু সব অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক মাখলুকের সাথে সদ্ব্যবহার করা ইসলামের শিক্ষা এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, কিছু লোক রাসূলে করীম সা. -এর নিকট দরখাস্ত করল যে, কুরাইশরা মুসলমানদের অনেক কষ্ট দিয়েছে, অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। আপনি তাদের জন্য বদদুআ করুন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমি বদদুআ করার জন্য প্রেরিত হইনি। আমি মানুষের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত একে অপরের প্রতি করুণাপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন না করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তো রহম করেই থাকে। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে রহম নিজের সাথে সীমাবদ্ধ থাকে, তা কোন রহম নয়, বরং রহম হচ্ছে ঐ জিনিস, যা ব্যাপক হবে।

(ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃঃ ২১৪)

স্মরণ রাখবেন! ইসলাম ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহর প্রত্যেকটি মাখলুক চাই কাফির হোক বা কোন পশুই হোক না কেন তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে। সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করবে। তাকে পেরেশান করা যাবে না। তার প্রতি অত্যাচার, কঠোরতা এবং কর্কশ ব্যবহার করা যাবে না। অন্যায়ভাবে মারা যাবে না, ক্ষুধার্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ থাকলে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক মাখলুকের সাথে সদাচরণকারী আল্লাহ পাকের নিকট প্রিয় এবং পছন্দনীয়। অথবা যেহেতু সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবারভুক্ত, পরিবারের সাথে কেউ যদি স্নেহ ও করুণাপূর্ণ আচরণ করে তাহলে মানুষ যেমন খুশি

www.pathagar.com

হয় এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যায় অনুরূপভাবে আল্লাহর মাখলুক আল্লাহর পরিবারভুক্ত। তাদের প্রতি যে মহব্বত ও করুণা প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর নিকট প্রিয় হবে।

অমুসলিমদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং ইহসানের অনুমতি

হযরত আসমা বিনতে আবী বকর রা. বর্ণনা করেন যে, যে সময়ে কুরায়েশদের সাথে সন্ধি (হুদায়বিয়ার সন্ধি) হয়েছিল, সে সময়ে আমার মা যিনি মুশরিকা এবং কাফেরা ছিলেন, আমার নিকট (মদীনাতে) আসলেন। আমি রাসূল সা. -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মাতা সাহায্যের জন্য আমার নিকট এসেছেন। আমি তাকে সাহায্য করব কি? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, হ্যাঁ, তাকে সাহায্য কর। (বুখারী- পৃঃ ৮৮৪)

ফায়দা : ইনি ছিলেন হযরত আবু বকর রা. এর স্ত্রী এবং আসমা রা. এর মাতা। পিতা ও কন্যা উভয়ে ইসলামের পরশে ধন্য হয়েছেন কিন্তু তিনি কুফরীর মধ্যে ডুবে রইলেন। এ কারণে মক্কা হতে হিযরত করে স্বামী এবং মেয়ের সাথে যেতে পারেননি। তিনি মুশরিকা হওয়ার দরুণ হযরত আসমা রা. দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলেন যে, সাহায্য করব কি করব না? এ কারণে রাসূলে করীম সা. -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর রাসূল সা. অনুমতি দিলেন, অবশ্যই সাহায্য করবে।

ইমাম বুখারী র. সহীহ বুখারীর মধ্যে باب صلة الوالد المشرك এবং باب صلة الاخ المشرك শিরোনাম ব্যবহার করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, কাফিরের সাথেও আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখতে হবে এবং সদাচরণ প্রদর্শন করতে হবে। (পৃঃ ৮৮৪)

আল্লামা কুরতুবী الجامع لاحكام القران গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আসমা রা. -এর উক্ত ঘটনার পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ هُمْ يُقَاتِلُوْنَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْاكُمْ -- الخ

আল্লাহ পাক ঐ সমস্ত কাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং ইহসান করতে নিষেধ করেননি, যারা তোমাদের সাথে দীনের ব্যাপারে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে ঘর থেকেও বের করেনি। (খঃ ১৭, পৃঃ ৫৭)

আসমা রা. এর হাদীস ও কুরআন মজীদের উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, কাফির এবং মুশরিকের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে এবং এর মধ্যেও সওয়াব রয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত ব্যক্তির কাছে অমুসলিমরা কাজ করে

www.pathagar.com

অথবা কাফিরদের সাথে তাদের পার্থিব কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এবং আসা-যাওয়া বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, তাদের হাদিয়া-তোহফা, খানা ও অন্যান্য জিনিসের দাওয়াত গ্রহণ বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যদি শারীরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে তাহলে তা জায়েয আছে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রতিবেশী যদি কাফিরও হয় তার সাথে সদাচরণ এবং ইহসানও সওয়াবের কারণ।

ইসলাম পশুর সাথে যখন সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন, তখন মানুষ কাফিরই হোক না কেন, তাদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ কেন দেবে না? এ ধরনের আখলাকপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা ইসলাম কবুল করেছে। হ্যাঁ, তবে যখন তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, ধর্মীয় কারণে অত্যাচার ও কর্কশ ব্যবহার করে তখন তাদের সাথে ধর্মীয় কারণে সদ্ব্যবহার, ইহসান ও সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নিতে হবে। তাও শুধু ঐ সমস্ত লোক থেকে, যারা এমন করবে। পুরো দলের সাথে এবং সকল সদস্যদের সাথে নয়। যেমন সূরায়ে মুমতাহিনার আয়াতে لاينهاكم এর মধ্যে বলা হয়েছে।

মাআরেফুল কুরআনে এসেছে, উক্ত আয়াতে ঐ সব কাফিরের কথা বলা হয়েছে, যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করেনি বা তাদেরকে ঘর থেকে বের করার ব্যাপারে অংশ নেয়নি। তাদের সাথে ইহসানপূর্ণ আচরণ, সদ্ব্যবহার এবং আদল ও ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আদল এবং ইনসাফ তো প্রত্যেক কাফিরের সাথেই জরুরী। এ ব্যাপারে কল্যাণপ্রত্যাশী কাফির, হরবী কাফির ও শত্রু সকলে বরাবর। ইসলামে তো বরং জানোয়ারের সাথেও আদল ও ইনসাফ ওয়াজিব। শক্তির চেয়ে অধিক বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপানো যাবে না এবং তাদের খাদ্য খাবার ও বিশ্রামের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য সদাচরণ এবং ইহসানের প্রতি হেদায়াত করা। (পারা- ২৮, পৃঃ ৭৮)

ফুকাহায়ে কেরাম ও এ ধরনের উদারতার কথা বর্ণনা করেছেন, আল্লামা শামী র. লিখেছেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ 'সিয়ারে কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কাফির হরবী হোক কিংবা জিম্মী হোক তার সাথে ইহসান তথা সদাচরণ প্রদর্শন করতে হবে।

হ্যাঁ, তবে এটা ভিন্ন কথা যে, মুসলমানদের প্রতি বিশেষ করে পরহেজগার, আলেম, বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি ইহসান ও সদাচরণ সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে। কেননা তার ইবাদত ও আমলী খেদমতের সওয়াব এই ব্যক্তি পেতে থাকবে।

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহীম আ. -এর কাফির মেহমানের ঘটনা

ইমাম গাযালী র. লিখেছেন যে, জনৈক অগ্নিপূজারী হযরত ইবরাহীম আ. -এর খেদমতে হাজির হয়ে তার মেহমান হওয়ার আবেদন করল। তিনি তখন বললেন, যদি মুসলমান হয়ে যাও তাহলে আমি তোমার আবেদন রক্ষা করতে পারি। অগ্নিপূজারী র. চলে গেল। আল্লাহ পাক ওহী পাঠালেন যে, হে ইবরাহীম! তুমি এক রাতের খানা ধর্মান্তরিত না করে খাওয়াতে পারলে না। অথচ কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাকে আমি সত্তর বছর পর্যন্ত খানা খাওয়াচ্ছি। এক ওয়াক্ত খানা খাওয়ালে কী সমস্যা ছিল? ইবরাহীম আ. সাথে সাথে তার সন্ধানে ছুটলেন। একসময় তাকে পেয়ে গেলেন। তাকে নিজের সাথে ফিরিয়ে আনলেন এবং তাকে খানা খাওয়ালেন। অগ্নিপূজারী জিজ্ঞাসা করল, কী চিন্তা করে পরে আমার সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন? ইবরাহীম আ. ওহীর ঘটনা বর্ণনা করলেন। ঐ ব্যক্তি বলল, যদি আল্লাহ আমার সাথে এমন আচরণ করেন তাহলে আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন। এরপর সে মুসলমান হয়ে গেল।

(এহইয়াউল উলূম, ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃ: ২১২)

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে কোন ছাড় নেই। (সবার জন্য সমান) মাতাপিতার প্রতি ইহসান করা; মুসলমান হোক চাই কাফির হোক। আমানত আদায় করা; চাই তা মুসলমানের হোক অথবা কাফিরের। অঙ্গীকার পূর্ণ করা; চাই তা মুসলমানের সাথে করা হোক অথবা কাফিরের সাথে। (জামে ছগীর- পৃ: ২০৯)

ফায়দা : সারকথা হচ্ছে, ইসলামের সুমহান আদর্শসমূহের মধ্যে এটা একটা আদর্শ যে, অমুসলিমদের সাথেও মনোরম ব্যবহার এবং তাদের সাথে ইহসান ও সহযোগিতামূলক আচরণ করবে। আল্লামা শামী লিখেছেন,

صلة الرحم محمودة فی کل دین والهدء الی الغیر من مکارم الاخلاق

(পৃ: ৩৫২)

মক্কার কাফিরদেরকে সাহায্য

হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের রা. স্বীয় পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, কুরায়েশ (কুফফারে মক্কা) কঠিন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়ে পড়ল। তখন রাসূলে করীম সা. আবু সুফিয়ানের নিকট অনেকগুলো স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন, যেন তিনি স্বীয় গোত্রের সকলের মাঝে ভাগ করে দেন। আবু সুফিয়ানের কাছে যখন তা পৌঁছে গেল তখন তিনি বললেন, মুহাম্মাদ সা. -এর নিকট থেকে কেবল উত্তম ব্যবহারই পাওয়া যায়। (মাকারেমে ইবনে আবীদ্দুনয়া- পৃ: ২৫৮)

www.pathagar.com

ফায়দা : অর্থাৎ মহানবী সা. উত্তম ব্যবহারের সর্বোচ্চ শিখরে রয়েছেন। যারা তাকে কষ্ট দিয়েছে, দেশান্তরিত করেছে, অভাবের সময়ে প্রয়োজন মুহূর্তে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করেছেন।

আল্লামা শামী র. লিখেছেন, মক্কা মুকাররমায় যখন দুর্ভিক্ষ হানা দিল, তখন মহানবী সা. মক্কা মুকাররমায় পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন, এটা আবু সুফিয়ান এবং সফওয়ানের কাছে দেবে তারা প্রয়োজনানুসারে অসহায় দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। (খঃ ২, পৃঃ ৩৫৩)

আল্লাহু আকবার, এই ছিল বিরুদ্ধবাদী শত্রু এবং বিধর্মীদের সাথে মহানবী সা. -এর বদান্যতার অবস্থা, যে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার পণ্য দুর্ভিক্ষের সময়ে তাদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এর দ্বারা বোঝা গেল, দুর্ভিক্ষ দুর্যোগ প্রভৃতি পরিস্থিতিতে কাফিরদের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা করাও সওয়াবের কারণ। এটিই ছিল ইসলামের সুমহান আদর্শ এবং পবিত্র আখলাক যে, শত্রু এবং ধর্মবিরোধীদের প্রতিও সাহায্য সহায়তার নির্দেশ দিয়েছে। বর্তমানে এই উন্নত আখলাক নিজেদের এবং বিধর্মীদের সর্বক্ষেত্রে বিদায় নিয়েছে। যদ্দরুণ ধর্মের দুর্বার গতি থেমে গিয়েছে। আমাদের বদ আখলাক ইসলামকে প্রভাবিত করছে এবং বদনামের ভাগী করছে।

www.pathagar.com

জীবজন্তুর সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ

পানি পান করানোর দরুণ ক্ষমা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সা. একটি ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন, দু'ব্যক্তি সফর করছিল। পথিমধ্যে তারা কঠিন পিপাসায় আক্রান্ত হল। এমন সময় তারা একটি কুয়া দেখতে পেল। এর মধ্যে তারা নামল এবং পানি পান করল। যখন কুয়া থেকে বের হয়ে আসল তখন তারা একটি কুকুর দেখতে পেল যে, পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে এবং ভিজে যাওয়া মাটি চাটছে। তারা বুঝতে পারল, কুকুরটির পিপাসা লেগেছে, আমাদের যেমন লেগেছিল। এরপর তারা আবার কুয়ায় নামল এবং নিজেদের (চামড়ার) মোজায় পানি ভরল এবং কুকুরকে পান করাল। আল্লাহ পাক এই আমলকে পছন্দ করলেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী- পৃঃ ৮৮৮)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল যে, জীবজন্তুর সাথেও দয়া ও করুণাপূর্ণ আচরণ করবে। যেমন ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীর মধ্যে باب رحمة الناس والبهائم শিরোনামে অধ্যায় কায়েম করে একথার প্রতি তাকীদ প্রকাশ করেছেন যে, মানুষের প্রতি যেরূপ করুণা করার নির্দেশ রয়েছে অনুরূপ জীবজন্তুর প্রতিও করুণা করার নির্দেশ রয়েছে। তাদেরকে অকারণে মারধর করা এবং খানাপিনায় কষ্ট দেয়া জায়েয নেই।

হযরত আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সা. সফরের মাঝে একটি বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি (বাসা থেকে) পাখির ডিম তুলে নিয়ে এসেছিল। যখন চড়ুই আসল তখন নবী করীম সা. -এর মাথার উপর চতুর্দিক থেকে ফুরফুর করে উড়তে লাগল। রাসূলে করীম সা. বললেন, কে ডিম তুলে এনে একে পেরেশান করেছে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। রাসূলুল্লাহ তাকে বললেন, এর ডিম রেখে এসো। ([illegible]

ফায়দা : বাচ্চারা সাধারণতঃ দুষ্টুমী ও খেলা[illegible] নিয়ে আসে। অনুরূপভাবে ঘর ঝাঁড়ু দেয়ার সময় যদ্দরুণ জীবজন্তু পেরেশান হয়। এটা জায়েয [illegible] করা বৈধ।

www.pathagar.com

অকারণে জীবজন্তুকে মারা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন চড়ুইও মারবে কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে তাকে পাকড়াও করা হবে। (বায়হাকী- খ: ৭, পৃ: ৪৮৩)

রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একটা চড়ুইকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করবে কিয়ামতের দিন সে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এর হক কী? রাসূল সা. বললেন, জবাই করে আহার করা। শুধু শুধু জবাই করে ফেলে দেয়া যাবে না। (ফাযায়েলে সাদাকাত- পৃ: ২১০)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল যে, নিরীহ প্রাণীকে অকারণে মারা এবং কষ্ট দেয়া নাজায়েয এবং হারাম। অনুরূপভাবে যে সব প্রাণী খাওয়া বৈধ নয় সেগুলো মারা বা শিকার করা নিষিদ্ধ। কারণ এটা হচ্ছে অন্যায়ভাবে জীবন কেড়ে নেয়া।

জবাই করার সময়ে জন্তুর আরামের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে সৌন্দর্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তোমরা যখন জানোয়ার জবাই করবে তখন সুন্দরভাবে জবাই করবে। ছুরিকে ভালভাবে ধারালো করে নিতে হবে। জবাইয়ের সময় জন্তুকে শান্তি দিবে। (মেশকাত- পৃ: ৩৫৮)

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. পশু জবাই করার সময়ে আমাদেরকে ছুরি ধারালো করে নিতে বলেছেন এবং এটাকে পশুর দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখতে বলেছেন। (যাতে সে অনুভব করতে না পারে) যখন জবাই করবে সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন করবে। (বায়হাকী- পৃ: ১১)

হযরত আবু হুরায়রা রা. জানোয়ার জবাই করার সময়ে তার সামনে ছুরি ধারালো করতে নিষেধ করতেন।

ফায়দা : মানুষ সাধারণতঃ অল্প ধারালো ছুরি দিয়েই জানোয়ার জবাই করতে আরম্ভ করে দেয়। যদ্দরুণ জবাই করতে সময় লেগে যায়। চামড়া কাটতে দেরি হওয়ার কারণে জন্তুর অনেক কষ্ট হয়। রাসূল সা. এহেন কার্য হতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে এর সামনে ছুরি ধারালো করতেও নিষেধ করেছেন। কারণ এতে সে অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবে এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। যথাসম্ভব জানোয়ারের কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। আমাদের শরীয়তের মধ্যে জানোয়ারের সাথেও কষ্টদায়ক আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বাকি থাকল জবাইয়ের বিষয়টি। এ বিষয়ে কথা হল, আল্লাহ পাক তাদেরকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এটাই তাদের সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

জবাইয়ের জন্তুর প্রতি করুণাপূর্ণ আচরণ করবে

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জবাইয়ের জন্য প্রস্তুত জানোয়ারের সাথে দয়ার্দ্র ও করুণাপূর্ণ আচরণ করে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার প্রতি করুণা করবেন। (আদাবুল মুফরাদ- পৃঃ ১২০)

ফায়দা : জবীহার প্রতি করুণা করার অর্থ হল জবাইয়ের জন্য তাকে নির্দয়ভাবে টানাহেচড়া করে নিবে না। তার হাতে পায়ে ব্যথা দিবে না। বরং তাকে ভালবাসা ও আদর দিয়ে নিয়ে আসবে। তার পিঠে হাত বুলাবে। চুলকে দিবে। ভোতা ছুরি দ্বারা জবাই করবে না।

জীবজন্তুর হক কী?

হযরত আমর ইবনুল আস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সা. চড়ুই কিংবা তার থেকে বড় কোন জানোয়ারকে অন্যায়ভাবে মারতে নিষেধ করেছেন। কারণ কিয়ামতের দিন একে হত্যা করার জন্য পাকড়াও করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হল, তার হক কী? রাসূল সা. বললেন, একে জবাই করবে। মাথা কেটে শুধু শুধু ফেলে দেবে না।

ফায়দা : মতলব হচ্ছে জানোয়ারকে একমাত্র খাওয়ার জন্যই জবাই করবে। শিকার করে বা জবাই করে এমনিতেই ফেলে দেবে না। কারণ এটা নাজায়েয। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকারক তয়্যিবী র. -এর উদ্ধৃতি দিয়ে মোল্লা আলী কারী র. লিখেছেন, যে সমস্ত জানোয়ার খাওয়া বৈধ নয়, সেগুলো হত্যা করা হারাম। (হাশিয়ায়ে মেশকাত- পৃঃ ৩৫৯)

প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু বানানো নিষিদ্ধ

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সা. প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর প্রতি লানত করেছেন। (মেশকাত- পৃঃ ৩৫৭)

কিছু নির্দয় লোক পশুপাখিকে বেঁধে লক্ষ্যবস্তু বানায় এবং নিশানা অনুশীলন করে। এ ব্যাপারে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ। অনুশীলন প্রাণহীন জড়বস্তু দিয়েও করা যেতে পারে। হ্যাঁ, তবে শিকার করা বৈধ। কারণ এটা আম্বিয়া আ. -এর তরীকা। হযরত ইসমাঈল আ. শিকার করতেন। হালাল জানোয়ার সৃষ্টির উদ্দেশ্যও কেবল তাই।

জানোয়ারের পুরো দুধ দোহন করবে না

হযরত জরার রা. হতে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলে করীম সা. কে দুধওয়ালী উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। আমি তার দুধ দোহন করছিলাম। প্রবল শক্তি

www.pathagar.com

প্রয়োগ করে সমস্ত দুধ বের করতে লাগলাম। রাসূল সা. বললেন, এমন করো না। যার (বাচ্চা) কারণে দুধ সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য কিছু রেখে যাও।
ফায়দা : জানোয়ারের পুরো দুধ বের করা যাবে না। তাহলে তার বাচ্চা কী পান করবে? তারও তো হক রয়েছে। এ বাচ্চার কারণেই তো দুধ হয়েছে। সুতরাং তার পান করার জন্যও কিছু রেখে দিতে হবে।

কষ্ট দেয়া বা ক্ষুধায় মারার জন্য শাস্তি

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, জনৈকা মহিলাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এ কারণে, সে একটা বিড়াল পুষত। তাকে আটকে রেখে খানা দিত না। আবার তাকে মুক্ত করেও রাখত না যে, সে চলে ফিরে খেতে পারে। (মুসলিম- পৃঃ ৩২৮)
আল্লামা নববী র. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় উক্ত হাদীসের আলোকে লিখেছেন, এক বর্ণনায় এসেছে ঐ মহিলা মুসলমান ছিল। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে। (মুসলিম- পৃঃ ৩২৭)
স্মরণ রাখবেন! জানোয়ার যদি পুষে বা বেঁধে রাখে তাহলে তার খানাপিনার এন্তেজাম করা ওয়াজিব। যদি সে কর্তব্যে ত্রুটি করে, তাকে খাবার না দেয়, ক্ষুধার্ত রাখে তাহলে তার গোনাহ হবে। সাধারণতঃ মানুষ এ ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করে না। অনেকে পশু পালন করে এবং তাকে ক্ষুধায় মারে।
স্মরণ রাখতে হবে, জানোয়ার দ্বারা ফায়দা হোক আর না হোক তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কারণে তার হক আদায় করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসা করা ওয়াজিব।

জানোয়ারের চেহারার ওপর মারবে না

মিকদাম ইবনে মাদীকারাব রা. বলেন যে, রাসূলে পাক জানোয়ারের চেহারায় মারতে নিষেধ করেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খঃ ৮, পৃঃ ১০৬)
ফায়দা : দেখা যায়, বকরী প্রভৃতি জানোয়ার কোন জিনিস যদি খেতে যায়, তাহলে অনেকে তার মুখের উপর আঘাত করে। এটা নিষিদ্ধ। বেচারী কি জানে যে, কী জন্য তাকে মারা হচ্ছে? জানোয়ার মুকাল্লাফ নয়, সে যেভাবে ইচ্ছা যেখানে যা পায় খাওয়া তার জন্য বৈধ। অবশ্য সে যেন মুখ না দিতে পারে তাকে ফিরিয়ে রাখা এবং রক্ষা করার ব্যাপারে মানুষ মুকাল্লাফ।

চড়ুইর ওপর রহম করায় কিয়ামতের দিনে রহম

হযরত সাঈদ আনসারী রা. হতে বর্ণিত আছে যে, একটি চড়ুইর উপর রহম করার কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক স্বীয় মুমিন বান্দাদের উপর রহম করবেন। (মুতালেবে আলীয়া- খঃ ১, পৃঃ ২৯)

www.pathagar.com

আবু আমর শায়বানী র. বলেন যে, রাসূল সা. -এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, আমরা সফরে ছিলাম। কোন ব্যক্তি চড়ুইর বাচ্চা ধরে এনেছিল। সে কারণে চড়ুই হাওদার মধ্যে আসতে লাগল। রাসূলে করীম সা. বললেন, তার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দেয়া হোক। আরো বললেন, আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদের এর চেয়েও বেশি মহব্বত করেন, যতটা মহব্বত চড়ুই নিজের বাচ্চাদের করছে। (মুতালেবে আলীয়া- খ: ৪, পৃ: ২৯)

ফায়দা : কত বড় ফযীলতের কথা যে, একটি নিষ্পাপ ছোট জানোয়ারের প্রতি রহম করার কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের রহমতের উপযুক্ত হবে। তাহলে মানুষের ওপর রহম করলে কত বড় ফযীলত লাভ হবে?

জানোয়ারের খেদমতেও সওয়াব

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূলে করীম সা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কি সওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সওয়াব রয়েছে। (মুসলিম- পৃ: ২৩৭)

ফায়দা : মতলব হচ্ছে যে কোন প্রাণীকে শান্তি দেয়া, তার পানাহারের ব্যবস্থা করা, ঠাণ্ডা গরমে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা, অসুস্থ হলে তার সেবা করা সওয়াবের কাজ। আল্লামা নববী র. লিখেছেন যে, প্রত্যেক প্রাণীর সাথে উত্তম আচরণ করা পানাহারের ব্যবস্থা করা সওয়াবের কাজ। (খ: ২, পৃ: ২৩৭)

কিছু লোকের অভ্যাস থাকে খাওয়া দাওয়ার সময় কুকুর বিড়াল আসলে তাদের লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাড়িয়ে দেয়। এটা বিরাট জুলুমের কথা। তাকে কিছু দিয়ে দিবে অথবা অবশিষ্টটা তার সামনে ঢেলে দিবে। আল্লাহ পাক রায্যাক তাদের রিযিককে নির্ধারিত করে রেখেছেন আপনারই মাধ্যমে। একথা স্মৃতিতে গেঁথে রাখলে মারপিটের অবকাশ আসবে না। হ্যাঁ, যদি না দিতে মনে চায়, ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে (না মেরে) তাড়িয়ে দিবে। অকারণে মারা গোনাহ। স্মরণ রাখবেন, জানোয়ারের সাথে উত্তম আচরণ দ্বারা মানুষ বেলায়েতের মর্তবা লাভ করে থাকে। ইবরাহীম ইবনে সায়াদ র. বলেন, আমি সালেহ ইবনে কাইসান র.কে তার ঘরে দেখলাম। তিনি বিড়ালকে খাওয়ানোর জন্য রুটি টুকরো টুকরো করছিলেন এবং নিজে কবুতরদের জন্য রুটি চূর্ণ করেছেন। আদী ইবনে হাতেম রা. যিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন পিপড়ার জন্য রুটি ছিঁড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা করতেন। (বায়হাকী- খ: ৮, পৃ: ৪৮৩)

www.pathagar.com

বিনা প্রয়োজনে জানোয়ারের পিঠে বসবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন, সাবধান! জানোয়ারের পিঠকে চেয়ার বানাবে না। (বায়হাকী- খ: ৭, পৃ: ৪৮৩) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি গতি থামিয়ে কথার বলা প্রয়োজন হয়, তাহলে জানোয়ারের পিঠ হতে নামবে। বিনা প্রয়োজনে তার উপর উঠবে না। যখন আরোহন সমাপ্ত করে অবসর হয়ে যাবে তখন জিন, গদি ইত্যাদি নামিয়ে ফেলবে, যাতে সে স্বস্তি বোধ করে। আল্লাহ পাক জানোয়ারের পিঠকে অনুগত করে দিয়েছেন প্রয়োজনের কারণে। সুতরাং অকারণে কষ্ট দেয়া বৈধ নয়।

কোন্ কোন্ জীবকে হত্যা করা যাবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সা. চার প্রকার জীবকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। পিপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি (কাঠঠোকরা), চড়ুই পাখি। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃ: ৪)

ব্যাঙ হত্যা করা নিষেধ

আব্দুর রহমান ইবনে উসমান রা. এর বর্ণনায় এসেছে যে, জনৈক ডাক্তার ব্যাঙ দ্বারা ঔষধ তৈরী করার ব্যাপারে রাসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা. সেটাকে হত্যা করতে নিষেধ করলেন। (আবু দাউদ- পৃ: ৭১৪)

ফায়দা : স্মরণ রাখবেন, যে সমস্ত প্রাণীর গোস্ত খাওয়া বৈধ নয় এবং মানুষের কোন অনিষ্ট বা ক্ষতি করে না, সেগুলোকে অনর্থক হত্যা করা নিষেধ। আর যে সমস্ত জীব মানুষের ক্ষতি করে সেগুলোকে হত্যা করা বৈধ। তবে উপরোক্ত পাঁচটি প্রাণীর ব্যাপারে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে নিষেধ করার মধ্যে বিশেষ হিকমত ও মাসলাহাত রয়েছে, যে ব্যাপারে বিখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা কুরতুবী র. জামেউ লিআহকামিল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

চড়ুই : এটা হচ্ছে সেই প্রথম পাখি, যে রোযা রেখেছিল। হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম আ. কে বায়তুল্লাহর দিকে পথ প্রদর্শন করেছিল।

এ বিষয়ে ঘটনা হল, হযরত ইবরাহীম আ. বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের জন্য সিরিয়া থেকে প্রথম যখন মক্কায় আগমন করলেন, তখন যেহেতু বায়তুল্লাহর চিহ্নটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল, তখন ঐ চড়ুই পাখি দিক নির্দেশনা দিয়েছিল এবং মেঘও চড়ুইর সাথে সাথে চলছিল। মেঘ কাবাঘরের সীমানা নির্ণয় করে দিল এবং বলল যে, আমার ছায়া বরাবর কাবাঘরের সীমানা।

www.pathagar.com

এই কারণে রাসূলুল্লাহ সা. চড়ুই মারতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু সে ইবরাহীম আ.কে বায়তুল্লাহর দিকে পথ দেখিয়েছিল।

ব্যাঙ : হযরত ইবরাহীম আ.কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন আগুনের মধ্যে ব্যাঙ পানি দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তা আল্লাহর দুশমন ফেরাউন ও কিবতীদেরকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল। তৃতীয়তঃ সে টরটর করে তাসবীহ পাঠ করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, ব্যাঙকে হত্যা করো না, যেহেতু সে টরটর করে তাসবীহ পাঠ করে। কথিত আছে যে, প্রাণী জগতে সর্বাধিক তাসবীহ পাঠকারী প্রাণী হচ্ছে ব্যাঙ। (কুরতুবী- খঃ ৭, পৃঃ ২৫৭)

হুদহুদ (কাঠঠোকরা) : যেহেতু হুদহুদ পাখি সুলায়মান আ. -এর প্রশংসা করে ছিল, তাকে পানির দিক নির্দেশনা দিত, যদ্বারা অযু এবং নামায সহজ হয়ে যেত এবং বিলকিসকে দিক নির্দেশনা দিয়েছিল। (যার ফলশ্রুতিতে তিনি ঈমান এনে সুলায়মান আ. -এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।)

(কুরতুবী- খঃ ১৩, পৃঃ ৮২)

মৌমাছি : আল্লাহ পাক তার নিকট ইলহাম করেছেন। ইলহামের অর্থ করা হয়েছে এখানে ওহী দ্বারা, যা এক প্রকার নিয়ামত ও শ্রেষ্ঠত্ব।

হযরত আবু হুরায়রা রা. এর হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন জাহান্নামবাসীদের ওপর সব প্রকারের মশা-মাছি এবং পোকামাকড়কে লেলিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু মৌমাছিকে তাদের প্রতি লেলিয়ে দেয়া হবে না। (কুরতুবী)

আল্লামা সুয়ূতী র. জামে সগীরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, জাহান্নামের মাঝে সর্বপ্রকার মশা-মাছি থাকবে। কিন্তু মধুপোকা থাকবে না। (পৃঃ ৩৬৫)

মৌমাছি যেহেতু মানুষের জন্য উপকারী এবং তা থেকে নিঃসৃত জিনিসকে আল্লাহ পাক রোগমুক্তির উপকরণ বানিয়েছেন এ জন্য একে মারতে রাসূল সা. নিষেধ করেছেন।

কষ্টদায়ক প্রাণী মারা বৈধ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সা. যে কোন প্রাণী মারতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি সে কষ্ট দেয় (তাহলে মারা যাবে)।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ- পৃঃ ৪৫)

মতলব হচ্ছে যে প্রাণী কষ্ট দেয়, তা হত্যা করা বৈধ। যেমন সাপ বিচ্ছুকে সর্বাবস্থায় মারার অনুমতি আছে। ওগুলোকে দেখে ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। কারণ অন্য কাউকে কষ্ট দিবে।

www.pathagar.com

কোন প্রাণীকে মারার নির্দেশ বা অনুমতি রয়েছে

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সা. কুকুরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন সাপকে এবং কুকুরকে হত্যা করে দাও এবং দু' দাগবিশিষ্ট সাপ ও লেজকাটা সাপকে হত্যা করে দাও, যা দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয় এবং গর্ভপাত করে দেয়। (মুসলিম- পৃ: ২৩৪)

উল্লেখিত উভয় সাপই বিষাক্ত। লেজকাটা সাপ সাংঘাতিক বিষাক্ত হয়ে থাকে। ফনা তোলা জাতি সাপ লেজকাটা থাকে, যা দংশন করলে মানুষ মারা যায়। এ ধরনের সাপ সাথে সাথে মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সেটা যদি জীবিত থাকে, তাহলে অন্য কাউকে দংশন করে ধ্বংস করে দিবে।

না মারার প্রতি ধমকি

হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, সাপকে হত্যা করে ফেল। আক্রমনের ভয়ে যে তাকে না মারবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (মাজমা- পৃ: ৪৯)

হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সাপকে হত্যা করবে সে সাত নেকী এবং যে গিরগিটি হত্যার করবে সে এক নেকী পাবে এবং যে সাপকে ভয়ের কারণে মারবে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৩, পৃ: ৪৮)

ফায়দা : সাপকে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। যেহেতু এটা কষ্টদায়ক এবং ধ্বংসাত্মক জীব। গিরগিটিকে মারার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলে করীম সা.। যেহেতু ইবরাহীম আ.কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তাতে ফুঁক দিয়েছিল।

হাদীসে এসেছে, ঘরের মধ্যে বসবাসকারী সাপকে মারবে না। এর দ্বারা উদ্দেশ্য মদীনা মুনাওয়ারাতে অবস্থিত ঘরসমূহের সাপ। যেহেতু কিছু জিন ঈমান এনেছিল এবং সাপের আকৃতিতে ঘরে থাকে। আল্লামা নববী র. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, সমস্ত ঘরের সাপের একই বিধান। স্মরণ রাখবেন! এর দ্বারা উদ্দেশ্য দংশনকারী অজগর নয়। যদি তা ঘরের মধ্যে দেখা যায়, তাহলে যে কোন অবস্থাতেই হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। যে সমস্ত আলেম সব এলাকার ঘরে থাকা সাপকে মারতে নিষেধ করেছেন, তারা বলেছেন যদি মারতে হয়, তাহলে সাবধান করে দিবে।

আল্লামা নববী র. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যার মধ্যে এর পদ্ধতি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আত্মপ্রকাশকারী সাপকে একথা বলে দিবে, আমি কসম করে তোমাকে ঐ প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন হযরত সুলায়মান ইবনে দাউদ আ.; তোমরা আমাদের কষ্ট দিবে না এবং আত্মপ্রকাশ করবে না। একথা তিনবার বলবে, যদি এরপরও আত্মপ্রকাশ করে তাহলে মেরে ফেলবে। যেমন হাদীসে এসেছে রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, তিনবার তাকে হুশিয়ার করে দাও। এরপরও যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তাকে মেরে ফেল। কারণ সে শয়তান।

(শরহে মুসলিম- খ: ২, পৃ: ২৩৪)

সর্বপ্রকার সাপকে মেরে ফেলবে

হযরত ইবরাহীম ইবনে জরীর রা. পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে কোন সাপকে মেরে ফেলবে। যে ব্যক্তি আক্রমনের ভয়ে ছেড়ে দেবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

(তাবরানী, সুবুলুল হুদা- খ: ৯, পৃ: ৮১)

হযরত সাররা বিনতে নাবহান রা. হতে বর্ণিত রাসূলে পাক সা. ইরশাদ করেন ছোট বড় কালো সাদা সর্বপ্রকারের সাপ মেরে ফেলবে। যে সাপকে হত্যা করবে তার জন্য তা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে এবং যাকে সাপে মেরে ফেলবে সে শহীদ হয়ে গেল। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ- খ: ৪, পৃ: ৪৫)

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, সব রকমের সাপ মারবে। বিষধর হোক চাই না হোক। যেমন সাদা সাপ সাধারণত কম বিষাক্ত। কারণ সাপ যত কাল হবে, তত বিষধর হবে। উক্ত হাদীসে যে কোন সাপকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন ব্যাপকভাবে, যদি বিষধর নাও হয়, তারপরও তা যে বিভীষিকা সৃষ্টিকারী এতে তো কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া সকলের কি জানা আছে কোন সাপটি দংশনকারী আর কোনটি দংশনকারী নয়? আল্লামা কুরতুবী র. লিখেছেন যে, সাপ মারা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ এই জন্য যে, হযরত আদম আ.কে জান্নাত থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে ইবলীসের সহযোগিতা করেছিল সাপ। এজন্য সাপ মারা যেন কাফিরকে মারা। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, কাফির এবং তার হত্যাকারী উভয়ে জাহান্নামে একত্রিত হবে না। (জামেউ আহকামুল কুরআন- খ: ১, পৃ: ৩২৫)

বিচ্ছুও মেরে ফেলবে

হযরত হাসান রা. হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত সাপ এবং বিচ্ছুকে যে কোন অবস্থাতে হত্যা করে ফেলবে। (সুবুলুল হুদা- খ: ৯, পৃ: ৮২)

ফায়দা : অর্থাৎ কাউকে দংশন করুক আর নাই করুক, সর্বাবস্থাতে মেরে ফেলবে। তোমাকে যদিও দংশন করেনি, কিন্তু অন্য কাউকে তো করতে পারে। এজন্য ক্ষতি করার পূর্বেই হত্যা করে দাও।

www.pathagar.com

একজনের কারণে সবাইকে মারবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, নবীগণের মধ্য হতে কোন নবীকে একটি পিপড়া দংশন করেছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন পিপড়ার আস্তানা জ্বালিয়ে দিতে। আল্লাহ পাক তার নিকট অহী পাঠালেন। তোমাকে কামড় দিল একটি পিপড়া। অথচ জ্বালিয়ে দিলে পুরো জামাত ধরে, যারা তাসবীহ পাঠে মগ্ন ছিল। (মুসলিম- পৃঃ ৩৩৬)

ফায়দা : এর দ্বারা বোঝা গেল যে, একজনের কারণে পুরো জামাতকে মারা জায়েয নেই। আল্লামা কুরতুবী র. বলেন, নবীর দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত মূসা আ.। এর আলোকে তিনি একটি ঘটনাও লিখেছেন। (খঃ ১৩, পৃঃ ১৮৩)

আল্লামা কুরতুবী লিখেছেন যে, পিপড়া যদি কামড়ায়, তাহলে তাকে মারা জায়েয আছে। ইবরাহীম র. বলেন, যে পিপড়া তোমাদেরকে কামড়াবে, তাকে মেরে ফেল। নিরপরাধকে শাস্তি প্রদান করা জায়েয নেই। যে প্রাণী কষ্ট দেয় শুধু তাকে হত্যা করা যেতে পারে। ক্রুদ্ধ হয়ে তার স্বজাতির অন্যান্য সদস্যদেরকে শাস্তি দেয়া যায় না।

যদি সাধারণ একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর ব্যাপারে এ নির্দেশ হয়, তাহলে মানুষ; যারা আশরাফুল মাখলুকাত এবং শ্রেষ্ঠ জীব, তাদের প্রত্যেকেই সম্মানের উপযুক্ত। তাদের জামাতের একজন যদি কোন অপরাধ করে, যেমন হত্যা করল বা অন্য কোন কিছু, তখন দলের অন্যান্য সকল সদস্যদের তার অপরাধে শাস্তি দেয়া বা ধরপাকড় করা নাজায়েয ও হারাম।

যেমন বর্তমানে এ অভিশপ্ত পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে যে, বংশের এক ব্যক্তি যদি অপরাধ করে, তাহলে পুরো বংশের সকল সদস্যদের শাস্তি দেয়। যেহেতু, এও ঐ দলের লোক; এটি অকাট্য হারাম।

তাই অপ্রত্যাশিত কোন দুর্ঘটনার কারণে ধর্মঘট করা, যানজট সৃষ্টি করা, সংগ্রাম করা, পথিকদের হয়রানী করা নাজায়েয এবং হারাম। আল্লাহ পাক এ ধরনের অত্যাচারমূলক কার্যক্রম হতে আমাদের হেফাযত করুন। আমীন।

www.pathagar.com